সূচিপত্র

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

হযরত মাওলানা তারিক জামীল

হৃদয়ছোঁয়া বয়ান

আল্লাহকে যদি পেতে চাও

সংকলন ও তরজমা
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব, সি এন্ড বি স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদ
৩০৮ পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

মাকতাবাতুল আখতার
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৮৫২৭১০২

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৯ ঈ.

আল্লাহকে যদি পেতে চাও

□ প্রকাশক : হাফেয মাওলানা আহমদ আলী
□ স্বত্ব : সংরক্ষিত □ প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার
□ কম্পোজ : ব ই ঘ র বর্ণসাজ ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা

মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8807-07-1

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের কথা

যারা জানেন না তাঁদের জন্যে বলছি, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী– 'কিছু কিছু আলোচনা আছে জাদু'– এ সময়ে এই বাণীর জীবন্ত উপমা মাওলানা তারিক জামীল। তাঁর আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন-নির্ভরতা। কুরআনে কারীমকেই তিনি আলোচনার উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেন। অতঃপর ইতিহাসের ফেলে আসা ঘটনাবলীর চমকপ্রদ সংযোজন তাঁর আলোচনাকে করে তুলে অসাধারণ। শ্রোতার ঘুমিয়ে পড়া ঈমান মুহূর্তে জেগে ওঠে পূর্ণ দীপ্তিতে; নেতিয়ে পড়া স্পৃহা যৌবন-উদ্যমে নেচে ওঠে তনুমনে। ফরয নামাযে যাদের অলসতা ছিল ভয়াবহ সুন্নতের সুবাস-সান্নিধ্যে তারা হয়ে ওঠে আকুল। ভাবে তাহাজ্জুদে জেগে ওঠার কথা! আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন।

এই দীন অনুবাদকের হাতে অনূদিত মাওলানা তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর নির্বাচিত বয়ান প্রকাশিত হলে অনেক চেনাজন মাওলানা তারিক জামীলের বয়ান থেকেও অনুরূপ নির্বাচিত সংকলন পাওয়ার আবদার করেন। বলতে দ্বিধা নেই, মাওলানা তারিক জামীলের আলোচনা আমারও মন কাড়ে। বন্ধুদের চাওয়া আর আমার ভালো লাগা থেকেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের জন্ম।

কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি, কুরআনে কারীমের তরজমার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর তরজমাকে অনুসরণ করেছি। মূল গ্রন্থে আয়াত নাম্বার ও

www.banglakitab.weebly.com

সূরার উল্লেখ ছিল না। পাঠকের সুবিধার্থে অনুবাদে তা যুক্ত করেছি। এ ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার একান্ত স্নেহাস্পদ হাফেয রাশেদ উমর, হাফেয সাবের ও হাফেয তাওহীদুল ইসলাম। আল্লাহ তাঁদেরকে লেখক আলেম হিসাবে কবুল করুন। আমীন! আরও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি কারী মুহাম্মদ আহমদকে। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে বয়ানগুলো মূল উর্দু ভাষায় সংকলন করেছেন। আর আদর্শের টানে রাত জেগে বয়ানগুলো কম্পোজ করেছেন বন্ধুবর সমর ইসলাম।

বয়ানগুলোতে আল্লাহ প্রাপ্তির আকুলতা অকৃত্রিম ভঙ্গিতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠেছে সতরে সতরে। সেই আকুলতার টানেই এর বাঙলা নাম দিয়েছি– 'আল্লাহকে যদি পেতে চাও।' এমনই এক শেকড়স্পর্শী উচ্চারণ দিয়ে সূচনা হলো 'মাটি' প্রকাশনীর। সময়ের শুদ্ধ ও সাহসী প্রকাশক বন্ধুবর হাফেয মাওলানা আহমদ আলীর এই নতুন যাত্রা শুভ হোক– এই কামনায়–

দুআর মুহতাজ

ঢাকা
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

০৪.০৭.২০০৯ ঈ.

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

আমি আমার অবসরে গভীর মগ্নতাসহ যাঁর বয়ান শোনে আপ্লুত হই তিনি মাওলানা তারিক জামীল। মুখোমুখি বহুবার শুনেছি তাঁর বয়ান। স্বাদ ফুরায় না। ক্যাসেটে শুনি– মনে হয় সামনে বসে শুনছি। আশ্চর্য, প্রকাশিত গ্রন্থের পাতায় যখন চোখ রেখে বসে থাকি– মনে আমার ভেতরে জীবন্ত তারিক জামীল। আল্লাহ্ সংকলক কারী মুহাম্মদ আহমদ সাহেবকে উত্তম প্রতিদান দিন– তিনি মাওলানা তারিক জামীলের জাদুময় বয়নাগুলো গ্রন্থনা করতে গিয়ে কোথাও ছেদ পড়তে দেননি, বিক্ষত করেননি বয়ানের গতি ও বর্ণনার ছন্দময়তাকে। আমি আপ্লুত, আমার বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীনের অনুবাদে মূলের জাদু আহত হয়নি কোথাও। বন্ধু বলে নয়– আশা করি পাঠকরাও আমার সাথে একমত হবেন– যেমনটি হয়েছেন ইতোপূর্বে।

'আল্লাহকে যদি পেতে চাও' মাকতাবাতুল আখতার-এর আঙিনায় নতুন সংযোজন। আগামীতে মাওলানা তারিক জামীলের আরও কিছু বয়ান প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে আমাদের। আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই ইচ্ছা সহজে পূরণ করার তাওফিক দিন এবং এই গ্রন্থ প্রকাশনার নানা ক্ষেত্রে যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন!

বিনীত

বনশ্রী, ঢাকা ০৬.০৭.২০০৯ ঈ.

আহমদ আলী

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বয়ান এক এর সূচী

বয়ান দুই ও তিন এর সূচী

বয়ান চার এর সূচী

বয়ান পাচঁ এর সূচী

বয়ান ছয় এর সূচী

বয়ান সাত এর সূচী

বয়ান আট এর সূচী

বয়ান নয় ও দশ এর সূচী

এক নজরে ১০ বয়ান

বয়ান : এক
সীরাতুন্নবী (সা.) / ২১

আমাদের সৌভাগ্য / ২২
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্বাচন / ২৪
নির্বাচনের লক্ষ্য / ২৫
মধ্যপন্থী উম্মতের জন্যে পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই গোলাম / ২৭
হযরত উম্মুস সাইব (রা.)-এর পুত্র বেঁচে ওঠলেন / ২৭
মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা ও দায়িত্ব / ২৮
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষি / ৩৩
কঠিনতম কর্তব্য / ৩৪
আল্লাহর শক্তি / ৩৭
সকল ত্রুটির উর্ধ্বে / ৩৮
তাঁর অসীম মালিকানা / ৩৯
আল্লাহ তাআলার দাবি / ৪০
আল্লাহ তাআলার গুণাবলী / ৪২
হযরত ঈসা (আ.)-এর বিস্ময়কর জন্ম / ৪৪
মুক্তির দ্বিতীয় পথ : ইত্তেবায়ে রাসূল (সা.) / ৪৬
অবাধ্য বান্দার প্রতি আল্লাহর আহ্বান / ৪৮
আমরা তো তাঁর নামও ভুলে গেছি / ৫০
আল্লাহ অপেক্ষায় থাকেন / ৫১
আল্লাহর প্রিয় কাজ / ৫১
একই সময়ে দুটি কাজ / ৫৪
মহান রাসূল (সা.) / ৫৫
তাঁর চোখ / ৫৭
আল্লাহকে মান, আল্লাহর কাছে চাও / ৬০
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাত ও সুরত / ৬১
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ছাগল / ৬২

www.banglakitab.weebly.com

সংরক্ষিত বংশ তালিকা / ৬৩
কুরআনে তাঁর সীরাত / ৬৫
মসজিদ আমাদের কেন্দ্র / ৬৮
আশারা মুবাশ্শারা আমীর ছিলেন / ৭২
দরিদ্রদের মর্যাদা / ৭৪
সম্পর্কের ভিত্তি মসজিদ / ৭৬
মসজিদে অবস্থানকারীদের তিন শ্রেণী / ৭৯
হযরত উসমান (রা.)-এর নামায / ৮৪

বয়ান : দুই
আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ / ৮৭

কুরআনের অনুসরণ / ৯০
আল্লাহর অবাধ্যতার চাইতে মৃত্যু ভালো / ৯৩
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির লক্ষণ / ৯৯
সুলতান মাহমুদ গজনবীর ইনসাফ / ৯৯
চেঙ্গিস খান : আল্লাহর অসন্তুষ্টির প্রকাশ / ১০১
সুদের পাপ / ১০২
মুসলিম উম্মাহর অতিরিক্ত দায়িত্ব / ১০৪
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদা / ১০৮
আল্লাহর সঙ্গ / ১১০
একজন যাযাবরের প্রশ্ন / ১১২
নবুওয়তের সময়সীমা / ১২১
বেহেশতের নেয়ামত ও তার শোভা / ১২২
হুকুকুল ইবাদের গুরুত্ব / ১২৯
মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব হয়নি / ১৪১

বয়ান : তিন
সফল জীবন / ১৩৪

বিবেকের অক্ষমতা / ১৩৬
দুনিয়ার হাকীকত / ১৩৬
আত্মার বিশালতা / ১৪০
আল্লাহর সঙ্গ / ১৪১

www.banglakitab.weebly.com

দুই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর দান / ১৪৬
সবই ধোকা / ১৪৭
হযরত হাবীব (রা.)-এর শাহাদাত / ১৫০
হযরত খাওলা (রা.)-এর ফরিয়াদ / ১৫২
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসা / ১৫৯
হযরত আসিয়ার দৃঢ়তা / ১৫৯
এই দুনিয়া কেবলই ধোকা / ১৬২
সিজদার তাওফিক সকলের হয় না / ১৬৩
আল্লাহর প্রিয় দাসী / ১৬৫
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব / ১৬৭
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা / ১৬৮
আল্লাহর অনুগ্রহ / ১৭১
সবচে' বড় ত্রুটি / ১৭৪
অসীম রহমত / ১৭৫
জাগিয়ে দিল ঈমান / ১৭৬
চারদিকে বিষাক্ত হাওয়া / ১৭৭

বয়ান : চার
ইসলামী সমাজ গড়ার উপায় / ১৮০

আবদুল মালিকের আক্ষেপ / ১৮২
বুনিয়াদী শিক্ষা / ১৮৩
চিন্তার ভ্রান্তি / ১৮৩
প্রথম ভিত্তি তাওহীদ / ১৮৭
তাওহীদ ও রিসালাত / ১৮৮
দ্বিতীয় বুনিয়াদ / ১৮৯
মা-বাবার অবাধ্যতার শাস্তি / ১৯০
পরকালের প্রতি বিশ্বাস তৃতীয় ভিত্তি / ১৯২
আখেরাতের অনুভূতি / ১৯৪
চতুর্থ বুনিয়াদ নামায / ১৯৫
একটি উপমা / ১৯৭
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির নিদর্শন / ১৯৮
সফলতার পয়গাম / ১৯৯

www.banglakitab.weebly.com

হযরত হুসাইন (রা.)-এর সর্বশেষ নামায / ২০০
পঞ্চম বুনিয়াদ দাওয়াত / ২০১
হৃদয় বিজেতা / ২০২
ষষ্ঠ বুনিয়াদ ধৈর্য / ২০৩
নেতৃত্ব ও বেহিসাব জান্নাত / ২০৪
সপ্তম বুনিয়াদ উত্তম চরিত্র / ২০৬
মানুষের মূল্য / ২১১

বয়ান : পাঁচ
পরকালের পরীক্ষা / ২১৩

মান-অপমানের মাপকাঠি / ২১৬
এক যুবকের যৌবন পতন / ২১৯
কবরের তাপ / ২২১
বোকা সমাজ / ২২২
দুনিয়া ও আখেরাতের পরীক্ষার পার্থক্য / ২২৩
জাহান্নামের চিৎকার / ২২৪
কঠিন সংকট / ২২৬
প্রেসার-কুকার ও কুরআনের আয়াত / ২২৭
আগুনের ভয়াবহতা / ২২৯
কেয়ামতের দিন / ২৩০
হযরত উমর (রা.)-এর ফযীলত / ২৩১
হযরত উমর (রা.)-এর শেষ স্বপ্ন / ২৩২
হযরত উমর (রা.)-এর শানে হযরত আলী (রা.)-এর বাণী / ২৩৪
খোদায়ী বিধানের গুরুত্ব / ২৩৬
নির্লজ্জতার সয়লাব / ২৩৮
নবী পরিবারের দারিদ্র্য / ২৪০
পশ্চিমা সভ্যতা / ২৪১
নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত কর / ২৪২

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বয়ান : ছয়

দুনিয়া ও আখেরাত / ২৪৪

সামগ্রিক সমস্যা / ২৪৫
মানবিক ব্যাধি / ২৪৬
সবচে' বড় সংকট / ২৪৮
কেউ মৃত্যুর মোকাবেলা করতে পারে না / ২৫৩
জগতের মৃত্যু / ২৫৪
শিঙায় ফুৎকার / ২৫৭
আকাশের মৃত্যু / ২৫৭
আস ইবনে ওয়াইল-এর প্রশ্ন ও তার জবাবে আল কুরআন / ২৬০
সমগ্র জাহানের মৃত্যুর পর আল্লাহর প্রশ্ন / ২৬২
কেয়ামতের কঠোরতা / ২৬৪
জাহান্নামের ভয়াবহতা / ২৬৬
জাহান্নামীদের পোশাক / ২৬৮
সফলতার ঘোষণা / ২৭০
সফলতায় খুশির প্রকাশ / ২৭১
বেহেশতের নেয়ামত / ২৭২
সর্বশ্রেষ্ঠ শরাব / ২৭৬
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাত / ২৭৭
গাছ ছায়া দিচ্ছে / ২৭৮
গাধার ভালোবাসা / ২৭৯
মৃত গুইসাপ সাক্ষি দিল / ২৮০
জীবন চলে চরিত্র বলে / ২৮৩
হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিদায় / ২৮৪
বেহেশতের পথ / ২৮৭
রাবেয়া বসরীর তাকওয়া / ২৮৮
জীবনকে জীবিত করার সাধনা / ২৮৯
মানুষ বানাও / ২৯০
দীনদার খান্দান : জীবন যেখানে পানির মতো সহজ / ২৯২
প্রথম সবক / ২৯৪
হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.) / ২৯৫

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় সবক / ২৯৬
তৃতীয় সবক নামায / ২৯৭
হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মায়ের কুরবানী / ২৯৯
মায়েদের কর্তব্য / ৩০০
মরণেও সম্মান / ৩০২
হযরত সাদ (রা.)-এর জানাযা / ৩০৪
আল্লাহর রহমত অসীম / ৩০৪
শত মানুষের হত্যাকারীর তাওবা / ৩০৫
সুখের সন্ধান / ৩০৭

বয়ান : সাত
আল্লাহই যথেষ্ট / ৩০৮

পথহারা মুসাফির / ৩১১
আল্লাহর শক্তির পরিধি / ৩১৩
সমগ্র জগতের নির্যাস / ৩১৫
মুমিনের হৃদয়ের প্রশস্ততা / ৩১৬
আল্লাহই জীবনের মেরাজ / ৩১৭
তাবলীগের মূল টার্গেট / ৩১৮
হযরত ইমাম গাযালী (রহ.)-এর মর্যাদা / ৩২২
আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্কের লক্ষণ / ৩২৩
আমাদের পুঁজি / ৩২৬
মুক্তি সুন্নতের অনুসরণে / ৩২৭
দুনিয়া ও কবরের পার্থক্য / ৩২৯
আমাদের মূল টার্গেট / ৩৩০
উম্মতের ফযীলত / ৩৩১
আমাদের নবী ও অন্যান্য নবী / ৩৩৪
কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) / ৩৩৫
তাঁর মর্যাদা নববী ভাষায় / ৩৩৬
উম্মতে মুহাম্মদীর আলামত / ৩৩৮
হাউসে কাওসারের দৃশ্য / ৩৩৮
রুস্তমের দরবারে হযরত ইবনে আমের (রা.)-এর ভাষণ / ৩৪১

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের বৈশিষ্ট্য / ৩৪২
এই উম্মতের দায়িত্ব / ৩৪৪
হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত / ৩৪৬
সাহাবায়ে কেরামের কবর /৩৪৯
ঈর্ষণীয় উম্মত / ৩৫১
বেহেশতের হুর / ৩৫১
হুর সৃষ্টির স্থান / ৩৫৩

বয়ান : আট
সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ / ৩৫৬

মানুষের কল্যাণকামিতা / ৩৫৭
দীনের ভিত্তিই কল্যাণকামিতা / ৩৬২
সুদের ভয়াবহ পাপ / ৩৬৩
ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদ / ৩৬৩
সুদখোরকে শয়তানের সাথে তুলনা করার রহস্য / ৩৬৫
সুদ ও বেচাকেনার মধ্যে পার্থক্য / ৩৬৬
ব্যাংকের ব্যবসায়ী সুদ এবং... / ৩৬৭
সুদের ব্যাপক পরিচিতি / ৩৬৮
সুদের বিভিন্ন রূপ / ৩৬৯
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর তাকওয়া / ৩৭০
সুদ লাখ লাখ মানুষের জন্যে অতর্কিত মৃত্যু / ৩৭০
আল্লাহই প্রতিপালক / ৩৭১
মশা আল্লাহর কুদরতের বিকাশ / ৩৭৩
ব্যাংকের চালবাজি / ৩৭৪
পরের পয়সায় শেখ / ৩৭৭
পুঁজিপতিকে পুঁজিপতি বানায় / ৩৭৫
সুদ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় / ৩৭৬
ইনস্যুরেন্স / ৩৭৭
সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা / ৩৭৯
জুলুমের আরেক পদ্ধতি / ৩৭৯

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বয়ান : নয়

মৃত্যু ও কেয়ামতের দৃশ্য / ৩৮২

বিশ্ব জাহানের মূল / ৩৮৩
সবচে' বড় প্রশ্ন / ৩৮৪
বিদায়ও এক বড় ঘটনা / ৩৮৬
খলীফা ওয়াসেক বিল্লাহর মৃত্যু / ৩৮৬
হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের জানাযা এক শিক্ষণীয় ঘটনা / ৩৮৮
মৃত্যুর পর কী হবে / ৩৮৯
কেয়ামত অনিবার্য / ৩৯২
মাখলুকের অসহায়ত্ব এবং জগতের মৃত্যু / ৩৯৭
তাঁর প্রশংসার কোন সীমা নেই / ৪০০
মৃত্যুপথের যাত্রী! তোমার পর কী হয়েছে / ৪০৩
মৃত্যু অনেক বড় ঘটনা / ৪০৪
বান্দাদের উদ্দেশে আল্লাহর ভাষণ / ৪০৭
নাফসী নাফসী... / ৪০৮
উম্মাতী উম্মাতী... / ৪১০
হযরত তালহা (রা.)-এর কবরের পাশে আল্লাহর রাসূল (সা.) / ৪১০
চলন্ত কবর মৃত আত্মা / ৪১২
বেহেশতের স্তরসমূহ / ৪২১
শত্রু-মিত্র / ৪২৪
তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা / ৪২৬
ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো / ৪২৭

বয়ান : দশ

সফলতার পথ / ৪২৮

উপমাহীন সৃষ্টিকর্তা / ৪৩৩
বৃষ্টি কেন হয় / ৪৩৫
তাওহীদের দাওয়াত / ৪৩৮
ভেবে দেখার দাওয়াত / ৪৪১
মানুষের অসহায়ত্ব ও ভয় / ৪৪৫

www.banglakitab.weebly.com

খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহর পরিণতি / ৪৪৬
বুদ্ধিমান না বোকা / ৪৪৯
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টিকর্তার অধিকার / ৪৫৪
পরিপূর্ণ মুসলমান হও / ৪৫৬
নবীর ভালোবাসা ঈমানের শর্ত / ৪৫৯
দুনিয়া নয়, পরকালের কথা ভাবো / ৪৬০
পর্দার নির্দেশ : সাহাবীগণের আনুগত্য / ৪৬১
সফলতার একমাত্র পথ / ৪৬৪
মানসিক দাসত্ব / ৪৬৬
তাহাজ্জুদের প্রতিদান / ৪৬৭
মুসলমানদের করুণ দশা / ৪৭১
হযরত আজরাঈল (আ.)-এর কষ্ট / ৪৭৫
মা-বাবার কর্তব্য / ৪৭৬

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

www.banglakitab.weebly.com

তুমি সব কিছু পেয়েছ
আল্লাহকে পাওনি
তুমি কিছুই পাওনি।

– হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

বয়ান : এক

সীরাতুন্নবী (সা.)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَئٌ۔ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اَلْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْبَدِيْلِ وَالْمَثِيْلِ وَالشَّبِيْهِ۔

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ۔ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

أَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۝

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ لِلْمَسْجِدِ اَوْتَادَ الْمَلَائِكَةِ جُلَسَاءُهُمْ- اِنْ غَابُوْا اِفْتَقَدُوْهُمْ اِنْ مَرِضُوْا عَادُوْهُمْ- اِنْ كَانُوْا فِىْ حَاجَةٍ اَعَانُوْهُمْ ثُمَّ قَالَ- جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلٰى ثَلٰثِ خِصَالٍ- اَخٌ مُسْتَفَادٌ اَوْ كَلِمَةٌ حِكْمَةٌ اَوْ رَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ اَوْ كَمَاقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[رواه احمد فى مسنده]

আমাদের সৌভাগ্য

সম্মানিত ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন। তিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

هُوَاجْتَبٰكُمْ

তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। [হজ : ৭৮]

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছেন, আমিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছি। সুতরাং আমরা কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা

www.banglakitab.weebly.com

ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়াটাকে সব সময়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই এটা আমাদের জন্যে একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয়। আমরা এখানে যারা আছি এবং কেয়ামত পর্যন্ত যত উম্মত এ পৃথিবীতে আগমন করবে তারা সকলেই এই সৌভাগ্যের অধিকারী। সকলেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

উল্লিখিত আয়াতটিতে 'ইজতিবা' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শব্দটি যদি আমি একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে বলব– আপনি কোথাও আম কিনতে গিয়েছেন। বিশাল বিশাল পাত্রে আম সাজানো রয়েছে। আপনি সেখান থেকে বেছে বেছে আম তুলে নিচ্ছেন। যেটা পছন্দ হচ্ছে সেটা পাল্লায় তুলে রাখছেন, আর যেটা অপছন্দ হচ্ছে ছুঁড়ে মারছেন। আমগুলো চারদিক থেকে দেখছেন। ভালো-মন্দ বিচার করছেন। যেটা মনে লাগছে সেটা তুলে রাখছেন। দেখছেন, আমটি বড় না ছোট। শক্ত না নরম। সবুজ না হলুদ। মূলত এভাবে দেখেশুনে পছন্দের জিনিস তুলে নেয়াকেই বলা হয় 'ইজতিবা'– মনোনয়ন।

সুতরাং আল্লাহ তাআলাও আদম সন্তানের যে বিশাল সংখ্যা তার পুরোটা উন্মুক্ত করেছেন, উন্মোচিত করেছেন।

لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই।
[রূম : ২৭]

আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই এভাবে বিচার বিশ্লেষণের অনেক উর্ধ্বে। তবুও আমি বিষয়টি সহজ করার জন্যে এই উপমা টানছি। আল্লাহ তাআলা সমগ্র আদম সন্তানকে উন্মুক্ত করেছেন, অতঃপর তাদের এক একটি আত্মাকে পরখ করেছেন। এক একজনকে আলাদা আলাদাভাবে যাচাই করেছেন। অতঃপর যাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ পেয়েছেন, তাদের এক পাশে রেখে দিয়েছেন। বিশাল আরব জাতি, তারা এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। সুতরাং এদেরকে এদিকে রাখ। আর অমুক গোষ্ঠী উত্তীর্ণ নয়। সুতরাং তাদেরকে সেদিকে রাখ।

www.banglakitab.weebly.com

কাউকে বা হযরত আদম (আ.)-এর পাত্রে রেখেছেন। কাউকে রেখেছেন হযরত নূহ্ (আ.)-এর পাত্রে। কাউকে হযরত হূদ (আ.)-এর উম্মতের সঙ্গে রেখেছেন, কাউকে রেখেছেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উম্মতের সঙ্গে। আবার কাউকে বসিয়ে দিয়েছেন হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর উম্মতের সঙ্গে। সার্বিক বিচারে সর্বোচ্চ মাত্রায় যারা উন্নীত হয়েছে তাদের সম্পর্কে বলেছেন, এদেরকে আমার প্রিয় নবীর উম্মতের পাশে রেখে দাও। এবার ভেবে দেখুন, আমাদের এই নির্বাচন কত উচ্চ মর্যাদাশীল।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্বাচন

তারপর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্বাচন কিভাবে হলো সে কথা তাঁর পাক বাণীতেই শুনুন। তিনি ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللهَ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ

আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-এর সকল বংশ ও গোত্রকে পরখ করে দেখেছেন। তাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন আরব জাতিকে। তারপর আরব জাতিকে পরখ করে সেখান থেকে নির্বাচন করেছেন মুযার কবীলাকে। আরও সূক্ষ্মভাবে যাচাই বাছাই করে মুযার থেকে তুলে এনেছেন কুরাইশ গোষ্ঠীকে। অতঃপর কুরাইশকে আরও সূক্ষ্ম চালুনি দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে সেখান থেকে বের করে এনেছেন বনু হাশিমকে। এই দীর্ঘ যাচাই বাছাইয়ের পর নির্বাচিত বনু হাশিম থেকে চয়ণ করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সবশেষে তিনি ইরশাদ করেছেন–

فَاخْتَارَنِىْ اَنَا خَيْرُ كُمْ اَبًا وَنَفْسًا

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্বাচন করেছেন। আর আমি ব্যক্তি ও বংশে তোমাদের সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

www.banglakitab.weebly.com

ভেবে দেখুন, আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কত সূক্ষ্মভাবে কতটা যত্নের সাথে মনোনীত করেছেন।

নির্বাচনের লক্ষ্য

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো এই উম্মতে মুহাম্মদীও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মনোনীত এবং নির্বাচিত। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের সরদার বানিয়েছেন, আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বানিয়েছেন সকল নবীর সরদার। জানবার বিষয় হলো, কেন এই নির্বাচন এবং কেন এই মনোনয়ন? কেন কী লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্বাচন করেছেন? কেন তিনি আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হিসেবে মনোনীত করেছেন? ইরশাদ হয়েছে–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

আর আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এক উম্মত।

সন্দেহ নেই, যাকে নির্বাচন করা হয় তার মর্যাদা যেমন বেড়ে যায়, বেড়ে যায় তার দায়িত্বও। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে নির্বাচন করেছেন। অতঃপর পাক কালামে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরা হলে উম্মতে ওয়াসাত। তোমাদের অবস্থান হলো মাঝামাঝিতে। সংযুক্ত দুই বস্তুর মধ্যবিন্দুতে স্থাপিত লৌহ কীলকের মতো হলো তোমাদের অবস্থান। আরবি ভাষায় মধ্যবিন্দুতে স্থাপিত এই কীলককে 'কুতুব' বলা হয়। আমরা আটা বা ময়দা পেষার চাকার ক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখবো, এর ঠিক মাঝখানে একটি লোহার কীলক স্থাপিত হয়। ফলে নিচের চাকাটি স্থিরভাবে অবস্থান করে। আবার এই কীলকটিকে কেন্দ্র করেই উপরের চাকাটি ঘুরে থাকে। উল্লিখিত আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উম্মতে ওয়াসাত বা মধ্যপন্থী উম্মত বলে যেন সেই চাকার কীলকের সাথেই তুলনা করেছেন। চাকার

www.banglakitab.weebly.com

কীলক ও কুতুব যেমন মাঝখানে অবস্থান করে, আমাদের অবস্থানও তেমনি মাঝখানে। আকাশ ও পৃথিবীকে যদি দুটি চাকা ধরা হয়, তাহলে সেই দুটি চাকার মাঝখানে কুতুব হলাম আমরা। যেন আল্লাহ তাআলা বলছেন, এই আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে আমি তোমাদেরকে কুতুব হিসাবে স্থাপন করেছি। যেদিন এই কীলক ও কুতুবকে খুলে ফেলা হবে সেদিন আকাশ পৃথিবী একটি আর একটির সাথে এসে ধাক্কা খাবে এবং বিনাশ হয়ে যাবে। যেভাবে আটা পেষার চাকার মাঝখান থেকে কীলক খুলে ফেললে একটি চাকা এসে অপরটির উপর পড়ে যায়। আর তখন ভেঙ্গে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

আমরা হলাম মাঝখানের উম্মত। আমরা যদি সরে পড়ি তাহলে আকাশ পৃথিবীর উপর আপতিত হবে। আকাশ ও পৃথিবীতে সংঘাত লাগবে। চন্দ্র সূর্য একে অপরের সাথে ধাক্কা খাবে। গ্রহ নক্ষত্র পরস্পর আঘাতে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। সুতরাং এই উম্মত অতীব মর্যাদাপূর্ণ এক মহান উম্মত।

যদি এই উম্মত বেঁচে থাকে তবে বাঁকা হয়ে যায়, তাহলেও জগত তার ভারসাম্য হারাবে। যেভাবে চাকার কীলক বাঁকা হয়ে পড়লে চাকা তার ভারসাম্য হারাতে বাধ্য হয়। তারপর সেই চাকায় আর কোনো কিছু পেষা যায় না। অনুরূপভাবে এই উম্মতও যদি বর্তমান থেকেও বাঁকা হয়ে পড়ে, যেমনটি আজ বাঁকা হয়ে পড়েছে, নাফরমান হয়ে পড়েছে– তাহলে পরিণতি কী হবে? আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই বাঁকা হয়ে পড়বে। সব কিছুই আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে। লক্ষ করলে দেখবো, আকাশ ও পৃথিবীর সেই বিপক্ষ তাপ আমাদের গায়ে এসে এখন লাগতে শুরু করেছে। বাঁকা হলে যা হয়– আজ পৃথিবী তার চেহারা বদলাতে শুরু করেছে। আকাশ তার মুখ বদল করতে শুরু করেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই উম্মতের বক্রতার পরিণতিতে আকাশ ও পৃথিবীর সকল আয়োজন তাদের বিপক্ষে যেতে বাধ্য। আবার তারা যদি ঠিক হয়ে যায়, সঠিক পথে ফিরে আসে, তাহলে গোটা জগত ফিরে আসবে সরল পথে। গোটা জগত তখন হবে তাদের অনুগত।

www.banglakitab.weebly.com

মধ্যপন্থী উম্মতের জন্যে পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই গোলাম

বিখ্যাত সাহাবী হযরত উকবা ইবনে নাফে (রা.) মাত্র উনিশজন সঙ্গী নিয়ে তিউনিসিয়ায় উপস্থিত হলেন। সিপাহসালারসহ মাত্র বিশ জন সাহাবী। তারা এসেছেন কিরওয়ান শহর নির্মাণ করতে। হযরত উকবা (রা.) উনিশজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে একটি টিলার উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং বনভূমিকে লক্ষ করে ঘোষণা করলেন– আমরা আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম। আগামী তিন দিনের মধ্যে তোমরা এই জঙ্গলকে খালি করে দিবে। তারপর আমরা যাকে পাবো তাকেই হত্যা করে ফেলবো। দেখা গেছে, ঘোষিত এই তিন দিনের মধ্যে বাঘ পালিয়ে গেছে, চিতা পালিয়ে গেছে, হাতি পালিয়ে গেছে, সাপ ছুটে গেছে, পালিয়ে গেছে সকল হায়েনা। তিন দিনের মধ্যে চল্লিশ বর্গমাইল জঙ্গল খতম। জঙ্গলে অবস্থানরত বিষাক্ত ভয়ানক এবং হিংস্র সবকটি প্রাণী বেরিয়ে গেছে। হযরত উকবা ইবনে নাফে (রা.)-এর কথা শোনে জঙ্গলের সব বিষাক্ত প্রাণী আপন নিবাস ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আজ পুত্র পিতার কথা শোনে না। অথচ সেদিন হিংস্র প্রাণী শুনেছে এই উম্মতের কথা। কারণ, তখন উম্মত ছিল তার নির্দিষ্ট স্থানে– মাঝখানে– সরল পথে দাঁড়ানো। তাই দৃশ্যত অসম্ভবও তাদের হাতে এলে সম্ভব হয়ে যেতো। এই উম্মত একদা ঘোড়ায় চড়ে উত্তাল দরিয়া পার হয়ে গেছে।

হযরত উম্মুস সাইব (রা.)-এর পুত্র বেঁচে ওঠলেন

হযরত উম্মুস সাইব (রা.)-এর পুত্র মারা গেল। কাফন পরিয়ে জানাযার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। এমন সময় সংবাদ পেয়ে মা উম্মুস সাইব লাঠি ভর করে এসে উপস্থিত হলেন। নিহত পুত্রের পায়ের কাছে বসে বলতে লাগলেন–

أَمَنْتُ بِكَ طَوْعًا وَهَاجَرْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فَلَا تُشْمِتْ
بِيَ الْأَعْدَاءَ

www.banglakitab.weebly.com

হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি আকুল হয়ে কালেমা পড়েছি। তোমাকে ভালোবেসে ঘর ছেড়েছি। সুতরাং তুমি আমার উপর আমার দুশমনকে হাসার সুযোগ দিও না।

ব্যাস, এতটুকুই। তিনি এ কথা বলেননি, হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে জীবিত করে দাও। তিনি শুধু বলেছেন, খোদা! আমার শত্রুকে হাসার সুযোগ করে দিও না। তার এ কথা শেষ হতে না হতেই ছেলে ওঠে বসলো। মুখ থেকে কাফনের কাপড় সরিয়ে দিল এবং তখনই উপস্থিত লোকদের সাথে বসে খানা খেলো। তারপর এই সাহাবী হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনকালে শাহাদতবরণ করেন।

দৃশ্যত এ এক অসম্ভব ব্যাপার। তারপরও অসম্ভবই হচ্ছে। কারণ, এটা মধ্যপন্থী উম্মত। উম্মত যখন ঠিক মধ্যপন্থায়– মাঝখানে দাঁড়ানো তখন সবকিছুই তার অনুগত। পানি তাদের জন্যে পথ করে দিচ্ছে। হিংস্র প্রাণী তাদেরকে পথ দেখাচ্ছে। মাটির স্তর তাদের জন্য শুকিয়ে যাচ্ছে।

হযরত ওয়াছিলা ইবনে আসকা' (রা.)। তাঁর পুত্রকে রোম সরকার কয়েদ করে রেখেছে। হযরত ওয়াছিলা (রা.) থাকতেন মিশরের আসকালানে। যখন ফজর নামাযের সময় হতো, তখন তিনি আসকালান শহরের দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে রোমের দিকে মুখ করে বলতেন– বেটা, ফজর নামাযের সময় হয়েছে। পুত্র রোমের কয়েদখানায় বসে সে আওয়াজ শুনতে পেতেন এবং ওঠে ফজর নামায পড়তেন। তারপর যখন যোহর নামাযের সময় হতো আসকালানের দেয়ালে ওঠে পিতা আবার ডাকতেন, পুত্র! যোহর নামাযের সময় হয়েছে। পুত্র ওঠে যোহর নামায আদায় করতেন। বাতাস পিতার আহ্বান পুত্রের কাছে পৌঁছে দিত। কারণ, উম্মত তখন সরল পথে দাঁড়ানো ছিল। মাঝপথে দাঁড়ানো ছিল। বাতাস ছিল তাদের সেবক। অদৃশ্য সকল আয়োজন ছিল তাদের অধীন।

মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা ও দায়িত্ব

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এই উম্মতের দায়িত্বটা কি? কেন তাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে? কেন

www.banglakitab.weebly.com

তাদেরকে উম্মতে ওয়াসাত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে? কেন অধিষ্ঠিত করা হয়েছে মর্যাদার এত উঁচু আসনে।

হযরত মুসা (আ.) একবার বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতকে মেঘের ছায়া দিয়েছো, আসমান থেকে 'মান্না-সালওয়া' পাঠিয়েছো। আমার উম্মতের চাইতে উত্তম কোন উম্মতও কি রয়েছে? আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন– মুসা! তুমি জান না, আমি সমগ্র মাখলুকের তুলনায় যতটা মর্যাদাশীল, আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতও সমগ্র উম্মতের তুলনায় ঠিক ততটাই মর্যাদাশীল। জবাব শুনে তো হযরত মুসা (আ.) নির্বাক। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ! তাহলে তুমি আমাকে সেই উম্মত দান কর। ইরশাদ করলেন– না, সেই উম্মত তোমাকে দেয়া যায় না।

এ হলো উম্মতে মুহাম্মদীর আসন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই আসনের জন্যে নির্বাচন করেছেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের সম্মানে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

যেন তোমরা মানব জাতির জন্যে সাক্ষী হতে পার।
[বাকারা : ১৪৩]

এটা হলো আমাদের কাজ। এই আয়াত আমাদের কল্পনার চোখে সমগ্র পৃথিবীকে যেন একটি আদালতরূপে উপস্থিত করে। সমগ্র পৃথিবী একটি আদালত কেন্দ্র। আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারন্য। ছয় মহাদেশের সকল মানব সেখানে উপস্থিত। দুই পাশে দলিল প্রমাণসহ উকিল দণ্ডায়মান। একদিকে আল্লাহ তাআলার উকিলগণ দাঁড়িয়ে আছেন। সোয়া লাখ পয়গাম্বর। তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এই উম্মত। বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে ইবলিস। দাঁড়িয়ে আছে তার উকিল। সেই উকিলদের মধ্যে আছে মানুষ এবং জিন। আদালত প্রাঙ্গণ উষ্ণ তপ্ত। মোকদ্দমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কী সেই মোকদ্দমা?

আল্লাহ তাআলার দাবি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। নবীগণ দলিল প্রমাণ দিয়ে এই দাবি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন।

www.banglakitab.weebly.com

শয়তানের দাবি হলো, এসব কিছুই নয়।

مَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ

আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। [জাছিয়া : ২৪]

আমরা প্রকৃতিগতভাবেই মারা যাই। আল্লাহ আবার কোথায় আমাদেরকে মৃত্যু দেন?

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ

এবং আমরা পুনরুত্থিতও হবো না। [আনআম : ২৯]

ইবলিশ এসে এই দাবির পক্ষে প্রমাণ খাড়া করে। এসব দলিল প্রমাণকে মানুষের সামনে সুসজ্জিত ও সুশোভিত করে উপস্থাপন করে। মানুষ শয়তানও করে, জিন শয়তানও করে। কখনও বা ডারউইন এসে এই দাবির পক্ষে পরিবেশ সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলতে কিছু নেই। মানুষ বিভিন্ন রূপ অতিক্রম করে মানুষ হয়েছে এবং এভাবেই সে মৃত্যুবরণ করে।

বলছিলাম, সে এক আদালত কক্ষ। জনসমুদ্রে পূর্ণ সে আদালত প্রাঙ্গণ। উভয় পক্ষ থেকে চলছে দলিল প্রমাণের লড়াই। উভয় পক্ষই নিজ নিজ প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। এখন চাই সাক্ষি। সাক্ষি উপস্থাপন করতে হবে। সাক্ষির ভিত্তিতেই রায় হয়ে থাকে। যদি বাদির সাক্ষী সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে রায় তার পক্ষে যাবে। আর যদি বিবাদির সাক্ষী সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে রায় যাবে তার পক্ষে। একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন সোয়া লাখ উকিল। বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে কোটি কোটি উকিল। কোটি কোটি শয়তান। যাদের কোন পরিসংখ্যান নেই। প্রথম পক্ষ বলছে, আল্লাহ আছেন। দ্বিতীয় পক্ষের দাবি, কিছুই নেই। প্রথম পক্ষ প্রমাণসহ বলছে, বেহেশত আছে। দ্বিতীয় পক্ষের সাফ জবাব, কিছুই নেই। প্রথম পক্ষ বলছে, দোযখ আছে। দ্বিতীয় পক্ষের কথা, কিছুই নেই। প্রথম পক্ষ বলছে, জীবনে সফলতার একমাত্র পথ হলো ইসলাম। দ্বিতীয় পক্ষ বলছে, অর্থ-কড়িই সফলতার একমাত্র পথ। প্রথম পক্ষের দাবি, পরকালই মূল। দ্বিতীয় পক্ষের কথা, দুনিয়াই সবকিছু। এক পক্ষ বলছে, মৃত্যুর পর একটি বিশাল জীবন রয়েছে। আর দ্বিতীয় পক্ষ বলছে–

www.banglakitab.weebly.com

أَإِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ

আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবোই? [নাযিআত : ১০]

অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবন বলতে কিছু নেই। তাদের পরিষ্কার বক্তব্য–

أَ لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ-ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً

গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? [প্রাগুক্ত : ১১]

অর্থাৎ কেউ মরার পর কবরে গিয়ে তারপর সেখান থেকে পুনরায় ওঠে এসে বলবে, আমি কবর থেকে ওঠে এসেছি। এটা কখনও হতে পারে না। সুতরাং মৃত্যুর পর জীবন কিংবা পুনরুত্থান বলতে কিছু নেই।

দু'পক্ষই নিজ নিজ দাবিতে অটল। এখন চাই সাক্ষী। সাক্ষী উপস্থিত কর। সাক্ষ্য দানের জন্যে উপস্থিত করা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে। উল্লিখিত আয়াতটিতে এ কথাই বলা হয়েছে। তবে এ আয়াতটি কেবল পরকালের কথাই বলেনি। যদিও সাধারণত আমরা এটাই মনে করে থাকি। যেমন- একটি হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নবীগণকে জিজ্ঞেস করবেন– তোমরা কি আমার পয়গাম যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছো? তারা বলবেন, পৌছে দিয়েছি। তাদের উম্মত ও জাতিকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, নবীগণ কি তোমাদের কাছে আমার পয়গাম পৌছে দিয়েছেন? তারা বলবে, না। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এরা তো অস্বীকার করছে। সুতরাং তোমরা সাক্ষী আন। তাঁরা বলবেন, হে আল্লাহ! তোমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতগণ আমাদের সাক্ষী। তখন তাঁদের সম্প্রদায়রা বলে উঠবে, এই উম্মত তো তখন উপস্থিত ছিল না। তারা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষি দেবে কিভাবে? আল্লাহ তাআলা বলবেন– বল, এরা তো বলছে, তোমরা তাদের সময়ে উপস্থিত ছিলে না। সুতরাং তোমরা তাদের ঘটনার সাক্ষী হতে পারো না। উম্মত তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের কাছে তোমার পয়গাম্বর এসেছিলেন। তিনি সঙ্গে করে কুরআন নিয়ে এসেছেন। তোমার কুরআন আমাদেরকে জানিয়েছে–

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ

www.banglakitab.weebly.com

নূহ্কে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। [নূহ্ : ১]

সুতরাং আমরা সাক্ষি দিচ্ছি, হযরত নূহ্ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে তোমার পয়গাম পৌছে দিয়েছেন। এ কথা বলার পর আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

এখানে লক্ষণীয় হলো, আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

উল্লিখিত এই 'শহীদ' শব্দটির অর্থ হলো 'কথক'। সাক্ষীও যেহেতু কথা বলে, তাই সাক্ষীকেও শহীদ বলা হয়। এর বহুবচন শুহাদা। ভাববার বিষয় হলো, এখানে আমাদেরকে শুহাদা বলা হয়েছে। যেন আমাদেরকে ডাকা হচ্ছে– হে আমার হাবীবের উম্মতীগণ! তোমরা ময়দানে আসো। এসে তোমরা তোমাদের সাক্ষি দাও। যেহেতু এই সমগ্র পৃথিবীটাই আদালত প্রাঙ্গণ, আর আমাদের সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত ফয়সালা হবে; তাই আমাদের কর্তব্য হলো আদালত প্রাঙ্গণে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা। মূলত আয়াতে উল্লিখিত শুহাদা শব্দটিই আমাদেরকে বাধ্য করছে যেন আমরা সমগ্র পৃথিবী ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সামনে আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য দান করি।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

তাবলীগ জামাতের কথা নয় এটা। এই আয়াতটি নিয়ে ভাবুন। এই আয়াতই বলে দিচ্ছে, আমাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে পৃথিবীর সমগ্র মানুষের জন্যে। আমাদের সাক্ষির ভিত্তিতেই যেহেতু আদালতে ফয়সালা হবে; সুতরাং আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত সকলের কানে আমাদের আহ্বান পৌছাতে হবে। প্রতিটি মানুষের দুয়ারে আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। মানুষের ঘরে ঘরে কানে কানে গিয়ে আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্যেই আমাদের নির্বাচন। এই আদালত পৃথিবীর কোন ক্ষুদ্র আদালত নয়। এই আদালত সমগ্র পৃথিবীব্যাপী। পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশ আগত অনাগত সকল মানুষের কাছে এই সাক্ষি পৌছে দেয়া আমাদের কর্তব্য। সুতরাং আগামী দিনে যেন আমাদের এই সাক্ষ্যদান অব্যাহত থাকে, মৃত্যুর আগে

www.banglakitab.weebly.com

সেই ব্যবস্থাও করে যেতে হবে। আর সেভাবেই পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে আল্লাহর কালেমাকে বলে বেড়াতে হবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষি

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষ্যদান শুনুন। আমি এখানে একটি উপমা দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদালতে এসে এভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন–

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ- فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ وَكَفٰى بِكَ شَهِيْدًا- اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ- وَاَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ اٰتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ-

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য অদৃশ্য সকল জ্ঞানের আধার হে আল্লাহ! আমি তোমাকেই সাক্ষীরূপে গ্রহণ করছি। সাক্ষী হিসেবে তুমিই যথেষ্ট। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি এক, লা শরীক। সকল রাজত্ব তোমার। সকল প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র তুমি। তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রাসূল। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার অঙ্গীকার তোমার সাক্ষাত সত্য। বেহেশত দোযখ সত্য। কেয়ামত আসবেই। তাতে কোন

www.banglakitab.weebly.com

সন্দেহ নেই। আর যারা কবরে আছে, তুমি তাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করবে।

এ হলো আমাদের নবীর সাক্ষ্য দান। তিনি কখনও বা বলেছেন–

أَشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ- أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ

আমি সাক্ষী মানছি তোমাকে, আরশ বহনকারী ও তোমার ফেরেশতাগণকে। সাক্ষী মানছি তোমার সকল সৃষ্টিকে। নিশ্চয়ই তুমিই আল্লাহ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার অঙ্গীকার সত্য। তুমি বলেছো–

فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ

সেদিন একদল জান্নাতে যাবে, আর একদল যাবে জাহান্নামে।

হে খোদা! আমি এর উপর সাক্ষী রাখছি তোমাকে। তোমার সকল সৃষ্টিকে।

এ হলো আমাদের নবীর সাক্ষ্যদান।

কঠিনতম কর্তব্য

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

পুরো পৃথিবীকে এই পয়গাম পৌঁছে দেয়া আমাদের কাজ। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। তাবলীগ কোন সহজ কাজ নয়। কঠিনতম এক কাজ। মূলত আমরা এর গভীরতা উপলব্ধি করতে পারি না বলেই সহজ মনে করি। যদি এটা এত সহজই হতো তাহলে আম্বিয়ায়ে কেরামকে এই দায়িত্ব দেয়া হতো না। আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক কঠিনতম কর্তব্যটিই দান করেছেন নবীগণকে। আমাদেরকে বুঝতে হবে, অদৃশ্য সত্য সম্পর্কে কাউকে সচেতন করে তোলা কোন সহজ কাজ নয়। দুনিয়ার গরম থেকে বাঁচার

www.banglakitab.weebly.com

জন্য মানুষ এয়ার কন্ডিশন কিনে আনে। কিন্তু দোযখের গরম তো আমরা দেখতে পাই না। অথচ আমরা বলি, দুনিয়ার গরম ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়। সত্যিকার অর্থে ভয়ের বিষয় তো হলো দোযখের গরম। ঝর্নার শীতলতা ও নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার জন্য মানুষ ছুটে যায় পাহাড়ের কাছে। অথচ নবী আহ্বান করছেন বেহেশতের অপরূপ উদ্যানের প্রতি। কিন্তু সে উদ্যান তো মানুষ দেখতে পাচ্ছে না। সেখানকার সুশীতল বাতাসও দৃষ্টির বাইরে। সে জগতের তাপ ঠাণ্ডা কোনটাই দেখতে পাই না আমরা। অনুভবও করতে পারি না। অথচ অদৃশ্য সেই জগতের সঙ্গীত শোনার জন্যেই আমাদেরকে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। না দেখা বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমাদেরকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে না দেখা শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করার জন্য। মানুষ তো এক দৃশ্যমান সৃষ্টি। দৃশ্যমানতার প্রতিই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই মানুষকে অদৃশ্যের দ্বারা প্রভাবিত করা সহজ কাজ নয়। তাই আমি বলি, এটা খুবই কঠিন কাজ। এটা অসম্ভব সাধনার কাজ।

কেবল বৃহস্পতিবারে এসে আলোচনা শোনার দ্বারাই এ কাজ শেষ হতে পারে না। মসজিদে আধা ঘণ্টা কিংবা দুই ঘণ্টার কাজ এটা না। এটা এই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। আমাদের উপর কর্তব্য আরোপিত হয়েছে– এই পৃথিবীর সব কিছুই এখানকার সৃষ্টি ও শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের কাজ হলো, সৃষ্টি ও শক্তি দ্বারা প্রভাবিত এই মানুষকে আল্লাহর শক্তি দ্বারা প্রভাবিত করা। সমগ্র পৃথিবী বিশ্বাস করে বসে আছে, এই সৃষ্টি জগতই আসল। আর আমাদেরকে বোঝাতে হবে, সৃষ্টি নয় স্রষ্টাই আসল।

আমাদেরকে বলতে হবে, এই বিশ্ব জাহানের সব কিছুই সৃষ্ট। সৃষ্টিকর্তা কেবলই আল্লাহ।

এখানকার প্রতিটি বস্তুর আদি আছে। অনাদি কেবল আল্লাহ।

এখানকার প্রতিটি বস্তুর শুরু আছে, শেষ আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অনাদি অনন্ত।

এখানকার প্রতিটি সৃষ্টিই সত্তাগতভাবে একজন সৃষ্টিকর্তার মুহতাজ। অথচ– আল্লাহই কেবল এমন– যাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহই কেবল এমন– যিনি কারও পিতা নন।

আল্লাহই কেবল এমন– যিনি কারও পুত্র নন।

আল্লাহই কেবল এমন– যিনি কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন।

আল্লাহই কেবল এমন– যিনি কোন স্থানে সীমাবদ্ধ নন।

আল্লাহই কেবল এমন– যিনি পুব-পশ্চিম কিংবা উত্তর-দক্ষিণে আবদ্ধ নন।

আল্লাহই কেবল এমন– যিনি কোন মাখলুকের মুহতাজ নন।

আল্লাহই কেবল এমন– যিনি ফেরেশতাদের মুহতাজ নন।

তাঁর কোন বাতাসের প্রয়োজন পড়ে না।

তাঁর কোন পানির প্রয়োজন পড়ে না।

তাঁর কোন সন্তানের প্রয়োজন পড়ে না।

তাঁর কোন জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন পড়ে না।

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا

তিনি কোন পত্নী এবং কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। [জিন : ৩]

لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ

তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই। [বনি ইসরাইল : ১১১]

তিনি কারও ঠেকা নন।

তাঁর উপর কেউ জয়ী হতে পারে না।

কোনো কিছু তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না।

তাঁর থেকে কোনো কিছু গোপন থাকতে পারে না।

আলো-আঁধার সব কিছু তাঁর কাছে সমান।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর শক্তি

মাতৃগর্ভের তিন স্তর বিশিষ্ট অন্ধকারে এক ফোঁটা শুক্রের প্রতি যখন আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী নিবিষ্ট হয়, তখন সে গভীর অন্ধকারে চোখ সৃষ্টি হয়, মুখ সৃষ্টি হয়, ত্বক গজায়, লোম ওঠে, ভ্রূ সৃষ্টি হয়, আঙুল সৃষ্টি হয়, নখ ওঠে, অন্তর সৃষ্টি হয়, ফুসফুস সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় মানুষের মহামূল্য মস্তিষ্ক।

এমন নয়, এক সময় কেবল একটি শিশুই সৃষ্টি হচ্ছে। বরং একই সময়ে কোটি কোটি মায়ের গর্ভে কোটি কোটি সন্তান জন্ম নিচ্ছে। কোথাও বা বীর্য মায়ের গর্ভে স্থান নিচ্ছে। কোথাও বা আরেকটু অগ্রসর। কোথাও বা আরেকটু সামনে। কোথাও আত্মায় প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে। আবার কোথাও চলছে প্রসব ব্যথার আয়োজন। কোথাও সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। কোথাও বা সন্তান চোখ মেলে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। কোথাও বা সন্তান মায়ের গর্ভে খেলা করছে, কোথাও বা সন্তানের মুখে চোখ উঠছে, কোথাও বা কান। কোথাও বা সন্তানের শ্রেণী চিহ্নিত হচ্ছে। কেউ পুত্র হচ্ছে, কেউ হচ্ছে কন্যা। কোটি কোটি সন্তান কোটি কোটি মায়ের গর্ভে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে। তাদের সকলের রূপ, রঙ, আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন–

কারও চোখ কারও চোখের সাথে মিলে না।

সকলের ঠোঁট ভিন্ন।

কারও কানের সাথে কারও কানের মিল নেই।

আঙুল আঙুল থেকে আলাদা।

ভ্রূ অন্য কারও ভ্রূর সাথে মিলে না।

প্রত্যেকের আওয়াজ ভিন্ন ভিন্ন।

চলার ভঙ্গি ভিন্ন।

রুচি ভিন্ন, চরিত্র ভিন্ন।

আকার ভিন্ন, আকৃতি ভিন্ন।

একজনের চুল আরেকজনের চুলের মতো নয়।

একই সময়ে অসংখ্য মায়ের গর্ভে এতগুলো আকৃতি তৈরি হচ্ছে এবং এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যে, তাদের চোখের ভেতরকার সূক্ষ্ম জালগুলোও

www.banglakitab.weebly.com

সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের হৃদপিণ্ডের জালগুলোও সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা।

আমার ছোট ভাই হার্টের ডাক্তার। সে আমাকে বলেছে, ইসিজি, এনজিওগ্রাফি করার পর দেখা গেছে, প্রতিটি মানুষের হৃদপিণ্ডের চিত্রই সম্পূর্ণ আলাদা। শত ভাগ স্বতন্ত্র। ভাববার বিষয় হলো, যিনি এতগুলো আকৃতি তৈরি করছেন, এতগুলো রঙ দিচ্ছেন, এতগুলো চোখ সৃষ্টি করছেন, এতগুলো স্বভাব দান করছেন, এতগুলো আঙুল তৈরি করছেন; কিন্তু কোনটাই কোনটার মতো নয়। আমাদের এই একটি আঙুলের ছাপের প্রতিই লক্ষ করুন। পাঁচশ' কোটি মানুষের আঙুলের ছাপ নিন। আঙুলের এই সামান্য অংশটুকুর আকৃতি এতটা সূক্ষ্ম এবং এতটা স্বতন্ত্র যে, একজনের আঙুলের ছাপের সাথে পাঁচশ' কোটি মানুষের অন্য একজনের আঙুলের ছাপ কখনও এক হবে না। এতটুকুন ক্ষুদ্র জায়গায় এতগুলো আকৃতি যিনি স্থাপন করেছেন সেই সৃষ্টিকর্তা কত বিশাল শক্তির অধিকারী। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি?

সকল ত্রুটির উর্ধ্বে

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। [ইউনুস : ৩২]

এ তো কেবল নারীর কথা বললাম। এর বাইরে আরও কত গাভী রয়েছে। মহিষ রয়েছে, ঘোড়া রয়েছে, ছাগল রয়েছে, মুরগী রয়েছে, মশা-মাছি রয়েছে। ওদিকে বিশাল বনভূমিতে রয়েছে অসংখ্য হিংস্র প্রাণী। সাপ বিচ্ছু বাঘ চিতা আরও কত কি বিষাক্ত প্রাণী! আর তারা সকলেই নিয়মিত বাচ্চা দিচ্ছে। একবার এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখুন, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা কী পরিমাণ আকৃতি সৃষ্টি করছেন? শুরু করছেন, মাঝখানে আছেন, আবার তার পরিণতিতে পৌঁছে দিচ্ছেন। অতঃপর প্রতিটি প্রাণী তার নিজ রূপে স্বতন্ত্র আকৃতিতে সার্বিক স্বাতন্ত্র নিয়ে এই পৃথিবীতে পদার্পণ করছে। আর এখান থেকেই শুরু হচ্ছে তার এক নতুন জীবন। এই জীবনও পরিচালনা করছেন তিনিই। অথচ এই বিশাল সৃষ্টিলীলা

www.banglakitab.weebly.com

পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁকে কখনও কোন ভুল কিংবা বিস্মৃতি পেয়ে বসে না। এ কেবলই মহান আল্লাহ তাআলার গুণ।

তাঁর অসীম মালিকানা

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলার শক্তি দেখ। প্রভাবিত হওয়ার থাকলে তাঁর শক্তি দ্বারাই প্রভাবিত হও। সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। সবকিছু তাঁর হাতে তাঁর কব্জায় তাঁর ইচ্ছার অধীন।

আকাশের নিচে আকাশের উপরে

মাটির উপরে মাটির নিচে

পানির উপরে পানির ভেতর

পাহাড়ের গভীর গুহায়, গুহার ভেতর

শূন্যে, অন্তরীক্ষে

আরশে আজীমের উপর–

সব কিছু তাঁর।

তিনি ফেরেশতাদের মালিক। বেহেশত-দোযখের মালিক। সমগ্র মানবের মালিক। সকল প্রাণীর মালিক। সকল চতুষ্পদ প্রাণী, উবু হয়ে চলা সাপ-বিচ্ছু– সবই তাঁর।

উতলা তরঙ্গ, ক্ষিপ্র বায়ু-ঝড় তাঁরই অধীন।

আকাশছোঁয়া হিমালয়ের চূড়া, মৃত্তিকা গর্ভের ধনভাণ্ডার তাঁরই।

সমুদ্রের পিঠে কিংবা সমুদ্রের গর্ভে ছোট ছোট পোকা-মাকড় থেকে বিশালকায় মৎসকুল তাঁরই অধীন।

আমাদের প্রভু তো এমন এক প্রভু যিনি এক দিকে তাকালে অন্যদিক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েন না।

সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে স্থলজগত তার দৃষ্টির আড়ালে পড়ে যায়

www.banglakitab.weebly.com

না। মরুভূমির দিকে তাকাতে গেলে পর্বতাঞ্চল সম্পর্কে তিনি গাফেল হয়ে পড়েন না। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দিলে সমুদ্র থেকে গাফেল হয়ে পড়েন না। জিন জাতির প্রতি নজর দিতে গেলে মানব জাতি সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েন না। মানব জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়ে জিন জাতির প্রতি গাফেল হয়ে পড়েন না। প্রাণীকুলের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়ে উদ্ভিদ জগত সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েন না। যখন আকাশের দিকে দৃষ্টি দেন তখনও পৃথিবী সম্পর্কে গাফেল হন না। ফেরেশতাদের প্রতি নজর দেয়ার সময়ও কীট-পতঙ্গের দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকে সমান। তিনি শূন্য জগত এবং ভূ-জগত দেখেন একই সাথে। যখন অন্তরীক্ষের প্রতি তাঁর দৃষ্টি থাকে তখনও সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে হন না সামান্যতম গাফেল। তিনি অতীত দেখেন, বর্তমান দেখেন– দেখেন ভবিষ্যত। তাঁর দৃষ্টিতে পূর্ব-পশ্চিম সমান। উত্তর-দক্ষিণ তিনি দেখেন একই সাথে। তিনি পৃথিবীর মালিক। আকাশমণ্ডলীর মালিক। সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁর। সর্বত্র রাজত্ব চলে তাঁরই।

আল্লাহ তাআলার দাবি

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًاo وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًاo
وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًاo وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًاo
وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًاo وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًاo
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًاo وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا
o وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًاo لِّنُخْرِجَ
بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًاo وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًاo

আমি কি করিনি ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক? আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, করেছি রজনীকে আবরণ। আর দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে

www.banglakitab.weebly.com

সুস্থিত সপ্তাকাশ। আমি সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ এবং বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি। [নাবা : ৬-১৬]

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আল্লাহ তাআলার দাবি শুনুন। তোমার প্রভু ছাড়া এমন কেউ আছে কি যে এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে শয্যার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছে? তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন কে? এই দিবস ও রজনীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে কি? কে নারীকে নারী বানিয়েছে, আর পুরুষকে বানিয়েছে পুরুষ? তোমাদের মাথার উপর দীপ্ত সূর্য কার সৃষ্টি? তোমাদের উপর কে বৃষ্টি বর্ষণ করেন? মাটির শরীর চিরে ফসল ফলান কে? ফুল ও ফলে রস ছড়িয়ে দেন কে? ফুলের ভেতর সৌরভ সৃষ্টিকারী আল্লাহ ছাড়া কে? আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু আছে কি?

এ সকল প্রশ্নের জবাবে আমাদের একমাত্র বিনীত জবাব, আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোন প্রভু নেই। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতির ভর্ৎসনা করছেন এই ভাষায়-

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ

তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য-বিচ্যুত হয়। [নামল : ৬০]

অর্থাৎ এই মানব জাতি এমন এক নির্বোধ গোষ্ঠী তারা আমাকে মেনেও মানে না। আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। আচ্ছা, কি হলো তাদের?

এটাই আমাদের প্রথম সবক। পৃথিবীময় ঘুরে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের পয়গাম পৌছে দিতে হবে। আমাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। কারণ, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আরও অনেক কিছুকেই বড় ভেবে বসে আছি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই উম্মতের দায়িত্ব হলো সাক্ষ্য দান। কিন্তু তারা কিসের সাক্ষ্য দিবে? তারা সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ বড়, আল্লাহ অনেক বড়, আল্লাহ সবকিছুর চাইতে বড়।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর সাথে ডাকতে পারি এমন আর কেউ নেই।

আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর একমাত্র উপযুক্ত সত্তা আল্লাহ।

আল্লাহ ছাড়া আর কোন দয়ালু প্রভু নেই।

সর্বোচ্চ দাতা তিনিই।

আল্লাহ আমাদের লা শরীক বাদশাহ।

আল্লাহ এক, তাঁর কোন উপমা নেই, তাঁর কোন তুলনা নেই।

তিনি সব কিছু থেকে পবিত্র।

তিনি দৃষ্টিসীমার ঊর্ধ্বে।

তিনি সকল কল্পনার ঊর্ধ্বে।

কোন প্রশংসাকারীর পক্ষে তাঁর যথাযথ প্রশংসা করা সম্ভব নয়।

তিনি কোন দুর্ঘটনাকে ভয় করেন না।

কোন বিপ্লব বিপর্যয়কে ভয় করেন না তিনি।

আল্লাহ তাআলার গুণাবলী

তিনি এক ও অদ্বিতীয় এক অনুপম সত্তা। তাঁর পূর্বে কিছু নেই, তাঁর পরও কিছু নেই। তাঁর ঊর্ধ্বে কিছু নেই, তাঁর কাছে গোপনও কিছু নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। দৃশ্যে তিনি, অদৃশ্যে তিনি। সমগ্র জাহানের সৃষ্টিকর্তা, সমগ্র জাহানের রিযিকদাতা। তিনিই বাদশাহ, তিনিই সাহায্যকারী। সংরক্ষক তিনি, তিনিই অধিপতি। তিনিই উকিল, তিনিই অভিভাবক। সব কিছু তিনিই দেখছেন। সকলকে তিনিই রক্ষা করছেন। সকল বাদশাহর বাদশাহ। তিনি মহাপরাক্রমশীল। শক্তিধর অহংকারী এবং নিরংকুশ বিজয়ের অধিকারী। তিনি যাকে খুশি উঁচু করেন, যাকে খুশি নিচু করে দেন। তিনিই ইজ্জতদাতা, অপমানের মালিক তিনি। তিনি সর্বস্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা। তিনি শাসনের মালিক, তিনিই ইনসাফের মালিক।

যদি সমগ্র সৃষ্টিকে এক সাথে সমবেত করা হয়– অতীত বর্তমান, নতুন পুরাতন, জীবিত মৃত, বৃদ্ধ যুবক, স্থল জল, জিন মানব, স্ত্রী পুরুষ– সকলে

www.banglakitab.weebly.com

কোথাও একত্রিত হল। একত্রিত হয়ে কী করবে? আল্লাহ তাআলার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে? কর প্রার্থনা। নিজ নিজ ভাষায় কর। পশতু ভাষায় কর, উর্দু ভাষায় কর, হিন্দি ভাষায় কর, সিন্ধি ভাষায় কর, ফারসি ভাষায় কর, ইংরেজি ভাষায় কর, ফরাশি ভাষায় কর, ইটালি ভাষায় কর, সংস্কৃত ভাষায় কর, পাঞ্জাবী ভাষায় কর, বেলুচি ভাষায় কর, হাবশী ভাষায় কর, স্পেনিশ ভাষায় কর– পৃথিবীর যে কোন ভাষায় কর। সকল ভাষায় এক সাথে বলতে থাক, আলাদা আলাদা বলার প্রয়োজন নেই। এক কণ্ঠে বল। ছোটরা বল, বুড়োরাও বল। তোমাদের প্রভু কি দাবি করছেন?

يَسْمَعُ وَجِيْجَهُمْ

আমি তোমাদের প্রভু। আমি তোমাদের সকলের কথা আলাদা আলাদাভাবে বুঝবো। কিভাবে বুঝবো?

لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ

আমার শ্রবণশক্তি এতটাই শক্তিশালী যে, তোমাদের সকলের ঐক-উচ্চারণ, তোমাদের প্রভুর শ্রবণে কোন রকমের ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারবে না।

পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে সমগ্র মানুষের হৃদয়ে এই বীজ বপন করতে হবে। আমাদের শ্লোগান একটাই– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহই সবকিছু। আল্লাহই সবকিছু। সব কিছু আল্লাহর হাতে। এই বিশাল সৃষ্টি জগত আল্লাহ ছাড়া কিছু করতে পারে না। আল্লাহ সকলকে ছাড়া সব কিছু করতে পারেন।

অগ্নি লাভায় বসিয়ে দিয়েছেন, আবার তার একটি পশমও জ্বলতে দেননি।

শানিত ছুরির নিচে শুইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শরীরের চামড়ায় একটি দাগও বসতে দেননি।

তরঙ্গময় নদীর মাঝখানে চলতে বলেছেন এবং সাথে সাথে পথ তৈরি করে দিয়েছেন। প্রস্তরময় মরুভূমিতে এক নিষ্পাপ শিশু হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পদাঘাতে সৃষ্টি করেছেন এক বিস্ময়কর পানির ঝর্না। হাজার বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজও তার পানি সমানভাবে প্রবাহিত। পাকিস্ত

www.banglakitab.weebly.com

ানের পানি মাটির অনেক স্তর নিচে চলে গেছে। কিন্তু যমযমের পানি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বৃষ্টির আকালে আমাদের অঞ্চলে দশ ফুট নিচে পানি পাওয়া যেত। এখন নেমে গেছে চল্লিশ ফুট নিচে। কিন্তু যমযম কূপের কাছে গিয়ে দেখুন, হাজার বছর পরও সেখানকার পানি এক ফোঁটাও নিচে নামেনি। এ হলো এক নিষ্পাপ পায়ের আঘাতে সৃষ্ট আল্লাহ তাআলার কুদরতের প্রকাশ।

শানিত ছুরি শত্রুর হাতে হোক, কিংবা হোক আল্লাহর খলিলের হাতে। আল্লাহ যদি না চান, তাহলে তা মানুষের একটি লোমও কাটতে পারে না। ছুরি ছিল ফেরাউনের হাতে। হত্যা করতে চেয়েছিল হযরত মুসা (আ.)কে। আল্লাহ বলেছেন, এ হতে পারে না। তা হয়নি। ছুরি ছিল হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর হাতে। তিনি জবাই করতে চেয়েছিলেন পুত্র ইসমাঈল (আ.)কে। আল্লাহ বলেছেন, এ হতে পারে না। খলিল ইবরাহিম (আ.)ও তা করতে পারেননি। কিছু করতে পারে না খলিলুল্লাহর হাত। করতে পারে না ফেরাউনের হাত। আল্লাহ যদি কাউকে রক্ষা করতে চান, তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে ক্ষতি করতে পারে না। তিনিই তো আল্লাহ। আর তিনি যখন করেন, তখন কেউ তা ফেরাতে পারে না। তিনি যখন না করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেউ তা করতে পারে না। করাতেও পারে না।

হযরত ঈসা (আ.)-এর বিস্ময়কর জন্ম

তিনিই তো আল্লাহ– যিনি পুরুষ ব্যতীত স্বামী ব্যতীত কোন পুরুষের স্পর্শ ব্যতীতই হযরত মারয়াম (আ.)-এর ঘরে হযরত ঈসা (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন একটি ফুঁ-এর মাধ্যমে।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

> তিনি তাঁর নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। [মারয়াম : ১৭]

হযরত মারয়াম (আ.)-এর সামনে পূর্ণ মানব আকৃতিতে হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত। হযরত মারয়াম পেছনে সরে যাচ্ছেন। সামনে এগিয়ে

www.banglakitab.weebly.com

আসছেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। হযরত মারয়াম (আ.) ভয় পেয়ে গেলেন। জিবরাঈল (আ.) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি মানুষ নই।

لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ

আমি তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্যে এসেছি। [মারয়াম : ১৯-২০]

হযরত মারয়াম (আ.) সবিস্ময়ে বলে উঠলেন−

لَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا

আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং ব্যভিচারিণীও নই। [প্রাগুক্ত]

অর্থাৎ আমি বিবাহিত নই। সুতরাং আমার সন্তান হবে কিভাবে?

সাড়ে নয় হাজার বছর পূর্বেকার ইতিহাস বলছি। সন্তান তো স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফসল। আমি তো বিবাহিত নই। সুতরাং আমার সন্তান হবে কিভাবে?

হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সোজা জবাব−

قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ

জিবরাঈল বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রভু বলছেন, এটা আমার জন্যে খুবই সহজ।

সন্তান হবে। এখনই হবে। তিনি এগিয়ে এলেন। হযরত মারয়াম (আ.)ও এবার আর পেছনে সরে গেলেন না। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন না। বরং তিনিও এগিয়ে এলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর আস্তিন ধরে ফুঁ দিলেন। শরীর স্পর্শ করলেন না। ফুঁ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত মারয়াম (আ.) নয় মাসের গর্ভবতী হয়ে গেলেন।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

www.banglakitab.weebly.com

তিনিই আল্লাহ। তোমাদের সত্য প্রতিপালক। [ইউনুস : ৩২]

হ্যাঁ, এই তো আমাদের প্রভু। এই তো আমাদের রব। তিনি যখন যা খুশি যেভাবে খুশি সেভাবেই করতে পারেন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর এই চিত্র হৃদয়ে অঙ্কন করতে হবে, মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটাই আমাদের দায়িত্ব। এই অর্থেই আমরা সাক্ষ্যদানকারী।

মুক্তির দ্বিতীয় পথ : ইত্তেবায়ে রাসূল (সা.)

মুক্তির প্রথম পথ আল্লাহ তাআলা। দ্বিতীয় পথ কি? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জীবন পথের পরিপূর্ণ রাহবর। সকল নবী-রাসূলের সরদার। সকল উত্তম গুণাবলীর এক অপূর্ব উপমা। সৌন্দর্যে অতুলনীয়, গুণে অতুলনীয়। সব বিচারেই যিনি তুলনাহীন। তিনিই আমাদের রাহবর। তিনিই আমাদের পথ প্রদর্শক। তিনি রাসূল, তিনি পয়গাম্বর। তাঁর হাতে যে হাত দিবে, সে অভীষ্ট লক্ষ্য স্পর্শ করবে। যে তাঁর হাতে হাত দিবে না, সে কোনদিন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। এ পথ খুবই জটিল, বন্ধুর। বিশাল শ্বাপদ-সংকুল প্রান্তর। ভয়ানক অন্ধকার। কোন পথ প্রদর্শক ব্যতীত মনজিলে পৌঁছা, এই পথ অতিক্রম করে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন এ পথের সর্বশেষ রাহবর। পূর্ণাঙ্গ রাহবর। পূর্ণাঙ্গতম রাহবর। তাঁর হাতে যে হাত রাখবে সেই মনজিলের সন্ধান পাবে। তাঁর হাত থেকে যে হাত ছাড়িয়ে নিবে সে পথ হারাতে বাধ্য হবে। সে পথ হারাবে, বিপথে যাবে, ধ্বংস হবে এবং হারিয়ে যাবে। দু'দিনের এই পান্থশালায় হয়তো বা আল্লাহ তাআলা তাকে দু'মুঠো রুজির ব্যবস্থা করে দিবেন; কিন্তু মৃত্যুর পর জাহান্নাম ছাড়া তার কোন আশ্রয় নেই। এটাই আমাদের দ্বিতীয় মেহনত, সাধনার দ্বিতীয় পথ। আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রশংসা করে বেড়াও। এটাই তাবলীগের কাজ।

আমরা আল্লাহ তাআলার এতটা প্রশংসা করবো যেন, আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের ভালোবাসা গড়ে ওঠে। সমগ্র মানুষের সাথে আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com

তাআলার ভালোবাসা গড়ে ওঠে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা আমরা এমনভাবে করতে থাকবো যেন মানুষ তাঁর জন্যে পাগলপারা হয়ে ওঠে। তাঁর জন্যে জীবন-মরণ সঁপে দিতে প্রস্তুত হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর ক্রোধের উপর রহমতকে সর্বদাই জয়ী করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ যেন তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারে। মানুষের কল্যাণেই তিনি তাঁর ক্রোধকে পেছনে রেখেছেন। সামনে রেখেছেন রহমতকে। আরশের উপর আল্লাহ তাআলা কিভাবে আছেন, কেউ জানে না। আল্লাহর আরশ তখত কুরশী– এর ব্যাপ্তি ও পরিধি কারোই জানা নেই। আল্লাহ তাআলা আরশের তখতে লিখে রেখেছেন–

اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ

আমার রহমত আমার ক্রোধকে ছাড়িয়ে গেছে।

একটি উপমা দিচ্ছি। কোন ব্যক্তিই অবাধ্য সন্তানকে ভালোবাসার চোখে দেখে না। ভালোবাসার সুরে ডাকে না। অপরাধীকে মমতার সুরে ডাকে না। মা-ও যখন অবাধ্য সন্তানের প্রতি ক্রোধান্বিত হন, তাকে বদবখত হতভাগা আরও কত কি বলেন। আমরা গ্রামে গেলে দেখবো, ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মায়ের মুখ থেকে সন্তানের বিরুদ্ধে কত কঠিন কথাই না উচ্চারিত হয়। পুলিশ যখন কোন চোরকে গ্রেফতার করে, তখন আসামীর নাম নেওয়ার আগে তাকে দশটি গালি দেয়। পুলিশের বিষয়টি নয় আলাদাই ধরলাম। কিন্তু আপন মা আপন বাবা তারাও যখন অবাধ্য সন্তানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তখন তারা ক্রোধে ফেটে পড়েন।

নিয়মও এটাই। অবাধ্য চাকর, অবাধ পুত্র এবং অপরাধীর জন্যে কোন কোমল শব্দ ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু যিনি সকল বাদশাহর বাদশাহ, যাঁর কোন আদি অন্ত নেই, যাঁর কোন শুরু শেষ নেই, যিনি এক অদ্বিতীয়, বেনিয়াজ, সমগ্র জাহানের প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশীল– কেউ যখন তাঁর অবাধ্য হয় তখন তো তিনি ক্রোধে অবশ্যই ফেটে পড়বার কথা ছিল। অথচ সেই মহান পরাক্রমশীল প্রভু যখন তাঁর অবাধ্য বান্দাকে ডাকেন, তখন কিভাবে ডাকেন? শুনুন–

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

www.banglakitab.weebly.com

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। [যুমার : ৫৩]

হায় হায়! আয়াতের এই শব্দগুলো তো আমরা তরজমা করতে পারি। কিন্তু এর ভাব ও ভঙ্গিকে কিভাবে ব্যক্ত করবো? এ জন্য আমি একটি উপমা দিয়ে থাকি। মা যখন তার প্রিয় সন্তানকে ডাকেন, তখন বলেন– হায় আমার পুত্র! হায় আমার মানিক! লক্ষ করুন, আমি কেবল তার আওয়াজটাই শোনাতে পারছি। কিন্তু মায়ের কণ্ঠের আবেগ, আবেদন, মমতা ও মাধুর্য সে কি ব্যক্ত করা সম্ভব? কিন্তু মায়ের এই মমতা, মায়ের কণ্ঠের এই কোমলতা ও মাধুর্য সে তো কেবল অনুগত সন্তানের জন্য। অবাধ্য সন্তানের জন্য নয়। অবাধ্য সন্তানের জন্যে তো– সরে যাও এখান থেকে! চলে যাও। আমার চোখের সামনে আসবে না ... ...।

অবাধ্য বান্দার প্রতি আল্লাহর আহ্বান

অথচ এখানে আল্লাহ তাআলা কত মমতার সাথে ডাকছেন–

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

আল্লাহ তাআলা কী কথা বলছেন এখানে? প্রথমে আমরা মায়ের কথা শুনি। মা তার প্রিয় সন্তানকে ডাকেন– ও আমার বাছা! ও আমার মানিক! কিন্তু মায়ের এ মধুময় ডাকও তো আমাদের ঘরে আমরা প্রতিদিন শুনি না। অথচ আল্লাহ তাআলা নাফরমান ও অবাধ্য বান্দাদেরকে কিভাবে ডাকছেন?

ইয়া ইবাদী... ...!

হে আমার নাফরমান বান্দারা!

অবাধ্য নাফরমান বান্দাদের প্রতি কত মধুময় ডাক! যদি অবাধ্য ও নাফরমান বান্দাদেরকে এভাবে ডাকেন, তাহলে বাধ্য ও অনুগত বান্দাদের ডাক সে না জানি কত মধুময়! আমি যখনই এ কথা ভাবি, আকুল হই।

www.banglakitab.weebly.com

আমার মধ্যে আমি হারিয়ে যাই। ভাবতে থাকি, ইয়া ইবাদী, ইয়া ইবাদী...!

কোন সন্তান যখন অবাধ্য হয়ে যায়, মা মুখের উপর বলে দেন– তুমি আমার ছেলে নও। বাবা বলে দেন, এ আমার সন্তান নয়। অথচ যেসব পাপী বান্দা পাপে পাপে নিজেদের জীবনকে ভরিয়ে দিয়েছে, জীবনের কোথাও কোন নেক ও কল্যাণের ছোঁয়া নেই– এমন অপরাধী অবাধ্যদেরকে আল্লাহ ডাকছেন, হে আমার বান্দা! কোন মানুষের পক্ষে কি এ কথা কল্পনা করা সম্ভব!

আল্লাহ যখন বলেন, হে আমার বান্দা! তখন তো মনে হয় তিনি সামনে বলবেন, হে আমার মুত্তাকী বান্দা! হে আমার মুহাদ্দিস বান্দা! হে আমার মুফাসসির বান্দা! হে আমার তাবলীগী বান্দা! হে আমার মুজাহিদ বান্দা! হে আমার নামাযী বান্দা!

'হে আমার বান্দাগণ' কথাটি কানে পড়তেই ঠিক এমনই একটা চিত্র মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। কিন্তু মানুষ এখানে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে বাধ্য। যখন সে লক্ষ করে, আল্লাহ তাআলা সামনে এ কথা বলছেন– হে আমার অবাধ্য বান্দাগণ! তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। যেনো বলছেন, তোমাদের কে বলেছে আমি মাফ করবো না? তোমরা কেন নিরাশ হয়ে পড়েছো? তোমরা কেন হতাশ হয়ে পড়েছো? আমি কি তোমাদের পৃথিবীর কোন রাজা-বাদশাহ– যারা প্রতিশোধ না নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয় না?

إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। [যুমার : ৫৩]

আমি তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করে দিব। সকল অপরাধ মাফ করে দিব। তবে একটি শর্ত আছে।

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। [যুমার : ৫৪]

www.banglakitab.weebly.com

হ্যাঁ, তোমাদেরকে তাওবা করতে হবে। তোমরা তাওবা কর, আর আমার কাছ থেকে ক্ষমার পরওয়ানা গ্রহণ কর।

আমরা তো তাঁর নামও ভুলে গেছি

মানুষ আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহকে ভুলে পড়ে আছে মানুষ। ভুলে গেছে আল্লাহর রাসূলকে। আমার বাড়ি মুলতান জেলায়। নাওয়াচক শহরে দাঁড়িয়ে আমাদের এক বন্ধু মোট একুশজনকে এই প্রশ্ন করেছে– বলুন তো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম কি? দুইজন উত্তর দিতে পেরেছে। উনিশ জন উত্তর দিতে পারেনি।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

গভীরভাবে ভাববার বিষয়, উম্মত তো নবীর নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে। কাজের কথা আর মনে রাখবে কিভাবে? নাম ভুলে গেছে বলেই আল্লাহ তাআলার সাথেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষের অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা সৃষ্টি করা। তাঁর রহমতের কথা বলে, তাঁর অনুগ্রহের কথা বলে, তাঁর অসীম উদারতার কথা বলে।

আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ.)কে বলেছেন–

يٰدَاوٗدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِيْنَ

দাউদ! আমার অবাধ্য বান্দাদের সুসংবাদ শোনাও।

হে আল্লাহ! অবাধ্য বান্দাদের আমি কিসের সুসংবাদ দিব?

আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন, যাও, গিয়ে বলো–

لَا يَتَعَاظَمُ عَلَيَّ ذَنْبٌ اَنْ اَغْفِرَهٗ

তোমাদের গুনাহ যত বড়ই হোক আমার কাছে তার কোন মূল্য নেই। তাওবা কর, আমি সকল গুনাহ মাফ করে দিব।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্ অপেক্ষায় থাকেন

আমাদের সকলেরই তাওবা করা উচিত। আমরাই তো আল্লাহ্ তাআলাকে ভুলে গেছি। আল্লাহ তাআলা থেকে সরে পড়েছি। সন্তান মা থেকে দূরে সরে গেলে মা সন্তানের জন্যে যতটা না অপেক্ষায় থাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নাফরমান বান্দাদের জন্যে তার চাইতেও বেশি অপেক্ষায় থাকেন। মা রাতের বেলা দরজায় খিল লাগায় না। দরজা খোলা রেখে ঘুমায়। হয়তো বা কোন এক সময় সন্তান ফিরে আসবে। মা বাতাসের ঝাপটাকেও সন্তানের পায়ের আওয়াজ মনে করে ওঠে বসে। দরজায় যেই এসে আঘাত করে মা নড়ে ওঠেন। এই বুঝি ছেলে এসেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অবাধ্য বান্দাদের জন্য এই মায়ের চাইতেও বেশি অপেক্ষায় থাকেন। অপেক্ষায় থাকেন, বান্দা আমার এসে পড়। তোমার জন্যে আমার পথ উন্মুক্ত। আমার হাত প্রসারিত। আমার আঁচল বিস্তীর্ণ। তুমি এসে দেখ, তুমি তাওবা করে দেখ, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক কত গভীর! হে মানুষ! দুনিয়ার সকলের সাথেই তো মিলে দেখলে। একবার আল্লাহর সাথে মিলে দেখ। দুনিয়ার সকল ঘাটের পানিই তো পান করে দেখেছো। একবার নবীর ঘাটের পানি পান করে দেখ। একবার সেদিকে নজর তুলে দেখ। নজর ওঠানোর স্বাদ আস্বাদন করে দেখ। দেখ, সেদিকে তাকিয়ে থাকবার স্বাদ আস্বাদন করে। গান শোনার মজা অনেক উপভোগ করেছো। একবার কুরআনে কারীম শোনার মজাও উপভোগ করে দেখ। স্ত্রীর পাশে শয়নের স্বাদ তো বহুবার আস্বাদন করেছো। একবার আল্লাহর পথে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খাওয়ার স্বাদ আস্বাদন করে দেখ।

আল্লাহর প্রিয় কাজ

এটাই আমাদের মেহনত। এটাই আমাদের কাজ। আল্লাহ আল্লাহ ডাক। পাগলের মতো ডাক। যদি ডাকতে পার, তাহলে আল্লাহও তোমাকে ভালোবাসবেন। তুমি যদি আল্লাহকে চাও, তাহলে আল্লাহও তোমাকে চাইবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বিষয় হলো, তাঁর প্রশংসা। তাঁর কালামের সূচনাই হয়েছে প্রশংসা দিয়ে।

www.banglakitab.weebly.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সকল প্রশংসা সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে।

প্রশংসা কর আল্লাহর। প্রশংসা কর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর।

একবার হযরত কা'ব ইবনে যুহাইর (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করলেন। খুশি হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বীয় চাদর উপহার দিলেন এবং দুআ দিলেন–

لَافَضَّ فُوْق

তোমার দাঁত সুরক্ষিত থাকুক।

এই জাতীয় আরবি বাক্যের মর্ম হয়ে থাকে– তুমি খুবই সাহিত্যপূর্ণ ভাষার অধিকারী, আল্লাহ তোমার এই সাহিত্য শক্তিকে অটুট রাখুন। কিন্তু তার আক্ষরিক অর্থ হলো, তোমার দাঁত অটুট থাকুক। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই দুআকে এমনভাবে কবুল করেছেন, শতবর্ষেও হযরত কা'ব (রা.)-এর একটি দাঁতও পড়েনি। শতবর্ষ পার হবার পরও তাঁর দাঁতের দিকে তাকালে মনে হতো যেন বিশ বছরের যুবক। মুখে বার্ধক্যের কোন ছাপ নেই। মুখশ্রীতে যৌবনের বিভা উজ্জ্বল। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু চেহারা অটুট। এ হলো নবীর দুআর ফসল।

হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশংসায় আবৃত্তি করলেন–

وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِىْ

وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ

www.banglakitab.weebly.com

كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

তোমার চাইতে সুন্দরতম চক্ষু আমার হেরেনি কভু

তোমার চাইতে উজ্জ্বলতম

আমাদের কাজ হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামকে পুনরুজ্জীবিত করা। পৃথিবীর সমগ্র মানবকে তাঁর পেছনে চালিত করা। কারণ, মুক্তির একমাত্র পথ তাঁর পেছনে চলা। তিনি সমগ্র জাহানের রহমত, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ভাণ্ডারের চাবি; দুনিয়া ও আখেরাতের সকল আযাব ও গযবের পথে তিনিই একমাত্র রক্ষাপ্রাচীর।

তিনি বেহেশতের চাবি।

তিনি জাহান্নামের পথে রক্ষাপ্রাচীর।

তিনি রহমতের চাবি।

তিনি ক্রোধের পথে রক্ষাপ্রাচীর।

তিনি ভালোবাসার চাবি।

তিনি ঘৃণার পথে রক্ষাপ্রাচীর।

তিনি নিরাপত্তার প্রাচীর।

তিনি নিরাপত্তাহীনতার পথে অন্তরায়।

তিনি প্রেম ও ভালোবাসার চাবি।

তিনি ঘৃণা ও দূরত্ব সৃষ্টির পথে অন্তরায়।

তিনি সফলতার চাবি।

তিনি ব্যর্থতার পথে অন্তরায়।

তিনি উচ্চতার চাবি।

তিনি নিচুতার পথে অন্তরায়।

তিনি সম্মানের চাবি।

তিনি অপমানের পথে অন্তরায়।

তিনি বরকতের চাবি।

www.banglakitab.weebly.com

তিনি বরকতহীনতার পথে অন্তরায়।

পৃথিবীর পথে পথে নেমে আসা পতন নিচুতা অপমান লাঞ্ছনা ও বিপদের পথে আমাদের নবী এক শক্তিশালী বাধা এবং রক্ষাপ্রাচীর।

একই সময়ে দুটি কাজ

একই সময়ে কাজ হচ্ছে দুটি। রহমতের দরজা খুলে দেয়, বন্ধ করে দেয় গযবের দরজা। খুলে দেয় বেহেশত, বন্ধ করে দেয় জাহান্নাম। সম্মানের দরজা খুলে দেয়, বন্ধ করে দেয় অপমানের দরজা। ভালোবাসার পথ খুলে দেয়, বন্ধ করে দেয় ঘৃণার পথ।

দুনিয়াময় এখন চলছে তাহযীব ও তামাদ্দুনের প্রতিযোগিতা। মানুষ ছুটেছে তাহযীবের পেছনে। পশ্চিমা সভ্যতার পেছনে মানুষ রীতিমত এখন দৌড়াচ্ছে। আমরা বলি, তোমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের পেছনে চল। তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল। আমি বলি, পশ্চিমে তো সূর্য ডুবে যায়। জানি না, আমাদের এই প্রজন্মের সন্তানরা কেন পশ্চিমের সভ্যতার পেছনে ছুটে ছুটে আলো খুঁজছে। পশ্চিম তো আলো নিভে যাওয়ার জায়গা। আমি বলি, তোমরা আল্লাহ তাআলার বিধান সম্পর্কে একটু ভেবে দেখ না কেন? পশ্চিম হলো অন্ধকারের দিক। আলোর দিগন্ত পূর্বে। পশ্চিমে অস্তমিত হয়। উদিত হয় পুবে। পশ্চিমে অন্ধকার। আলো পুবে। পশ্চিমে ঢলে পড়ে, জেগে ওঠে পুবে। পশ্চিমে গিয়ে সূর্য যেন প্রদীপের মতোই চিৎকার করে করে বলে, তোমরা এদিকে এসো না, এদিকে এসো না। এদিকে আমার মতো প্রদীপও নিভে যায়। তোমরা এখানে এসে আলো খুঁজে পাবে কোথায়? আলো চাইলে পুবে যাও।

তোমাদের নবীর আগমন হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে।

তোমাদের বায়তুল্লাহ মধ্যপ্রাচ্যে।

আমাদের মদীনা মধ্যপ্রাচ্যে।

আমাদের বায়তুল্লাহ মধ্যপ্রাচ্যে।

আমাদের নবীর নবুওয়তের উদয় হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তাআলা পুবেরও মধ্যখানে সৃষ্টি করেছেন। একটি হলো পুব, আরেকটি হলো পুবের মধ্যখান। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন হয়েছে মধ্যপুবে। পশ্চিম অন্ধকারের জায়গা। অন্ধদের জায়গা। যারা অন্ধদের পেছনে চলে তারা কখনও মনজিল পায় না। যারা অন্ধকারে চলে তারা কখনও পথ পায় না। পশ্চিমা সভ্যতা পুরোটাই অন্ধকার। এর উৎস অন্ধকার। অন্ধকার থেকে উৎসারিত সভ্যতার পেছনে যারা ছুটছে তারা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

আঁধার রাতের মুসাফির তো পথ হারাবেই।

আলোর পথের মুসাফির তো মনজিল পাবেই।

আলোর পথের মুসাফির তো পথ পাবেই।

অন্ধকার পথের যাত্রী কখনও পথ পায় না।

পশ্চিম হলো অন্ধকার নগরী।

সভ্যতাও অন্ধকার।

জগতও অন্ধকার।

আমাদের নতুন প্রজন্ম যদি সেই অন্ধকারের দিকেই ছুটতে থাকে তাহলে তারা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

মহান রাসূল (সা.)

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ!

আমাদের কাজ হলো, আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এবং প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব তো ছিল উপমাহীন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁকে সৌন্দর্য দিয়েছিলেন অপার্থিব। তিনি সত্তায় সর্বোচ্চ। বংশ মর্যাদায় সর্বোচ্চ। তিনি দেহ সৌন্দর্যে অনুপম। অনুপম আখলাক-চরিত্রে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে মা'বাদ (রা.)-এর

www.banglakitab.weebly.com

তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে সামান্য সময় অবস্থান করলেন। দুধ পান করলেন। অতঃপর চলে গেলেন আপন পথে। তাঁবুতে ফিরে এলেন আবু মা'বাদ (রা.)। পাত্রে দুধ দেখে প্রশ্ন করলেন, দুধ পেলে কোথায়? উম্মে মা'বাদ বললেন, এ পথে একজন যুবক এসেছিলেন। তিনি ছাগলের স্তনে হাত দিতেই তা দুধে ভরে উঠলো। আবু মা'বাদ বললেন, এ তো এক শীর্ণকায় ছাগল। এর স্তন দুধে ভরে উঠলো কীভাবে? বললেন, তাঁর হাতে কোন বরকত ছিল হয়তো। আবু মা'বাদ বললেন, বিষয়টি আমাকে একটু খুলে বল তো!

হযরত উম্মে মা'বাদ (রা.) বলতে শুরু করলেন−

ظَاهِرُ الْوَضَاءِ

খুবই সুন্দর, উজ্জ্বল রঙ, পরিচ্ছন্ন বদন।

সম্পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হ্যাঁ, ময়লা কাপড় পরা বুযুর্গী নয়। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় পুরাতন কাপড় পরতেন। মাঝে মাঝে নতুন কাপড়ও পরতেন। কিন্তু কখনও ময়লা কাপড় পরতেন না। তাঁর সবকিছুই ছিল কেতাদুরস্ত। তাঁর বদন ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রঙ ছিল উজ্জ্বলতর। শরীর স্থূলও ছিল না, শীর্ণও ছিল না।

হাদীস শরীফে তাঁকে 'ওয়াসীমুন' 'ক্বাসীমুন' বলা হয়েছে। ওয়াসীমুন বলা হয় এমন সৌন্দর্যকে যাকে যত দেখবে ততই ভালো লাগবে। দ্বিতীয়বার প্রথমবারের চাইতে অধিক, তৃতীয়বার দ্বিতীয়বারের চাইতে অধিক সুন্দর মনে হবে। এমন সুন্দরের অধিকারী এই পৃথিবীতে একজনই আগমন করেছিলেন। তিনি হলেন আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে মানুষ যতই দেখতো ততই সুন্দর মনে হতো। তাঁকে দেখার তৃষ্ণা কখনও পূর্ণ হতো না।

ক্বাসীম বলা হয় এমন সুন্দরতম সত্তাকে যাকে যেদিক থেকে দেখ সেদিক থেকেই সুন্দর মনে হয়। যেভাবে দেখা হয় সেভাবেই ভালো লাগে। এক একটি অঙ্গ সুন্দর, প্রতিটি অঙ্গও সুন্দর। সৌন্দর্যে প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র। আমরা কারও প্রশংসায় যখন বলি, তার চোখ দুটি খুবই সুন্দর। এর অর্থ

www.banglakitab.weebly.com

হলো, তার চোখ দুটো যতটা সুন্দর তার মাথা কিংবা নাকটি ততটা সুন্দর নয়। ততটা সুন্দর নয় তার ঠোঁট দুটো। এর বিপরীতে ক্বাসীম বলা হয় যার প্রতিটি অঙ্গই সুন্দর। এবং যেদিক থেকে তাকাবে সেদিক থেকেই সুন্দর মনে হবে।

আযীমুল হা-মাতি– ভরাট মস্তক।

রাজালাশ্ শা'রি– ঈষৎ কুঞ্চিত ঘন চুল।

তিনি চিরুণি করার সময় সিঁথি কাটতেন না। কখনও কাটলে তা নষ্টও করতেন না। সিঁথি কাটলে মাথার মাঝখানে কাটতেন। ডানে কিংবা বামে নয়। সাধারণত তিনি মাথার চুল সোজা পেছনের দিকে ফিরিয়ে রাখতেন। তাঁর কেশগুচ্ছ কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকতো। তাঁর ললাট ছিল প্রশস্ত। ভ্রূ ছিল কামানের মতো বাঁকা এবং সরু। দুই ভ্রূ যুক্ত ছিল না। নাসিকা সামান্য উঁচু ছিল। লম্বা ছিল না। নাসিকার উপর একটি আলোর গোলক সর্বদাই চিকচিক করতো।

তাঁর চোখ

أَدْعَجَ- ى عَيْنَيْهِ، دَعْجٌ، فِىْ صَوْتِهِ، سَهْلٌ، فِىْ
أَشْفَارِهِ وَطَفٌ، فِىْ عُنُقِهِ سَطْحٌ

মা আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এক কথায় দুর্লভ। আমাদের ভাষায় এর তরজমা করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায় বিস্ময়কর যাদু ছিল, যাদু ছিল তাঁর কণ্ঠে। কোথা থেকে শব্দ চয়ন করতেন সে এক আশ্চর্য বিষয়।

তাঁর দৃষ্টিতে ছিল গভীর আকর্ষণ।

তাঁর চোখ ছিল কাজল কালো টানা টানা লজ্জাবনত।

তাতে দীঘল কালো রেখা ছিল।

দেখুন, একটি মাত্র শব্দের ভেতর কতগুলো কথা লুকিয়ে আছে।

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর ভ্রূ এবং পলক ছিল দরাজ।

হাদীস শরীফে তাঁর পলকের পাঁচটি গুণ উল্লিখিত হয়েছে।

اَهْدَبُ، اَشْكَلُ، اَدْعَجُ، اَكْحَلُ، اَحْوَرُ

দীঘল পলক
ডাগর চোখ
আয়ত লোচন
চোখে রক্তিম রেখা
রঙ পরম শুভ্র
ভয়ানক কালো

তাঁর চোখ বিস্ফারিত হলে চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়তো।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখে চোখ রেখে কোন অতি বড় মানুষও তাকাতে পারতো না। মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলতো।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদের কাজ হলো, পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে সাক্ষ্য প্রদান করা। আমরা সাক্ষ্য দিব, আল্লাহ মহান। আমরা সাক্ষ্য দিব, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান। আল্লাহ তাআলাই আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি বিষয়কে বিস্ময়করভাবে সংরক্ষণ করেছেন।

ضَلِيْعُ الْفَمِ

তাঁর ঠোঁট দুটো ছিল অসম্ভব সুন্দর।

তাঁর দাঁত ছিল তীক্ষ্ণ।

দাঁতের মাঝখানে ঈষৎ ফাঁক ছিল। যখন তিনি হাসতেন দাঁতের ফাঁক গলিয়ে দীপ্তি বেরিয়ে আসতো। হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুচকি হাসতেন তখন তাঁর দাঁতের রৌশনি দেয়ালে গিয়ে পড়তো। দেয়ালে পরিষ্কার সে আলো দেখা যেতো।

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল রক্তিম।

গণ্ডদ্বয় স্ফীত ছিল না, আবার চাপাও ছিল না।

দাড়ি মুবারক ছিল ঘন ঈষৎ কুঞ্চিত। কুদরতীভাবেই তাঁর দাড়ি ছিল এক মুষ্ঠি পরিমাণ। তিনি কখনও দাড়িতে কাঁচি ব্যবহার করেননি। ঈষৎ কুঞ্চিত ঘন দাড়ি তাঁর বক্ষ মুবারক ঢেকে রাখতো।

দুই কাঁধের মাঝখানে ব্যবধান ছিল দীর্ঘ।

বক্ষ প্রশস্ত ছিল।

বাহু দীর্ঘ ছিল।

আঙুলগুলো ছিল প্রলম্বিত।

হাতের তালু প্রশস্ত ছিল।

পায়ের তালু ছিল গভীর।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি দীর্ঘ ছিলেন না, খাটোও ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গড়ন ছিল বিস্ময়কর। বরং সে এক মুজেযা। অতি দীর্ঘ মানুষও তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালে তাঁকে উঁচু মনে হতো। লম্বা মানুষটিকে মনে হতো খাটো। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চতা– আমার ধারণায়– ছয় ফুটের বেশি ছিল না। হাদীস শরীফে উল্লিখিত–

أَطْوَلُ مِنَ الْمَرْبُوْعِ وَأَقْصَرُ مِنَ الْمُشَذَّبِ

শব্দগুলো থেকে এটাই প্রতিভাত হয়। এটা নিতান্তই আমার অনুমান।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন এক দীর্ঘকায় মানুষ। তিনি ঘোড়ায় চড়ে বসলে পা মাটিতে গিয়ে ঠেকতো। অথচ তিনি যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন তখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনে হতো তাঁর চাইতে উঁচু। আর হযরত আব্বাসকে মনে হতো খাটো।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহকে মান, আল্লাহর কাছে চাও

ইনিই তো আমাদের রাহবার। ইনিই আমাদের পথপ্রদর্শক। ইনিই আমাদের রাসূল। আমরা তাঁর গুণ গেয়ে বেড়াই– এটাই আমাদের তাবলীগ।

আমাদের তাবলীগ হলো– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বড় ছিলেন। আল্লাহর নবী ছিলেন। আমি এখানে একটি মাত্র বাক্যের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছি আপনাদের। সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যের ব্যাখ্যা। আমাদের কি যে সৌভাগ্য, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআনে কারীম দান করেছেন। কুরআনে কারীমের ক্ষুদ্র একটি সূরা– সূরা ফাতেহা– সমগ্র কুরআনের সারনির্যাস। আর কুরআন হলো অতীতকালের সকল আসমানী গ্রন্থের সার নির্যাস। পক্ষান্তরে সূরা ফাতেহার সারনির্যাস হলো–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

> আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি। শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। [ফাতেহা : ৪]

সুতরাং আসুন আমরা সকলে মিলে এই একটিমাত্র বাক্য শিখে নিই। আমাদের অন্তরে এই একটিমাত্র কথা বসিয়ে নিই– আল্লাহকে মানবো আল্লাহর কাছেই চাইবো। ইবাদত করবো কেবলই আল্লাহর। চাইবোও কেবল তাঁরই কাছে। আমরা যদি দিনে অন্তত একশ' জন মানুষকে এই একটিমাত্র বাক্য শুনিয়ে দিতে পারি, তাহলে বলতে পারি সংক্ষেপে চার কিতাবের তাবলীগ করা হয়ে যাবে।

তাবলীগের জন্যে দুই ঘণ্টা আলোচনা করা কোন জরুরি বিষয় নয়। বরং দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূল কথা সংক্ষেপে উপস্থাপন করাটাই অধিক যৌক্তিক। সুতরাং আমরা এই ছোট কথাটিই দুনিয়াময় প্রচার করে বেড়াবো– কেবল আল্লাহ তাআলারই বন্দেগী কর, কিছু চাইতে হলে কেবল তাঁরই কাছে চাও। তাহলে দুনিয়াতেও সফলকাম হবে, পরকালেও সফল হবে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাত ও সুরত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহ তাআলার মতো দয়ালু জগতে আর কেউ নেই। অথচ আজ আমরা আল্লাহকেই ভুলে গেছি, ভুলে গেছি আমাদের নবীকে। আমাদের প্রতি যাঁদের দয়া অপরিসীম আমরা সবচে' বেশি অবহেলা করে চলছি তাঁদেরই। আল্লাহ তাআলা তো তাঁর নবীর জীবনকে এজন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন যেন কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ তাঁর নবীকে জানতে পারে, যেনো তারা সতর্কতার সাথে লক্ষ করতে পারে– আমাদের নবী এই পৃথিবীতে কীভাবে জীবন-যাপন করেছেন। কী ছিল তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতি। তিনি দিন কিভাবে কাটাতেন, রাত পার হতো কি করে? তিনি পারিবারিক অঙ্গনে কেমন ছিলেন, কি ছিল তাঁর মসজিদের কর্মসূচি? জীবন-সঙ্গিনীদের সাথে তাঁর আচরণ কেমন ছিল, কেমন ছিল ভাই ও বন্ধুদের সঙ্গে আচরণ? সাহাবায়ে কেরামের সাথে তাঁর আচরণ কেমন ছিল, আচরণ কেমন ছিল অন্যদের সাথে– এ সবই সবিস্তারে সংরক্ষিত হয়ে আছে। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি আমল সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, যেন মানুষের মনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো হৃদয়ভরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা। আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)কে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। তাঁরা কতটা যত্ন ও সতর্কতার সাথে আমাদের নবীর সবিস্তার জীবন ও কর্মকে আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন!

তাঁদের দৃষ্টি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কতটা সূক্ষ্ম ও গভীর ছিল– একটু লক্ষ করুন। তাঁরা বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীরে কোনো পশম ছিল না। হ্যাঁ, বুকের মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম লোমরেখা নেমে এসে নাভিকে স্পর্শ করেছে। ব্যস, এতটুকুই। অবশিষ্ট শরীরে আর কোন অবাঞ্ছিত লোম ছিল না। হ্যাঁ, কাঁধে এবং বাজুতে আর বুকের ঠিক মাঝখানে ঈষৎ লোমরেখা ছাড়া শরীরের অবশিষ্ট অংশ ছিল ফটিকের মতো পরিষ্কার।

তাঁর উদর ছিল সিনার সমান। স্থূল ছিল না, আবার পেট পিঠের সাথে

www.banglakitab.weebly.com

মেশানোও ছিল না। পেট আর বক্ষ ছিল সমান্তরাল।

আমাদের নবী ভুরিওয়ালা ছিলেন না। এমন ছিলেন না– ভুরি ভাসিয়ে হেলেদুলে হাঁটছেন। মোটা পেট নিয়ে কোন কাজ করা যায় না। আমাদের বৈশিষ্ট্যও ঠিক এমনই হওয়া উচিত। এই উম্মত তো মুজাহিদ উম্মত। আল্লাহর পথে ঘুরে বেড়ানোই এই উম্মতের কাজ। গরম ঠাণ্ডা সয়ে যাওয়া এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। এই উম্মতকে নানা ঘাটের পানি পান করতে হয়। গরম ঠাণ্ডা তাজা বাসি সব রকমের খাবারই খেতে হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রাহবার। তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয়ই আমাদের আদর্শ। তাঁর হাতেই বেহেশতের চাবি। যে ব্যক্তি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করবে সে সোজা বেহেশতে চলে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পথ গ্রহণ করবে সে দুনিয়া এবং আখেরাতে ধ্বংস ও বরবাদ হবে। আমাদের দায়িত্ব হলো, সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে এই কথাগুলো মানুষকে শোনানো।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ছাগল

লক্ষ করুন, আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর ছাগলগুলোর নাম পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর প্রিয়তম হাবীবের ছাগলের নামগুলোও বিস্মৃত হতে দেননি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নয়টি ছাগল ছিল। এই নয়টি ছাগল থেকে দুধ সংগ্রহ করা হতো এবং সন্ধ্যায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে তা পৌঁছে দেয়া হতো। সেই ছাগলগুলোর নাম হলো– আজওয়াহ্, সাকিয়্যাহ্, যমযম, বারাকাহ্, ওয়ারাছাহ্, ইতলাল, আতরাফ, গীফাহ্ ও উমরাহ। নয়টি বকরি ছিল। আর একটি ছিল পুরুষ ছাগল। পুরুষ ছাগলটির নাম ছিল ইউম্‌ন। কী বিস্ময়কর বিষয়! আল্লাহ তাআলা কেবলমাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ও সীরাতকেই সংরক্ষণ করেননি; তাঁর ছাগলগুলোর নাম পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উট খচ্চর গাধা এবং ঘোড়ার নাম শুনুন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটগুলোর নাম ছিল– আদবা', শাহ্বা', জাদ্‌আ' ও কাসওয়া। হযরত

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উটগুলোর উপর সওয়ার হতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুটি খচ্চরের উপর সওয়ার হয়েছিলেন তার নাম যথাক্রমে দুলদুল ও আফীর। ইয়াফূর ছিল তাঁর বাহন গাধার নাম। যে সকল ঘোড়ার উপর তিনি আরোহণ করেছিলেন তার নাম হলো– সাকাব, সাবহা, লাহীফ ও তাররায।

এমনকি যারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোন না কোন সময় সওয়ার হয়েছেন কিংবা তাঁর ঘোড়া উট খচ্চর ও গাধায় আরোহণ করেছেন তাদের নামও সংরক্ষিত আছে। সংরক্ষিত আছে কোথায় কখন কোন ঘটনায় কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁর বাহনে আরোহী হয়েছিলেন।

সংরক্ষিত বংশ তালিকা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশ তালিকাও সংরক্ষিত। হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত তাঁর বংশ তালিকা আল্লাহ তাআলা হেফাযত করেছেন। ভেবে আশ্চর্য হই, দশ হাজার বছরের বিশাল ব্যবধানেও আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর বংশ তালিকায় কোনরূপ আঁচড় লাগতে দেননি। তাঁর বংশ তালিকা হলো– মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ্ ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালেব ইবনে ফিহ্‌র (এই ফিহ্‌রকেই কুরাইশ বলা হয়) ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে কিনানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুযার ইবনে নায্‌যার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান...

একুশতম পিতা পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসবিদগণ ও আলেমগণ একমত। একমত একুশতম দাদীর ক্ষেত্রেও। মা থেকে একুশতম দাদী পর্যন্ত বংশ তালিকার ক্ষেত্রে কারও কোন দ্বিমত নেই।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মায়ের নাম আমেনা। হযরত আবদুল্লাহ-এর মায়ের নাম ফাতেমা। আবদুল মুত্তালিব-এর মায়ের নাম সালমা। তারপর আতেকা, তারপর হুবাই, তারপর ফাতেমা, তারপর হিন্দ, তারপর মাহ্‌শিয়া, তারপর মারিয়া, তারপর আতেকা, তারপর

www.banglakitab.weebly.com

লায়লা, তারপর জান্দালাহ্, তারপর ইকরিশা, তারপর বাররাহ্, তারপর আওয়ানাহ্, তারপর সালমা, তারপর লায়লা, তারপর রুবাবাহ্, তারপর সাওদাহ্, তারপর মুআনাহ্, তারপর মুহাদ্দাদ।

তাঁর বাইশজন দাদীর নাম সংরক্ষিত আছে। আদনানের পর হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত বংশ তালিকার ক্ষেত্রে কারও কারও মতভিন্নতা রয়েছে। আবার অনেকে একমতও পোষণ করেছেন। যারা একমত পোষণ করেছেন তারা হলেন ইমাম বুখারী (রহ.), মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.) ও ইবনে জারীর (রহ.)। এঁদের মতো মহান মনীষীরা যখন একমত হয়েছেন তখন সেই বংশ তালিকা বলতে আমি কোনরূপ ভয় অনুভব করি না। সুতরাং পরবর্তী বংশ তালিকা হলো– আদনান ইবনে আদ্‌ব ইবনে হামাইসা' ইবনে সালামান ইবনে আওস ইবনে বুয ইবনে কামওয়াল ইবনে উবাই ইবনে আওয়াম ইবনে নাশিদ ইবনে হাযা ইবনে বিলদাস ইবনে ইয়াদলাফ ইবনে তাবিখ ইবনে যাহিম ইবনে নাহিশ্ ইবনে মাখি ইবনে আইফি ইবনে আব্‌কার ইবনে উবায়েদ ইবনে দুআ'...।

দুআ' ছিলেন একজন সরদার। তিনিই সর্বপ্রথম মানুষকে বর্শার সাথে পরিচয় করিয়েছেন। আওয়াম আর হযরত সুলাইমান (আ.)-এর কাল একটা। অতঃপর বংশ তালিকা হলো– দুআ' ইবনে হামাদান ইবনে সাম্বার ইবনে ইয়াসরাবি ইবনে ইয়াহ্‌যান ইবনে ইয়াল্‌হান ইবনে আরআবী ইবনে আইযী ইবনে দীশান ইবনে ঈসার ইবনে আকনাদ ইবনে ঈহাম ইবনে মুকাস্‌সার ইবনে নাহিছ ইবনে যারিহ্ ইবনে সুমাই ইবনে মাযযী ইবনে আওয ইবনে আররাম ইবনে কাইদার ইবনে ইসমাঈল (আ.) ইবনে ইবরাহীম (আ.) ইবনে আযার ইবনে নাহূর ইবনে সারুজ ইবনে রাউ' ইবনে ফাইজ ইবনে আবির ইবনে আরাফশাদ ইবনে সাম ইবনে নূহ্ (আ.) ইবনে লাসেক্ ইবনে মাত্তুশায়েহ ইবনে ইদরীস (আ.) ইবনে ইয়ারু ইবনে মুলাহ্‌হাল ইবনে কেনান ইবনে আনুশ ইবনে শীছ (আ.) ইবনে আদম (আ.)।

লক্ষ করুন, আশিজন পিতার এই দীর্ঘ বংশ তালিকা আল্লাহ তাআলা দশ হাজার বছরেও বিস্মৃত হতে দেননি।

www.banglakitab.weebly.com

কুরআনে তাঁর সীরাত

আমরা যদি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত পবিত্র কুরআন থেকে জানতে চাই তাহলে কুরআন আমাদেরকে স্পষ্ট বলে দিবে–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم]

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। [ফাতহ]

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

হে নবী! আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাঁরই অনুমতিক্রমে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী এবং আলোকময় প্রদীপরূপে। [আহযাব : ৪০]

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। [আহযাব : ৪৫]

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। [আম্বিয়া : ১০৭]

www.banglakitab.weebly.com

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারেন। [ফুরকান : ১]

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

নূন– শপথ কলমের এবং তাঁরা যা লিপিবদ্ধ করে তার! তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও। [কলম : ১২]

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۝ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝ ذُوْمِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى ۝ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَدْنٰى ۝

শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়! তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নন, বিপথগামীও নন এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। এ তো ওহী– যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিলেন তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাঁদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান থাকলো অথবা তারচেয়েও কম। [নাজম : ১–৯]

وَالضُّحٰى ۝ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

وَمَا قَلٰى ٥ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ٥
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ٥

শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর যখন তা নিঝুম হয়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। তোমার জন্যে পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময়ের চাইতে অনেক শ্রেয়। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হবে। [দোহা : ১-৫]

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ٥ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
٥ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ٥ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥

আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করে দিইনি? আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার, যা ছিল তোমার জন্যে অতিশয় কষ্টদায়ক এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। [ইনশিরাহ : ১-৪]

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ٥ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٥ اِنَّ
شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ٥

আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী নির্বংশ। [কাওসার : ১-৩]

এ হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা বাণী। এই প্রশংসা করেছে স্বয়ং কুরআন। আমরা পূর্বে সবিস্তারে বলেছি, কুরআন বলেছে সংক্ষেপে। আমাদের কাজ হলো মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে মানুষের অন্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসাকে তাঁর বড়ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা।

www.banglakitab.weebly.com

মনে পড়ে, একবার আমি চৌদ্দ বছরের এক যুবককে এক জমিদারের ক্ষেতে কর্মরত অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলাম– তুমি কি তোমার নবীকে চেনো? তখন সে বলেছিলো– না, তাঁর সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। বললাম, তুমি কালেমা পড়তে পার? তখন সে ভেঙ্গেচুরে কোন রকম কালেমা পড়ে শোনাল।

এটা শুধু একজন দরিদ্র কিশোরের অবস্থাই নয়, এই অবস্থা এখন ব্যাপক। আমরা আমাদের নবীকে ভুলে গিয়েছি। এ কারণেই আমি আমাদের নবীর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করার চেষ্টা করি। আমাদের মধ্যে এমন অনেক মুসলমান রয়েছে সে জানে না আল্লাহ কে। হয়তো শুধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শুনেছে। কিন্তু তিনি কে, কেমন ছিলেন, আমাদের জন্যে তিনি কি কি কষ্ট করেছেন, আমাদেরকে তিনি কতটা ভালোবেসেছিলেন, আমাদের জন্যে কত চিন্তা করেছেন, কত কেঁদেছেন, কত ঘাম ঝরিয়েছেন, কত রক্ত ঝরিয়েছেন– তার কোনটাই আমরা জানি না। অথচ আমাদের অন্তরে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের মর্যাদা ও বড়ত্বের বাণী প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। আমরা যদি মন থেকে আল্লাহকে বড় জানতে পারি, আমাদের অন্তরে যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সবকিছুই সহজ মনে হবে। সহজ কথা, পকেটে পয়সা থাকলে গাড়ি, বাড়ি, রাজনীতি সবই সহজ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যদি অন্তরে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, হৃদয়ে যদি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহলে আমাদের নামায সুন্দর হবে, সুন্দর হবে চরিত্র। তখন ইলম যিকির ইখলাস সবকিছুই আমরা সহজে অর্জন করতে পারবো। আমাদের প্রথম কাজ হলো বুনিয়াদ মজবুত করা।

মসজিদ আমাদের কেন্দ্র

সকল সাধনারই একটা কেন্দ্র থাকে। যে কোনো কর্মসূচিই একটা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। সকল চেষ্টা সাধনারই একটা অফিস থাকে। আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম অনুগ্রহ, তিনি এই মহান দায়িত্ব

www.banglakitab.weebly.com

পালনের জন্যে আমাদেরকে কোন ইমারত বানাতে বাধ্য করেননি। নির্দিষ্ট কোন অফিসকে কেন্দ্র করে আমাদের এই কাজ পরিচালনা করতে বাধ্য করেননি। তিনি আমাদেরকে দান করেছেন মসজিদ। এটাই আমাদের কেন্দ্র। মসজিদই আমাদের অফিস, মসজিদই আমাদের আদালত, মসজিদই আমাদের সবকিছু। মসজিদ আমাদের সাধনার কেন্দ্র, মসজিদ আমাদের কর্মসূচির সেন্টার, মসজিদ আমাদের কর্মের বুনিয়াদ। মসজিদ ছাড়া আমাদের অন্য কোন অফিস নেই, কেন্দ্র নেই। আমাদের ঠিকানা একটাই- মসজিদ। এখান থেকেই আমাদের সকল কর্ম ও তৎপরতা উৎসারিত হয়। প্রবাহিত হয় ও বিচ্ছুরিত হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসেই প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সবকিছু পরিচালনা করেছেন। মসজিদের সাথে তিনি তাঁর উম্মতকে সংযুক্ত করেছেন। আমীর গরীব সকলকেই জুড়ে দিয়েছিলেন এই মসজিদের সাথে। এই মসজিদ বিশিষ্ট জনদের, এই মসজিদ অতীব সাধারণ জনদের।

আমাদের এ কালে শতকরা পঁচান্নব্বই জন মুসলমানের মসজিদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তারা নামাযই পড়ে না। পাঁচ ভাগ যারা নামায পড়ে তাদের মধ্যেও শতকরা তিন জন নামায পড়ে ঘরের মধ্যে। এটা আমার অনুমান। আল্লাহ আমার এই অনুমানকে ভুল প্রমাণিত করুন। আমার অনুমান হলো, শতকরা বড়জোর দুই জন মুসলমান মসজিদে এসে নামায আদায় করেন।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

কারও সাথে যদি আমরা সম্পর্ক পাততে চাই, তাহলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিফোনে কথা বলি। যার সাথে সম্পর্ক গভীর করতে চাই তার সাথে কেবলই হ্যালো হ্যালো করতে থাকি। কিন্তু এতেই সম্পর্ক গভীর হয় না। সম্পর্ককে গভীর ও অর্থবহ করতে হলে তার ঘরে যেতে হয়। ঘরে যাওয়ার মর্যাদাই আলাদা।

এই যে আমরা মসজিদে বসে আছি, এটা কী? আমরা কোথায় বসে আছি? আল্লাহ তাআলার বক্তব্য হলো-

www.banglakitab.weebly.com

بُيُوْتِىْ فِى الْاَرْضِ الْمَسَاجِدُ

এই পৃথিবীতে মসজিদগুলোই আমার ঘর।

আরশ পর্যন্ত তো একজনই গিয়েছেন। সিদরাতুল মুনতাহা তো অতিক্রম করেছেন একজনই। আরশের দরজা খোলা হয়েছিল সে তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যেই। কেবল তাঁর জন্যেই তো নূরের পর্দা উন্মোচিত হয়েছিল। আমরা যদি সাক্ষাত করতে চাই, তাহলে কোথায় যাব? আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত করার সাধ আমাদেরও আছে। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন– পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদই আমার ঘর। সুতরাং এই যে আমরা মসজিদে বসে আছি, আসলে আমরা বসে আছি আল্লাহর ঘরে। একজন কৃপণের ঘরেও যদি কেউ উপস্থিত হয়, সেও তাকে অভ্যর্থনা করে, তার খোঁজ খবর নেয়। আমরা বসে আছি এমন এক মহান মালিকের ঘরে যাঁর দান অসীম। দানে যাঁর ভাণ্ডার কমে না। প্রার্থনা শুনে যিনি কখনও ক্লান্ত হন না। তাঁর কাছে যতই চাইবে তিনি কখনও বিরক্ত হবেন না। চাইতে চাইতে আমাদের আগ্রহ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁর দান শেষ হবে না।

বান্দা যখন আল্লাহর ঘরে এসে উপস্থিত হয় তখন আসমান থেকে বান্দাকে মুবারকবাদ দেয়া হয়। আল্লাহ নিজে বান্দাকে মুবারকবাদ দেন। মসজিদে আমরা হাজার হাজার মানুষ বসে আছি। আমরা অনেকেই অনেককে চিনি না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সবাইকে চিনেন এবং একজন একজন করে সকলকে মুবারকবাদ দেন। মুবারকবাদ দেন তাঁর ঘরে আসার জন্যে।

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

لِمَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهٖ ثُمَّ زَارَنِىْ

যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে অযু করে পবিত্র হয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে...

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে মসজিদে প্রবেশ করাকে আল্লাহ তাআলা যে শব্দে ব্যক্ত করেছেন তার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় 'অতঃপর যে আমার সাক্ষাত করলো'। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়, বান্দা যখন মসজিদে আসে

www.banglakitab.weebly.com

তখন সে আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে ধন্য হয়। ভাববার বিষয় হলো, কোথায় আমরা আর কোথায় আল্লাহ তাআলা! অথচ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন– ঘর থেকে পবিত্র হয়ে যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে এবং আমার সাথে সাক্ষাত করবে...।

সুতরাং এ যেন মসজিদে প্রবেশ নয়, সরাসরি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত। যদি বান্দার চোখ হারাম দর্শনে অভ্যস্ত না হতো তাহলে সত্যি সত্যিই সে আল্লাহকে দেখতে পেতো। আল্লাহ তাআলার মহান সত্তাকে দেখা সম্ভব না হলেও সৃষ্টির প্রতিটি পাতায় পাতায় আল্লাহর নূর সে দেখতে পেতো।

যে কথা বলছিলাম, আমাদের কর্তব্য হলো– সারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে ছড়িয়ে দেয়া। সুতরাং দশ তলা বিশ তলা ভবন নয়; এ কাজ তো সামান্য ছাপড়াতেও চলে যেতে পারে। মূল বিষয়টা হলো, মারকাজ। দেখার বিষয় হলো, আমাদের কর্মসূচির কেন্দ্র। আমি এ কথা বলছি কুরআনে কারীমের একটি আয়াত থেকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ
فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ
سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○

হযরত খিজির (আ.) এখানে বলছেন, আমি কিশতিটি ভেঙ্গে দিয়েছি। কেন ভেঙ্গে দিয়েছেন? মানুষগুলো ডুবিয়ে মারার জন্যে? বললেন, প্রথমেই তো বলেছিলাম তুমি ধৈর্য ধরতে পারবে না। তারপর যখন পুরো কাহিনী বলতে লাগলেন, তখন হযরত মুসা (আ.)কে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কি জান আমি কেন কিশতিটি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম? আমি জেনে বুঝেই ভেঙ্গে দিয়েছিলাম যেন তা জালেমের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে পারে। কারণ, পেছনে যে জালেম সম্প্রদায় ছিল তারা কেবল সেইসব কিশতিই তুলে নিত যেগুলো দেখতে সুন্দর, যেগুলোর প্রতি তাকাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে, চোখ ফেরানো যায় না। জালেমদের দৃষ্টি কেবল দৃষ্টি নন্দন বস্তুর উপর গিয়েই পড়ে।

www.banglakitab.weebly.com

এক সময় আমাদের মারকাজ ছিল ছাপড়া। তখন বড় নিরাপত্তা ছিল, পরস্পরে আন্তরিকতা ছিল। পরে যখন প্রয়োজনের তাগিদেই বড় ও বিশাল মারকাজ তৈরি হয়েছে, দেখা গেছে ভালোবাসাও চলে গেছে। যেখানেই বড় বড় অট্টালিকা গড়ে ওঠে, ভীড় বাড়ে– ভালোবাসা চলে যায়। আমরা দেখেছি, যখন দরিদ্রদের সমাবেশ হতো তখন ভালোবাসা ছেয়ে থাকতো। আর যখন বিত্তবানদের আগমন শুরু হয়েছে, তখন অন্তরে শীতলতা শুরু হয়েছে। এ কারণেই মুরুব্বীগণ আমাদেরকে বলে থাকেন, অসহায় ও দরিদ্রজনদের মাঝে কাজ কর। সব চাইতে বড় কথা হলো, দরিদ্রজনরা তাদের স্বভাব ও মেযাজের দাস হয় না। পক্ষান্তরে বিত্তবানরা সর্বদাই তাদের মেযাজকে অনুসরণ করে চলে। তারা কোনোভাবেই তাদের স্বভাবকে স্বভাবের দাবিকে উপেক্ষা করতে পারে না। কোথাও যেতে হলে তাদের আইসক্রিম চাই, পেপসি চাই, বার্গার চাই, ম্যাকডোনাল্ড চাই, এয়ারকন্ডিশন চাই, নরম বিছানা চাই।

আমি বিত্তবানদের নিন্দা করছি না। উচ্চ শ্রেণীকে খাটো করেও দেখছি না। আমীরদেরও ইসলামে বিশাল মর্যাদা রয়েছে। এ বিষয়েও কিছু কথা শোনে রাখুন। তাহলে আমরা মাঝামাঝি পথে চলতে পারবো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেছেন, তখন হযরত উমর (রা.)কে প্রার্থনা করেছেন। হযরত সুহাইবকে চাননি, হযরত বেলালকে চাননি, হযরত সালমান ফারসীকে চাননি, চাননি হযরত আম্মারকেও। তিনি চেয়েছেন হযরত উমরকে। হে আল্লাহ! উমরকে দিয়ে দাও।

আশারা মুবাশ্শারা আমীর ছিলেন

আশারা মুবাশ্শারা– ভাগ্যবান সেই দশ সাহাবী যাঁদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই মজলিশে বেহেশতী বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেন–

আবু বকর (রা.) বেহেশতী।

উমর (রা.) বেহেশতী।

www.banglakitab.weebly.com

উসমান (রা.) বেহেশতী।

আলী (রা.) বেহেশতী।

তালহা (রা.) বেহেশতী।

যুবায়ের (রা.) বেহেশতী।

সা'দ (রা.) বেহেশতী।

আবু উবায়দা (রা.) বেহেশতী।

আবদুর রহমান (রা.) বেহেশতী।

আবুল আ'ওয়ার সাঈদ (রা.) বেহেশতী।

অথচ মহান এই সাহাবীগণের উদ্দেশে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমরা ইবাদত করতে করতে কাঠের মতো শুকিয়ে যাও এবং তোমরা রোযা রাখতে রাখতে শুকনো কাঁটার মতো হয়ে যাও। সিজদা করতে করতে মাথা এবং হাঁটুতে ছাগলের হাঁটুর মতো দাগ ফেলে দাও। বেহেশতের সুসংবাদ দান সত্ত্বেও তাঁদেরকে এত কিছু করতে বলেছেন। সেই সাথে এও বলেছেন, কেউ যদি এঁদের কারও প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আমরা লক্ষ করলে দেখবো, বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত এই দশজনের একজনও গরীব নন। তাঁরা সকলেই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তাঁদের কেউ আনসারী ছিলেন না। সকলেই কুরাইশী ছিলেন। সকলেই কুরাইশী, সকলেই নেতা। সকলেই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ। হযরত আবু উবায়দা (রা.) দারিদ্রকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দরিদ্র ছিলেন না। শামের গভর্নর ছিলেন, তবুও তিনি জীবন যাপন করতেন দরিদ্রের মতো।

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন বিশাল পুঁজিপতি। শাসক ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল দশ কোটি বিশ লাখ দিনার। দিনার তৎকালীন স্বর্ণমুদ্রা। এক হাজার উট। এক হাজার ঘোড়া। দশ হাজার ছাগল। অথচ তিনিই ছিলেন আশারা মুবাশ্শারা-এর একজন। সুতরাং আমার কথায়

www.banglakitab.weebly.com

কেউ ভুল বুঝবেন না। ইসলাম ধনীকে অবহেলা করেনি, উপেক্ষা করেনি। ধনও যথাস্থানে কাম্য। তবুও আমরা লক্ষ করলে দেখবো, ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর ছিলেন দরিদ্রজনরাই। বুনিয়াদই ভার বহন করে। ভার দরিদ্ররাই বহন করে।

দরিদ্রদের মর্যাদা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উয়াইনা ইবনে হোসাইন এবং আকরা ইবনে হাবিস উপস্থিত। এসেই বলতে লাগলো, এদেরকে তুলে দিন, তারপর আমরা আপনার কথা শুনবো। সালমান ফারসী, আম্মার, সুহাইব, বেলাল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ওয়াছিলা ইবনে আসকা' (রা.)কে তুলে দিন। এরা গরীব। আমরা এদের সাথে বসতে পারি না। হযরত উমর (রা.) সুপারিশ করলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সমস্যা কি? এরা তো নিজেদেরই লোক। তুলে দিন। তবুও তারা আপনার কথা শুনুক। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, আমি এদেরকে তুলে দিচ্ছি। তারা বললো, না না, লিখে দিন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলীকে ডাক। আলী ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-লেখক। দোয়াত কলম নিয়ে হযরত আলী (রা.) আসছিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে উপস্থিত।

لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ
مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

যারা তাঁর প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে, তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিও

www.banglakitab.weebly.com

> না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বের করে দিবে। করলে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। [আনআম : ৫২]

কত কঠিন সতর্ক বাণী। যদি আপনি এই অসহায় দরিদ্রদের মজলিশ থেকে তুলে দেন, তাহলে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। নিষ্পাপ পবিত্র সত্তা নবীকে এ কথা বলা হচ্ছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন– এঁরা থাকবে। তোমরা চাইলে বসতে পারো, না চাইলে চলে যেতে পারো।

খুব স্বাভাবিক কথা, এই কথাবার্তায় তাঁরা অবশ্যই আহতবোধ করে থাকবে। ভেবে থাকবে আমাদেরকে তুলে দেয়া হচ্ছে। এটা কেমন কথা? তাঁদের এই মানসিক কষ্টকে লাঘব করার জন্যেই হয়তো বা প্রথমে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না। তারপর বলেছেন–

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ-

> যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে, তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তুমি তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। [আনআম : ৫৪]

স্বাভাবিক নিয়ম হলো, কেউ যদি কোন মজলিশে এসে উপস্থিত হয় তাহলে আগত ব্যক্তি মজলিশবাসীকে সালাম দিবে। কিন্তু এখানে আল্লাহ তাআলা নিয়ম বদলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, হে নবী! এই দরিদ্র বান্দারা যখন আপনার মজলিশে উপস্থিত হবে, নিয়ম অনুযায়ী তাদের সালাম দেয়ার কথা থাকলেও আপনি প্রথমে তাঁদেরকে সালাম দিবেন। জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ اُمِرْتُ اَنْ اَبْدَءَ هُمْ بِالسَّلَامِ

www.banglakitab.weebly.com

সকল প্রশংসা তাঁর, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন, আমাকে প্রথমে যাঁদেরকে সালাম দিতে আদেশ করেছেন।

এক কথায় ধনী-গরীব আমীর-ফকির সকলকেই তিনি একত্রিত করেছিলেন। সকলকে একত্রিত করেছিলেন আল্লাহর ঘর মসজিদে।

বলছিলাম, বান্দা যখন ঘর থেকে ওযু করে পবিত্র হয়ে মসজিদে আসে, তার এই আসাকে আল্লাহ তাআলা মুবারকবাদ জানান। অধিকন্তু তার এই মসজিদে আগমনকে আল্লাহ তাআলা যিয়ারত তথা সাক্ষাত ও দীদার শব্দে ব্যক্ত করেছেন। এটা আমাদের জন্যে কত যে সৌভাগ্যের বিষয়!

সম্পর্কের ভিত্তি মসজিদ

বলছিলাম, আমাদের দাওয়াতের লক্ষ্য হলো সারা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়ে দেয়া। এ জন্যে আমাদেরকে মসজিদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে হবে। এই উম্মতকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। অথচ সত্য হলো, পঁচানব্বইভাগ মুসলমান এখন মসজিদ থেকে দূরে। আমরা সকলেই জানি, কারও ঘরে না গেলে তার সাথে সম্পর্ক গভীর হয় না। কারও ঘরে না গেলে ভালোবাসা শক্তিশালী হয় না। বাইরে থেকে কারও সাথে পরিচয় গাঢ় হয় না। শুধুমাত্র টেলিফোনের সম্পর্ক কখনও গভীরতায় পৌঁছায় না। আমাদের লক্ষ্য হলো, আল্লাহর প্রতিটি বান্দা যেন আল্লাহর ঘর মসজিদে আসে। প্রতিটি পুরুষ যেন মসজিদের সাথে আপনত্ব গড়ে তোলে। বুড়ো হোক যুবক হোক সকলের সম্পর্কই যেন মসজিদের সাথে হয় সুনিবিড়।

প্রশ্ন হলো, তাদেরকে মসজিদে আনবে কে? যারা পূর্ব থেকে মসজিদে আছে, মসজিদের সাথে যাদের ঘনিষ্ঠতা পূর্বপ্রতিষ্ঠিত– এই কর্তব্য তাদের। এই মসজিদের একটি আমল আছে। এখানে একটি রুটিন আছে। এখানে একটি সাধনা চলছে। এখানে কিছু দীক্ষার ব্যবস্থা আছে। মূলত এই আমল ও সাধনার কথাই বিধৃত হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীসে।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদের মুরুব্বীগণ আমাদের সদা এ কথাই বলে থাকেন, তোমাদের কাজ হলো উম্মতকে মসজিদে নিয়ে আসা। উম্মতের একজনও যেন বেনামাযী না থাকে। কোন পুরুষ কিংবা কোন নারী যেন নামায থেকে আলাদা না থাকে। জুমআর নামাযে যতজন মুসল্লী হয়, ফজর নামাযেও যেন ঠিক ততজন মুসল্লী হয়।

১৯৯১ সালের কথা। আমরা জর্ডানে গিয়েছিলাম জামাত নিয়ে। ইসরাইলের সীমানার পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। সেখানকার আরব মুসলমানরা আমাদেরকে বলছিল, ইহুদীরা আমাদেরকে প্রশ্ন করে= জুমআর নামাযে তোমাদের মুসল্লীর সংখ্যা কত? তারপর জিজ্ঞেস করে, ফজর নামাযে কতজন মুসল্লী হয়? আমরা তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, তোমরা এ কথা জানতে চাচ্ছো কেন? তারা বললো, আমাদের ইহুদী আলেমগণ বলেছেন– যখন মুসলমানদের জুমআর মুসল্লী আর ফজরের মুসল্লী সমান সমান হয়ে যাবে তখন এই পৃথিবীতে ইহুদীদের কোন চিহ্নও থাকবে না। তাই আমরা সর্বদাই চিন্তা করি, মুসলমানদের ফজর নামাযে মুসল্লীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে না তো?

সত্যিই সবচাইতে কম সংখ্যক মুসল্লী উপস্থিত হয় ফজর নামাযে। আমরা যদি আমাদের নবীর দিকে তাকাই, তাহলে লক্ষ করবো– তিনি নিজে তাঁর আসন পেতেছিলেন মসজিদে, অন্যদেরকেও গড়ে তুলেছিলেন মসজিদের আপনজন করে।

দেখুন, মসজিদে শুয়ে আরাম করছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত উসমান (রা.) মুসলমানদের মহান খলীফা। তিনি আরাম করছেন মসজিদে শুয়ে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) মসজিদে কাত হয়ে বিশ্রাম করছেন।

আমীরুল মুমিনী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আরাম করছেন মসজিদে কাত হয়ে।

www.banglakitab.weebly.com

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) শুয়ে আছেন মসজিদে।

হ্যাঁ, মসজিদে শুয়েছিলেন– সেখান থেকেই তাঁর উপাধি পড়েছিল– আবু তুরাব। মসজিদে শুয়েছিলেন। শরীরে ধুলোবালি লেগেছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে আদর করে ডেকেছিলেন, আবু তুরাব! উঠ!

এই মসজিদ কেন্দ্রিক একটি জীবন আছে। মুসনাদে আহমাদে একটি বর্ণনা আছে। সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ لِلْمَسْجِدِ اَوْتَادًا

কিছু মানুষ আছে যাঁরা মসজিদের কীলক সদৃশ।

মূলত এই হাদীসে নামাযী ব্যক্তিদেরকে কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেন তাদেরকে উপর থেকে হাতুড়ি দিয়ে গেঁড়ে দেয়া হয়েছে। স্বেচ্ছায় তারা আর মসজিদ থেকে বের হবে না। বের হতে হলে এদেরকে টেনে বের করতে হবে। এই দুনিয়াতে এমন কিছু নামাযী আছেন, যারা মসজিদে এসে পরপর কিছু সিজদা করে দ্রুত কেটে পড়ে। পক্ষান্তরে এমন কিছু মুসল্লীও আছেন, মসজিদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক যেন লোহার কীলকের মতো। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে থেকে কঠিন কোন চাপ ও তাগাদা ছাড়া তাঁরা মসজিদ থেকে বের হয় না। তাঁরা যেন মসজিদের কীলক।

সহজ কথা, কীলক কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যুক্ত থাকে না। কীলক যেখানে গেঁড়ে রাখা হয় সেখান থেকে সে দুই তিন ঘণ্টা পর নিজে নিজে সরে দাঁড়ায় না। ভাগ্যবান এই মুসল্লীদের অবস্থাও তদ্রুপ। দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা নয়; আট ঘণ্টা বার ঘণ্টা নয়, মসজিদ যতক্ষণ আছে, তাঁরাও ততক্ষণ আছেন। এই যে আমরা আড়াই ঘণ্টা, আট ঘণ্টা, বারো ঘণ্টা বলি– এ তো আমাদের তৈরি রুটিন। আমরা বলি, পুরো সময় না পার অন্তত আড়াই ঘণ্টা দেয়ার চেষ্টা কর। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীলক বলে যাঁদের প্রশংসা করেছেন তাঁরা ওসব আড়াই ঘণ্টা

www.banglakitab.weebly.com

বার ঘন্টার রুটিনে বাঁধা থাকেন না। মসজিদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক থাকে অঙ্গাঙ্গী।

কীলক সদৃশ ভাগ্যবান এই মুসল্লীগণ আল্লাহ তাআলার একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তাঁদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اَلْمَلَائِكَةُ جُلَسَآءُهُمْ اِنْ غَابُوْا اِفْتَقَدُوْهُمْ

ফেরেশতাগণ তাঁদের সঙ্গী। তাঁরা যদি অনুপস্থিত হয়ে পড়েন, ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে অনুসন্ধান করে বেড়ায়।

অর্থাৎ তাঁরা যদি কখনও মসজিদে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তাঁদের সঙ্গ লাভের জন্য ফেরেশতাগণ অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁদেরকে খুঁজে ফিরেন। হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে–

اِنْ مَرِضُوا عَادُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا فِىْ حَاجَةٍ اَعَانُوْهُمْ

তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়লে ফেরেশতাগণ তাঁদের শুশ্রূষা করেন। তাঁদের কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে ফেরেশতাগণ তাঁদের সাহায্য করেন।

ভাববার বিষয়, যাঁরা আল্লাহর ঘরে আশ্রয় নেন, ফেরেশতাগণ এসে তাঁদের সান্নিধ্য গ্রহণ করে। তাঁরা অনুপস্থিত হলে ফেরেশতাগণ তাঁদের খুঁজে ফিরেন। অসুস্থতায় সেবা করেন, প্রয়োজনে সাহায্য করেন।

মসজিদে অবস্থানকারীদের তিন শ্রেণী

যারা মসজিদে অবস্থান করেন তারা সাধারণত তিন শ্রেণীর হয়ে থাকেন। তিন ধরনের কাজে সাধারণত বিভক্ত হয়ে থাকেন। কেউ বা ইলমের হালকায়, কেউ বা ফাযায়েলের হালকায় আবার কেউ বা ইনফিরাদি অর্থাৎ ব্যক্তিগত আমলে। হাদীস শরীফের শব্দ হলো–

جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلٰى ثَلٰثِ خِصَالٍ اَخٌ مُّسْتَفَادٌ اَوْ

www.banglakitab.weebly.com

كَلِمَةٌ حِكْمَةٌ اَوْرَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ

এই তিনটি হলো আমাদের তিনটি কাজের বুনিয়াদ। আমরা মসজিদে ফাযায়েলের হালকা নিয়ে বসি। মাসায়েলের হালকা এখন খুব বসে না। আমরা আশাবাদী, উলামায়ে কেরাম মসজিদে এসে বসবেন। তাদেরকে কেন্দ্র করে মাসায়েলের হালকা গড়ে উঠবে। সন্দেহ নেই, আমাদের পক্ষে মাসায়েল বলা সম্ভব নয়। আমরা বড় জোর ফাযায়েলের হালকা গড়ে তুলতে পারি। আমরা মানুষকে ঈমান আমলের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস পড়ে শোনাতে পারি। উম্মতকে মাসায়েলের মতো জটিল বিষয় উলামায়ে কেরামই বলতে পারেন।

একদা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে মাসায়েলের হালকা বসতো। হালকা হতো ফাযায়েলেরও। আবার ব্যক্তিগত আমলও চলতো আপন গতিতে। মসজিদ আবাদ করার এটাই পন্থা।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে মাসায়েলের হালকা চলছিল। এক বেদুইন এসে আরয করলো−

يَارَسُوْلَ اللهِ اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ اَكْرَمَ النَّاسِ

হে রাসূল! আমি সবচে' সম্মানিত ব্যক্তি হতে চাই।

ইরশাদ করলেন−

لَاتَشْكُوْ مِنْ اَمْرِكَ شَيْئًا اِلَى الْخَلْقِ، تَكُنْ اَكْرَمَ النَّاسِ

তুমি কোনো মানুষের কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা বলবে না, তাহলেই তুমি সবচে' সম্মানিত ব্যক্তি হতে পারবে।

বেদুইন বললো−

www.banglakitab.weebly.com

يَارَسُوْلَ اللهِ! اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ اَعْلَمَ النَّاسِ- قَالَ: اِتَّقِ اللهَ تَكُنْ اَعْلَمَ النَّاسِ

হে রাসূল! আমি সবচে' বড় আলেম হতে চাই। ইরশাদ করলেন, আল্লাহকে ভয় কর। সবচে' বড় আলেম হতে পারবে।

আরয করলো–

يَارَسُوْلَ اللهِ! اُرِيْدُ اَنْ يُوْسَعَ عَلَيَّ رِزْقِيْ

হে রাসূল! আমি বিপুল রিযিক পেতে চাই।

ইরশাদ করলেন–

اَدِمْ عَلَى الطَّهَارَةِ، يُوْسَعْ عَلَيْكَ رِزْقُكَ

সর্বদা পাক-পবিত্র থেকো। তুমি বিপুল রিযিক প্রাপ্ত হবে।

বেদুইন পুনরায় আরয করলো–

يَارَسُوْلَ اللهِ! اُرِيْدُ اَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتِيْ

হে রাসূল! আমি চাই আমার প্রতিটি দুআ যেনো কবুল হয়।

ইরশাদ করলেন–

اِجْتَنِبْ مِنْ اَكْلِ الْحَرَامِ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُكَ

হারাম আহার থেকে বেঁচে থেকো। তোমার প্রতিটি দুআই কবুল হবে।

এ হলো আল্লাহর নবীর মজলিস– ইলমের হালকা।

এই মসজিদে ইলমের আরেকটি হালকা বসেছিল। সে মজলিস সে বৈঠক

www.banglakitab.weebly.com

অপূর্ব এবং বিস্ময়কর। যে মজলিসে হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হবেন সেই ইলমের মজলিস কতটা আলোকময় হতে পারে? হাদীস শরীফে আছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে হাজির। গায়ের পোশাক শুভ্র। তার গায়ের রঙ সাদা। চুল ঘন কৃষ্ণ। দেখতে যেনো এই অঞ্চলেরই কেউ। অথচ আকার আকৃতি মুসাফিরের মতো। তিনি এসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে মুখোমুখি বসে পড়লেন। বসে পড়লেন নামাযের ভঙ্গিতে। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাঁটুতে হাত রেখে প্রশ্ন করছেন– হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কি? ঈমান কাকে বলে? কেয়ামত কবে হবে?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলছেন– কেয়ামত কবে হবে যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চাইতে বেশি জানেন না। জানেন কেবলমাত্র আল্লাহ। প্রশ্নকারী পুনরায় আরয করলেন, তাহলে কিছু লক্ষণ বলে দিন!

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– যখন দেখবে সন্তান মায়ের সাথে দাস-দাসীর মতো আচরণ করছে, আরবরা উঁচু উঁচু অট্টালিকা বানাচ্ছে, তখন মনে করবে কেয়ামত ঘনিয়ে এসেছে।

এভাবে হালকা ও বৈঠকের আয়োজন করে উম্মতকে শেখানো হয়েছে। মসজিদে এভাবেই শেখা ও শেখানোর বৈঠক হওয়া চাই। ফাযায়েল ও মাসায়েলের বৈঠক প্রতিটি মসজিদেই নিয়মিত হওয়া চাই।

আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাতে দেখতে পাই, ফজর নামায পড়ে তিনি মুসল্লীদের দিকে ঘুরে বসতেন। কখনও বা সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছো? তাঁরা যদি বলতেন, আমরা কোন স্বপ্ন দেখিনি– তাহলে মাঝে মধ্যে তিনি নিজ থেকে স্বপ্ন বলা শুরু করতেন। আবার কখনও বা আখেরাতের কথা বলতেন। কখনও বলতেন বেহেশতের কথা। কখনও দোযখের কথা। মাঝে মধ্যে পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাও শোনাতেন। কখনও বা উৎসাহ দানের সুরে বলতেন–

www.banglakitab.weebly.com

أَلَا هَلْ مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا

বেহেশত কেনার কেউ আছে? বেহেশত হলো নির্ভয় ও নিরাপত্তার জায়গা। বলতেন–

وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رَيْحَانَةٌ تَحْتَ قَصْرٍ مَشِيدٍ، نَهْرٌ مُطَّرِبٌ، زَوْجَةٌ حَسْنَاءُ، جَمِيلَةٌ حُلُوٌّ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَدْنَى فِي دَارٍ سَلِيمَةٍ وَفَاكِهَةٌ وَحِبَرَةٌ وَنِعْمَتُهُ وَخُضْرَةٌ فِي مَحَلَّةٍ عَالِيَةٍ بِهَيْئَةٍ

কাবার প্রভুর শপথ! বেহেশত এমন এক জগত যেখানে সদা নূর জ্বলজ্বল করে। সুউচ্চ প্রাসাদের নীচে রয়েছে পুষ্প বাগান। রয়েছে প্রবাহমান নহর। সতী সুন্দরী জীবন সঙ্গিনী। রয়েছে নিরাপদ নিবাসে রক্ষিত সুমিষ্ট ফল। সুউচ্চ অট্টালিকা– নেয়ামত আকীর্ণ।

বেহেশতের অপূর্ব সুন্দরী সেই রমণীগণ যদি কোন নোনা দরিয়ায় সামান্য থুথু ফেলে তাহলে দরিয়ার পানি মধুময় হয়ে উঠবে। কোন মৃতের সাথে কথা বললে মৃত জীবন্ত হয়ে উঠবে। কোন জীবিত মানুষ যদি তাদের রূপের ঝিলিক দেখে তাহলে কলজে দীর্ণ হয়ে যাবে। তারা যখন তাদের বেহেশতী স্বামীদের দিকে এগিয়ে আসবে তখন তাদের প্রতিটি কদমে লক্ষ প্রকার রূপ পরিবর্তিত হবে।

তাদের সৌন্দর্যের আলোচনা মানুষের ভাষায় সম্ভব নয়। তাদের দাঁতের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে আসা আলোয় ঝলমল করে উঠবে পুরো বেহেশত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদে বসে এই বেহেশতের গল্পই শোনাতেন। কখনও বা সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের জবাবে, আবার কখনও বা নিজ থেকে। তিনি সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে বলছেন–

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَاءَ

www.banglakitab.weebly.com

বেহেশতে একটি হুর আছে–

يُقَالُ لَهَا الْعَيْنَاءُ

তার নাম আইনা।

এই হুর যখন বেহেশতের আলোকোজ্জ্বল প্রাঙ্গণে হাঁটতে বেরুবে তার ডান পাশে থাকবে সত্তর হাজার চাকর, বাম পাশে সত্তর হাজার। যদি ইতোপূর্বে মৃত্যু না হতো তাহলে এই হুরের সৌন্দর্য দেখে সকলে মরে যেতো। এই হুর সেদিন ঘোষণা করবে–

اَيْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

যারা মানুষকে ভালো কথা বলতো, মন্দ পথে বাধা দিতো তারা আজ কোথায়?

আমরা বলি, এই তো ফাযায়েলের হালকা! একেই বলে ফাযায়েলের বৈঠক।

এর বাইরে মসজিদে নববীতে ব্যক্তিগত আমলও চলতো। কেউ বসে তাসবীহ পড়ছেন। কেউ যিকির করছেন। কেউ দুআ করছেন। কেউ বা নিমগ্ন আল্লাহর কালাম তেলাওয়াতে।

হযরত উসমান (রা.)-এর নামায

মসজিদে আগমন করছেন হযরত উসমান (রা.)। এক পাশে জুতা রেখে দাঁড়িয়ে গেছেন নামাযে। তেলাওয়াত শুরু করেছেন– আলিফ লাম মীম...। পাশেই উপবিষ্ট হযরত আবদুর রহমান তাইমী (রা.)। তিনি লক্ষ করলেন, হযরত উসমান (রা.) এসে নামাযে দাঁড়িয়েছেন। তেলাওয়াত শুরু করেছেন– আলিফ লাম মীম...। ভেতরে অনুসন্ধিৎসা জাগলো– দেখি কোথায় গিয়ে সিজদা করেন! সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, বাকারা শেষ, আলে ইমরান শেষ। পার হয়ে গেলেন নিসা, মায়িদা, আনআম, আ'রাফ। আশ্চর্য দশ পারা শেষ। বিশ পারা শেষ। ত্রিশ পারা শেষ। সূরা নাস পড়ে হযরত উসমান (রা.) রুকুতে গেলেন। এ হলো

www.banglakitab.weebly.com

ইনফিরাদী আমলের নমুনা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মসজিদে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ প্রশ্ন করলে বললেন, ভাই, আজ রাত আমার নামাযের রাত। শুরু হলো নামায। যখন ফজরের আযান হলো তখন রুকুতে গেলেন। কখনও বা বলতেন, আজ আমার রুকু করার রাত। দেখা গেছে, এক রুকুতে রাত পার করে দিয়েছেন। ফজরের আযান কানে আসার পর রুকু থেকে মাথা তুলেছেন। কখনও বা বলতেন আজ আমার সিজদা করার রাত। দেখা গেছে, এক সিজদায় রাত পার করে দিয়েছেন। ফজরের আযান ভেসে আসার পর সিজদা থেকে মাথা তুলেছেন। সাহাবায়ে কেরাম এভাবেই তো মসজিদ আবাদ করেছেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধনার লক্ষ্য ছিল এটাই। আমাদেরকে এ লক্ষ্যেই এগিয়ে যেতে হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মসূচি, তাঁর মসজিদের আমল ও মেহনতের উদ্ভাসে আমাদের মসজিদকে আবাদ করে তুলতে হবে। মসজিদ কাঁচা না পাকা, মজবুত না দুর্বল সেটা দেখার বিষয় নয়। মসজিদ উজ্জ্বল টাইলস করা না নকশা খচিত সেটাও বিবেচ্য নয়। দেখার বিষয় হলো, আমাদের মসজিদ আবাদ তো!

আমাদের কাজ হলো উম্মতকে মসজিদের সাথে জুড়ে দেয়া। প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে মসজিদের সাথে জুড়তে হবে। তারপর জুড়তে হবে অন্যদেরকে। আমরা যখন মসজিদ থেকে মসজিদের নূর নিয়ে বাজারে যাবো, ঘরে যাবো, অফিসে যাবো, পৃথিবীর নানা প্রান্তে যাবো– তখন আমাদের ঘর বাজার অফিস সবকিছুই আবাদ হবে। আমরা যখন মসজিদের আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজে প্রবেশ করবো, তখন সমাজের প্রতিটি মানুষের মুখ আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে। মুসলমানগণ যদি মসজিদের দিকে ছুটে আসে তাহলে মসজিদ আবাদ হবে। এমনকি তাদের ঘরগুলোও মসজিদে রূপান্তরিত হবে। ঘরের মেয়েরা ঘরকে মসজিদ বানিয়ে ফেলবে। মূলত এই এক চেতনা নিয়েই আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজ দেশে, দেশের প্রতিটি বিভাগে, প্রতিটি

www.banglakitab.weebly.com

শহরে, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি মহল্লায়। উদ্দেশ্য, যেনো মসজিদগুলো আবাদ হয়। আমাদের ঘরগুলো যেন মসজিদে রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি পুরুষ যেন মসজিদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। প্রতিটি নারী যেন মুসল্লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। আমাদের সকল সাধনার লক্ষ্য এটাই। আর এ লক্ষ্যেই আমাদেরকে কুরআনে কারীমে সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে তাঁর দীনের সাক্ষ্য দানের তাওফিক দিন। আমীন॥

[বয়ানাতে জামীল, খণ্ড ২ : ২৬১-৩৩৫ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বয়ান : দুই

আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ- لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئٌ- وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْبَدِيْلِ وَالْمِثْلِ وَالشَّبِيْهِ.

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ- وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا-

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

www.banglakitab.weebly.com

إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝ وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝

وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَالَ فِى الْأَرْضِ اَللهُ اَللهُ- اَوْ كَمَاقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– দিবাভাগে তোমার জন্যে রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়করূপে। মানুষ যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধর এবং সৌজন্যসহ তাদেরকে পরিহার করে চল। ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য অস্বীকারকারীদের। আর কিছু কালের জন্যে তাদেরকে সুযোগ দাও। [মুয্যাম্মিল : ৭-১১]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ রব উচ্চারিত হবে ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবে না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই হলো আমাদের জীবনের সফলতা আর তাঁর অসন্তুষ্টিই হলো আমাদের জীবনের ব্যর্থতা। মূলত এই বিশ্বাসটিই আজ মানুষের অন্তর থেকে হারিয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর মুসলমান এবং

www.banglakitab.weebly.com

কাফের সম্প্রদায় সকলেই প্রায় সমান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ ○

তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্পর্কে অবগত। আর আখেরাত সম্পর্কে তারা গাফেল। [রূম : ৭]

যে প্রভু আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি এ পর্বতমালাকে স্থিত করেছেন, পৃথিবীকে যিনি সমতল করে বিছিয়ে দিয়েছেন, যিনি বৃক্ষরাজিকে দিয়েছেন বিচিত্র রঙ তিনিই তো আমাদের আল্লাহ। সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টি সম্পর্কে সবচে' ভালো জানেন। আল্লাহ তাআলা এই সৃষ্টি জগত সম্পর্কে পাক কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

(আর যারা কুফরী করে তাদের কাজ কর্মগুলো) মরুভূমির মরীচিকার মতো। তৃষ্ণার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার কাছে উপস্থিত হলে দেখবে, তা কিছুই নয়। [নূর : ৩৯]

সুতরাং মানুষ যা কিছু সঞ্চয় করছে, যার পেছনে মানুষ সকাল সন্ধ্যা ছুটে বেড়াচ্ছে এ সবই মরীচিকাকে পানি মনে করার মতোই। দূর থেকে মরুভূমির অসীম মরীচিকাকে অনেক সময় মুসাফির পানি মনে করে বসে। অতঃপর সে ছুটে যায় পানি পানি করে। আল্লাহ তাআলা ঠিক তাদের উদ্দেশ্যেই যেন বলছেন, তোমরা মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছ। ছুটে ছুটে আরও তৃষ্ণাকাতর হয়েছো। অথচ পানির সন্ধান পেলে না।

এই উপমা দিয়ে আল্লাহ তাআলা এখানে কী বুঝাতে চাচ্ছেন? আমরা তো এই পার্থিব জগতে অনেক কিছুই পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের হাতে এখানে ঘর তৈরি হয়। আমরা গাড়ি তৈরি করি। পয়সা উপার্জন করি। দোকান দিই। ব্যবসা করি। আমরা তো মনে করি, ধোঁকা কোথায়? অনেক কিছুই তো

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের হাতে আসছে। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফয়সালার পূর্ণতা বিধান করেন এবং মৃত্যু আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে–

حَتّٰى إِذَا جَاءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় তখন সে আর কিছুই খুঁজে পায় না।

হ্যাঁ, মৃত্যু চলে আসার পর সব কিছুই ধোঁকা মনে হয়। মনে হয় সবকিছুই শূন্য।

আমি এ ক্ষেত্রে একটা উপমা দিয়ে থাকি। এক কোটি শত কোটি অথবা দশ কোটিকে যদি শূন্য দিয়ে পূরণ দেয়া হয়, তখন ফলাফল দাঁড়ায় শূন্য। অনুরূপভাবে সমগ্র জীবনের সকল সঞ্চয় অর্জন ও উপার্জনকে যখন মৃত্যু দিয়ে পূরণ দেয়া হয় তখনও ফলাফল বের হয় শূন্য। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন হিসাব মিলাতে যাই, তখন সবকিছুই শূন্য মনে হয়। তখন মনে হয় এতদিন তো আমি পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছি। এটা আমার, ওটা আমার, সেটা আমার। কিন্তু মৃত্যু এসে মুখোমুখি দাঁড়াতেই সবকিছু শূন্য হয়ে পড়ে। তখন আমার বলতে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং আমাদের কাজ হলো, পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের মাঝে এই লক্ষ্যে চেষ্টা করা যেন আমাদের সকলের অন্তরেই এ কথা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে– আল্লাহর সন্তুষ্টিই জীবনের সফলতা, আর তাঁর অসন্তুষ্টিই জীবনের ব্যর্থতা।

কুরআনের অনুসরণ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلَا وَاِنَّ رَحَى الْاِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ

শোন, ইসলাম আজ চলমান। সুতরাং আমার কিতাব– আল কুরআন জীবিত। কুরআন তোমাদেরকে যেদিকে নিয়ে যায়, তোমরাও সেদিকেই যাও।

www.banglakitab.weebly.com

কুরআনকে অনুসরণ করে চলাই এই উম্মতের পথ। কুরআন যেদিকে যেতে বলবে সেদিকে যাবে। আর যে পথে বাধা দেবে সেদিক থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ যা বলেন, তাই করবে। আর যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে পরিপূর্ণরূপে বিরত থাকবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন–

اَلَاوَاِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تَفَارَقُوا الْكِتَابَ

এমন একটা সময় আসবে যখন আল্লাহর কিতাব আর দুনিয়ার রাজত্ব আলাদা হয়ে পড়বে। তখন তোমরা কিন্তু আল্লাহর কিতাব থেকে আলাদা হয়ে পড়ো না।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, শীঘ্রই তোমরা এমন একটি কালের মুখোমুখি হয়ে পড়বে, যে কালে কুরআনের পথ হবে একটি, আর রাজত্ব ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি খামারের পথ হবে অন্যটি। তোমরা যদি দুনিয়াকে ধরতে যাও, তাহলে কুরআন ছোটে যাবে, আর কুরআনকে ধরতে গেলে দুনিয়া হাত ছাড়া হয়ে পড়বে। তখন তোমরা কী করবে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিষ্কার ফয়সালা– প্রয়োজনে রাজত্ব ছাড়বে, নেতৃত্ব ছাড়বে, বাণিজ্য ছাড়বে, রাজনীতি ছাড়বে, ছাড়বে পদ সম্মানের কুরসী। কিন্তু আল্লাহর কিতাব ছাড়বে না।

لَا تَفَارَقُوا الْكِتَابَ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন–

اَلَا وَاِنَّهٗ سَيُوَلّٰى عَلَيْكُمْ اُمَرَآءُ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اَضَلُّوْكُمْ وَاِنْ خَالَفْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ

শোন, শীঘ্রই তোমাদের উপর এমন শাসক আসবে, যদি

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা তাদের আনুগত্য কর তাহলে তারা তোমাদেরকে পথহারা করে ছাড়বে। আর যদি বিরোধিতা কর তাহলে তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে।

অর্থাৎ শীঘ্রই তোমাদের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে পথহারা এমন কিছু শাসক যারা তোমাদেরকে পথহারা করবে, তারা নিজেরাও জাহান্নামে যাবে, তোমাদেরকেও জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে। যদি তোমরা তাদের অনুসরণ না কর, তাদের সাথে সুর না মেলাও তাহলে তারা তোমাদেরকে অপমানিত করবে। প্রয়োজনে হত্যা করে ফেলবে। তোমাদের পার্থিব জীবন ধ্বংস করে ছাড়বে।

এ কথা শোনে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরয করলেন−

قَالُوْا: وَمَاذَا نَصْنَعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তখন আমরা কী করবো?

ইরশাদ করলেন−

كُوْنُوْا كَالِ عِيْسٰى

তখন তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গীদের মতো ধৈর্য ধারণ করবে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গীদেরকে শূলিতে চড়ানো হয়েছে, করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে আছে−

يُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهٖ وَعِظَامِهٖ

লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে তাদের হাড় গোশত ছিন্ন করে ফেলা হতো।

তাদের গোশত শরীর থেকে আলাদা করে ফেলা হতো, আর বলা হতো- ইসলাম ছেড়ে দাও। তারা পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিতো, আমরা ইসলাম ছাড়বো না। তারপর তাদের শরীর থেকে গোশত আলাদা করে ফেলা হতো।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর অবাধ্যতার চাইতে মৃত্যু ভালো

একটি হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلَا مَيْتَةٌ فِىْ طَاعَةِ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيٰوةٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

আল্লাহর অবাধ্য হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে তাঁর আনুগত্যে মৃত্যু বরণ করা অনেক শ্রেয়।

এই হাদীসের বাণী খুবই স্পষ্ট। হাদীস আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, শাসন ক্ষমতা ধরতে গিয়ে যদি আল্লাহ নারাজ হন তাহলে এমন শাসন ক্ষমতা,এমন অর্থ বিত্ত, এমন পদমর্যাদা ছেড়ে দাও। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন–

مَا اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ اَجْمَعَ الْمَالَ وَاَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ- بَلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ تُسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

আমাকে এ মর্মে ওহী করা হয়নি– আমি সম্পদ সঞ্চয় করবো এবং ব্যবসায়ী হবো। আমাকে তো এই মর্মে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে– তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা বাণী উচ্চকিত কর। তাঁকে সিজদা কর এবং মরণ অবধি তাঁর ইবাদত কর।

এই হাদীস পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, যে ব্যবসা তোমাকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিপরীতে নিয়ে যায় সে ব্যবসা ছেড়ে দাও। সুদ ছেড়ে দাও, মিথ্যা ছেড়ে দাও, মাপজোকে চালাকি ছেড়ে দাও, অসততা ছেড়ে দাও। এগুলো ব্যবসা নয়। মানুষ ব্যবসা মনে করে আগুন সঞ্চয় করছে। এগুলো তো কেবলই আগুন।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদের জীবনের একমাত্র কাজ হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। তিনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তো আমাদের সবকিছু সফল। তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে মনে রাখতে হবে পার্থিব এই জীবনে আল্লাহ তাআলা তো কিছু না কিছু দিবেনই। এখানে সামান্য সময়ের জন্যে হয়তো আমরা কিছু ধন-সম্পদও পেয়ে যাবো। যেমনটি কাফের মুশরিকরাও পায়। কিন্তু মৃত্যুর পর রয়েছে ভয়াবহ পরিণতি। সে পরিণতি সইবার মতো ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার ঘোষণা—

يَاابْنَ اٰدَمَ! لَا تَتَحَمَّلُ سَخَطِىْ وَلَا تُطِيْقُ عَذَابِىْ فَتَعْصِيْنِىْ

হে আদম সন্তান! তুমি আমার ক্রোধ বহন করতে পারবে না। তুমি আমার শাস্তিকে সইতে পারবে না। তারপরও তুমি আমার অবাধ্য হচ্ছো?

গান শোনার আগে ভেবে দেখতে হবে, যে কানে আমি গান শুনছি দোযখে গালানো শিশা সে কানে ঢেলে দেয়া হবে। কোন পর নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার আগেই ভাবতে হবে, আমার এই চোখে অগ্নিতপ্ত কীলক ঢুকিয়ে দেয়া হবে। সুদ নেয়ার আগে ভেবে দেখতে হবে, এর বিপরীতে আমার পেটের ভেতর সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দেয়া হবে। সেই সাপ পেটের ভেতর গিয়ে দংশন করতে থাকবে সুদখোরকে। সে দংশনও এতটাই মারাত্মক হবে যে, একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে। সুদখোরের পেট হবে সেদিন পাহাড়ের মতো বিশাল। সেই পেট পূর্ণ থাকবে সাপ-বিচ্ছুতে। অবিরাম তাকে সাপ-বিচ্ছু দংশন করতে থাকবে, কিন্তু বাঁচাবার কেউ থাকবে না। তাই আল্লাহ তাআলা এই জগতেই আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, তাঁর নাফরমানী করার পূর্বেই যেন মানুষ পরিণতির কথা ভেবে নেয়। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

www.banglakitab.weebly.com

তুমি কখনও মনে করো না জালেমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল। [ইবরাহীম : ৪২]

আল্লাহ গাফেল নন। তারপরও কেন তাদেরকে ধরছেন না?

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু স্থির হয়ে পড়বে। [ইবরাহীম : ৪২]

সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন আল্লাহ তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا

তারা সেদিনকে মনে করে সুদূর। অথচ আমি দেখছি তা অত্যাসন্ন। [মাআরিজ : ৬-৭]

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ

কেয়ামত দিবস আসন্ন।

أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ- أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ-

আসন্ন দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করুন। তাদেরকে সতর্ক করুন আক্ষেপের দিন সম্পর্কে।

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ۝ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝

কেয়ামত অত্যাসন্ন। সেদিন আল্লাহ ব্যতীত কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। [নাজম : ৫৮]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটো আঙুল পাশাপাশি রেখে বলেছেন, আমি আর কেয়ামত ঠিক এভাবে প্রেরিত হয়েছি।

আল্লাহ তাআলা মূলত সেদিনের জন্যেই মানুষকে অবকাশ দেয়। যারা নেককার সৎকর্মপরায়ণ তাদের তিনি পরীক্ষা নেন, কাফের সম্প্রদায়কে

www.banglakitab.weebly.com

দেন অবকাশ। একটি হাদীসে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَقُوْلُ الْبَلَاءُ كُلَّ يَوْمٍ: اِلٰى اَيْنَ اَتَوَجَّهُ يَارَبِّ

বিপদ প্রতিদিনই বলে, হে আল্লাহ! আজ আমি কোথায় যাব?

জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِلٰى اَحِبَّاءِىْ وَاَوْلٰى طَاعَتِىْ

আমার বন্ধু এবং অনুগতদের দিকে যাও।

বিপদ বলে–

اَبْلُوْابِكَ اَخْبَارَهُمْ، اَخْتَبِرُبِكَ صَبْرَهُمْ، اَمْحَصُ بِكَ ذُنُوْبَهُمْ، اَرْفَعُ بِكَ دَرَجَتَهُمْ،

আমি কি তোমার নামে তাদের ভালো মন্দ যাচাই করে দেখবো? আমি তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেব? আমি তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবো? আমি তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেব?

يَقُوْلُ الرَّخَاءُ كُلَّ يَوْمٍ

ধন-সম্পদ প্রতিদিনই বলে, হে আল্লাহ! আমি কোথায় যাব?

আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِلٰى اَعْدَائِىْ وَاَوْلٰى مَعْصِيَتِىْ

আমার অবাধ্য ও শত্রুদের কাছে চলে যাও।

اَزِيْدُ بِذَالِكَ طُغْيَانَهُمْ، اُضَاعِفُ بِذَالِكَ عَذَابَهُمْ،

www.banglakitab.weebly.com

أَوَخَزْبِكَ عَلَى غَفْلَتِهِمْ وَأُعَجِّلُ لَكَ بِهِمْ

আমি এর দ্বারা তাদের অবাধ্যতাকে বাড়িয়ে দেব, তাদের শাস্তি বাড়িয়ে দেব, তাদের গাফলত ও অবহেলা বাড়িয়ে দেব। আর দুনিয়াতে যদি তাদের কোনো কল্যাণের প্রতিদান পাওয়ার থাকে তাহলে তা দ্রুত দিয়ে দিব।

لَيْسَ لَهُمْ فِى الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া তাদের জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

পৃথিবীটা হলো একটা পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে কখনও বা ভালো মানুষকে শূলিতে তুলে দেয়া হয়। আবার মন্দদেরকে বসিয়ে দেয়া হয় সিংহাসনে। কখনও বা ভালোরা সিংহাসনে সমাসীন হয়, মন্দরা আরোহণ করে শূলিতে। তবে আল্লাহ তাআলার বিধান হলো, তিনি পাকড়াও করেন কেবল পাপী ও বাতেল সম্প্রদায়কে। আর ঈমানদারদেরকে সদাই দান করেন উচ্চ মর্যাদা।

أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি ঈমানদার হও। [আলে ইমরান : ১৩৯]

বিজয় হবে তোমাদেরই, যদি তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পার, তোমাদের ঈমান যদি শুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তোমাদের আমল যদি যথার্থ হয়। তোমরা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পার তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার অঙ্গীকার হলো—

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। [রূম : ৪৭]

www.banglakitab.weebly.com

তিনি আরও বলেছেন–

وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।
[আম্বিয়া : ৮৮]

তোমাদের কাজ হলো ঈমানের পূর্ণতা অর্জন। তোমাদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য। তোমরা যদি ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার তাহলে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো, যেভাবে পূর্ববর্তীদের সাহায্য করে দেখিয়েছি।

আমাদের অঙ্গীকার একটাই, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে। আমরা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাঁকে যদি আমরা পেতে পারি তাহলে আমাদের দীন দুনিয়া সবটাই অর্জিত হবে। দুনিয়া পেতে হলেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে। আখেরাত পেতে হলেও তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া কোন পথ নেই। আমাদের উপায় উপকরণ যদি সামান্যও হয়, আর যদি সঙ্গে থাকে আল্লাহর সাহায্য তাহলে আমরাই বিজয়ী হবো। পক্ষান্তরে আমাদের উপায় উপকরণ যদি থাকে পর্যাপ্ত, সঙ্গে যদি আল্লাহ নারাজ থাকেন তাহলে জয় হবে শত্রুর। পরাজিত হবো আমরা।

আমরা দুর্বল।

আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

বিজয় হবে আমাদেরই।

আমরা শক্তিশালী।

আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই হবে আমাদের জীবনের প্রধান আরাধ্য। আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার পথ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং যে ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ও সীরাতকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে আল্লাহ তাআলা কেবল তার প্রতিই সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির এটাই পথ। আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র পথ এটাই।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির লক্ষণ

এই যে চারদিকে এখন পানির সংকটের কথা শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে নদী ঝর্না শুকিয়ে যাওয়ার কথা, শোনা যাচ্ছে পানি নীচে নেমে যাচ্ছে। এত উঁচু উঁচু বাড়ি ঘর, এই সুউচ্চ পর্বত– যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে তো সবকিছু ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এই যে প্রখর রৌদ্র তাপ, অসহনীয় উষ্ণ বায়ু– এও আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির লক্ষণ। একবার হযরত মুসা (আ.) প্রশ্ন করেছিলেন– হে আল্লাহ! তোমার অসন্তুষ্টির লক্ষণ কি? আল্লাহ তাআলা জবাবে বলেছিলেন– আমি কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হলে বৃষ্টি বন্ধ করে দিই। বেকুবদের হাতে রাজত্ব ছেড়ে দিই, আর কৃপণদের হাতে ছেড়ে দিই সম্পদ।

হযরত মুসা (আ.) বলেছিলেন– হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির লক্ষণ বলে দাও। যখন তুমি কারও প্রতি খুশি হও তখন তোমার আচরণ কেমন হয়?

আল্লাহ তাআলা জবাবে বলেছিলেন– যখন আমি কারও প্রতি সন্তুষ্ট হই তখন তাদের জমিতে বৃষ্টির প্রয়োজন হলে বৃষ্টি বর্ষণ করি। আবার যখন তাদের ফসল ঘরে তুলবার সময় হয় তখন বৃষ্টি বন্ধ করে দিই। রাষ্ট্র ক্ষমতা বুদ্ধিমানদের হাতে তুলে দিই। শুধু বুদ্ধিমানও নয়, তারা দীনদারও। তারা মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে সতর্ক করে। তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়। ইলমের অধিকারী হয়। মানুষের প্রতি হয় আন্ত রিক।

সুলতান মাহমুদ গজনবীর ইনসাফ

এক ব্যক্তি এসে সুলতান মাহমুদ গজনবীকে বললো, আমার প্রতি জুলুম করা হচ্ছে। প্রশ্ন করলেন, কে তোমার প্রতি অবিচার করছে? বললো, আপনার ভাগ্নে। সে রাতের বেলা আমার ঘরে আসে এবং আমার স্ত্রীর

www.banglakitab.weebly.com

প্রতি অবিচার করে। আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। এখানে আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই।

সুলতান মাহমুদ গজনবী বললেন, আমার কাছে এতদিন আসনি কেন? অতঃপর তিনি পাহারাদারদের ডেকে বলে দিলেন, এই ব্যক্তি যখনই আসবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ দিবে।

তৃতীয় রাতে সে ব্যক্তি এসে উপস্থিত। তার চোখে পানি। সুলতান মাহমুদকে জানানো হলো। তিনি অস্ত্র হাতে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। তার সাথে সোজা তার ঘরে চলে গেলেন। সে যুবক ঘরের মধ্যেই ছিল। সুলতান মাহমুদ ঘরে প্রবেশ করে সাথে সাথে বাতি নিভিয়ে দিলেন। অতঃপর তরবারির এক আঘাতে শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেললেন। তারপর আবেদনকারী ব্যক্তিটিকে বললেন, আমাকে পানি দাও।

লোকটি ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ছুটে গিয়ে পানি নিয়ে এলো।

সুলতান পানি পান করলেন। বললেন, বাতি জ্বালাও।

সুলতান নিহত লাশটির দিকে তাকালেন এবং বললেন, আলহামদুলিল্লাহ!

এবার লোকটি বিস্ময়ের সাথে বললো, সুলতান! আপনি এসেই বাতি নিভিয়ে দিলেন। লোকটিকে হত্যা করার পর পানি চাইলেন, তারপর আলহামদুলিল্লাহ বললেন। বিষয়টি কিছুই বুঝলাম না।

সুলতান বললেন, যেদিন তুমি আমার কাছে ফরিয়াদ নিয়ে গেছ, সেদিন আমি আল্লাহর নামে কসম করেছিলাম, তোমার এই নালিশের কোন সুরাহা না করে আমি কিছু খাব না, কিছু পান করবো না। তাই তিন দিন যাবত আমি অনাহারে আছি, তৃষ্ণার্ত আছি।

এই তো আমাদের অতীত। এখন তো এগুলো কেবলই ইতিহাসের গল্প। আমরা এখন কেবলই এই গল্প বলতে পারি। আজ আমরা যেমন আমাদের শাসকও তেমন। হয়তো আমরা ছোট জালেম, তারা বড় জালেম।

তোমার ঘরে এসেই আমি বাতি নিভিয়ে দিয়েছি। কারণ সে আমার বোনের ছেলে। তার সাথে আমার আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ বন্ধন রয়েছে। তার চেহারা দেখে হয়তো ঠিকমত তরবারি চালাতে পারবো না। অপরাধীকে হত্যা

www.banglakitab.weebly.com

করার পর আলহামদুলিল্লাহ বলেছি। কারণ, দেখলাম সে আমার খান্দানের কেউ নয়। আমার বোনের ছেলে হওয়া তো দূরের কথা, আমার বংশের সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই। সে আমার নাম ভাঙ্গিয়ে তোমার প্রতি অবিচার করেছে, জুলুম করেছে।

আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন তখনই তাদেরকে সুলতান মাহমুদ গজনবীর মতো শাসক দান করেন। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তখন তাদের উপর এমন শাসক চাপিয়ে দেন যাদের ভেতরটা থাকে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো। তারা হয় রক্তপিপাসু। বাঘ যেভাবে অসহায় ছাগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারাও তেমনিভাবে মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মানুষকে শাস্তি দেবার সময় তাদের অন্তর কাঁপে না।

قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ- وَاَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ

তাদের অন্তর থাকে রক্তপিপাসু বাঘের ন্যায় আর মুখের ভাষা হয় মধুর চাইতেও মিষ্টি।

আল্লাহ যখন মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তখনই যথার্থ লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। শাসক হয় বিবেকবান। শাসক হয় ধৈর্যশীল। নির্বাচনের দ্বারা ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। ক্ষমতার ফায়সালা তো আল্লাহ করেন। সুতরাং আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা কর।

চেঙ্গিস খান : আল্লাহর অসন্তুষ্টির প্রকাশ

হিজরী ৬১০ সালে যখন সর্বপ্রথম চেঙ্গিস খান সমরকন্দ আক্রমণ করে এবং তা জয় করে তখন সে জনসমক্ষে এই বলে ঘোষণা দিয়েছিল– হে লোক সকল! শোন! তোমরা যে আল্লাহকে মান, আমি সেই আল্লাহর পাঠানো আযাব।

যে আল্লাহকে তোমরা মানো, সে আল্লাহর পাঠানো আযাব আমি। চেঙ্গিস খানের চল্লিশ বছর শাসনামলে ৬০ থেকে ৭০টি এমন শহর এই পৃথিবীর পিঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যার এক একটি শহরের অধিবাসী ছিল ১৫ থেকে ২০ লাখ। কেবলমাত্র বাগদাদেই ১৫ লাখ মানুষ হত্যা করা

www.banglakitab.weebly.com

হয়েছিল। হিজরী ৬৫৬ সালে কেবলমাত্র বাগদাদেই খুন করা হয়েছিল ১৫ লাখ মানুষ।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

নিজেদের সফলতা চাইলে আল্লাহকে মানাবার চেষ্টা করতে হবে। নিজে মানতে হবে, অপরকে মানাবার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি মুসলমানকে এ কথাগুলো বুঝিয়ে বলাই তাবলীগের কাজ। আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা খুবই সহজ ব্যাপার। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথে উঠে এসো। পুরুষরা উঠে এসো। নারীরা উঠে এসো। রাষ্ট্রপ্রধানগণ উঠে এসো। মন্ত্রীগণ উঠে এসো। রাজনীতিক, ব্যবসায়ী সকলেই উঠে এসো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথে। ব্যবসা করতে হলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবসা কর। ইসলাম ও কার্পণ্যের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও জুলুমের মাঝে কোন বন্ধন নেই।

সুদের পাপ

সুদ গ্রহণ করা মানে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। নামায ছেড়ে দেয়া মহাপাপ। কিন্তু নামায বর্জন করা সুদ গ্রহণের তুলনায় ছোট পাপ। মানুষ হত্যা করা মহাপাপ। কিন্তু সুদ খাওয়ার তুলনায় মানব হত্যাও ক্ষুদ্র পাপ বলে বিবেচিত। ব্যভিচার অনেক বড় পাপ। কিন্তু সুদের বিপরীতে ব্যভিচারও ক্ষুদ্র।

আল্লাহ তাআলা সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ, সুদ মানুষের রক্ত চুষে নেয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসেন।

ব্যভিচার করলো, শিকার হলো দু'জন।

মিথ্যা বললো, এ পাপ সীমিত একজনের মধ্যে।

মা-বাবার অবাধ্য হলো, তো একজনই হলো।

নামায ছাড়লো, সে পাপ নামায বর্জনকারীরই।

যে রোযা রাখলো না, কেবল সেই রোযা রাখলো না।

www.banglakitab.weebly.com

যে হত্যা করেছে, ঘাতক তো শুধু সেই।

পক্ষান্তরে সুদখোর হাজার হাজার ঘরের বাতি নিভিয়ে দেয়। হাজার হাজার সন্তানের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। তার পাপ ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার পরিবারব্যাপী। তাই আল্লাহ তাআলা সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ব্যবসা করতে হয় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা অনুযায়ী কর। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা হলো, নিজের মুনাফার পাশাপাশি ক্রেতার কল্যাণের কথাও মনে রাখা। নিজের স্বার্থের কথা ভাবতে গিয়ে ক্রেতার কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক ভুলে যাওয়ার অবকাশ নেই।

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) একটি ঘোড়া কিনেছেন। ঘোড়া কিনতে পাঠিয়েছিলেন একজন চাকরকে। চাকর ঘোড়া নিয়ে এসেছে তিনশ' দিরহাম দিয়ে। হযরত জারির (রা.) লক্ষ করলেন, ঘোড়াটি খুবই দামী। মালিক এর যথাযথ মূল্য সম্পর্কে অবগত নয়। তাই তিনি ঘোড়ার মালিককে বললেন, তিনশ' নয়; আমি তোমাকে ঘোড়ার মূল্য দিচ্ছি চারশ' দিরহাম।

মালিক বললো, জি! খুবই ভালো কথা।

জারির বললেন, যদি পাঁচশ' দিই?

: জি, আরও ভালো!

: যদি ছয়শ' দিই?

: জি! তারচেয়েও ভালো।

: যদি সাতশ' দিই?

এবার বিক্রেতা কিছুটা বিব্রত হলো। হচ্ছেটা কি? ক্রেতা মূল্য বাড়িয়ে দেয় এমন কথা তো শুনিনি!

এই যে দোকানদারগণ বসে আছে, এদের চরিত্র কি? আমরা সকলেই জানি, এরা যতদূর সম্ভব মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করে। যারা ক্রেতা তারা চেষ্টা করে দাম কমাবার। আর এখানে হচ্ছে বিপরীত। ক্রেতা ক্রমাগত দাম

www.banglakitab.weebly.com

বাড়িয়ে যাচ্ছে। বিক্রেতা বিস্ময়ের সাথে তার কথা শোনে যাচ্ছে। জারির বললেন, আচ্ছা! আটশ' দিরহাম দিব?

বিক্রেতা বললো, আমি তো তিনশ'তেই দিতে রাজি ছিলাম। আটশ' দেবেন, ঠিক আছে। দিন আর ঘোড়া রাখুন।

ঘোড়া রেখে মূল্য নিয়ে চলে গেল ঘোড়ার মালিক।

গোলাম বললো, আমি তো তিনশ' দিরহাম দিয়েই ঘোড়া কিনে ফেলেছিলাম। অতিরিক্ত পাঁচশ' দিরহাম দিতে গেলেন কেনো?

হযরত জারির (রা.) বললেন– দেখ, ঘোড়াটির উচিত দাম ছিল আটশ' দিরহাম। আমি যদি তিনশ' দিরহাম দিয়ে রেখে দিতাম তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে কী জবাব দিতাম? আমি তো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অঙ্গীকার করেছি, যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো ততদিন প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ করার চেষ্টা করবো। একেই তো বলে ব্যবসা।

এখন তো ব্যবসা হচ্ছে আমাদের প্রতিটি শহরে। কিন্তু এমন ব্যবসায়ী ক'জন আছে যে তার ক্রেতার কল্যাণের কথা ভাবে? অথচ ক্রেতার কল্যাণের কথা মাথায় রেখে যারা ব্যবসা করে তাদের হাশর হবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে।

মুসলিম উম্মাহর অতিরিক্ত দায়িত্ব

প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পথে জীবন যাপন করা। অতঃপর এ পথের দাওয়াত পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে অতিরিক্ত একটি দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা যদি আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা অবলম্বন করতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

বদর যুদ্ধ। হক ও বাতেলের প্রথম লড়াই। বদর ইসলামের পথে একটি মাইলফলক। এখান থেকেই ইসলামের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ করুন, একদিকে বিশাল সশস্ত্র বাহিনী। বাহিনীর সংখ্যা এক হাজার। ঘোড়সওয়ার তিনশ'। সাতশ' তলোয়ারবাজ। অবশিষ্টদের হাতে শানিত বর্শা।

বিপরীতে মাত্র তিনশ' তেরজন। তাদেরও যুদ্ধের বিশেষ প্রস্তুতি নেই। অস্ত্র কিংবা মানসিক কোনো বিচারেই তারা পরিপূর্ণ প্রস্তুত নন। তিনশ' তের জনের মধ্যে তলোয়ার আটটি। সাতশ' তরবারির বিপরীতে মাত্র আটটি তরবারি। তিনশ' ঘোড়ার বিপরীতে মাত্র দুটি ঘোড়া। ষাটটি উটের বিপরীতে এই সামান্য সম্বল। একদিকে এক হাজার সশস্ত্র সৈন্য, বিপরীতে প্রায় নিরস্ত্র এক ক্ষুদ্র বাহিনী।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পড়ে আছেন। সিজদায় পড়ে তিনি কাঁদছেন।

إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ

হে আল্লাহ! তুমি যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও,
তাহলে তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই শব্দগুলো কেবলমাত্র দুআই নয়; এর মধ্য দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের সুউচ্চ মর্যাদাও ফুটে উঠেছে দিবালোকের ন্যায়। কথা কত পরিষ্কার! যদি এই ক্ষুদ্র জামাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে এই পৃথিবীর পিঠ থেকে তোমার নামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম এমনই এক বুনিয়াদী জামাত।

সেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থনা করেছেন সকলেই।

إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে
সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে। [আনফাল : ৯]

সকলের কণ্ঠে একই উচ্চারণ– হে আল্লাহ! তোমার হাতেই সবকিছু,

www.banglakitab.weebly.com

সবকিছু তুমিই করবে। আল্লাহ তাআলাও সাড়া দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে।

لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আগমন করবে। [আনফাল : ৯]

কাফের এক হাজার। আমার ফেরেশতাও এক হাজার। সেই সাথে আল্লাহ তাআলা এও জানিয়ে দিয়েছেন– এ কথা মনে করবে না, তোমাদের সাহায্য করা ফেরেশতাদের কাজ। এটা ফেরেশতাদের কাজ নয়, কাজ আল্লাহর। সবকিছু আল্লাহই করেন।

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ

এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। [আনফাল : ১০]

তারপর এলো দ্বিতীয় সাহায্য।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

স্মরণ করুন, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্যে তোমাদেরকে যখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন। [আনফাল : ১১]

আল্লাহ তাআলা তন্দ্রা দান করলেন। সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো। সকলের শরীরই ছিল ক্লান্ত অবসন্ন। সামান্য তন্দ্রাছোঁয়ায় তাদের সকল ক্লান্তি কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর এলো তৃতীয় সাহায্য। একদিকে আল্লাহ তাআলা পাঠালেন ফেরেশতাদের জামাত। তারপর দিলেন তন্দ্রা। তারপর–

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ

www.banglakitab.weebly.com

এবং আকাশ থেকে তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্যে– তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের লক্ষ্যে এবং তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে। [আনফাল : ১১]

শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর হলো। দৃঢ়তা নসীব হলো। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে মজবুত করে দিলেন। তারপর এলো পঞ্চম সাহায্য। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। ফেরেশতা সব সময়ই আসতো। তবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। বদর যুদ্ধে ফেরেশতাগণ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের কাঁধে ও আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে। [আনফাল : ১২]

একদিকে তিনশ' তের, অন্যদিকে সশস্ত্র এক হাজার। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হতেই শুরু হলো বাতাস। প্রবল বাতাস। হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কিসের বাতাস?

ইরশাদ করলেন– ফেরেশতাদের নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করেছেন।

আবার বাতাস এলো। হযরত আলী (রা.) প্রশ্ন করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কিসের বাতাস?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফেরেশতাদের নিয়ে হযরত মিকাঈল (আ.) এসেছেন।

মুহূর্তে রণাঙ্গনের রূপ বদলে গেল। কারণ, তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন আল্লাহর সাহায্য।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদের না আছে দুনিয়া, না আছে আখেরাত। আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে তো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র পথ

www.banglakitab.weebly.com

গ্রহণ করতে হবে। তাঁর পবিত্র সীরাত ও জীবনকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর জন্যে নবী এবং রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল মানুষের সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকলের সেরা, সকলের চাইতে আলাদা।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও ছোট। চাচা হযরত আব্বাস (রা.) বলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন শিশু, তখনই আমি বুঝতে পেরেছি ভবিষ্যতে আপনি অনেক বড় হবেন।

ইরশাদ করলেন– কীভাবে?

বললেন, একদিনের ঘটনা। আপনি খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। খেলা করছিলেন যেভাবে বাচ্চা খেলা করে। হাত নাড়ছিলেন, পা নাড়ছিলেন। মাথার উপর ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। হাত নাড়তে নাড়তে কখনও আপনার হাত উপরের দিকে ওঠে যাচ্ছে, আর অমনি চাঁদও আপনার মতো করে নড়ে উঠছে। চাঁদ কখনও বা আপনার হাতের অনুসরণ করছে, কখনও পায়ের।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর এ কথা শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

كَانَ الْقَمَرُ يُنَاجِيْنِيْ وَيُحَاكِيْنِيْ وَيَمْنَعُنِيْ مِنَ الْبُكَاءِ

চাঁদ আমার সাথে কথা বলতো।
চাঁদ আমাকে সান্ত্বনা দিত।
চাঁদ আমাকে গল্প বলতো।
চাঁদ আমাকে কাঁদতে নিষেধ করতো।

যে নবীকে তাঁর শিশুবেলায় চাঁদ গল্প শোনায়, চাঁদ সান্ত্বনা দেয়, চাঁদ যার সাথে খেলা করে তাঁর মর্যাদার কথা কি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব?

www.banglakitab.weebly.com

সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ অনুসরণ করা– এটা কেবল আমাদের কর্তব্যই নয়, এ আমাদের গর্বের বিষয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন–

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا فَخْرَ

কেয়ামতের দিন আমি হবো আদম সন্তানদের সরদার এবং এতে অহংকারের কিছু নেই।

আল্লাহ তাআলা সকল নবীকেই নাম নিয়ে ডেকেছেন– হে আদম, হে দাউদ, হে মুসা, হে ঈসা, হে ইয়াহইয়া, হে যাকারিয়া, হে ইবরাহীম, হে নূহ্। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথাও হে মুহাম্মদ বলে ডাকেননি। যেভাবে আমরা আমাদের সমাজে যারা বড় ও সম্মানিত তাদেরকে নাম ধরে ডাকি না। ডাকি খান সাহেব, উকিল সাহেব, হাফেয সাহেব, মাওলানা সাহেব বলে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণকে নাম নিয়ে ডেকেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথাও হে মুহাম্মদ বলে ডাকেননি। বরং কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের সময় লক্ষ করলে দেখবেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে–

হে নবী!

হে রাসূল!

হে মুয্যাম্মিল!

হে মুদ্দাস্‌সির!

ইত্যাদি উপাধিতে ডেকেছেন। যেন আল্লাহ তাআলাও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানের সাথে ডেকেছেন।

আরবদের কেউ কেউ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাম ধরে ডাকতে গেলে আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

www.banglakitab.weebly.com

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক রাসূলকে সেভাবে ডেকো না। [ফুরকান : ৬৩]

যেন আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, তোমরা নিজেরা যেমন একে অপরকে নাম ধরে ডাক, আমার নবীকে সেভাবে ডেকো না। তাঁকে ডাকতে হলে ডাকবে তাঁর সম্মানিত উপাধি ধরে। ডাকতে হয় ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে ডাক। ইয়া নাবীয়াল্লাহ বলে ডাক। নাম ধরে ডাকার অবকাশ নেই। এটা আমাদের নবীর প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার দেয়া সম্মান। সুতরাং আমাদের জন্যে এটা অনেক বড় গর্ব ও অহংকারের বিষয়। অহংকারের বিষয় তাঁর পথ অনুসরণ করে চলা।

আল্লাহর সঙ্গ

আল্লাহ যিনি আকাশের অধিপতি। আকাশে যাঁর রাজত্ব। যাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবার নয়। তিনি যদি কোন ফয়সালা করেন তাহলে তা প্রতিহত করার ক্ষমতা কারও নেই। তিনি কাউকে বাঁচাতে চাইলে কোন শক্তি তাকে মিটিয়ে দিতে পারে না। তিনি কাউকে মিটিয়ে দিতে চাইলে কোন শক্তি তাকে বাঁচাতে পারে না। তিনি যদি কাউকে বাঁচাবার সিদ্ধান্ত নেন, তখন ছুরি ইবরাহীমের হাতে থাকুক কিংবা ফেরাউনের হাতে– মারতে পারবে না। একজন আল্লাহ তাআলার বন্ধু। অপরজন আল্লাহ তাআলার শত্রু। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন বাঁচাবার সিদ্ধান্ত নেন তখন ফেরাউনের পক্ষে মুসা (আ.)কে কিছু করা সম্ভব হয় না। হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর গলায় ছুরি চালিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ যখন বাঁচাতে চেয়েছেন তখন ইসমাঈল (আ.)-এর একটি পশমও কাটা যায়নি।

আমাদের কাজ হলো আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা। আমরা আল্লাহ তাআলাকে ডাকবো। হে আল্লাহ! তুমি তোমার প্রিয় নবীর উম্মতকে রক্ষা কর। আল্লাহ তাআলা যখন চাইবেন, তখন আমাদের

www.banglakitab.weebly.com

জীবনের সব সংকট কেটে যাবে। তাই আমি বারবার একই কথা বলছি। আমাদের কাজ হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত জীবনকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা। তাঁর বরকতপূর্ণ সুন্নতকে আমাদের জীবনের পথ ও পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে নবী বানিয়েছেন। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা যেমন অপূর্ব তেমনি বর্ণনাতীত। তিনি কখনও পাথরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছেন, অথবা হেঁটে গেছেন কোন বৃক্ষের পাশ দিয়ে। দেখা গেছে, তারাও তাঁকে 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে সালাম জানিয়েছেন। এ হলো আমাদের নবীর মর্যাদা। আমরা সেই মহান নবীর উম্মত।

তাঁকে পাথর জানতো, জানতো পাহাড়। পাহাড়ও তাঁর মর্যাদার কথা জানতো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধে আহত হয়ে উহুদ পাহাড়ে গিয়ে হেলান দিয়ে বসেছেন, তখন তাঁর বসার জায়গাটি কোমল বিছানায় রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি যখন আক্রান্ত হয়ে পাথরের উপর উপবেশন করেছেন তখন পাথরও বুঝতে পেরেছে আল্লাহর রাসূল আক্রান্ত। তাঁর আরাম প্রয়োজন। আমরা যেসব পদার্থকে জড় বলি, নিষ্প্রাণ বলি তারাও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিল। এ হলো আমাদের নবীর মর্যাদা। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা আমরা কোথায় পাব?

আমাদের কাজ হলো, প্রতিটি মুসলমানকে এ কথা বলে বুঝানো, তুমি মহান এই নবীর উম্মত। সুতরাং তাঁর পথই হবে তোমার জীবন চলার একমাত্র পথ।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার মাঠে উট জবাই করছেন। আমরা তো আমাদের ঘরের মুরগী জবাই করতে গেলেও তা আমাদের হাতে ধরা দেয় না। আমাদের পালিত ছাগল যখন আমরা ধরতে যাই তখন সে চিৎকার করতে থাকে। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী পড়ুন– একশত উট। কিছু ইয়ামান থেকে এসেছে, কিছু কেনা হয়েছে আশপাশ থেকে। উটগুলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত করা হলো। কুরবানীর

www.banglakitab.weebly.com

উদ্দেশ্যে। পাঁচটি করে উট সামনে এসে দাঁড়াতো। একটি একটি করে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এনে উপস্থিত করা হতো। আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উটগুলো জবাই করতেন। তিনি যখন জবাই করার উদ্দেশ্যে একটি উটের কণ্ঠে বর্শা চালাতেন, তখন পেছনের চারটি উট সামনে আসার জন্যে পরস্পর লড়াই বাধিয়ে দিতো। যেন তারা আমাকে আগে যেতে দাও, আমাকে আগে যেতে দাও, এমন একটা ভাব করতো। কেউ পেছন দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতো না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে জীবন দেয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা হতো উটের মাঝে।

উটগুলো চোখের সামনে লক্ষ করছে, জীবন চলে যাচ্ছে। জবাই হয়ে যাচ্ছে সামনের উটটি। তবুও যেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে জীবন দেয়ার জন্যে তাদের প্রতিযোগিতা। নির্বাক ভাষাহীন প্রাণীদের হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এই ছিল আকর্ষণ। অথচ আমরা তো সপ্রাণ ঈমানদার বিবেকবান এবং সবাক। তারপরও যদি আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে না পারি, তাঁকে পাওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা করতে না পারি তাহলে সত্যিই সেটা হবে নিজেদের প্রতি অনেক বড় অবিচার।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদের জীবনের একমাত্র টার্গেট হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনকে আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করবো। তিনি এমন এক সহজ সুন্দর জীবন পদ্ধতি নিয়ে আগমন করেছিলেন, ধনী-গরীব সকলেই তা সহজে অনুসরণ করতে পারে।

একজন যাযাবরের প্রশ্ন

এক গ্রাম্য যাযাবর। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে আরয করছে, হে রাসূল! আমি সবচে' সম্মানিত ব্যক্তি হতে চাই।

www.banglakitab.weebly.com

يَارَسُوْلَ اللهِ! اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ اَكْرَمَ النَّاسِ

সন্দেহ নেই, এই পৃথিবীতে সকলেই সম্মানিত হতে চায়। মর্যাদার প্রতি কার না লালসা আছে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন–

لَاتَشْكُوْ مِنْ اَمْرِكَ شَيْئًا اِلَى الْخَلْقِ، تَكُنْ اَكْرَمَ النَّاسِ

মাখলুকের কাছে কখনও কোন প্রয়োজনের কথা বলো না। তাহলে তুমিই হবে সবচে' সম্মানিত ব্যক্তি।

সাহাবী আরয করলেন–

يَارَسُوْلَ اللهِ! اُرِيْدُ اَنْ يُوْسَعَ عَلَيَّ رِزْقِيْ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি চাই আমার রিযিক যেন বাড়িয়ে দেয়া হয়।

আমি বিপুল রিযিক চাই। নীচু পাহাড়ে বসবাস করি, কোন ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, আমার বিপুল রিযিক প্রয়োজন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اَدِمْ عَلَى الطَّهَارَةِ، يُوْسَعُ عَلَيْكَ رِزْقَكَ

সর্বদা পবিত্র থেকো, তোমাকে বিপুল রিযিক দান করা হবে।

কত সহজ পথ! সাহাবী আরয করলেন–

يَارَسُوْلَ اللهِ، اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ اَقْوَى النَّاسِ

আমি সবচাইতে শক্তিমান ব্যক্তি হতে চাই।

ইরশাদ করলেন–

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

تَوَكَّلْ عَلَى اللهِ، تَكُنْ اَقْوَى النَّاسِ

আল্লাহর উপর ভরসা রেখো, তুমিই হবে সর্বাধিক শক্তিমান ব্যক্তি।

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ اَغْنَى النَّاسِ

আমি সবচে' বড় ধনী হতে চাই।

ইরশাদ করলেন-

كُنْ قَانِعًا تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ

অল্পে তুষ্ট হও, তুমিই হবে সবচে' বড় ধনী।

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ اَعْلَمَ النَّاسِ

আমি সবচে' বড় আলেম হতে চাই।

ইরশাদ করলেন-

اِتَّقِ اللهَ، تَكُنْ اَعْلَمَ النَّاسِ

তাকওয়া অবলম্বন কর। তুমিই হবে সবচে' বড় আলেম।

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

يَا رَسُوْلَ اللهِ، اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ اَخَصَّ النَّاسِ

আমি বিশিষ্ট ব্যক্তি হতে চাই।

ইরশাদ করলেন-

اَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، تَكُنْ مِنْ اَخَصِّ النَّاسِ

www.banglakitab.weebly.com

বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর। তুমি আল্লাহ তাআলার একান্ত বিশিষ্ট জনে পরিণত হবে।

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

يَارَسُوْلَ اللهِ، اُرِيْدُ اَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتِىْ

আমি চাই আমার দুআ আল্লাহর দরবারে কবুল হোক।

ইরশাদ করলেন–

اِجْتَنِبْ مِنْ اَكْلِ الْحَرَامِ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُكَ

হারাম আহার থেকে বেঁচে থেকো। তোমার দুআ কবুল হবে।

সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

اُرِيْدُ اَنْ يَّكْمُلَ اِيْمَانِىْ

আমি আমার ঈমানের পূর্ণতা চাই।

ইরশাদ করলেন–

حَسِّنْ خُلُقَكَ يَكْمُلْ اِيْمَانُكَ

তুমি তোমার চরিত্রকে সুন্দর কর। তোমার ঈমান পূর্ণ হয়ে উঠবে।

হ্যাঁ, চরিত্রই ঈমানের পূর্ণতার উপায়।

উত্তম চরিত্র কি? যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে তুমি তাকে আপন করে নাও। উত্তম চরিত্র হলো, যে তোমাকে বঞ্চিত করছে তুমি তার হক যথাযথরূপে দিয়ে দাও। উত্তম চরিত্র হলো, যে তোমার প্রতি অবিচার করেছে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِىْ مَنْ حَرَمَكَ تَعْفُ عَمَّنْ

www.banglakitab.weebly.com

ظَلَمَكَ

এই তো উত্তম চরিত্র। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যার মাঝে এই তিনটি গুণ থাকবে সে জান্নাতুল ফেরদাউসে আমার সঙ্গী হবে।

আমাদের মধ্যে তো ক্ষমা করার রেওয়াজই নেই। তাই আমি বলি, সন্তানদেরকে ক্ষমা করা শেখাও। সন্তানদেরকে বিনয় শেখাও। নিজেরা ক্ষমা করতে শিখ। যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে সালাম দিতে শিখ। যারা তোমাকে কখনও ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করে না, যারা তোমার জানাযায় অংশগ্রহণ করাকেও পছন্দ করে না, তাদেরকেও যদি সামান্য হাঁচি দিতে দেখ, তাহলে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন কর– ভাই, তোমার অসুখ করেনি তো? যদি করতে পার তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পাহাড়ের চাইতেও উঁচু মর্যাদা দান করবেন। হ্যাঁ, এই সেই আমল– যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে এই আমলে সজ্জিত করবে, নিজেকে উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে পৃথিবীর কোন শক্তি তার সম্মানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

আরেকটি গল্প বলি শুনুন। এক সাহাবী এসে প্রশ্ন করছেন–

يَارَسُوْلَ اللهِ! اَىُّ حَسَنَةٍ اَعْظَمُ

হে রাসূল! সর্বশ্রেষ্ঠ নেকী কোনটি?

জবাবে ইরশাদ করলেন– 'হুসনুল আখলাক'– উত্তম চরিত্র।

পুনরায় প্রশ্ন করলেন–

يَارَسُوْلَ اللهِ! اَىُّ سَيِّئَةٍ اَعْظَمُ

হে রাসূল! নিকৃষ্ট পাপ কোনটি?

ইরশাদ করলেন– 'সুউল আখলাক'– মন্দ চরিত্র।

এখানে আমি কিছু উপমা পেশ করেছি। দেখাবার চেষ্টা করেছি, আমাদের নবীর শিক্ষা কত পবিত্র ও কত সুন্দর ছিল। আমাদের কাজ হলো, এই শিক্ষাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করা। সমাজের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত

www.banglakitab.weebly.com

করতে চেষ্টা করা। আল্লাহর পথে ঘুরে ঘুরে মানুষের মাঝে এই চরিত্রের কথা বলে বেড়ানোই এ উম্মতের কাজ। এই দায়িত্ব পেয়েছিলেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি যেহেতু সর্বশেষ নবী, তাই এখন এই দায়িত্ব আমাদের। আমাদের নবী সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। সুতরাং এখন উম্মতকেই এই কাজ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে একটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। সে দায়িত্বের প্রতি কত সুন্দর ইংগিত রয়েছে পাক কুরআনে–

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○ قُمْ فَاَنْذِرْ ○ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○ وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرْ ○ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○ وَلَاتَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ○
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ○

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ আর সতর্ক কর। তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রেখো। পৌত্তলিকতা পরিহার করে চল, অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধর। [মুদ্দাস্‌সির : ১-৭]

মুদ্দাস্‌সির শব্দটির মর্ম সাধারণত আমাদের তাফসীরকারগণ চাদরাবৃত বলেই উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এর আরও একটি অর্থ আছে। সেটাও আমার নিজের তৈরি অর্থ না। এই অর্থ আমাদের পূর্বসুরী মনীষীদের কাছ থেকেই নেয়া। তারা লিখেছেন, একটি একটি তৃণ কুড়িয়ে এনে পাখি যে নিজের জন্যে বাসা তৈরি করে সে পাখিকেই মুদ্দাস্‌সির বলা হয়। সুতরাং একটি একটি করে নিজের বাসা তৈরি করার জন্যে তৃণ সংগ্রহ করাকে বলে 'তাদসীর'।

আমরা লক্ষ করলে দেখবো, কী চমৎকার একটি উপমা দিয়েছেন এখানে আল্লাহ তাআলা। পেছনে ছয়শ' বছর কেটে গেছে, কোন নবী আসেনি। ৫৭১ ঈসাব্দে আমাদের নবীর জন্ম। নবুওয়ত লাভ করেছেন ৬১১ ঈসাব্দে। তাঁর নবুওয়তের বাণী ঘোষিত হচ্ছে তখন যখন ৬১০ বছর পূর্ণ হয়ে একাদশ বর্ষেরও কিছু কেটে গেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স তখন চল্লিশ। হযরত ঈসা (আ.) এর পর ৬০০ বছর

www.banglakitab.weebly.com

কেটে গেছে। পৃথিবীর সবগুলো বাসা যেন ভেঙ্গে গেছে। এই পৃথিবীতে আর যেন কোন ঘর অবশিষ্ট নেই। এখানে তো ঘর বানায় মানুষ। অথচ মানুষগুলো শুকনো তৃণের মতো একজন একজন করে উড়ে গেছে। এই মাটির পৃথিবীতে তখন এমন একটি বাসাও ছিল না, যেখানে একজন মানুষ নিরাপদে থাকতে পারে। এমন একটি নিবাস ছিল না যেখানে একজন মানুষ এসে সান্ত্বনা পাবে, সুখ পাবে, আরাম পাবে, পাবে স্বস্তি। ঠিক তখনই যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে এই বলে সম্বোধন করছেন–

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

হে মানুষের বাসা পুনর্নির্মাণকারী! উঠ! তোমার বরকতে এই ঘরগুলো পুনরায় আবাদ হবে। তোমার বরকতেই এখানে নতুন নতুন ঘর নির্মাণ হবে।

উঠুন, কাজ করুন।

কী কাজ?

এই যে আমরা করছি। আল্লাহ আল্লাহ বলুন। মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করুন। মানুষের মাঝে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করুন।

اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا

দিবাভাগে তোমার জন্যে রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। [মুয্যাম্মিল : ৭]

দিবসভাগে তোমার রয়েছে বিশাল কাজ। বলার তো কথা ছিল, তোমার জন্যে রয়েছে প্রচুর কাজ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তার অর্থ দাঁড়ায়, দিবসভাগে তোমার জন্যে রয়েছে দীর্ঘ সাঁতার কাটা। অথচ মক্কায় তো পানিই নেই। তাহলে সাঁতার কাটবেন কোথায়? আল্লাহ তাআলা তো দীর্ঘ সাঁতারের কথা বলছেন এখানে। মূলত এখানে এই শব্দের ভেতর দিয়ে আল্লাহ তাআলা একটি কথা বুঝাতে চেয়েছেন। বুঝাতে চেয়েছেন, দীনি দাওয়াতের পথে কোন ছুটি নেই। সরকারী চাকরিজীবী এক সময়ে অবসর হয়ে যান। সেনাবাহিনী থেকেও সৈনিকগণ অবসর গ্রহণ করে। অবসর গ্রহণ করে পুলিশ, কিন্তু আল্লাহর পথে

www.banglakitab.weebly.com

দাওয়াতের এই যে কর্মসূচি এখানে কোন অবসর হওয়ার বিধান নেই। আল্লাহ তাআলা যেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উল্লিখিত আয়াতে এ কথাই বলেছেন।

আমি একটি উপমা দিই। আমরা যদি এখান থেকে গাড়ি করে কোথাও যেতে চাই তাহলে পথে যে কোন জায়গায় প্রয়োজনে গাড়ি থামিয়ে চা পান করতে পারি। রাস্তায় কেউ পথ আগলে দাঁড়াল। চা নাশতার দাওয়াত করলো। সমস্যা নেই, আমরা নেমে পড়লাম। চা নাশতা খেয়ে হয়তো পাঁচ মিনিট দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছলাম। পথে কোথাও ক্ষুধা অনুভূত হলো। নেমে খানাপিনা করে নিলাম। হয়তো গন্তব্যে পৌঁছতে এক ঘণ্টা দেরি হলো। তবুও গাড়ি করে সফরকারী ব্যক্তি পথে থামতে পারে, বসতে পারে, খানাপিনা করতে পারে, প্রয়োজনে কোথাও খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারে, চাইলে পথের সফর মূলতবী করে পরের দিনও যেতে পারে। পক্ষান্তরে কেউ যদি সাঁতরে দরিয়া পার হতে চায় তাহলে তার জন্যে কি এই অবকাশ আছে– ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে, একটু আরাম করে নিই। তারপর আবার সাঁতার দেবো? অশ্বস্তি বোধ হচ্ছে, একটু চা খেয়ে নিই– তারপর আবার সাঁতার দেবো? হয়তো সাঁতার থামিয়ে চা খেতে গেলে কোন বড় মাছ এসে তাকেই খেয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং সাঁতারুর পথে কোন বিশ্রাম নেই। সে চাইলে পথে থামতে পারে না, বিশ্রাম করতে পারে না। তার কোন বিশ্রাম নেই। তার যাত্রা অবিরাম।

আমাদের মাদরাসার ছাত্র। আমাদের কাছে পড়েছে। সেখান থেকে গেছে রায়ভেন্ড। সেখানে আমাদের শাখা। সেখানে পড়াশোনা শেষ করেছে এ বছরই। এ বছরের শুরুতেই তার সাথে আমার কথাবার্তা হয়েছে। চোখে ভাসছে, সে আমার সামনে বসা। সে এক বছরের জন্যে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে ছিল। জামাত ছিল তখন পাঞ্জাবে। নদীতে গোসল করতে নেমেছে। পানি ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। পাঞ্জাবের পানি। এমনিতেই ভয়ানক ঠাণ্ডা হয়। পানির ঠাণ্ডায় তার শরীর জমে গিয়েছিল। নড়াচড়া করতে পারছিল না। এমন সময় প্রকাণ্ড একটি ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সাঁতারুর পথে কোন বিশ্রাম নেই। যদি সে পথে বিশ্রাম নিতে যায় তাহলে তাকে মরতে হবে। কিন্তু স্থলপথের পথিক চাইলে পথে বিশ্রাম নিতে

www.banglakitab.weebly.com

পারে। বসে গল্প করতে পারে। ঘুমুতে পারে। কিন্তু সাঁতারুর জন্যে সে সুযোগ নেই। তাও কতক্ষণ পর্যন্ত? তীরে না ওঠা পর্যন্ত। আর সেই তীর হলো মৃত্যু। সুতরাং মরণ পর্যন্ত আমাদেরকে তাবলীগের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে এ কথাই বলছেন।

اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا

তোমার জন্যে রয়েছে দিবসভাগে দীর্ঘ সাঁতার।

সুতরাং ময়দানে অবতীর্ণ হও। দাওয়াতের দরিয়ায় নেমে এসো। দাওয়াতের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে থাক।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। [হিজর : ৯৯]

মৃত্যু পর্যন্ত সাঁতার। কোন অবসর নেই, বিশ্রাম নেই। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো– উঠ, মানুষকে আমার পয়গাম শোনাও। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা (রা.)কে বললেন, খাদীজা! আমার আরামের দিন শেষ। আমার কাজ শুরু হয়ে গেছে। যেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন সেদিন ছিলেন তিনি ভয়ানক অসুস্থ। তিনি সকাল বেলা হযরত ফাতেমা (রা.)কে ডেকে পাঠালেন। ডেকে আদর করলেন, সোহাগ করলেন। তখনও তিনি খুবই অসুস্থ। তাঁর যন্ত্রণা দেখে হযরত ফাতেমা (রা.)–

وَاكَرْبَا اَبِىْ

আমার বাবার কষ্ট হচ্ছে। আমার বাবার কষ্ট হচ্ছে বলে কাঁদতে থাকেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন–

www.banglakitab.weebly.com

لَيْسَ عَلٰى اَبِيْكِ الْكَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ

আজকেই তোমার বাবার জীবনের কষ্ট শেষ।

মা আমার! তোমার বাবার দুঃখ আজ থেকে বিদায়। তোমার বাবা সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছেছে। আজ থেকে তাঁর ছুটি। তোমার বাবার সফর শেষ। তোমার বাবা ঘরে পৌঁছে গেছেন।

নবুওয়তের সময়সীমা

তেষট্টি বছর। আট হাজার একশ' ছাপ্পান্ন দিন। বাইশ হাজার তিনশ' ত্রিশ দিন এবং ছয় ঘণ্টা ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স। চান্দ্র মাস হিসেবে তেষট্টি বছর চারদিন। দিবসের ঘণ্টা হিসেবে বাইশ হাজার তিনশ' ত্রিশ দিন ছয় ঘণ্টা। আর নবুওয়তের বয়স হলো তেইশ বছর। দিনের হিসেবে পাঁচ হাজার একশ' ছাপ্পান্ন দিন। মাত্র আট হাজার একশ' ছাপ্পান্ন দিনেই তিনি সারা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতঃপর যখন জীবন সন্ধ্যায় উপনীত– হৃদয়ের দুলালীকে বলেছেন, ব্যস! তোমার বাবার সাঁতার শেষ। তোমার বাবা এখন সমুদ্রের তীরে উপনীত।

আজ আমাদের অঙ্গীকার হতে হবে, আমরাও সাঁতার কাটবো আমাদের নবীর মতো। এই পৃথিবীর সর্বশেষ ঘরটিতে আল্লাহর পয়গাম না পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নেই। পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে এই কালেমার বাণী পৌঁছে দিতে হবে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সাঁতার কেটে যেতে হবে আমাদেরকে। আমাদের কর্মক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী। যারা আল্লাহ তাআলার বাণী নিয়ে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়াবে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই পয়গাম নিয়ে সাঁতার কেটে যাবে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তাদেরকেই বেহেশত দান করবেন।

www.banglakitab.weebly.com

বেহেশতের নেয়ামত ও তার শোভা

খোদার বেহেশত। আমরা বেহেশতের দিকে ডাকি।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا

তারা প্রবেশ করবে আদ্‌ন বেহেশতে।

ছোটোখাটো বেহেশত নয়। জান্নাতুল ফেরদাউস। জান্নাতুল ফেরদাউস এমন এক বেহেশত আল্লাহ নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছেন। অন্য সব বেহেশত সৃষ্টি করেছেন হুকুমের মাধ্যমে। বলেছেন, বেহেশত সৃষ্টি হও। সৃষ্টি হয়ে গেছে। নহর প্রবাহিত হও, নহর প্রবাহিত হয়ে গেছে। বৃক্ষরাজি উদ্গত হও, বেহেশত ছেয়ে গেছে বিচিত্র বৃক্ষরাজিতে। আদেশ করেছেন, ঝাঁকে ঝাঁকে হুর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন জান্নাতুল ফেরদাউস সৃষ্টির সময় হয়েছে, তখন আল্লাহ তাআলা নিজে এসেছেন। নহর সৃষ্টি করেছেন, বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, ফল সৃষ্টি করেছেন, ঘর সৃষ্টি করেছেন, নিজ হাতে হুর সৃষ্টি করেছেন, নিজ হাতে পোশাক তৈরি করেছেন, নিজ হাতে অলংকার তৈরি করেছেন। বেহেশতী রমণীর হাতের নখ চোখ চোখের পলক নাক কান দেহ রূপ অবয়ব সব কিছু সৃষ্টি করেছেন নিজ হাতে। জান্নাতুল ফেরদাউস অন্য সকল বেহেশতের তুলনায় কোটি কোটি গুণ সুন্দর। যখন আল্লাহ তাআলা এই বেহেশত সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে প্রতিদিনই একে পাঁচবার সজ্জিত করা হয়।

সেখানে সাজাবার কত যে আয়োজন! আমাদের এখানে যখন একটি মেয়ের বিয়ে হয় তখন তাকে কনে হিসেবে সাজানো হয়। বান্ধবীরা বোনেরা মিলে তাকে সাজায়। এই সাজাবারও একটা সীমা আছে। সাজাতে সাজাতে এক পর্যায়ে এসে সকলেই থেমে যায়। বলে, আর সাজানো সম্ভব নয়। কিন্তু বেহেশতী সেই রমণীরা কেমন? প্রতিদিন যাদেরকে পাঁচবার করে সাজানো হয়। তারাও প্রতিদিন পাঁচবার করে সাজে এবং এভাবেই কেয়ামত পর্যন্ত তাদের সাজ চলতে থাকবে। সাজানো হবে, তারাও সাজতে থাকবে। আর এই সজ্জিত রমণীরা বেহেশতীর জন্যে দরজা খুলে দাঁড়াবে। বেহেশতীকে এই বলে আমন্ত্রণ জানাবে–

www.banglakitab.weebly.com

مَرْحَبًا: اَنْتَ حِبِّیْ وَاَنَا حِبُّكَ

এসো, আমি তোমার বন্ধু, তুমি আমার বন্ধু।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝

স্থায়ী জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে সকল দরজা দিয়েই উপস্থিত হবে। [রা'দ : ২৩]

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

এবং বলবে, তোমরা ধৈর্যধারণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি সালাম– শান্তি। [রা'দ : ২৪]

ফেরেশতাগণ ভেতরে এসে বেহেশতীদেরকে সালাম জানাবে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার আরশের দরজাও থাকবে উন্মুক্ত। আল্লাহ তাআলাও বান্দাকে এই বলে সম্ভাষণ জানাবেন–

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ! [ইয়াসীন : ৫৮]

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সালাম পেশ করছেন। আল্লাহ তাআলা সেদিন বলবেন, বান্দা! খুশি হয়েছো তো? স্ত্রীদেরকে পেয়েছো, সঙ্গে সন্তানরা আছে, এখন আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। বিচ্ছিন্নতার সব উপকরণ শেষ। এখন আর কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। এখন তোমরা তোমাদের জায়গায় আরামে বসবাস করবে। বসে বসে খাবে, খাওয়াবো আমি।

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা পান করবে, আয়োজন করবো আমি। তোমাদের পোশাক আমার পক্ষ থেকে। তোমরা চাইবে, আমি দেবো। আমি তোমাদের চাহিদাকে অসীম করে দিয়েছি। আর অসীম খাজানার দ্বারও মুক্ত করে দিয়েছি। যদি তুমি সীমাহীন চাও, তাহলে আমি দেবোও সীমাহীন। তোমার খাওয়ার কোনো সীমা থাকবে না, সীমা থাকবে না আমার খাওয়ানোরও। আমি অসীম পান করাবো, তুমি পান করবে সীমাহীন। আমি তোমাকে অগণিত পোশাক দেবো। তুমি অগণিত পোশাক পরিধান করবে। এখানে তোমার চাওয়ার সীমা নেই। আমার দানেরও সীমা নেই। এখানে তোমার জীবনের শেষ নেই, তোমার স্বাদেরও শেষ নেই।

পৃথিবীতে তো মানুষ এক সময় নিজের জীবনের প্রতিও বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে। একবার এক আমেরিকান যুবকের সাথে দেখা হয়েছিল। সে বললো, আমি আত্মহত্যা করতে চাই।

বললাম, কেনো?

বললো, আমার কাছে সবই আছে। স্বাদ ও ভোগের অভাব নেই। কিন্তু এই স্বাদের ভেতরও আমি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছি। ভোগ করতে করতে ভোগটাও এখন আমার কাছে একঘেঁয়ে হয়ে গেছে।

বললাম, ভোগের প্রতিও যখন বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছো, তখন আর কী করবে? মরে যাও। অথচ আল্লাহ তাআলা বেহেশতীদের স্বাদ প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলকে বাড়াতেই থাকবেন। ভোগ ও বিলাসের আয়োজন ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। আল্লাহ তাআলা বেহেশতে চোখ জুড়াবার কী আয়োজন করে রেখেছেন! তা আমরা কিছুই জানি না। সেখানে খাওয়ার পর খাওয়ার চাহিদা আরও বাড়তেই থাকবে। পান করার পর নতুন করে জেগে উঠবে পানের চাহিদা। প্রতিদিন নিবাসের নকশা বদলে যাবে। প্রবাহিত নহর, জেগে ওঠা পানির ফোয়ারা, বয়ে চলা ঝর্না– সবকিছুই নয়নাভিরাম। যিনি সুন্দর ময়ূর সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন চোখ জুড়ানো পর্বতমালা তিনিই সৃষ্টি করেছেন বেহেশত। সে বেহেশতের সাজসজ্জা চলছে অবিরাম।

বেহেশতী এক স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে। তাকে দেখে সে বলবে, তোমার মতো সুন্দরী আর কেউ নেই। আর সত্যি সত্যিই সে ভাববে– এর মতো সুন্দরী বেহেশতে দ্বিতীয়জন নেই। ঠিক এমন সময় একটি আলো জ্বলে

www.banglakitab.weebly.com

উঠবে। আলোকে অনুসরণ করে দৃষ্টি উপরের দিকে ফেরাতেই লক্ষ করবে, সেখানে আরেকজন স্ত্রী উপবিষ্ট। সে রমণী তাকে ডেকে বলবে–

اَمَا لَكَ فِيْنَا مِنْ رَغْبَةٍ

আমার প্রতি তোমার কোনো আগ্রহ আছে?

বেহেশতী বলবে, কে তুমি?

বলবে, তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।

প্রথমজনকে রেখে সে তার কাছে চলে যাবে। দেখবে, এ প্রথম জনের চাইতেও অনেক বেশি রূপসী। সে তার কাছে অবস্থান করবে। মিলিত হবে। একঘেঁয়েমি অনুভব করবে না, ক্লান্তি অনুভব করবে না। বরং ক্রমাগত তার স্বাদ ও ভোগ বেড়েই চলবে।

অনেকে মনে করে, বেহেশতে গিয়েও হয়তো তসবীহ জপতে হবে, এই এখানকার মতোই আল্লাহ আল্লাহ করতে হবে। বেহেশত তো ফূর্তি করার জায়গা। বেহেশত প্রমোদজগত। সেখানে কেবলই আমোদ।

তারপর উন্মোচিত হবে আরেকটি দরজা। তাকিয়ে দেখবে, সেখানে আরেক রূপসী অপেক্ষমান। তারও একই জিজ্ঞাসা–

اَمَا اَنْ يَكُوْنَ لَنَا مِنْكَ نَصِيْبٌ

আমার পালা কখন?

বেহেশতী বলবে, তুমি কে?

বলবে, আমিও তোমার জীবনসঙ্গিনী।

সে তার কাছে ছুটে যাবে। প্রত্যেক স্ত্রীই প্রথম স্ত্রীর চাইতে অনেক বেশি রূপসী মনে হবে।

এমন সময় বিকশিত হবে আরেকটি নূর। সে নূরের বিভায় পুরো বেহেশত আলোকিত হয়ে উঠবে। আলোকে আলোকে জ্বলজ্বল করে উঠবে সমগ্র বেহেশত। উপচে পড়া আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো বিস্মিত চোখে সে উপরের দিকে তাকাবে। তখন দেখবে, তার এই দুনিয়ার ঈমানদার স্ত্রী

www.banglakitab.weebly.com

দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, আমার কাছে কখন আসবে? তার সৌন্দর্য বেহেশতী হুর, রূপসী রমণীদের চাইতে সত্তর হাজার গুণ বেশি হবে।

এ হলো খোদার বেহেশত। আল্লাহ তাআলা বসিয়ে দেবেন। বলবেন, বস! খাও, পান কর। চাও, যা চাও তাই দেবো। যা কল্পনা করবে তাই দেবো। যতটা চাইবে তার একশ' গুণ দেবো।

জাহান্নামে এক মেঘখণ্ড ভেসে উঠবে। জাহান্নামী চিৎকার করে বলবে, হে খোদা, পানি! হে খোদা, পানি! তখন সেই মেঘখণ্ড হতে আগুন বর্ষিত হতে থাকবে। মেঘখণ্ড থেকে বর্ষিত হবে আগুন, লোহা, পাথর।

মেঘখণ্ড জেগে উঠবে বেহেশতেও। সেই মেঘখণ্ড থেকে ঝরে পড়বে মেশক আম্বরের বৃষ্টি। তারপর মেঘখণ্ড বেহেশতবাসীকে ডেকে বলবে, আমি তোমাদের সেবা করতে এসেছি। বলো, কী বর্ষণ করবো? শুধু পানি নয়, কেবলই মেশক আম্বর নয়; তোমরা যা কামনা করবে আমি তাই বর্ষণ করবো। কোনো পাঞ্জাবী যদি সেদিন এ কথা বলে বসে– ভাই, হুক্কা চাই! তাহলে হুক্কাই বর্ষিত হবে। যা চাইবে, তাই বর্ষিত হবে। বর্ষিত হবে বেহেশতের উপযুক্ত করে।

আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী (রহ.) এই হাদীস বর্ণনা করে বলতেন, যদি আমি এখানে পৌঁছে বলি– হে মেঘমালা! তুমি আমার প্রতি হুর বর্ষণ কর। তাহলে তাই বর্ষিত হবে।

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। [হা-মীম সিজদা : ৩১]

যা চাইবে, আল্লাহ তাআলা তাই দেবেন। যেমন চাইবে, আল্লাহ তাআলা তেমন দেবেন। তাঁর দান ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। তোমার প্রার্থনাও ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। এই তো আমাদের আল্লাহ। এগুলোই তো ভাববার বিষয়। বেহেশতের কথা ভাব। এই আল্লাহর কথা ভাব। আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com

তাআলা যেমন অসীম, তাঁর বেহেশতও অসীম। আমরা সসীম, আমাদের চিন্তা সসীম। আমাদের ভাবনা সসীম।

আল্লাহ তাআলা বেহেশতে একজন হুর তৈরি করেছেন। তার নাম আইনা। সে যখন মহলের বাইরে আসে তখন তার শরীরে সত্তর সেট কাপড় থাকে। অথচ এই সত্তর সেট কাপড় ভেদ করে তার শরীরের রূপ চোখে পড়তে থাকে। তার ডান দিকে থাকে সত্তর হাজার চাকর। বাম দিকে থাকে সত্তর হাজার সেবক। তার সেবকের সংখ্যাই এক লাখ চল্লিশ হাজার। যার সেবক ও দাস-দাসীর সংখ্যা দেড় লাখ, তার শান ও মর্যাদা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। সে যখন তার মহল থেকে বেরিয়ে আসে তখন এই বলে ঘোষণা করে–

اَيْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকাজের আদেশকারী ও অন্যায় কাজে নিষেধকারীরা কোথায়?

اِنِّىْ لِكُلِّ مَنْ اَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ

যারা সৎকাজে আদেশ করে অন্যায় কাজে বাধা দেয় আমি তো তাদেরই জন্যে।

এই পৃথিবীতে যারা মানুষকে সৎকাজের কথা বলবে, আর অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে– এখানে যারা সত্যকে ছড়িয়ে দেবে, আর অন্যায়কে মেটাবার চেষ্টা করবে তাদের সাথেই আল্লাহ তাআলা এই হুরে আইনার বিয়ে দিবেন। সুতরাং এই পৃথিবীতে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে চেষ্টা কর। ফেরেশতাদের মতো পাক থাকতে সচেষ্ট হও। মানুষ তো ফেরেশতা নয়। আমরা অনেক নেক করার পরও পাপ করি। কখনও পাপ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করি। পাপ করে বাহাদুরী করবে না। ভুল হযরত আদম (আ.) করেছেন। গুনাহ করেছে শয়তানও। আদম (আ.) সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলেছেন, আর শয়তান বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আদম (আ.) কেঁদে নবুওয়ত পেয়েছেন, আর শয়তান বাঁকা হয়ে হয়েছে অভিশপ্ত বিতাড়িত। সুতরাং কেঁদে কেঁদে আল্লাহকে আপন করতে চেষ্টা কর। লেনদেন আচার-

www.banglakitab.weebly.com

আচরণ যত ক্ষেত্রে যত ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে সবকিছুর জন্য তাওবা কর।

হুকুকুল ইবাদের গুরুত্ব

বিশেষ করে মানুষের হকের প্রতি যত্নবান হতে হবে। কারও হক মাথায় রেখে যেন আমাদের মৃত্যু না হয়। খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রাস্তায় যে জীবন বিলিয়ে দেয় সম্মানিত সেই শহীদের সব পাপ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু কারও পাওনা মাফ হয় না। কারও মাথার উপর যদি কারও পাওনা থাকে, তাহলে তাবলীগ, তাসবীহ, নামায, রোযা– কোনটাই তাকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

মা-বাবাকে ভালোবাসতে হবে। তাদের নিঃশর্ত আনুগত্য করতে হবে। ভালোবাসতে হবে প্রতিবেশীকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হবে শতভাগ। কাউকে ধোঁকা দেওয়ার মানেই নেকীর সঞ্চয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বিচার বসবে হত্যার। নিহত ও হত্যাকারী উভয়েই উপস্থিত হবে। নিহত কর্তিত মস্তক হাতে করে ঘাতকের বুকের কাপড় চেপে ধরে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। বলবে, হে আল্লাহ! তুমি জিজ্ঞেস কর, এই জালেম আমাকে কেন হত্যা করেছে?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যদি পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হয়ে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে, হত্যা করার নির্দেশ দেয় তাহলে এই একজন মানুষের অন্যায় হত্যার বিপরীতে আল্লাহ তাআলা সকলকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

মানুষের অধিকার অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। কাউকে গালি দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কোন সহজ পাপ নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِذَاتَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللهِ

www.banglakitab.weebly.com

আমার উম্মত যখন পরস্পর গালাগালি করবে তখন তারা আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি থেকে সরে যাবে।

কেউ যদি আল্লাহর ঘরকে গালি দেয় তাহলে আমরা তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো। গুলিতে গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা করে ফেলবো। অথচ একজন মুসলমানকে গালি দেয়া বাইতুল্লাহকে গালি দেয়ার চাইতেও বড় অপরাধ।

বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে দেয়া কত বড় অপরাধ! যদি কেউ বাইতুল্লাহর প্রতি হাত বাড়ায় আমাদের শক্তি থাকে তাহলে আমরা তার হাড়গুলো পর্যন্ত আগুনে পুড়িয়ে দেবো। অথচ কোনো মুসলমানের মন ভেঙ্গে দেয়া বাইতুল্লাহ ভেঙ্গে দেয়ার চাইতেও মারাত্মক। বানিয়ে বলছি না, হাদীস শুনুন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরেম শরীফে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। তিনি বাইতুল্লাহকে লক্ষ করে বলছেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، مَا اَطْيَبَكِ وَمَا اَطْيَبَ رِيْحَكِ وَمَا اَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

বাইতুল্লাহ! তুমি কত যে পবিত্র! তুমি কত যে গন্ধমদির! তোমার সম্মান যে কত ঊর্ধ্বে!

কিন্তু–

وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِّنْكِ

মুসলমানের সম্মান তোমার সম্মানের চাইতেও বেশি।

মুসলমানের অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারও আধ হাত জমি দখল করে যদি কেউ দুনিয়া থেকে চলে যায়, তাহলে হাশরের মাঠে সে পরিমাণ সাত তবক জমি মালা বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। কারও আমানত গ্রাস করে মরে গেছে। বেচারা এই পৃথিবীতে চোখের পানি ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়িয়েছে। শক্তি ছিল না, পাওনা উদ্ধার করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন সে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। আরয করবে– হে আল্লাহ!

www.banglakitab.weebly.com

আমার আমানত আদায় করে দাও।

আল্লাহ তাআলা তাকে ডাকবেন। বলবেন, এর আমানত ফিরিয়ে দাও।

সে বলবে, আমার কাছে তো নেই।

আল্লাহ বলবেন, আমি রেখে দিয়েছি।

সে বলবে, কোথায়?

আল্লাহ বলবেন, দোযখের সর্বনিম্ন স্তর। হাবিয়ায়। গিয়ে তুলে নিয়ে আস।

ফেরেশতাগণ তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাবে। জাহান্নামে ছুঁড়ে মারবে। সে জাহান্নামের প্রথম স্তর পার হয়ে হাতামা– লায্‌যা– সা'ঈর– সাকার– জাহীম– অতঃপর হাবিয়ায় গিয়ে দাঁড়াবে। হাবিয়া মুনাফেকদের জাহান্নাম। হাবিয়ার আগুন সর্বাধিক কঠিন ও ভয়ানক। সবচে' সহজ আগুন হলো জাহান্নাম-এর। এটা দোযখের প্রথম স্তর। এখানে নাফরমান, গুনাহগার মুসলমানদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। যারা কবীরা গুনাহ করে তাওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জন্যে জাহান্নাম। তারপর হাতামা– সেখানে থাকবে খৃষ্টানরা। তারপর লায্‌যা– সেখানে থাকবে ইহুদী সম্প্রদায়। তারপর সা'ঈর– সেখানে থাকবে অগ্নিপূজকরা। তারপর সাকার– সেখানে থাকবে সাবাঈ সম্প্রদায়। জাহীমে থাকবে আরব মুশরিকরা। আর মুনাফেকদের ঠিকানা হবে হাবিয়া।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমানত গ্রাসকারী মুসলমান। সে যাচ্ছে হাবিয়া দোযখে। সেখান থেকে তাকে আমানত তুলে আনতে হবে। আমানত যদি জমি হয় তাহলে জমিই তুলে আনতে হবে। কাপড় হলে কাপড়, পয়সা হলে পয়সা। আমানত যাই হোক, ছাগল গরু– কাঁধে করে দোযখের সকল স্তর পার করে যখন সে জাহান্নাম– দোযখের প্রথম স্তরের কিনারায় এসে উঠবে, তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে পা পিছলে আবার সে পড়ে যাবে এবং হাবিয়ায় গিয়ে ঠেকবে। আবার সে আমানত কাঁধে করে উপর দিকে উঠতে থাকবে, আবার নীচে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ তাকে এভাবে উপর থেকে হাবিয়া দোযখে নিক্ষেপ করতে থাকবেন। সুতরাং কোন মুসলমান কারও হক কারও অধিকার খেয়ে মরতে পারে না।

www.banglakitab.weebly.com

কারও অধিকার গ্রাস করা মানেই নিজেকে ধ্বংস করা। নানা ব্যাধিতে এখন আমাদের সমাজ ছেয়ে গেছে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

নিজেদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। অন্যের হক গ্রাস করা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করুন। মজলুম যদি কাফেরও হয়, আল্লাহ তাআলা তার বিপরীতে তোমাকে পাকড়াও করবেন। আর আমাদের চারপাশে তো মুসলমান। আমরা তো অবিচার করি মুসলমানদের প্রতি। গালি দিই, মিথ্যা বলি, মাপে কম দিই। আমরা আসলে ধ্বংস হয়ে গেছি।

মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব হয়নি

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। একদিন এক দোকানদার সকালবেলা এসে দোকান খুললো এবং পাল্লার ডাঁট ভেঙ্গে ফেললো। প্রতিবেশী বিষয়টি দেখে বললো, এটা ভাঙলে কেনো? দোকানী বললো, আজ আমার এক প্রতিবেশী মারা যাচ্ছিল। আমি বারবার বলতে চাচ্ছিলাম- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...। কিন্তু আমি পড়তে পারছিলাম না। প্রতিবেশী বললো, পড়তে পারছিলে না কেনো? বললো, আমার দোকানের পাল্লার কাঁটাটি বারবার আমার গলার ভেতর আটকে যাচ্ছিল। ফলে আমি কালেমা উচ্চারণ করতে পারছিলাম না।

একজন দোকানদার যখন মাপজোকে অন্যায় পথ অবলম্বন করে এবং দিনের শেষে হিসাব মিলায়, আজ পঞ্চাশ টাকা লাভ করেছি, একশ' টাকা লাভ করেছি। কিন্তু মৃত্যুর সময় যদি এই পাল্লা তার গলার ভেতর আটকে যায় এবং কালেমা নসীব না হয় তাহলে বলুন, সে কী পেলো?

লেনদেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের কাঁধে যেনো কোনো মুসলমানের হক না থাকে। হুকুকুল ইবাদ–বান্দার হক অত্যন্ত কঠিন বিষয়। যদি এ ক্ষেত্রে কেউ পা পিছলে যায় তাহলে তার ধ্বংসের আর কোন সীমা থাকবে না।

কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি একটি মাত্র নেকীর অভাবে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, একটি নেকী নিয়ে আস। বেহেশত দেবো। যদি একটি

www.banglakitab.weebly.com

নেকী আনতে না পার তাহলে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত হও। সে অস্থির হয়ে পড়বে। ছোটে যাবে মায়ের কাছে। মা না করে দেবে। বাবার কাছে ছোটে যাবে। বাবা দিতে অস্বীকার করবে। মামা চাচা সন্তান স্ত্রী একে একে সকলের কাছেই যাবে; কিন্তু কেউই একটি নেকী দিতে রাজি হবে না। সে অস্থির হয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াবে। এমন সময় এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হবে। সে বলবে, তুমি এত পেরেশান কেন? বলবে, আমি মারা গেছি! একটি মাত্র নেকীর অভাবে আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এজন্যই আমি বলি, এক একটি সুন্নতকে কদর কর। শয়তান আমাদের ভেতরে বিভ্রান্তি ছড়ায়। বলে, সুন্নত কোন বিষয় নয়। করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। আমি বলি, টায়ার থেকে বাতাস বের করে দাও। এ দিয়ে কি গাড়ি চলবে? টায়ার থেকে সামান্য বাতাস বেরিয়ে গেছে, আর পঞ্চাশ লাখ টাকার গাড়ি পথে দাঁড়িয়ে গেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতও অনুরূপ। যদি সুন্নত না থাকে, তাহলে জীবন অচল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করতে শেখো। তোমাকে দেখেই যেনো মুহাম্মদী মনে হয়।

সে বলবে, ভাই আমি শেষ হয়ে গেছি। আমার একটি মাত্র নেকী দরকার। কোথাও পাচ্ছি না। বলবে, ভাগ্য ভালো তোমার। তোমার কাজ হয়েছে। সে বলবে, কীভাবে? বলবে, আমার কাছে একটি মাত্রই নেকী আছে। এ দিয়ে আমি কী করবো? আমার জন্যে তো দোযখই অপেক্ষা করছে। এই একটি নেকী ছাড়া আমার আর কিছু নেই। সুতরাং এটা তুমি নিয়ে নাও। সে খুশি মনে ফিরে আসবে। এসে বলবে, হে আল্লাহ! আমার কাজ উদ্ধার হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, কীভাবে হলো? বলবে, এক ব্যক্তি ওয়াদা করেছে, সে তার একটি নেকী আমাকে দিয়ে দিবে। আল্লাহ বলবেন, তাকে ডেকে আন। সে যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তাআলা বলবেন, তাকে তুমি তোমার নেকী দিয়ে দিচ্ছ? কী ব্যাপার? আজ তো কেউ কাউকে কিছু দেয় না। বেচারা আরয করবে, হে আল্লাহ! আমার কাছে আছেই একটি মাত্র নেকী। এ দিয়ে আমি কী করবো? আমাকে তো দোযখে যেতেই হবে। দোযখে যখন যাবই তখন একে একটি নেকী দিয়ে

www.banglakitab.weebly.com

দিচ্ছি। তোমার এক বান্দার উপকার হবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আচ্ছা! আজ তুমি আমার চাইতেও বড় দানবীর হতে চাচ্ছো? আজ আমার চাইতে বড় দানবীর আর কেউ হতে পারবে না। যাও, তুমিও এর সাথে বেহেশতে চলে যাও।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদের জীবনের একমাত্র অঙ্গীকার হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা। আমরা পৃথিবীময় এই পয়গাম নিয়ে ঘুরবো। সারা পৃথিবীকে আমরা এই পয়গাম শোনাবো। আমাদের প্রতি তাবলীগ জামাতের অনেক বড় অনুগ্রহ– আমরা একদা এই সবক ভুলে গিয়েছিলাম, তারা আমাদেরকে পুনরায় এই সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমরণ আমাদেরকে মহান এই পয়গামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমীন॥

[বায়ানাতে জামীল : খণ্ড ২ : ৩৩৭–৩৮৪ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

বয়ান : তিন

সফল জীবন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ۔ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اَلْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْبَدِيْلِ وَالْمَثِيْلِ وَالشَّبِيْهِ.

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ۔ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ o يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ

www.banglakitab.weebly.com

ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ اَتْقٰكُمْ. صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সকল খবর রাখেন। [হুজুরাত : ১৩]

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলা আমাদের কাউকে পুরুষ বানিয়েছেন, কাউকে বানিয়েছেন নারী। এই আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তাআলার বিধানের অধীন। আল্লাহ তাআলার বিধানের অধীনেই মানুষের এই নারী ও পুরুষে বিভক্তি। কেউ ইচ্ছা করলে পুরুষ হতে পারে না, আবার নারীর নারী হওয়াটাও তার এখতিয়ারাধীন নয়। এই ফয়সালা আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তাআলা যে মূর্তিতে খুশি পুরুষের প্রাণ সঞ্চার করেন, আবার যে মূর্তিতে চান নারীর প্রাণ সঞ্চার করেন। অতঃপর বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়া– এটাও কারও এখতিয়ারাধীন নয়। আল্লাহ যাকে যে বংশে যে গোত্রে সৃষ্টি করতে চান তাকে সে বংশে সে গোত্রে সৃষ্টি করেন।

আমাদের মৃত্যুও আমাদের অধীন নয়। যখন ডাক দিবে তখনই চলে যেতে হবে। যত চেষ্টাই করি না কেন আমরা, তাঁর ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য আমাদের নেই। আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার ফয়সালা–

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। [নিসা : ৭৮]

বিবেকের অক্ষমতা

জীবন ও মৃত্যুর মাঝে এই যে সামান্য সময় আমরা এই পৃথিবীতে অবস্থান করি এর সীমানা আমরা কেউ বলতে পারি না। আমাদের সৃষ্টিকর্তাই কেবল বলতে পারেন। আমরা যদি বলতে যাই তাহলে কেবল ভুলেরই শিকার হবো। এখানে নারী পুরুষ সকলের বিবেকই ক্ষুদ্র। তাই তার বিবেকপ্রসূত ফয়সালাও হয় ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ চিন্তার ফয়সালা ত্রুটিপূর্ণই তো হবে। আমরা লক্ষ করলে দেখবো, আমাদের বিবেক বুদ্ধি কত অসহায়। ক্ষোভের আঘাতে সে মারা যায়, মারা যায় দুশ্চিন্তার চাপেও। খুশি যদি সীমা পেরিয়ে যায় সেখানেও বিবেক চাপা পড়ে যায়। যখন শরীরে ক্লান্তি জেঁকে বসে, আকল তখন কাজ করে না। যদি আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন আমাদের বিবেক বুদ্ধিও থেমে যায়। তাছাড়া সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থাতেও মানুষ অবিরাম ভুল করে চলছে। সুতরাং আমরা যদি আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রুটিপূর্ণ বিবেক বুদ্ধির বিচারে এই পৃথিবীকে এখানকার সামান্য সময়ের জীবনকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে বসি, তাহলে সেটা হবে ভুল ফয়সালা।

দুনিয়ার হাকীকত

আমরা যদি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে জিজ্ঞেস করি, এর মূল্য কতটুকু? কেন তিনি এই পার্থিব জীবন দিয়েছেন? তাহলে মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরিষ্কার বলে দিবেন–

إِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ
وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ
كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ

www.banglakitab.weebly.com

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِo

তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক; জাকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা ধন-সম্পদ ও সন্তানি-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি। যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। [হাদীদ : ২০]

একজন শিশু ও একজন পরিণত মানুষের দৃষ্টির মাঝে কত বিশাল পার্থক্য। এই পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হলেও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে কিছুই নয়। অথচ তিনিই আমাদেরকে জানিয়েছেন– যে দুনিয়াকে তোমরা অনেক কিছু ভেবে বসেছো, যে দুনিয়ার পেছনে তোমরা পাগল ও উন্মাদের মতো হন্যে হয়ে ছুটছ সে দুনিয়া মূলত ক্রীড়া কৌতুক, জাকজমক আর প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই নয়। আমরা অনেক সময় শিশুদেরকে ছোট ছোট গাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখি। তাদেরকে অনেক সময় বলিও, বাচ্চা মানুষ, গাড়ি নিয়ে খেলা করছে। যখন এই শিশুরাই বড় হয় তখন তারা অনেক বড় বড় গাড়ি নিয়ে ব্যবসা করে এবং এই গাড়িকে গর্ব ও অহংকারের বিষয় মনে করে। এখানে আমরা যেমন শিশুদেরকে খেলারত মনে করি, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে আমরা ঠিক তেমনি বালখিল্যতায় মত্ত। আমরা এখানে খেলতামাশায় মগ্ন হয়ে আছি। শিশুরা মাটি দিয়ে ছোট ছোট ঘর তৈরি করে। আমরা বলি, বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। আমরাই যখন মর্মর পাথর দিয়ে অট্টালিকা নির্মাণ করি, তখন আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে দেখে এটাই বলেন– আমরা খেলায় মত্ত আছি।

www.banglakitab.weebly.com

শিশুরা পুতুল নিয়ে বউ জামাই খেলে। আমরা তাদের এই তামাশা দেখে হাসি। বলি, খেলায় কী যে ব্যস্ত! আমরাই যখন নিজেদের ছেলে মেয়েদের বিয়েশাদী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেন– এটা তো কেবলই খেল-তামাশা।

অল্প ক'দিনের এ জীবন। এ জীবন খুবই ক্ষুদ্র। এখানকার সহায় সম্পদ প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। এর মূল্য খুবই সামান্য। এর সময়সীমাও সামান্য।

ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ

এ জীবনের সময়সীমা তিন দিন।

يَوْمُ اَمْسِ مَضٰى

একদিন কেটে গেছে।

مَا بِيَدِكَ مِنْهُ شَيْءٌ

সমগ্র পৃথিবী মিলেও তা ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

يَوْمُ غَدٍ

আরেকদিন– আগামীকাল।

لَاتَدْرِيْ اَتُدْرِكُهُ اَمْ لَا

কেউই জানে না সে কি আগামীকাল পাবে, না পাবে না।

يَوْمٌ اَنْتَ فِيْهِ

আরেকদিন– যা আমি পার করছি।

এই তো আমার জীবন। এই জীবন তো কেবলই প্রতারণা। যদি আমি জীবনের এই সামান্য তিনটি দিন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে কাটাতে পারি, তাহলেই আমার জীবন সফল। আর যদি তাঁর নাফরমানিতে হারিয়ে

www.banglakitab.weebly.com

যাই তাহলে সব ব্যর্থ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মরণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্বাধীনতা দেননি। স্বাধীনতা দেননি বেঁচে থাকার ক্ষেত্রেও। আমরা ইচ্ছে করলেই নারী কিংবা পুরুষ হতে পারি না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের অধিকারও দেননি। বরং তিনি নিজেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন– বান্দা! তোমাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সুতরাং আমাকে সন্তুষ্ট করেই আমার কাছে এসো।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্যে– যেন তারা কেবল আমারই ইবাদত করে। [যারিয়াত : ৫৬]

আমাকেই একমাত্র প্রভু হিসেবে মেনে নাও। আমার আনুগত্যের ভেতর দিয়েই আমার কাছে ফিরে এসো। হাদীসে কুদসীতে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন–

يَا ابْنَ آدَمَ! خَلَقْتُكَ لِعِبَادَتِيْ فَلَا تَلْعَبْ

হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তুমি খেলাধুলা করে জীবনটা বরবাদ করে দিও না।

ঘরের জন্যে ছোটাছুটি, ফ্যাক্টরির জন্যে ছোটাছুটি, বাংলোর উদ্দেশ্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো, সোনা-রূপা আর মূল্যবান পোশাক আশাকের নেশায় পাগলের মতো ঘুরাঘুরি– এ কেবলই খেল-তামাশা। আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তুমি তোমার উপরটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে– এ জন্যে আমি তোমাকে সৃষ্টি করিনি। তুমি তোমার ভেতরটাকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ কর যেন তোমাকে আমার ভালো লাগে। আমি যেন তোমার অন্তরে ঠাঁই নিতে পারি।

www.banglakitab.weebly.com

আত্মার বিশালতা

আল্লাহ তাআলা এ কথাই বলেছেন– আমি আকাশ ও পৃথিবীতে আসন নিই না। কারণ, এ তো খুবই ক্ষুদ্র স্থান। কিন্তু বান্দা! আমি তোমার হৃদয়কে এতটা বিশাল করে সৃষ্টি করেছি, যদি কখনও আসন নিই, তোমার হৃদয়ে নিই। আমার একটি আরশ উপরে আরেকটি আরশ নিচে। উপরে এক আরশ– যেখানে আমি আমার সিংহাসন স্থাপন করেছি। আর নিচে আমার একটি আরশ– যেখানে তোমার হৃদয়। এটাও আমার আরশ।

أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ

ভগ্ন হৃদয় আমার আরশ।

এই হৃদয় যতটাই ভগ্ন হয়, যতটা প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র হয় ততটাই আমার কাছে প্রিয়। এ হৃদয় যত ভাঙ্গা থাকে আমি ততই তার কাছে আসি। আমি সেখানে অবতরণ করি। অতঃপর একটা সময়ে গিয়ে–

كُنْتُ سَمْعًا الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهَا

بَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصُرُ بِهَا

يَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا

رِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا

আমি তার কান হয়ে যাই– যে কানে সে শুনতে পায়। আমি তার চোখ হই– যে চোখে সে দেখতে পায়। আমি তার হাতে পরিণত হই– যে হাতে সে ধরে। আমি তার পায়ে পরিণত হই– যে পায়ে সে চলে।

অর্থাৎ বান্দার হৃদয়ে আমার যাতায়াত যখব বেড়ে যায়, তখন একটা সময়ে গিয়ে তার সর্বত্র আমার উপস্থিতি থাকে। আমি তখন আমার বান্দার শরীরের পরতে পরতে আমার ভালোবাসার ঝর্নাধারা প্রবাহিত করি। তখন তার ভেতর বাইর সর্বত্রই কেবল নূর আর নূর পরিলক্ষিত হয়। বান্দা তার ভগ্ন পবিত্র আত্মায় যখন আমাকে বারবার আসার সুযোগ করে দেয় তখন

www.banglakitab.weebly.com

আমি তার জীবনকে এমনভাবে গড়ি তুলি– যে কেউ তার সান্নিধ্যে আসে সে সেখানে আমার ভালোবাসার উষ্ণতা অনুভব করে। অনুভব করে এখানে এমন কিছু আছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আমরা যেভাবে কোন ধনী মানুষের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উপলব্ধি করি, এখানে কোন বিত্তবান মানুষ বসবাস করে। কোন ঝুপড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় সহজেই বুঝতে পারি, এখানে কোন অসহায় দরিদ্রের বাস। সত্যিই যে হৃদয়ে আল্লাহ বাস করেন, সে হৃদয়ের চাইতে ধনী ও বাদশাহ এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে পুরুষ হোক কিংবা নারী।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

শ্রেণীগতভাবে নারী ও পুরুষ আমরা অবশ্যই স্বতন্ত্র। নারীর কর্মক্ষেত্র আলাদা, পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু জীবন-লক্ষ্যের বিচারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একজন নারীর জীবনে সর্বোচ্চ আরাধ্য হবে– আমার হৃদয় যেন হয় আল্লাহর আরশ। একজন পুরুষের জীবনেও সর্বোচ্চ কামনা হবে– আমার হৃদয়ে যেন বারবার উপস্থিত হোন আমার আল্লাহ।

আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করা, পবিত্র করা– এটা নারীরও কর্তব্য। একজন নারী তার আত্মাকে পবিত্র করার মধ্য দিয়েই আল্লাহকে আমন্ত্রণ জানায়। চোখকে অন্যায় কাজ থেকে পবিত্র রাখার মধ্য দিয়ে আমন্ত্রণ জানায় আল্লাহকে। একজন নারী যখন তার কানকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখে তখন সে কানে সে আল্লাহকেই আমন্ত্রণ করে। আল্লাহ তাআলা একজন নারীকেও এই একই কর্তব্য আরোপ করেছেন– তুমি তোমার সমগ্র দেহ মন গুনাহ থেকে পবিত্র কর। তাহলে আমি পরিপূর্ণরূপে তোমাতে অবতীর্ণ হব।

আল্লাহর সঙ্গ

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

যে অন্তরে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ হন সে অন্তরের সামনে পৃথিবীর বড়

www.banglakitab.weebly.com

বড় রাজা-বাদশাহরাও এসে নত হতে বাধ্য। সে অন্তরের সামনে পৃথিবীর শক্তিমানরা এসেও কম্পিত হয়। কারণ, এ অন্তরে সমগ্র বাদশাহদের বাদশাহ অবস্থান করছেন।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ

আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই।[মায়িদা : ১২০]

আল্লাহ আসমান ও জমিনের বাদশাহ। আল্লাহ তাআলার হুকুম ব্যতীত এই বিশ্ব জাহানের কিছুই হয় না, হতে পারে না।

مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।[আনআম : ৫৯]

এখানকার অতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র প্রতিটি বিষয় তাঁর সামনে উদ্ভাসিত। এত মহান ও বিরাট বাদশাহ মানুষের অন্তরে আসন গ্রহণ করার জন্যে দাবি করেছেন। বিষয়টি খুবই সহজ। দাবি এসেছে, উপর দিক থেকে। বান্দা, তুমি আমার কাছে আসো, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। তুমি আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর। অবশ্যই তুমি আমাকে পাবে। আমি তোমাকে অবশ্যই ধরা দিব।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আজ আমাদের সবচে' বড় অভাব হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবন সাধনার লক্ষ্য নন। আমাদের জীবন ও সাধনার লক্ষ্য হলো আমাদের প্রবৃত্তি ও পার্থিব সহায় সম্পদ। কিছু সম্পদ ও কিছু কামনাকে টার্গেট করে আমরা ছুটে চলেছি। যেহেতু মুসলমান তাই মাঝে মধ্যে নামাযও পড়ি, কখনও বা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করি। মাঝে মধ্যে অসহায় দরিদ্রেরও কিছু দান খয়রাত করি। সময় পেলে হজ উমরাও করে নিই। কিন্তু আমাদের অন্তরের দৃষ্টি আল্লাহর দিকে নয়। বরং অন্তর বসে আছে আল্লাহ ছেড়ে অন্যমুখী হয়ে।

আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ তাআলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর নারী ও

www.banglakitab.weebly.com

পুরুষদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর কাছে একবার এক মহিলা এসে বললো- হযরত! আল্লাহ তাআলা যদি পর্দার বিধান না দিতেন, পরপুরুষের সামনে নারীর চেহারা উন্মোচনে যদি বাধা না দিতেন তাহলে আমি আমার নেকাব সরিয়ে দেখাতাম, আল্লাহ আমাকে কী রূপ দিয়েছেন! অথচ তারপরও আমার স্বামী আরেকটি বিয়ে করতে চায়। এ কথা শোনার পর হযরত জিলানী (রহ.) আবেগে মূর্ছিত হলেন এবং পড়ে গেলেন। ভাববার বিষয়, হযরত জিলানী একজন নারীর এমন একটি ক্ষুদ্র কথায় কেন হুশ হারিয়ে ফেললেন? যখন তিনি সচেতন হলেন তখন উপস্থিত লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দেখ, এ একজন সাধারণ মাখলুক! একজন সাধারণ নারী। সেও তার ভালোবাসায় অংশীদারিত্ব মেনে নিতে পারছে না। এবার বল, সমগ্র জাহানের যিনি বাদশাহ তিনি কি করে ভালোবাসায় অংশীদারিত্ব মেনে নিবেন?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমরা যদি চোখে রক্তকান্নাও কাঁদি তবুও আমাদের এই ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে পারবো না। চল্লিশ বছরেও হয়তো আমরা এমন একটি সিজদা করতে পারিনি যে সিজদায় কেবলই ছিল আল্লাহর ধ্যান। সেখানে অন্য কারও ধ্যান ছিল না।

যে অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা নেই, যে হৃদয় পাপের স্বাদে সদা আমোদিত, যে চোখ পাপের নেশায় সদা আকুল, যে কর্ণকুহর পাপের স্বাদে চির অভ্যস্ত, যে অস্তিত্বের পরতে পরতে মিশে আছে পাপের কণিকা- সে তো কখনও ভাবতে পারে না, কালই আমাকে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে হবে। অন্তরে যদি একটি আঘাত লাগে তাতেই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য হাতছাড়া হয়ে যায়। আর এখানে আক্রান্ত মাথা থেকে পা পর্যন্ত। শরীরের প্রতিটি অস্তিত্ব আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় নিমগ্ন। শরীরের প্রতিটি পশম আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় ডুবে আছে। জিহ্বা সদা মিথ্যা বলে যাচ্ছে। চোখ যা দেখছে তার সবটাই পাপ। কান মিথ্যা শোনে যাচ্ছে, হাত অবিরাম করে যাচ্ছে জুলুম। পা ভুল পথে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত। আর এসব নিয়েই উপস্থিত হতে হবে আল্লাহ তাআলার দরবারে।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদের কিছুটা হলেও সচেতন হওয়া উচিত। মদ্যপও মাঝে মধ্যে হুশ ফিরে পায়। আমরা কেমন নেশায় আক্রান্ত হয়ে আছি– আমাদের সামান্য সময়ের জন্যেও হুশ হচ্ছে না! জীবনের পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে, ষাট বছর কেটে গেছে অথচ এখনও আমাদের হুশ ফিরে আসেনি। জানি না, কোন দিকে যাচ্ছি। কার সামনে আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। এমন এক সত্তার সামনে আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে, যেখানে ভালো মন্দ নিজে নিজেই আলাদা হয়ে যায়। এখন আল্লাহ তাআলা আমাদের সমস্ত পাপ তাপ ঢেকে রেখেছেন, আবৃত্ত করে রেখেছেন। কাল তা উন্মোচিত করে দেবেন।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ فَمَالَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَانَاصِرٍ

যেদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে সেদিন তার কোন সামর্থ থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না। [তারিক : ৯-১০]

আল্লাহ তাআলা যখন পর্দা সরিয়ে দেবেন তখন আর কেউ বাঁচাতে পারবে না, সাহায্য করারও কেউ থাকবে না। আজ ঢেকে রেখেছেন, কাল সবকিছু খুলে দেবেন। সেদিনকার লাঞ্ছনা হবে ভয়াবহ। আজ আল্লাহ তাআলাই আসমান ও জমিনের বাদশাহ। সমগ্র জাহান তাঁর প্রতি সমর্পিত। তাঁর কোন শরীক নেই।

لَيْسَ مَعَهٗ وَزِيْرٌ- وَلَا مُشِيْرٌ- وَلَا مُدَبِّرٌ

তাঁর কোন উজির নেই, পরামর্শদাতা নেই, পরিচালক নেই।

তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই, শরীক নেই, তুলনা নেই, সঙ্গী নেই, তাঁর আগেও কেউ নেই, পরেও কেউ নেই। তাঁর উপরও কেউ নেই, নীচেও কেউ নেই। তিনি অনাদি তিনি অনন্ত। তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে।

اَيْنَ مَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

www.banglakitab.weebly.com

যেদিকেই তোমরা মুখ ফেরাও না কেন সেদিকই আল্লাহর দিক। [বাকারা : ১১৫]

তিনি সকল দিক ও আকৃতির উর্ধ্বে। তাঁর কোন রঙ নেই। তিনি সকল দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে।

لَاتَأْخُذُهٗ سِنَةٌ

তাঁকে তন্দ্রা পায় না। ঘুম পায় না। [বাকারা : ২২৫]

يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

তিনিই আহার্য দান করেন। কিন্তু তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না। [আনআম : ১৪]

তিনি নিজে খান না, অন্যকে খাওয়ান। নিজে ঘুমান না, সকলকে ঘুম দান করেন। আরাম দান করেন, কিন্তু নিজে আরাম করেন না। তিনি আরাম আয়েশ থেকেও পাক।

لَا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ

তাঁকে কোন দৃষ্টি দর্শন করতে পারে না।

لَاتُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ

কোন ধারণা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

لَايَصِفُهُ الْوَاصِفُوْنَ

কারও পক্ষেই তাঁর যথার্থ প্রশংসা করা সম্ভব নয়।

لَاتُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ

তাঁকে কেউ প্রভাবিত করতে পারে না।

وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

তিনি কোন কিছুকেই ভয় করেন না।

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

তাঁর কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কারও অধিকার নেই।

وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ

অথচ অন্য সকলকেই তাঁর সামনে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

اَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ

তিনিই সর্বোচ্চ স্মরণীয় সত্তা।

اَحَقُّ مَنْ عُبِدَ

তাঁর চাইতে অধিক ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই।

اَنْصَرُ مَنِ ابْتَغٰى

তাঁর চাইতে বড় সাহায্যকারী আর কেউ নেই।

اَرْءَفُ مَنْ مَلَكَ

তাঁর চাইতে বড় অনুগ্রহকারী আর কেউ নেই।

اَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ

তাঁর চাইতে বড় দানশীলও কেউ নেই।

দুই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর দান

হাশরের ময়দানে দুই ব্যক্তিকে দোযখ থেকে বের করে আনবেন। বলবেন, পুনরায় দোযখে চলে যাও। একজন দৌড়ে যাবে এবং গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দ্বিতীয়জন যেতে যেতে বারবার পেছনের দিকে ফিরে তাকাবে।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তাআলা যে জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাকে ডেকে আনবেন। আর যে বারবার পেছনের দিকে তাকাচ্ছিল তাকেও কাছে ডাকবেন। বলবেন, তুমি কেন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লে? বলবে, হে আল্লাহ! সারা জীবন তোমার নাফরমানী করেছি, যে কারণে আজ আমি আগুনের মুখোমুখি। ভেবেছি, অন্তত একবার তোমার হুকুম মেনে দেখি, হয়তো এর উসিলায় পার পেয়ে যেতে পারি। দ্বিতীয়জনকে বলবেন, তুমি কেন বারবার পেছনের দিকে দেখছিলে? আরয করবে, হে আল্লাহ! তুমি তো একবার আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসেছো। তোমার দান ও দয়ার কথা আসমান জমিনে সকলেই জানে। আমি বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম কখন তোমার দান আমার দিকে নিবিষ্ট হয়। আর আমি কখন নাজাতের ফয়সালা পাব। আল্লাহ তাআলা তখন উভয়কে লক্ষ করে বলবেন– যাও, তোমরা বেহেশতে চলে যাও।

এই তো আমাদের আল্লাহ! তাঁর চাইতে বড় মেহেরবান, তাঁর চাইতে বড় দানশীল কেউ নেই, হতে পারে না। সেই আল্লাহই আমাদেরকে ডাকছেন, তোমরা আমার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলো।

সবই ধোকা

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে মাপতে যেয়ো না। আয়না মানুষকে ধোকা দেয়। টয়লেটে বসে নিজেকে মাপ। মেপে দেখ, তোমার কী আছে?

আয়না ধোকা দেয়।

অফিস ধোকা দেয়।

গাড়ি ধোকা দেয়।

অলংকারে নুইয়ে পড়া হাত ধোকা দেয়।

মাথায় ঝুলন্ত স্বর্ণের টিকলি ধোকা দেয়।

ধোকা দেয় কানের ঝুমকা।

www.banglakitab.weebly.com

দশ হাজার পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনা স্যুট ধোকা দেয়।

একবার বাথরুমে বসে নিজেকে নিয়ে সামান্য ভেবে দেখ– আমি কি, কী আছে আমার? অথচ সমগ্র জাহানের বাদশাহ আমাকে বলছেন, আমার সাথে সম্পর্ক কর। আমার সাথে বন্ধুত্ব গড়। একবার ভেবে দেখ, এই পৃথিবীর কোন রাজা-বাদশাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে হলে তোমাকে কত পথ খুঁজতে হয়। কত মাধ্যম মাড়াতে হয়। অথচ সারা জাহানের বাদশাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ এত অসীম– তাঁর সাথে কেউ বন্ধুত্ব গড়তে চাইলে মুহূর্তেই কেল্লা ফতেহ। অধিকন্তু তিনি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত।

একবার বনী ইসরাইল ভয়ানক দুর্ভিক্ষের শিকার হলো। তারা সদলবলে এসে হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে আরয করলো– হে মুসা! দুআ করে দিন, আল্লাহ যেন আমাদেরকে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দেন। হযরত মুসা (আ.) সত্তর হাজার সঙ্গী নিয়ে বের হলেন। নামায পড়লেন। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও। কিন্তু সূর্যের তাপ বেড়েই চলছে। আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমরা বৃষ্টি প্রার্থনা করছি, আর তুমি সূর্যের আগুন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছ! সূর্যের তাপ ও ক্ষোভ বেড়েই চলেছে।

আল্লাহ তাআলা বললেন–

إِنَّ فِيكُمْ رَجُلًا يُبَارِزُنِىْ بِالْمَعَاصِىْ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ عَامًا

তোমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে চল্লিশ বছর ধরে আমার সাথে পাপের লড়াই করছে।

চল্লিশ বছরে সে আমাকে একবারও ডাকেনি। চল্লিশ বছর ধরে সে আমাকে উত্তেজিত করছে। আমি তাই বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছি। তাকে বল বাইরে এসে দাঁড়াতে। তারপর আমি বৃষ্টি দেব।

হযরত মুসা (আ.) ডাকলেন–

يَا مَنْ عَصَى اللّٰهَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً

www.banglakitab.weebly.com

চল্লিশ বছর ধরে কে আল্লাহর নাফরমানী করছো, বেরিয়ে আস।

পাপী টের পেয়ে গেছে। সে এদিক ওদিক দেখছে। দেখছে কেউ বেরুচ্ছে না। অবশেষে মনে মনে বলতে লাগলো–

لَوْ خَرَجْتُ فَضَحْتُ نَفْسِىْ

যদি বের হই তাহলে চরম লজ্জিত হবো।

বেরিয়ে আসা মানে নিজেকে অপমানিত করা। আর যদি বেরিয়ে না আসি তাহলে বৃষ্টি হবে না। ফলে সবাইকে কষ্ট করতে হবে। এ কথা ভেবে সে গায়ের চাদরে নিজের মুখ আবৃত করে ফেললো। মাথা ঢেকে ফেললো। যেন চোখের পানি কেউ দেখতে না পায়। অতঃপর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে আরয করলো–

اَرْبَعِيْنَ سَنَةً! مَهَّلْتَنِىْ فَجِئْتُكَ تَائِبًا فَاقْبِلْنِىْ

হে আল্লাহ! আমি চল্লিশ বছর তোমার নাফরমানী করেছি। তুমি আমাকে সুযোগ দিয়েছ। কারও সামনে আমার পাপ প্রকাশ করনি। আজ আমি তোমার কাছে তাওবা করছি, তুমি আমার তাওবাকে কবুল কর।

এখনও তার দুআ পূর্ণ হয়নি। আকাশ ছেয়ে গেলো কালো মেঘে। শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। হযরত মুসা (আ.)কে জানিয়ে দিলেন– মুসা! যার কারণে বৃষ্টি বন্ধ রেখেছিলাম, তার কারণেই বৃষ্টি দান করলাম।

এই তো আমাদের আল্লাহ! আসমান ও জমিনের বাদশাহ। দয়া ও অনুগ্রহ তাঁর সীমাহীন। চল্লিশ বছরের পাপ ক্ষমা করে দেন দু'ফোঁটা অশ্রুর বিনিময়ে।

হযরত মুসা (আ.) বললেন– হে আল্লাহ! বল না লোকটা কে?

ইরশাদ করলেন– যখন নাফরমান ছিল তখনই তার নাম প্রকাশ করিনি। আর তাওবা করার পর তার নাম প্রকাশ করে লজ্জিত করবো!

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

সত্যি আমরা বড়ই গাফেল। আমরা বুঝি না পোশাক ও অলংকারে কোন সম্মান নেই। গাড়ি বাড়িতে ইজ্জত নেই। মিল ফ্যাক্টরীতে সম্মান নেই। আমি যদি আমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে আল্লাহকে মানতে পারি, আমার সব কিছু তাঁর আনুগত্যে সমর্পণ করতে পারি– সেটাই আমার ইজ্জত। আমার গায়ে দশ টাকার কাপড় না দশ হাজার টাকার সেটা দেখার বিষয় নয়। আল্লাহ তাআলা যদি আমার অন্তরে এসে ঠাঁই নেন, তাহলে এই পৃথিবীতে আমি কাউকে পরওয়া করি না।

আল্লাহকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে চলার রেওয়াজ আজ হারিয়ে গেছে। মূলত সন্তানের অন্তরে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এই প্রেরণা সৃষ্টি তো ছিল মায়ের কর্তব্য। মায়ের কর্তব্য ছিল সে তার সন্তানকে শৈশবেই বুঝাবে– তোমার সৃষ্টি কেবলই আল্লাহ তাআলার জন্যে। মা বলবেন, পুত্র আমার! তুমি আল্লাহ তাআলার আমানত। তোমার জীবন উৎসর্গ হবে কেবলই আল্লাহর জন্য। সন্তান মায়ের কোলে বসেই এই দীক্ষা পাবে। সন্তানকে এই দীক্ষা দেবে তার বাবা। বেদনার বিষয়, আজকাল আমাদের মা-বাবাগণই দৃষ্টিহীন। এক দৃষ্টিহীন কী করে অন্যকে পথ দেখাবে?

মা-বাবা আজীবন পূজা করেছেন অর্থের। সন্তানকেও শিখিয়েছে অর্থের পূজা।

মা-বাবা আজীবন কাঙাল ছিল বস্ত্র ও অলংকারের। সন্তানকেও কাঙাল করেছে বস্ত্রের, কাঙাল করেছে অলংকারের।

হযরত হাবীব (রা.)-এর শাহাদাত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে উমারাহ (রা.)-এর পুত্র হযরত হাবীব (রা.)কে পাঠিয়েছিলেন মুসাইলামা কায্যাবের কাছে। মুসাইলামা নবুওয়তের দাবি করেছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাবীব (রা.)কে বলেছিলেন– মুসাইলামাকে গিয়ে বল, সে যেন তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে। মুসাইলামা হযরত হাবীব (রা.)কে আটকে ফেললো। হযরত হাবীব

www.banglakitab.weebly.com

(রা.) মুসাইলামার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি, সময় আছে, তাওবা কর।

মুসাইলামা বললো, তুমি কি স্বীকার কর আমি আল্লাহর রাসূল?

হযরত হাবীব (রা.) বললেন–

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

বললো, বলো আমি আল্লাহর নবী।

বললেন, না, তুমি আল্লাহর নবী নও।

মুসাইলামা হযরত হাবীব (রা.)-এর একটি হাত কেটে দিল। তারপর বললো– এবার সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর নবী।

হযরত হাবীব (রা.) বললেন– না, সাক্ষ্য দেব না।

সে হযরত হাবীব (রা.)-এর দ্বিতীয় হাত কেটে দিল। বললো, এবার সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর নবী।

হযরত হাবীব (রা.) বললেন– না, আমি এই সাক্ষ্য দেবো না।

মুসাইলামা তাঁর একটি পা কেটে দিল। বললো, এবার সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর নবী।

হযরত হাবীব (রা.) বললেন– না, আমি এই সাক্ষ্য দেবো না।

এবার মুসাইলামা তাঁর দ্বিতীয় পা কেটে দিল। বললো, আমার নবুওয়তের সাক্ষ্য দাও।

হযরত হাবীব (রা.) বললেন– না, আমি তোমার নবুওয়ত মানি না।

মুসাইলামা তাঁর জিহ্বা টেনে বের করে কেটে দিল। বললো, এবার বল, আমি আল্লাহর নবী।

হযরত হাবীব (রা.) মাথায় ইংগিত করে বললেন, মানি না।

তারপর খঞ্জর দিয়ে শরীরের গোশত এমনভাবে কেটে আলাদা করতে লাগলো কসাই যেভাবে জবাই করা পশুর গোশত একটু একটু করে

www.banglakitab.weebly.com

আলাদা করে।

হযরত হাবীব (রা.) এ ভয়ানক কষ্টের ভেতর দিয়ে তড়পাতে তড়পাতে জীবন বিলিয়ে দেন, তবুও মুখে এ কথা স্বীকার করেননি– মুসাইলামা আল্লাহর নবী।

কী বীভৎস মৃত্যু! যখন তাঁর মায়ের কাছে এ সংবাদ পৌছানো হয়েছে– তোমার ছেলেকে টুকরো টুকরো করে মারা হয়েছে, তাঁর হাত কেটে দেয়া হয়েছে, পা কেটে দেয়া হয়েছে, জিহ্বা কেটে দেয়া হয়েছে, জবাই করা ছাগলের মতো তাঁর শরীরের গোশত একটু একটু করে ছিন্ন করা হয়েছে। তারপর হযরত উম্মে উমারাহ (রা.) কী বলছেন– এটাই ভাববার বিষয়। স্বীয় সন্তানের এই নির্মম শাহাদাতের গল্প শোনে মা উম্মে উমারাহ (রা.) বলেছিলেন–

لِهٰذَا الْيَوْمِ اَرْضَعْتُهٗ

> এই দিনটি দেখার জন্যেই আমি তাকে দুধ পান করিয়েছিলাম।

আজ পৃথিবীতে এই মায়েরই অভাব। মা আছে, কিন্তু এই মা নেই। উম্মত এখন বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে। আমাদের মায়েরা যেন মা হয়েও মা নন। তারা আজ দিশেহারা পথহারা। তাই তাদের গর্ভ থেকেও জন্ম নিচ্ছে পথহারা সন্তান। আয়েশি উন্মাদ বিত্তপাগল সন্তান।

একদা যারা রাতের বেলা অশ্রুসজল কান্নায় আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে দিতো, যাদের কান্না দেখে আকাশের ফেরেশতাদেরও কান্না পেত তারা আজ কোথায়? যে নারীদের কান্না একদা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা নিজের পক্ষে নামিয়ে নিয়ে আসতো, আজ সে নারী কোথায়?

হযরত খাওলা (রা.)-এর ফরিয়াদ

হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা (রা.)কে তার স্বামী তালাক দিয়ে বসলেন। যিহার তালাক। জাহেলি যুগে প্রচলিত তালাক। নিজের স্ত্রীকে 'তুমি আমার মায়ের মতো' এই জাতীয় কথার দ্বারা তালাক দেয়ার রেওয়াজ ছিল।

www.banglakitab.weebly.com

একবার এই ধরনের তালাক দিলে তাকে আর ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা ছিল না। স্বামীর মুখে এ কথা শুনতেই হযরত খাওলা (রা.) ছুটে এলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে। আরয করলেন, হে রাসূল! আমার স্বামী আমাকে যিহার তালাক দিয়েছে। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।

এটা ছিল জাহেলি যুগের তালাক। শরীয়তে তখনও এ সম্পর্কিত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন রেওয়াজ মাফিক বলে দিলেন- তালাক হয়ে গেছে।

হযরত খাওলা (রা.) আরয করলেন, তাহলে আমি এখন কোথায় যাব?

সন্তান প্রসব করতে গিয়ে আমার পেট দীর্ণ হয়ে গেছে।

আমার বয়সও এখন অনেক।

মা-বাবা মরে গেছেন।

যৌবন হারিয়ে গেছে। আমার ধন-সম্পদও ফুরিয়ে গেছে।

এখন আমি কোথায় যাব?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তালাক তো হয়ে গেছে।

হযরত খাওলা (রা.) আরয করলেন, হে রাসূল! এই বিধান রহিত করে দিন।

তার অনুরোধের পিঠে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কথা বলতে পারলেন না। মাথা নুইয়ে বসে রইলেন।

এবার হযরত খাওলা (রা.) বললেন, হে রাসূল! আপনি যদি আমার কথা না রাখেন তাহলে আমি নিজেই আমার আল্লাহকে আমার কথা বলবো। তারপর তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন এবং অশ্রুসজল চোখে প্রার্থনা করলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لِىْ صِبْيَانًا صِغَارً...

হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমার ছোট ছোট কয়েকজন

www.banglakitab.weebly.com

সন্তান রয়েছে। যদি আমি তাদেরকে আমার কাছে রাখি তাহলে তারা ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। আর যদি আমার স্বামীর কাছে ছেড়ে দিই তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হে খোদা! তুমি আমার পক্ষে ফায়সালা দাও।

হযরত খাওলা (রা.) এ কথা বলেননি, তোমার যা খুশি ফায়সালা কর। বলেছেন, তুমি আমার পক্ষে ফায়সালা দাও।

আল্লাহ তাআলা হযরত খাওলা (রা.)-এর এই দুআর প্রেক্ষিতে সাধারণ ফয়সালা পাঠাননি। বরং কুরআন পাঠিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে কুরআন থাকবে, আটাশ পারা থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই উম্মত হযরত খাওলা (রা.)-এর এই কাহিনী শুনতে থাকবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গীত গাইতে থাকবে।

হযরত খাওলা (রা.) প্রার্থনারত। এখনও তিনি হাত নামাননি। তাঁর কান্না আরশের দরজা খুলে দিয়েছে। ছোটে এসেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। এসে জানিয়েছেন, একজন নারীর দরদভরা কান্না আল্লাহর আরশকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে ওহী অবতরণের নিদর্শন ছাপিয়ে উঠেছে। হযরত আয়েশা (রা.) হযরত খাওলাকে বললেন, হাত নামাও। ওহী এসে পড়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর ঘামে সিক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি শরীরের ঘাম মুছলেন। বললেন, খাওলা! তোমাকে মুবারকবাদ! তোমার আল্লাহ তোমার পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন।

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا

আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করছে। [মুজাদালা : ১]

وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللهِ

এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদও করছে। [প্রাগুক্ত]

www.banglakitab.weebly.com

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا

আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন। [প্রাগুক্ত]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাক মেনে নিচ্ছিলেন। হযরত খাওলা (রা.) অস্বীকার করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা এই কাহিনী দেখছিলেন, শুনছিলেন। অতঃপর ঘোষণা করে দিলেন–

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّاهُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط
اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِىْ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا
مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ٥

তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে যিহার করে তারা জেনে রাখুক– তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নন; যারা তাদেরকে জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মাতা। তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপমোচনকারী ও ক্ষমাশীল। [মুজাদালা : ২]

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

ঈমান ও নেক আমলের চর্চাই চিরন্তন। চিরন্তন আল্লাহর ভয়। সত্য ও সত্যের আলোচনাই বেঁচে থাকে। এই পৃথিবীতে কত বড় বড় শাহজাদী মাটির সাথে মিশে গেছে। আজ তাদের নাম নেয়ার মতো কেউ নেই। এই পৃথিবীতে কত বড় বড় রাজা বাদশাহ মাটির নিচে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের নাম নেয়ার মতো আজ কেউ নেই। কিন্তু যারা নিজেদেরকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জন্যে উৎসর্গ করেছেন, এ পথে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন, নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছেন– আল্লাহ তাআলা তাঁদের আলোচনাকে অমর করে দিয়েছেন। তাঁদের নাম ও আলোচনা কোনোদিন হারাবে না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আজ পৃথিবীর প্রতিটি নারী ও পুরুষের সবচে' বড় সমস্যা হলো; বরং সবচে' বড় বিপদ হলো তাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নেই। এই যে আমরা

www.banglakitab.weebly.com

তাবলীগের নামে মেহনত করে যাচ্ছি, পৃথিবীময় ঘুরে ফিরছি। বলছি, নারী পুরুষদের একত্রিত কর। কিন্তু কেন এই একত্রিতকরণ? আমাদের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য কি? এখানে আমরা কিছু কথা শুনানোর জন্যে একত্রিত হইনি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আমাদের লক্ষ্য স্থির করা। আমরা লক্ষ্য হারা হয়ে পড়েছি। আমরা আমাদের টার্গেট থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি।

পথ নেই, পথিক নেই।

রাহবর নেই, মনযিলও নেই।

আমাদের হাতে পাথেয় নেই, আমরা কাফেলা থেকেও ছিন্ন হয়ে পড়েছি। সামনের পথ জানি না। পেছনের পথও হারিয়ে ফেলেছি।

পথ ও পাথেয় হারা মুসাফির আমরা।

আমরা সেই মুসাফির যে তার কাফেলা থেকে ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সামনে দীঘল কালো রাত। সে তার মনযিল জানে না। পথহারা এই অন্ধ মানবতাকে আল্লাহর পথ দেখানোই তাবলীগী প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। আমাদের মূল টার্গেট হলো, আমাদের প্রতিটি নারী ও পুরুষ যেন তাদের জীবনের টার্গেট খুঁজে পায়।

আমাদেরকে এক অদ্ভুত নেশা পেয়ে বসেছে। এই নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাঁকে উদ্দেশ্য বানিয়ে জীবন পার করতে হবে। আল্লাহর জন্যে মরতে শিখতে হবে। আল্লাহর জন্যে বাঁচতে শিখতে হবে। আনন্দ বেদনা সবটাই হবে আল্লাহর পছন্দ মাফিক। কিছু প্রকাশ করলে তাঁকে খুশি করার জন্যেই করতে হবে। কিছু গোপন করলে সেটাও হবে তাঁর পছন্দের জন্যেই। আমরা যদি মানুষের দৃষ্টিতে আমাদেরকে বিচার করি, তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদেরকে বিচার করতে হবে, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে।

একজন মেয়েকে কনে সাজানো হচ্ছে। তার বান্ধবীরা প্রাণপণে তাকে সাজাবার চেষ্টা করছে। সাজাবার পর বলছে, মাশাআল্লাহ! খুবই চমৎকার লাগছে। এ কথা শোনে মেয়েটি কাঁদতে লাগলো। বলতে লাগলো,

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের চোখে সুন্দর লাগা দিয়ে আমার কি হবে? আমি যার কাছে যাচ্ছি, তার চোখে যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর না হব ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এ এক অন্ধ পৃথিবী। এটা পাগলদের জগত। এই জগত উন্মাদদের। এই জগত আহম্মকদের। এটা মূর্খদের দুনিয়া। এদের চোখে উতরে যাওয়াটা কোন সফলতার বিষয় নয়। আমরা যদি মহান মালিকের দৃষ্টিতে উতরে যেতে পারি, তবেই না আমাদের জীবন সফল। আমরা যদি তাঁর দৃষ্টিতে উতরে যেতে পারি, তাহলে এই পৃথিবীর কেউ আমাদেরকে জানুক আর নাই জানুক, মানুক আর নাই মানুক, দেখুক আর নাই দেখুক, জিজ্ঞেস করুক আর নাই করুক, কাছে টানুক আর দূরে ঠেলে দিক, ভালোবাসুক আর ঘৃণা করুক, সালাম দিক আর ধিক্কার দিক– তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের সংকট তো কেটে গেছে। আমাদের জীবন সফল। আমরা আমাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি। এটাই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে হবে আমাদের সকলকে।

এই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে হবে মিল ফ্যাক্টরীর মালিকদেরকে।

এই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে হবে আমীর গরীব যুবক বৃদ্ধ এবং নারী পুরুষ সকলকে।

আমাদের চিন্তায় আমাদের চেতনায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মিশে যেতে হবে।

হযরত উমর (রা.) রাতের বেলা বেরিয়েছেন মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে। এক বৃদ্ধা বসে বসে চরকা কাটছে আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মরণে কবিতা আবৃত্তি করছে।

عَلَيْكَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُ اللهِ

হে রাসূল! আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক।

www.banglakitab.weebly.com

জানি না তাঁর সাথে মিলন হবে কি না।

মৃত্যু কারও আগে আসে, কারও পরে।

আহা! আমি যদি সেদিনটি দেখতে পেতাম,

যেদিন আমি সঙ্গ পাব তাঁর!

তাঁর সাথে আমার জান্নাত নসীব হোক।

হযরত উমর (রা.) বাইরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধার কবিতা শুনছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। সেখানেই বসে পড়লেন। ঢেকুর তুলে কাঁদতে লাগলেন। তারপর দরজায় টোকা দিলেন।

জিজ্ঞেস করলো, কে?

বললেন, উমর।

বললো, আমার কাছে উমরের কী প্রয়োজন?

বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে দরজা খোল।

বৃদ্ধা দরজা খুলে দিল।

হযরত উমর (রা.) বললেন, তুমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মরণে যে কবিতা আবৃত্তি করছিলে সে কবিতাগুলো পুনরায় আবৃত্তি করে শোনাও এবং তোমার দুআয় আমাকেও শামিল করে নাও।

শিশু বৃদ্ধ নারী পুরুষ সকলেরই প্রেরণা হবে একটা– আল্লাহকে চাই। আল্লাহই আমার একমাত্র টার্গেট। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয় মাহবুব। ডানে বামে দেখার কোনো অবকাশ নেই। দেখার বিষয় হলো, আল্লাহ কী চান।

আল্লাহ তাআলার দাবি একটাই– আমরা যেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনকে অনুসরণ করে চলি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় জীবনী যেন আমাদের পথ চলার একমাত্র পাথেয় হয়। আমাদের প্রতিটি নারী ও পুরুষ এ পথে উঠে আসতে হবে এবং এটাকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসা

উহুদ যুদ্ধের সময় মদীনায় এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত বরণ করেছেন। সংবাদ শোনে হযরত হিন্দ (রা.) অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি খালি পায়ে পাগলিনীর মতো ছুটেছেন উহুদের দিকে। ঘরের চিন্তা নেই, জীবনের চিন্তা নেই। মুখে একটাই জপ– আমার রাসূলের কী হয়েছে? আমার নবী কেমন আছেন? তাঁর স্বামী হযরত আমর ইবনে জামুহ্ (রা.) শহীদ হয়েছেন। তাঁর দুই পুত্র শাহাদাত বরণ করেছেন। শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁর ভাই।

ভেবে দেখুন, যে নারীর স্বামী শহীদ হয়েছেন, যে নারী তার ভাইকে হারিয়েছে, যে নারী তার সন্তান হারিয়েছে– আর সে সংবাদ পথ আগলে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তাঁর একটাই প্রশ্ন– আমাকে বলো, আমার নবী কেমন আছেন?

একজন ডেকে বললো, তোমার পুত্র শাহাদাত বরণ করেছে।
বললেন, আল্লাহর ইচ্ছা। আমাকে বলো, আমার নবী কেমন আছেন?
আরেকজন ডেকে বললো, তোমার ভাই মারা গেছেন।
বললেন, ঠিক আছে। আমার নবী কেমন আছেন?

হযরত হিন্দ (রা.)-এর মুখে একটাই উচ্চারণ, আমার নবী কেমন আছেন? যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে না দেখবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার চোখ শীতল হবে না। আমি স্থির হতে পারবো না। ছুটে যাচ্ছেন উহুদের দিকে। সামনে গিয়ে যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাদর চেপে ধরে আরয করলেন– হে রাসূল! আপনি যখন বেঁচে আছেন তখন আমার সব সম্পদ, আমার সর্বস্ব যদি লুট হয়ে যায় তাতেও আমি খুশি। আপনি আছেন তো আমার সব আছে।

হযরত আসিয়ার দৃঢ়তা

আমাদের সবচে' বড় প্রয়োজন হলো জীবনের লক্ষ্য স্থির করা। আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করাই হবে প্রতিটি নারী ও পুরুষের একমাত্র পণ। এই

www.banglakitab.weebly.com

পৃথিবীর এক আলোচিত বাদশাহ ফেরাউন। ফেরাউন নিজেকে খোদা পর্যন্ত দাবি করেছিল। সুতরাং তার রানীর শান ও মর্যাদা কেমন হবে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই আসিয়া (রা.)ই মুসলমান হয়ে গেলেন। ফেরাউন তাঁকে যতভাবে সম্ভব শাসালো। লোভ দেখালো। কিন্তু অন্তর যখন একবার তার নির্দিষ্ট স্থানে চলে আসে তখন আর কেউ তাকে নাড়াতে পারে না। এই অন্তর তো সৃষ্টিই হয়েছে আল্লাহর জন্যে। এই অন্তরের সৃষ্টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে। এখানে আর কারও কোন অধিকার নেই।

হযরত আসিয়া (রা.) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, আমি আমার প্রভুকে চিনতে পেরেছি। তারপর ফেরাউন তাঁকে বন্দী করলো। তাঁকে ক্ষুধার যন্ত্রণা সইতে হলো। আসলে ঈমান এক অদ্ভুত বিষয়। অদ্ভুত বিষয় আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রেম। এখানে পরিস্থিতি যত প্রতিকূল হয়, ঈমান তত শক্তিশালী হয়। যন্ত্রণা যত বেড়ে যায়, ঈমান ততই গভীরে যায়। এ এক বিস্ময়। ফেরাউনের অত্যাচার বাড়ছে। হযরত আসিয়ার ঈমান বাড়ছে। ফেরাউনের কঠোরতা বাড়ছে, হযরত আসিয়ার ভালোবাসা বাড়ছে। ফেরাউন তাঁকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করছে, হযরত আসিয়া (রা.) ডুব দিচ্ছেন খোদাপ্রেমে। ফেরাউন অবশেষে হুকুম দিলো, তাঁকে দরবারে উপস্থিত কর। তাঁকে বেত্রাঘাত করা হবে।

শাহজাদী হযরত আসিয়া (রা.) জীবনে কখনও একটি শুকনো তৃণও বাঁকা করেননি। মখমল-কোমল কার্পেটের বাইরে পা ফেলেননি। যাঁর কোমর কখনও ফুলশয্যা থেকে আলাদা হয়নি। আজ তাঁকেই আল্লাহ ও তাঁর নবীর ভালোবাসায় বেত্রাঘাত সইতে হচ্ছে। বেত্রাঘাতে তাঁর শরীরের কাপড় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। শরীর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে রক্তের ফোয়ারা। চাবুকে চাবুকে শরীর তাঁর রক্তাক্ত করা হচ্ছে। আর হযরত আসিয়া (রা.) শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন, যত খুশি মার, জীবনে মেরে ফেল; কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবো না।

অবশেষে ফেরাউন কোন উপায় না পেয়ে তাঁকে শূলিতে দেবার নির্দেশ দিল। কি ছিল সেই শূলি? হাত পা কাঠের সাথে চেপে তাতে লোহা গেঁড়ে দেয়া হতো। পৃথিবীর অনেক বড় বাদশাহর সবচে' প্রিয় স্ত্রীর হাতে এবং

www.banglakitab.weebly.com

পায়ে লোহা মারা হচ্ছে। অতঃপর নির্দেশ দিল, তাঁর শরীরের চামড়া তুলে ফেল।

এই নির্দেশ দেয়ার পর হযরত আসিয়া (রা.) আকাশের দিকে তাকালেন এবং এই কাহিনী বড় করুণ–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ

আল্লাহ মুমিনদের জন্যে দিচ্ছেন ফেরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত। [তাহরীম : ১১]

হযরত আসিয়া (রা.) হাত তুলে ফরিয়াদ জানালেন, হে আল্লাহ! তুমি জান আমি একজন দুর্বল নারী। এখন আমার শরীরের চামড়া তুলে নেয়া হবে। এই কষ্ট বরদাশত করার শক্তি আমার কি আছে? হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বেহেশত দেখাও, আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দাও। আমার সেই ঘর হবে তোমার প্রতিবেশীরূপে।

হযরত আসিয়া (রা.)-এর সেই দুআ ছিল সত্যিই অদ্ভুত। আল্লাহ তাআলার সন্নিধান কামনা করে দুআ করেছেন–

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ

হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউনের হাত থেকে। [তাহরীম : ১১]

আল্লাহ তাআলার রহমতের দরিয়ায় জোশ ওঠলো। আকাশের দরজাসমূহ একের পর এক খুলে গেল। আল্লাহ তাআলা রিদওয়ান বেহেশতের রক্ষীকে বললেন, বেহেশতে আসিয়ার জন্যে যে ঘর তৈরি করেছি তাকে তা দেখিয়ে দাও।

হযরত আসিয়া (রা.) বেহেশতে তৈরি তাঁর ঘরের দিকে তাকালেন। ঠোঁটে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠলো। আর তখনই জান বেরিয়ে গেল।

তার পরের কাহিনী শুনুন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াসাল্লাম যখন লক্ষ্য করলেন, হযরত খাদিজা (রা.)-এর সময় ফুরিয়ে এসেছে। তখন বললেন, খাদিজা! বেহেশতে গিয়ে তুমি তোমার সতীনকে আমার সালাম বলো।

হযরত খাদিজা (রা.) বললেন, আমার পূর্বে আবার আপনার স্ত্রী কে?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াকে আল্লাহ তাআলা বেহেশতে আমার স্ত্রী বানিয়ে রেখেছেন।

এই দুনিয়া কেবলই ধোকা

এই পৃথিবীতে আমরা রঙ-তামাশার জন্যে আসিনি। এই পৃথিবী তো কেবলই চলার পথ। এটা ধোকার ঘর, এটা মাছির ডানা। এই দুনিয়াটা মাকড়সার জাল। এটা গাদ্দার। ধোকাবাজ। এর বাইরের দিকটা এক রকম, আর ভেতরটা অন্য রকম। এর আনন্দের পেছনে রয়েছে দুশ্চিন্তার বিশাল আয়োজন। এর প্রতিটি খুশির পেছনে লুকায়িত থাকে বেদনার বিশাল সমুদ্র। এর প্রতিটি সম্মানের পেছনে লুকিয়ে থাকে অপমানের কালো ছায়া। এর ক্ষমতার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে পতনের এক বিশাল আকৃতির সাপ। এই পৃথিবীর জীবনকে মৃত্যু এসে গ্রাস করে নেয়। এখানকার যৌবন খেয়ে ফেলে বার্ধক্য। এখানকার ধন-সম্পদ দারিদ্র্য এসে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এখানকার সুখ বিপদের দমকা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যায়।

দশ তলা বিল্ডিং তৈরি করছো, অথচ তুমি জান না– হয়তো তোমার জন্যে দশ হাত গভীর কবর তৈরি হয়ে আছে। বাজারের সর্বোচ্চ দামী পোশাকটিতেও তোমার মন ভরে না, অথচ তুমি জান না– হয়তো তোমার কাফনের কাপড় বাজারে এসে পড়েছে। এখানে উন্নতমানের সুগন্ধি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছ। হয়তো বা অন্ধকার কবরে তোমার আমার পেট দীর্ণ করে ফেলা হবে। ফলে তার দুর্গন্ধ ছেয়ে যাবে পূর্ণ কবর। আনন্দে উন্মাদ হয়ে আছো, হয়তো তোমার আমার কান্নার আয়োজন সমাপ্ত হয়ে আছে।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমরা আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। আমরা তো কেবলই আল্লাহ তাআলার জন্যে। ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনকে আমাদের জীবনে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। নারী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ বাদশাহ ফকীর সবাইকেই উঠে আসতে হবে এ পথে। আমরা যদি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনকে আপন করে নিতে পারি তাহলেই আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আমরা আল্লাহকে পেয়ে যাব।

সিজদার তাওফিক সকলের হয় না

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাতই হবে আমাদের একমাত্র চলার পথ। তাঁর জীবন আমাদেরকে শিখতে হবে। জানতে হবে তিনি এই পৃথিবীতে কীভাবে জীবন যাপন করেছেন। তাঁর ইবাদত বন্দেগী কেমন ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন−

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ

নামায আমার চোখের শীতলতা।

আমাদের সমাজে এখন কতজন নারী পুরুষ নিয়মিত নামায পড়ে? আমাদের এই মুসলমান সমাজে এমন লাখ লাখ পরিবার আছে, যেসব পরিবারের একজনেরও আল্লাহ তাআলার দরবারে সিজদা করার তাওফিক হয় না। পৃথিবীতে এমন কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে যাদের সপ্তাহেও একবার নামায পড়ার ভাগ্য হয় না। এমন কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে যাদের জুমুআর নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক হয় না। অধিকন্তু পৃথিবীতে কোটি কোটি এমন মুসলমানও রয়েছে যারা জানেই না নামায কি? অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হলো, নামায আমার চোখের শীতলতা।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন−

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে সেই, যে পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং প্রভুর নাম স্মরণ করেছে ও নামায পড়েছে। [আ'লা : ১৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে−

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা বিনয়নম্র নিজেদের নামাযে। [মু'মিনুন : ১]

আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতি সম্পর্কে আরও ইরশাদ করেছেন−

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا

মানুষ তো সৃষ্টিই হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। [মা'আরিজ : ১৯]

মানুষ যদি হাতে পয়সা পায় তাহলে কৃপণ হয়ে পড়ে। অহংকারের সীমা থাকে না।

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ

তবে নামায আদায়কারীগণ এরূপ নয়− যারা তাদের নামাযে সদা প্রতিষ্ঠিত। [মা'আরিজ : ২২−২৩]

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

তারা শয্যা ত্যাগ করে (তাদের প্রতিপালককে ডাকে)। [সিজদা : ১৬]

গভীর রাতে উঠে তারা সিজদাবনত হয়। তাদের আল্লাহু আকবারের ধ্বনি আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাদের কান্না ও আহাজারিতে আরশের দরজা খুলে যায়। আল্লাহ তাদের চোখের পানি দেখে খুশি হন।

www.banglakitab.weebly.com

কেউ রাতের মধ্যপ্রহরে বিছানা ছেড়ে উঠে যাচ্ছে। আবার কত নারী রাতের অন্ধকারে উঠে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার দরবারে সুপারিশ করছে– হে আল্লাহ! কত দিন ধরে কাঁদছে। তুমি এদের ডাক কবুল কর।

আল্লাহ বলেন– এদের কান্না আমার খুবই ভালো লাগছে। আর একটু কাঁদতে দাও। এদের চোখের পানি আমার খুবই প্রিয়।

আবার আমার মতো এমন হতভাগাও আছে– হাত উঠাবার সাথে সাথেই আল্লাহ বলে দেন, এর প্রয়োজন পূরণ করে দাও। আমি এর আওয়াজ শুনতে চাই না। এর দাবি সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করে দাও যেন সে আরেকবার আমার কাছে হাত না পাতে।

কিছু ভাগ্যবান এমনও আছে, অবিরাম কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে আকুল হচ্ছে। তাদের চোখের প্রতিটি ফোঁটা আল্লাহর আরশে সঞ্চিত হচ্ছে। কাল হাশরে এক একটি ফোঁটাকে পর্বতসম করে মাপা হবে।

সিজদায় পড়ে তাদের কান্না
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত
দীর্ঘ রুকু
স্থিরচিত্ত সিজদা এবং

আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বিনিময়– এ সবই চলছে নির্জনে। পৃথিবীর সব মানুষ ঘুমিয়ে আছে। জেগে আছে এই ভাগ্যবানরা। সবাই ঘুমের স্বাদে বিভোর। আর এরা বিভোর আল্লাহর সাথে একান্ত বাকচারিতায়।

আল্লাহর প্রিয় দাসী

হযরত হুসাইন বাগদাদী (রহ.) বাজারে গেছেন। দেখলেন, একজন দাসী বিক্রি হচ্ছে। ভয়ানক কালো। বিক্রেতা বললো, মাথায় কিছুটা গণ্ডগোল আছে। চাইলে নিতে পার। তিনি বলেন, দাসীটির চেহারা দেখে আমার কাছে পাগল মনে হলো না। আমি তাকে কিনে নিলাম।

তখন রাত দুপুর। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম, দাসীটি মুসল্লায় বসে

www.banglakitab.weebly.com

আছে। চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছে। আল্লাহর সাথে একান্তে কথাবার্তা হচ্ছে। আমি নিমগ্ন ধ্যানে তার কথা শুনছিলাম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, সে বলছে– হে আল্লাহ! তুমি যে আমাকে ভালোবাস (এ কথা বলেনি, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি বরং বলেছে, তুমি যে আমাকে ভালোবাস) আমি সেই ভালোবাসার দোহাই দিচ্ছি। এ কথা বলতেই হুসাইন বাগদাদী (রহ.) তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কী বলছো? বলো, হে আল্লাহ! আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সেই ভালোবাসার দোহাই।

দাসী সঙ্গে সঙ্গে বললো, মুহাম্মদ হুসাইন! চুপ কর। তিনিই যদি আমাকে ভালো না বাসতেন তাহলে আমাকে এই মুসল্লায় এনে দাঁড় করাতেন না। আর তোমাকেও ওখানে শুইয়ে রাখতেন না। আমাকে ভালোবাসেন বলেই মুসল্লায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যদি তোমাকে ভালোবাসতেন তাহলে তোমাকেও মুসল্লায় এনে দাঁড় করিয়ে দিতেন। অতঃপর সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, হে আল্লাহ! এতদিন পর্যন্ত আমার রহস্য পর্দাবৃত ছিল। তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কথা কেউ জানতো না। এখন তো মানুষ জেনে ফেলেছে। এখন তুমি আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও। এ কথা বলে সজোরে চিৎকার দিল এবং প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

মুহাম্মদ হুসাইন বাগদাদী (রহ.) বলেন, আমি সম্পূর্ণ ঘাবড়ে গেলাম। খুব ভোরে কাফনের কাপড় কেনার জন্যে বাজারে গেলাম। কাফন নিয়ে এসে দেখলাম, সবুজ রঙের রেশমি কাফনে তার শরীর আবৃত। আর তার উপরে লেখা আছে–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

শোন, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। [ইউনুস : ৬২]

আজ প্রয়োজন প্রতিটি ঘরেই যেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত জীবিত হয়ে উঠে। কোন মুসলমান ঘরের কোন সন্তান যেন বেনামাযী না থাকে। প্রয়োজন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমাজ ব্যবস্থাকে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

www.banglakitab.weebly.com

এখানকার ধনীরাও যেন সরল হয়, সহজ হয়। সরল হয় যেন এখানকার দরিদ্ররাও।

আমাদের সমাজে একজন বিত্তবানের বিয়েতে এক সেট কাপড় খরিদ করার জন্যে যে অর্থ ব্যয় হয় তা দিয়ে দশ জন দরিদ্র মেয়ের বিয়ের আয়োজন করা যায়। একজন ধনীর বৌভাতে যে পয়সা খরচ হয় তাতে একশ'জন গরীব মেয়ের বিয়ে হতে পারে।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

এই পৃথিবীতে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর চাইতে সম্মানিত আর কোন কন্যা জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর সন্তানদের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারী কোন শাহজাদা এই পৃথিবীতে আগমন করেননি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান হোসাইনকে বেহেশতী যুবকদের সরদার বলেছেন। তাঁদের মাকে বলেছেন– ফাতিমা আমার কন্যা, জান্নাতী নারীদের সরদার।

হযরত ফাতিমা (রা.) যখন পুলসিরাত পার হবেন তখন সমগ্র হাশরের মাঠব্যাপী ঘোষণা করা হবে– দৃষ্টি অবনমিত কর, দৃষ্টি নিচু কর। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা পুলসিরাত পার হচ্ছেন। এই যাঁর মর্যাদা তাঁর বিয়ের গল্প শোনাবো? সেই গল্প আমাদেরকে শুনতে হবে। হুবহু অনুসরণ সম্ভব না হলে তার কাছে আসবার চেষ্টা করতে হবে।

বিয়ে হয়েছে মসজিদে। দুই মাস চার মাস অথবা ছয় মাস পর হযরত আলী (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)কে ঘরে তুলে নেবার আবেদন জানালেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে। তুলে দিচ্ছি।

মসজিদে মাগরিব নামায পড়ে ঘরে এলেন। হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, আমি জানতাম না, আজ আমাকে তুলে দেয়া হবে। আমি ঘরের কাজ কাম নিয়ে ব্যস্ত। চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.banglakitab.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আয়মানকে ডাকলেন। বললেন, উম্মে আয়মান! আমার মেয়েকে আলীর ঘরে রেখে এসো।

এ হলো বেহেশতী নারীদের সরদার হযরত ফাতিমা (রা.)-এর স্বামীর বাড়ি যাত্রা। গান বাজনা নেই, ঢোল ঢক্কর নেই, হইচই নেই।

আমাদের নাক অনেক উঁচু হয়ে গেছে। আমাদের নাক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাকের চাইতেও উঁচু। আমাদের কন্যারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যাদের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেছে। ফাতিমা (রা.) যিনি বেহেশতের শাহজাদী– যিনি শাহজাদাদের মা। সকল বাদশাহর বাদশাহ সকল নবীর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা। হযরত আলী মুর্তাজা (রা.)-এর স্ত্রী। তাঁর মতো সম্মানিত নারী কোনোদিন আসেনি, কোনোদিন আসবে না। আর তিনি পায়ে হেঁটে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছেন। ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় আওয়াজ দিয়েছেন। হযরত আলী (রা.) বেরিয়ে এসে দেখেন ফাতিমা দাঁড়ানো। আলী সবিস্ময়ে বললেন, এ কী!

উম্মে আয়মান (রা.) বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়ে দিয়েছেন। নাও, তুমি তোমার আমানত সামলে রাখ।

এ হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গড়া সমাজচিন্তা। আমাদের সমাজকে এ আলোকে গড়তে হবে। আজ যদি আমাদের সমাজের বিত্তবানরা জীবনের এই সহজতায় উঠে আসতে পারে তাহলে আমাদের সমাজে কোন দরিদ্র ক্ষুধার্ত থাকবে না। কোন দরিদ্র তার কন্যার বিয়ে দিতে গিয়ে মানুষের দুয়ারে কেঁদে কেঁদে ফিরতে হবে না। কোন দরিদ্রের মেয়ের বিয়ে আটকে থাকবে না।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা

আমরা যদি অন্যদেরকে সামনে রাখি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। একান্ত যদি কাউকে অনুসরণ করতেই হয় তাহলে তার অনুসরণই করবো– আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com

তাআলা যাঁর নামে কসম খেয়েছেন। যাঁর নেতৃত্বের সাক্ষ্য আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। যাঁর পেছনে সকল নবীকে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যাঁর ঊর্ধ্বগমন নিয়ে আরশ ও পৃথিবী আনন্দিত। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর শক্তি যেখানে শেষ, সেখানেও তিনি অগ্রসরমান। হযরত আম্বিয়া (আ.) যাঁকে অভিবাদন জানাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। যাঁর শুভাগমন উপলক্ষে আকাশকে সজ্জিত করা হয়েছে। ফেরেশতাদেরকে ডেকে আনা হয়েছে তাঁকে অভিবাদন জানাবার জন্যে। এই যাঁর মর্যাদা তাঁর কন্যার মর্যাদা কেমন হতে পারে!

সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে সকল মাখলুকের শক্তি শেষ হয়ে যায়। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর শেষও সিদরাতুল মুনতাহা। নবী-রাসূল ওলী-আউলিয়া সকলেরই শেষ সীমা সিদরাতুল মুনতাহা। অথচ আরশ পর্যন্ত আজ কম্পিত। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করছেন আমার উপর। আবার কোন বেআদবী হয়ে যায় কি না! তাঁর আগমনে আরশও আনন্দে আন্দোলিত। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাত হবে। তাঁর বাহনটি আজ আমার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। আরশের উপর থেকে আজ সিংহাসন নামানো হয়েছে। সিংহাসনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসানো হয়েছে। অতঃপর তাঁকে আরও উপরে তুলে নেয়া হয়েছে। সংকোচিত হয়ে পড়েছে আরশও। আরশও আজ তাঁর সামনে সমর্পিত।

যাঁর সামনে আরশ নিচু হয়ে পড়ে, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে যাঁকে আরশ প্রত্যক্ষ করে, সত্তর হাজার নূরের পর্দা যেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দর্শন লাভের আনন্দে উদ্বেলিত, যেখানে প্রতিটি পর্দা তাঁর কাছে দুআ কামনা করে, নিজেকে সরিয়ে দেয় সেই তো আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ আমাদের নবীর শান। তাঁর মতো শানের অধিকারী কোন নবী আগমন করেননি। তাঁর শান আজ পর্যন্ত কোন প্রশংসাকারী পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে পারেননি। কোন পৃথিবী ব্যক্ত করতে পারেনি, ব্যক্ত করতে পারেননি কোন মুফাস্সির। আমার প্রভুর কসম! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করতে পারবে না। আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করলেও পারবো না। যা কিছু বলা হয়েছে তা খুবই সামান্য। আগামী

www.banglakitab.weebly.com

দিনে যা বলা হবে তাও সামান্য। যাঁর মর্যাদা এত উর্ধ্বে– আরশ যাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে, যাঁর সামনে নস্যি গ্রহ উপগ্রহ ফেরেশতা এবং আরশের নূরের পর্দা। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। মুখোমুখি হয়েছেন, দীদার হয়েছে। এত বিশাল হৃদয়ের অধিকারী– আল্লাহর বড়ত্ব মহত্ত্ব ও বিশালত্বকে নিজের ভেতর গ্রহণ করেছেন। সামান্য ভুলের শিকার হননি। এর চেয়েও বড় সম্মানের কথা হলো, আল্লাহ তাঁকে এভাবে সম্বোধন করেছেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ

হে নবী! তোমার প্রভু তোমাকে সালাম বলছেন।

অতঃপর একান্ত কাছে হওয়া সত্ত্বেও আরও কাছে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

اُدْنُ مِنِّىْ يَا حَبِيْبِىْ يَامُحَمَّدُ

হে আমার হাবীব! হে মুহাম্মদ! আরও কাছে এসো।

অতঃপর সালাম কালাম, একান্তে কথাবার্তা এমন মর্যাদা আর কার আছে?

অনুসরণ করার মতো তাঁর জীবনের চাইতে উত্তম জীবন এই পৃথিবীতে আর কার আছে? তাঁর জীবনকেই তো আমরা অনুসরণ করতে চাচ্ছি। তাঁর জন্যে আমরা যতই কাঁদবো তা খুবই সামান্য। তাঁর জন্যে কাঁদতে পারাটাও আমাদের জন্যে সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রিয় বোনেরা আমার!

যদি কারও জীবনকে অনুসরণই করতে হয় তাহলে তাঁর জীবনই অনুসরণ কর যাঁকে আল্লাহ তাআলা সালাম করেন। যাঁকে আল্লাহ তাআলা এই বলে সান্ত্বনা দেন–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর তুমি সন্তুষ্ট হবে। [দোহা : ৫]

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবকে বলছেন, আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করে দেবো। আর আমাদেরকে বলেছেন— আমাকে রাজি কর। আমাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা কর।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ

> আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই অধিক হকদার যে, তারা তাদেরকেই সন্তুষ্ট করবে। [তাওবা : ৬২]

সন্তুষ্ট কর আমাকে। সন্তুষ্ট কর আমার নবীকে। পক্ষান্তরে নবীকে বলেছেন, 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর তুমি তাতে সন্তুষ্ট হবে।'

আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণের কসম খেয়েছেন।

আল্লাহর অনুগ্রহ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতি ছিল আরশ পর্যন্ত। সেখানে যে কথোপকথন হয়েছে তাও বিস্ময়কর। আল্লাহ তাআলার সমীপে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন সে প্রশ্নও খুবই মজাদার। সে প্রশ্ন প্রেম ও ভালোবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ।

হে আল্লাহ! তুমি ইবরাহীম (আ.)কে খলীল করেছো। মুসা (আ.)কে করেছো কালীম। দাউদ (আ.)-এর হাতে তুমি লোহা নরম করে দিয়েছো। সুলাইমান (আ.)-এর অধীন করেছো বাতাস। ঈসা (আ.)-এর হাতে মৃতদের জীবিত করেছো। আমাকে কী দিয়েছো? আমি তোমার হাবীব!

ইরশাদ হলো—

اَوَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتُكَ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ كُلِّهٖ

> আমি কি তোমাকে এসব কিছুর চাইতে উত্তম কিছু দিইনি?

www.banglakitab.weebly.com

مَا ذُكِرْتُ اِلَّا ذُكِرْتَ مَعِىْ

কেয়ামত পর্যন্ত যখনই আমার নাম উচ্চারিত হবে, তখনই তোমার নামও উচ্চারিত হবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

তুমি কখনও আমার থেকে আলাদা হবে না।

جَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا

اَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ

তোমাকে আমি প্রথম করেছি আবার শেষও তুমি। আর তোমাকে দান করেছি কাওসার।

আমি তোমাকে কুরআন দিয়েছি। তোমাকে সূরা বাকারা দিয়েছি। তোমার উম্মতের বক্ষগুলোকে কুরআন হেফাযতের সিন্ধুক বানিয়েছি। তোমার উম্মতের ছোট ছোট শিশু এমনকি নারীদের হৃদয়েও কুরআন ঠাঁই নিবে। আমি তোমাকে অতীত ভবিষ্যত সকলের সরদার বানিয়েছি। সারা জাহানের রহমত বানিয়েছি।

كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক (বানিয়েছি)।

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। [আহযাব : ৪৫]

www.banglakitab.weebly.com

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। [কালাম : ৪]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবলই রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। [আম্বিয়া : ১৬০]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। [সাবা : ২৮]

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

যিনি তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের কাছে তেলাওয়াত করেন তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। [আলে ইমরান : ১৬৪]

এ সবই পাক কুরআনের বর্ণনা। আল্লাহ তাআলা নিজে তাঁর নবীর প্রশংসা করেছেন। সুতরাং কোন মানুষ যদি আদর্শ হিসেবে কাউকে সামনে রাখতে চায় তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাইতে উত্তম আর কে আছেন?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

সকল ছক ভেঙ্গে দাও। সকল মূর্তি ভেঙ্গে দাও। যদি কোন ছক অনুসরণ করতে হয় তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছক অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেয়া সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ কর। নামায জিন্দা কর। যিকির জিন্দা কর। তেলাওয়াত জিন্দা কর।

একটা সময় ছিল মুসলমানদের প্রতিটি ঘরেই কুরআনের ধ্বনি গুঞ্জরিত

www.banglakitab.weebly.com

হতো। কুরআন তেলাওয়াতের সুর ভেসে আসতো। আল্লাহর স্মরণে কান্নাকাটি আল্লাহর আরশকে কাঁপিয়ে তুলতো। রাত গভীর হলে ফেরেশতাগণ দলে দলে এই উম্মতের ঘরে ঘরে নেমে আসতো কুরআনের তেলাওয়াত শোনার জন্যে। তারা নেমে আসতো রাবেয়া বসরীর তেলাওয়াত শোনার জন্যে। নেমে আসতো আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর তেলাওয়াত শোনার জন্যে। নেমে আসতো হযরত যায়নাব (রা.)-এর তেলাওয়াত শোনার জন্যে। ফাতিমা, উম্মে কুলসুম (রা.)-এর তেলাওয়াত শোনার জন্যে। যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.)-এর তেলাওয়াত শোনার জন্যে। মায়মুনা (রা.)-এর তেলাওয়াত শোনার জন্যে। তারা একে অপরকে ডেকে বলতো, চল আজ অমুকের তেলাওয়াত শুনে আসি। সে ছিল এক স্বর্ণকাল। উম্মতের নারী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ সকলেরই রাত কাটতো আল্লাহর ধ্যানে, আল্লাহর হুযুরে কান্নাকাটি করে।

সবচে' বড় ত্রুটি

আর এখন ফেরেশতাগণ হাতে চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা ঘুরে বেড়ায় কোন ঘরে আল্লাহ তাআলার আযাবের চাবুক মারবে সেই সন্ধানে। একদা যে পৃথিবী আমাদের চোখের পানিতে তৃপ্ত ছিল আজ তা ভূমিকম্পে কম্পমান। এক সময় যে পানি আমাদের দুআর উপর বর্ষিত হতো, আজ সে পানি তুফান হয়ে উঠছে। এক সময় যে ফেরেশতাগণ আমাদের দুআর সাথে এসে আমিন বলতো, আজ তারাই চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদা যে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি ছিলেন পরম মেহেরবান, আমাদের দিকে রোষায়িত চোখ ছিদ্র করে ফেলতেন। আমাদের প্রতি তেড়ে আসা হাত ভেঙ্গে দিতেন। আমাদের বিরুদ্ধে গৃহীত চক্রান্তকে নস্যাত করে দিতেন– সে আল্লাহ তো আজও আছেন। আজও তিনি আমাদের রব। সেই ফেরেশতারাই আজও ফেরেশতা। অথচ সেই উম্মতের রক্ত এখন বন্য প্রাণী কিংবা নিরীহ ছাগলের রক্তের চাইতেও সস্তা। যতটা নির্মমভাবে আজ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে জবাই করা হচ্ছে, ততটা নির্মমভাবে কোন ছাগলও জবাই করা হয় না। যতটা নির্মমভাবে একজন মুসলমানকে খুন করা হয়, ততটা নির্মমভাবে একটি পাখির বাচ্চাকেও জবাই করা হয় না। মূলত আমরাই

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের প্রতি অবিচার করেছি। এটা আমাদের অবিচারেরই পরিণতি। আল্লাহ জালেম নন, জালেম আমরা। আল্লাহর কসম! আজ আমরা এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করার উপযুক্ত নই। আমাদের পাপে এই মাটির পৃথিবী আজ কলংকিত। আমাদের পাপে এই পৃথিবীর আবহাওয়া দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। এখানকার পানি তিক্ত হয়ে গেছে। তারপরও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ছেড়ে রেখেছেন। এটা একান্তই তাঁর অনুগ্রহ।

অসীম রহমত

তাওবা করুন। পুরো উম্মতকে গাফলতের অন্ধকার থেকে বের করে তাওবার দিকে নিয়ে আসুন। অন্যথায় ধ্বংসের পথ উন্মোচিত হয়ে আছে। একবার ভেবে দেখুন, আল্লাহর চাইতে প্রিয় আর কে আছে যাকে আমরা ভালোবাসতে পারি? অথচ তিনি আমাদের অপেক্ষায় আছেন। এক ব্যক্তি সত্তর বছর পর্যন্ত সনম সনম- ভগবান ভগবান বলে ডেকেছে। একদিন ভুলে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো= ইয়া সামাদ! আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা এই বলে সাড়া দিলেন- লাব্বাইক, লাব্বাইক, লাব্বাইক! বান্দা ডেকেছো, আমি উপস্থিত। ফেরেশতাগণ বললো, হে আল্লাহ! এ তো ভুল করে বলেছে। ইরশাদ করলেন- সত্তর বছর অপেক্ষায় ছিলাম, কখনও আমাকে ডাকে কি না! আজ তো ডেকেছে। ভুল করেই হোক।

এই তো আমাদের আল্লাহ। যদি সত্তর বছর ইয়া সানাম, ইয়া সানাম জপকারীকে তিনি এভাবে ভালোবাসেন তাহলে যে ব্যক্তি তাঁকে মানবে তাকে তিনি কীভাবে ভালোবাসবেন? আমাদের কাজ একটাই। মেহেরবান আল্লাহর এই বাণী পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেবো। পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমানের জীবনে এই বরকতময় জীবনকে জাগিয়ে তুলবো।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। আমরা সর্বশেষ উম্মত। তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না। সুতরাং উম্মতের প্রতিটি নারী ও পুরুষকে এই আহ্বান আমাদেরকেই জানাতে হবে। এখনও এই উম্মতের ভেতরটা বিকৃত হয়নি। ঝলসে গেছে শুধু বাইরের দিকটা। যার ভেতরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালেমা

www.banglakitab.weebly.com

আছে তাকে তুচ্ছ ভাবা যাবে না। আজ যে নারীকে দেখে বড়ই পাপিষ্ঠা মনে হচ্ছে, সেই যদি সামান্য একটু অগ্রসর হয় ফেরেশতা তার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। যে তরুণ এখন নৃত্যশালায় নাচ গান ও শরাব নিয়ে ব্যস্ত, সেই যদি এক পা অগ্রসর হয় তাহলে ফেরেশতা তার সামনে মাথানত করতে বাধ্য। তার পেছনে এক বিরাট শক্তি রয়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরাফার ময়দানের দুআ আমাদের সকলের পেছনে রয়েছে। তাই কোন মুসলমানকেই মন্দ ভাবতে নেই। এ উম্মতের মর্যাদা সর্বোচ্চ। এর চাইতে মর্যাদাবান উম্মত পৃথিবীতে কখনও আসেনি। এই উম্মাহর ধমনীতে রয়েছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূর। এরা যতই নিচে নেমে যাক, একবার যদি চোখ খুলে যায় তাহলে উপরের দিকে এমন উড়াল দিবে ফেরেশতাও তাদের সাথে কুলাতে পারবে না।

জাগিয়ে দিল ঈমান

আমেরিকায় একবার জামাত গেছে। বয়ান হলো আরবীতে। আরবরা ছিল। পুরুষদের সাথে কিছু নারীও ছিল। আলোচনার পর একজন তুর্কী মেয়ে উঠে এলো। বললো, আমি একটা কথা বলতে চাই। কিন্তু তোমরা আমাকে ঘৃণা করবে না।

আমি বললাম, আমরা ভালোবাসা শিখি এবং ভালোবাসারই দাওয়াত দিয়ে বেড়াই।

সে বললো, আমি একজন তুর্কী। আমি এই লোকটির কথা শুনেছি। কিন্তু কিছুই বুঝিনি। কারণ আমি আরবী জানি না। অথচ তার একটি শব্দ আমার অন্তরে যেন হাতুড়ির মতো আঘাত করে যাচ্ছে। শব্দটি হলো 'ঈমান ঈমান ঈমান'। এই ঈমান শব্দটি আমার ঈমানকে জাগিয়ে দিয়েছে। এখানে আমি একজন ইহুদী ছেলের সাথে বিয়ে ছাড়াই বসবাস করতাম। আমি আগেই বলেছি, তোমরা আমাকে ঘৃণা করো না। ছেলেটিকে ডাক। যদি সে মুসলমান হয় তাহলে তার সাথেই আমাকে বিয়ে দিয়ে দাও। আর যদি সে

www.banglakitab.weebly.com

মুসলমান না হয় তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আল্লাহর দরবারে তাওবা করছি, আমি এখান থেকে চলে যাব।

আমরা ছেলেটিকে ডাকলাম। তিনদিন পর্যন্ত তাকে ঈমানের দাওয়াত দিলাম। সে সোজা অস্বীকার করে দিল। তারপর মেয়েটিকে ডেকে বললাম, ছেলেটি তো মানছে না। সে ব্যাগ থেকে টিকেট বের করে দেখালো। বললো, দেখ, আমি ইস্তাম্বুলের টিকেট কেটে রেখেছি।

এক তুর্কী মেয়ে! যেখানে দীনের আলো নেই। একটি মাত্র শব্দ ঈমান- তার হৃদয়ের সকল দরজা খুলে দিয়েছে। এ হলো এই উম্মতের যোগ্যতা। তাই কোন মুসলমান পুরুষ কিংবা নারীকে ঘৃণার চোখে দেখতে নেই।

চারদিকে বিষাক্ত হাওয়া

কাদের সাধনায় এক সময় রাবেয়া বসরীর সৃষ্টি হয়েছে? কাদের সাধনায় সৃষ্টি হয়েছে জুনাইদ বাগদাদী? সেদিন এখন নেই। এখন চারদিকে পাপের অথৈ সমুদ্র। চারদিক থেকে ভেসে আসছে গানের আওয়াজ। চারদিকেই অবিরাম পরিবেশিত হচ্ছে বিষের শরবত। আমরা কত যে অসহায়! বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে পারি না। মসজিদে বসে থাকলে সেখানেও গানের আওয়াজ ভেসে আসে। এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের সকলকে একযোগে চেষ্টা করতে হবে। নারী পুরুষ ছোট বড় সকলকে চেষ্টা করতে হবে। এখন আর কোন নবী আসবেন না। সুতরাং দীনের কাজ নারীদের করতে হবে, পুরুষদের করতে হবে। নিজের সন্তানকে প্রস্তুত করতে হবে- যাও, আল্লাহর দীনের বাণী ছড়িয়ে দাও। স্বামীকে পাঠিয়ে দিতে হবে আল্লাহর দীনের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে। ভাইকে পাঠাতে হবে আল্লাহর পথে। কারণ, এখন তো আর নবী আসবেন না। এই দায়িত্ব এখন উম্মতের। মেয়েরা যদি তাদের সন্তানকে পড়াশোনার জন্যে আমেরিকা পাঠাতে পারে, তাহলে তো দীনের জন্যে আল্লাহর পথেও পাঠাতে পারে। এই দীনই তো কবরে তার একমাত্র সঙ্গী হবে। কবরের সঙ্গী আমল। ডাক্তারী আর ইঞ্জিনিয়ারিং তাকে কবরে কী দিবে? বাপ মরে পড়ে আছে। ছেলে জানে না কীভাবে তাকে গোসল দিতে

www.banglakitab.weebly.com

হয়। অপরিচিত মানুষ ডেকে আনে নিজের পিতাকে গোসল দেয়ার জন্যে। ভাববার বিষয়, যে বাবা সন্তানের পেছনে কোটি টাকা খরচ করেছেন আজ তার বিপদের সময় সন্তান তাকে সামান্যও উপকার করতে পারছে না। অন্যকে ডেকে আনতে হচ্ছে, এসো আমার বাবাকে গোসল দিয়ে দাও। মাওলানা সাহেব! আমার বাবার জানাযা পড়িয়ে দিন। মাওলানা সাহেবের অন্তরে তো কোন বেদনা নেই। তার পিতা তো মারা যায়নি। বাবা মরেছে আমার। কর্তব্য ছিল আমি আমার বাবার জানাযা পড়াবো। আমি আমার সন্তানের জানাযা পড়াবো। আমি আমার মায়ের জানাযা পড়াবো। সন্তান যখন মায়ের জানাযা পড়ায়, সে তার মায়ের জন্যে কতটা ব্যথা নিয়ে দুআ করে? যে সন্তান তার পিতার জানাযা পড়ায়, সে তার পিতার নাজাতের জন্যে আল্লাহর কাছে কীভাবে প্রার্থনা করে? আজ তো শতকরা নিরানব্বইজন জানাযার দুআই জানে না। এই বরকতময় জীবন আমাদেরকে শিখতে হবে। বিএ, এমএ-এর ডিগ্রী এবং মাস্টার্স-এর সনদ দিয়ে কবরে একবিন্দু উপকার হবে না। আমি এ কথা বলছি না, এসব বিদ্যা অর্জনের কোন প্রয়োজন নেই। বলছি, এর সাথে আমাদেরকে অবশ্যই দীন শিখতে হবে। আমাদেরকে এমন জীবন শিখতে হবে, যেন আমরা যে মা-বাবার উসিলায় দুনিয়াতে এসেছি তাদের মৃত্যুর পর সামান্য হলেও তাদেরকে উপকার করতে পারি। মূলত এটাই আমাদের সাধনা। আজ আমরা এমন এক উদাস পথে হাঁটছি, সন্তান তার পিতার জানাযা পড়ছে, অথচ সে জানাযার দুআ জানে না। এর চেয়ে বড় ধোকা আর কী হতে পারে?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদেরকে অবশ্যই এই গাফলতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাঁর জীবন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। তাবলীগের পয়গাম একটাই, প্রতিটি মুসলমান যেন দীনের

www.banglakitab.weebly.com

উপর চলে এবং প্রতিটি মুসলমানকে দীনের উপর চালাতে চেষ্টা করে। এ কাজ প্রতিটি নারী ও পুরুষের। পৃথিবীর প্রতিটি নারী পুরুষকে বোঝাতে হবে- একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। পুরো জীবনের বর্ণে বর্ণে হিসাব দিতে হবে। সেদিন যারা সফলকাম হবে, সত্যিকারের সফল তারাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক জীবন অনুসরণ করে সফল জীবন গড়ার তাওফিক দিন। আমীন॥

[বয়ানাতে জামীল : খণ্ড ৩ : ২৮৫-৩৩২ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

বয়ান : চার

ইসলামী সমাজ গড়ার উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ۔ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اَلْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْبَدِيْلِ وَالْمَثِيْلِ وَالشَّبِيْهِ۔

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ۔ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

www.banglakitab.weebly.com

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ○ وَقَالَ تَعَالٰى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً، اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ۔ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ۔ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ۔

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন– যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। [বাইয়্যিনা : ৭]

আরও ইরশাদ করেন– যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যেই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সেই ভোগ করবে। [হা-মীম সিজদা : ৪৬]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– নিশ্চয়ই মানুষের শরীরে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে– যদি তা সংশোধন হয়ে যায় তাহলে তার পুরো শরীরই সংশোধন হলো। আর যদি তা নষ্ট হয়ে পড়ে তাহলে তার পুরো শরীর নষ্ট হয়ে পড়লো। শোন, সেই টুকরাটি হচ্ছে কল্‌ব।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

ইসলামী সমাজের কিছু ভিত্তি রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ভিত্তি হলো– ইসলাম আমাদেরকে এই চিন্তা দিয়েছে– আমরা এই পৃথিবীতে স্বাধীন নই। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের মালিক। এই পৃথিবীতে জীবন জীবিকা সম্পদ যা কিছু আমরা লাভ করেছি, আমরা তার মালিক নই। আমাদের কাছে এগুলো সবই আমানত। আর তাতেই রয়েছে আমাদের পরীক্ষা।

www.banglakitab.weebly.com

এটা ইসলামী সমাজের প্রথম বুনিয়াদ। এখান থেকেই আমাদের আলোচনার সূচনা। আমরা ইচ্ছে করলে এই চিন্তাটাকেই বলতে পারি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অথচ আমাদের সমাজ ও পরিবেশ আমাদেরকে কী শেখাচ্ছে? আমাদেরকে শেখাচ্ছে, এই পার্থিব জগতে যা কিছু রয়েছে এই সবকিছু আমাদের। এখানকার পরিবেশ আমাদেরকে এ কথা শিক্ষা দেয়, দুনিয়াতে তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। কিন্তু এই বড় হওয়ার অর্থ কি? সম্পদের অধিকারী হওয়া, সম্মানের অধিকারী হওয়া, খ্যাতির অধিকারী হওয়া, পদমর্যাদার অধিকারী হওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পদশালী হওয়া। সমাজে বড় বাড়িঘরের অধিকারী হওয়া। অধিকন্তু সমাজের ধনবানদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা। আমাদের চলমান সমাজ ব্যবস্থা আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য বলতে এগুলোই শেখাচ্ছে। আর এগুলো অর্জনের জন্যে আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা বাতাসের মতো এগুলোর পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। আমাদের এই ছুটে বেড়াবার কোন শেষ নেই। আমাদের শেষ হলো– মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ লজ্জা আর আফসোস।

আবদুল মালিকের আক্ষেপ

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল নিজের সিংহাসনকে শক্তিশালী করার জন্যে। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের গভর্নর হাজ্জাজ হত্যা করেছিল সোয়া লাখ মানুষ। এখানে আবদুল মালিক নিজ হাতে যেসব মানুষকে হত্যা করেছে তার হিসাব আলাদা। যুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের হিসেবও এর বাইরে। সে মোট রাজত্ব করেছিল উনিশ বছর। বনু উমাইয়ার সিংহাসন পাকাপোক্ত করেছিল। কিন্তু যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো তখন সে যে কাণ্ড করেছিল তা সত্যিই ভাববার মতো।

বাইরে একজন ধোপা কাপড় আছড়াচ্ছিল। খলীফার রাজমহলের দরজা জানালা সবই খোলা ছিল। ধোপা যখন সজোরে পাথরে কাপড় আছড়াচ্ছিল তখন তার প্রকট ধ্বনি রাজমহলের ভেতরে গিয়ে আঘাত হানছিল। আওয়াজ শোনে আবদুল মালিক জিজ্ঞেস করলো, এ কিসের আওয়াজ?

www.banglakitab.weebly.com

দাস দাসীরা বললো, ধোপা কাপড় ধুচ্ছে। এটা কাপড় ধোয়ার আওয়াজ। আবদুল মালিক একটি শীতল নিঃশ্বাস ছাড়লো। তারপর হতাশার সুরে বললো, আহা! আমি যদি একজন গরীব কুরাইশী হতাম! আমি যদি একজন অসহায় কুরাইশী হতাম আর মানুষের উট চড়াতাম! বিনিময়ে যে সামান্য পারিশ্রমিক পেতাম তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতাম। আহা আমি যদি এই প্রশাসন ও রাজ কুরসির স্বাদ কখনও আস্বাদন না করতাম! কিন্তু এখন আফসোস করেই কী লাভ! তীর কামান থেকে বেরিয়ে গেছে। সময় সত্যিই এমন একটি দ্রুতগামী তীর- কামান থেকে বেরিয়ে যাওয়া তীরও ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু সময় যদি একবার হাত থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে আকাশ ও পৃথিবী উল্টো দৌড়েও তা ফিরিয়ে আনতে পারে না।

বুনিয়াদী শিক্ষা

আমাদের বুনিয়াদী শিক্ষাই এখন ভুল পথে চলছে। এই দুনিয়াটাকেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সবচাইতে বড় সংকট হলো- শিক্ষিত মূর্খ। সরকার মন্ত্রী উপদেষ্টা নারী-পুরুষ মা-বাবা সকলেই আমরা এই ভয়ানক বিপদের শিকার। আমরা আমাদের সন্তানদের সামনে দুনিয়াটাকে অনেক বড় করে দেখাচ্ছি। আমরা সম্পদ খ্যাতি ও পার্থিব সম্মানের মধ্যেই তাদের আগামী দিনের স্বপ্ন দেখাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সামান্য সম্পদ ও খ্যাতিকেই তাদের সামনে সুন্দর ভবিষ্যত হিসেবে তুলে ধরছি আমরা।

চিন্তার ভ্রান্তি

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

নতুন প্রজন্মের প্রতি সবচে' বড় অবিচার হলো, তারা আজ চিন্তার জগতে কঠিনভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমলের জগতে দীর্ঘদিন থেকেই পথহারা ছিল। কিন্তু চিন্তার জগতের বিভ্রান্তিটা শুরু হয়েছে গত শতাব্দী থেকে। আমলের ক্ষেত্রে কম বেশি সবকালেই থাকে। তবে আমাদের বিগত বছরগুলোতে এর পরিমাণ ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে। কিন্তু গত

www.banglakitab.weebly.com

শতাব্দীতে এসে আমরা ভয়ানকভাবে পরাস্ত হয়েছি চিন্তাধারায়। চিন্তাধারার বিচারে আমাদের জাহাজ ডুবে গেছে। আমরা এখন এমন একটি জাহাজে বসে আছি, যার পাল ছিঁড়ে গেছে। যার তলদেশে অসংখ্য ছিদ্র। এখন অনেক দক্ষ মাঝি মাল্লার পক্ষেও একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সাহসী ও দক্ষ কোন কাণ্ডারীর পক্ষেই এই জাহাজকে পাড়ে নেয়া সম্ভব নয়। এখন এর ভাগ্য সম্পূর্ণরূপেই ক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার দয়ার উপর নির্ভরশীল। ঢেউ যদি সোজা যায় জাহাজ সোজা যায়। ঢেউ যদি উল্টো পথে চলে, জাহাজও চলবে উল্টো পথেই। এই জাহাজের এখন নিজস্ব মনযিল বলতে কিছু নেই। এতে আরোহী যারা আছে তাদেরও কোন ঘাট নেই। ঠিকানা নেই। বরং ক্ষিপ্ত ঢেউ তাদেরকে যেখানে নিয়ে ফেলবে সেটাই তাদের ঠিকানা। ক্ষিপ্ত তরঙ্গ যদি তাদেরকে ডুবিয়ে মারে তাহলে তারা ডুবে মরতে বাধ্য। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা ও স্বাধীনতা বলতে এখন কিছুই নেই। তারা স্বাধীনতা রহিত এক অসহায় জাতি।

আমরা এখন এমন এক বিপদঘন সময়ে বসবাস করছি, যখন আমাদের জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে পড়েছে নাচানাচি লাফালাফি। দৃশ্যত এগুলো ছোট ছোট গুনাহ হলেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে অনেক বড় পাপ। যে জাতির একজন দু'জন নয়, কোটি কোটি শিশু না খেয়ে ঘুমিয়ে থাকে, সে জাতি এক রাতে ছাদের উপর আমোদ ফূর্তিতে কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে ফেলে। এর চাইতে গাফেল ও নাদান জাতি আর হতে পারে?

সত্যিই গত কিছুদিন আগে যখন ক্রিকেটে হেরে যাওয়ার কারণে আমি আমার সমাজের লোকদেরকে পেরেশান হয়ে পড়তে দেখেছি, তখন এতই ব্যথিত হয়েছি যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমার এই ব্যথা কান্না আরও বেড়ে গেছে তখন, যখন লক্ষ করলাম যে জাতি খেলায় হেরে গিয়ে দুঃখের সাগরে ভাসছে, সে জাতির লাখ লাখ শিশু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে; অথচ এ নিয়ে ধনীর কোন মাথা ব্যথা নেই। কোন গরীবের কণ্ঠে হা-হুতাশ নেই।

ফয়সালাবাদের শতকরা পঁচান্নব্বই জন নারী-পুরুষ দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে এক ওয়াক্তও পড়ে না। ঘুম থেকে জাগে নামায কাযা করে। রাতে ঘুমুতে যায় নামায ছাড়া। সকাল সন্ধ্যা অপরাধের চাদরে

www.banglakitab.weebly.com

ঢাকা তাদের জীবন। কিন্তু তাদের এই অবস্থা দেখে একটি চোখও অশ্রুসজল হয় না। লাখ লাখ নারী পর্দাহীন হয়ে বাজারে ঘুরছে। কারও মনে সামান্য ব্যথার আলামত নেই। বাজারের সবগুলো ব্যবসায়ী এক সাথে মিথ্যা বলছে। আদালতের মান্যবর বিচারক কয়েক লাখ টাকার বিনিময়ে কলম বিক্রি করে দিচ্ছে। উকিল জেনে শুনে একজন ব্যভিচারিণীকে আশ্রয় দেয়ার জন্যে তার বিদ্যা-বুদ্ধি উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে। জালেম ও অবিচারীদেরকে রক্ষা করার জন্যে সকাল সন্ধ্যা লড়াই করে যাচ্ছে। এ নিয়ে কারও দুঃখ নেই, চিন্তা নেই। অথচ এক দুর্ভাগা গেম হেরে যাওয়ার কারণে পুরো দেশ শোকে পাথর। আমি বলি, এই জাতি এটম বোমা বানিয়েই কী করবে? এরা পারমাণবিক অস্ত্র দিয়েও কিছু করতে পারবে না। আর এদেরকেও এটম বোমা মেরে কোন লাভ নেই। কারণ, এরা তো অনেক আগেই মারা গেছে। এ এক মৃত জাতি।

এ সমাজ মরে গেছে। যে সমাজের বিচার বুদ্ধি এতটা নীচতার শিকার, যে সমাজের মান-সম্মান এতটা হেয়তার শিকার তারা মৃত নয় তো কী? খেলাধুলাকে তারা সম্মানের মাপকাঠি মনে করে। অথচ মানুষের রক্ত এখন এই সমাজে পানির চাইতেও সস্তা। বাজারে ইজ্জত আব্রু নিলামে উঠেছে। নারীর আব্রু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নারী এখন সর্বত্রই মুক্ত-বসনা। আমাদের মসজিদগুলো বিরান হয়ে পড়েছে। সুদী বিল্ডিংগুলো মাথা উঁচিয়ে সগর্বে দাওয়াত দিচ্ছে। বাজারে মুসলমানের কন্যা খোলামেলা নৃত্য প্রদর্শন করছে। তাদের এই নাচ নৃত্য যারা উপভোগ করছে তারাও মুসলমান। নাচছে মুসলমান, নাচাচ্ছে মুসলমান। তবলা মুসলমানের হাতে। আর এ সব কিছুই হচ্ছে খোলামেলা। সকলের চোখের সামনে হচ্ছে। অথচ এ ভয়ানক দৃশ্য দেখে কারও চোখেই পানি আসে না। কারও ভেতর থেকে আফসোস বের হয় না। কারও অন্তরে কোন অস্থিরতা নেই। অথচ তারা অস্থির হয়ে পড়ে তখন যখন ক্রিকেটে হেরে যায়।

আমি যদি কোথাও থেকে রক্তের অশ্রু সংগ্রহ করি, অতঃপর যদি আমি রক্ত কান্না কাঁদি— তবুও এ জাতির জন্যে উপযুক্ত বিলাপ আমি করতে পারবো না। আমার ও আপনার চোখের পানিতে যদি জাহাজ সাঁতার কাটতে শুরু করে তবুও এই জাতির দুর্ভাগ্যের বিলাপ শেষ হবে না। আমি বলেছি,

www.banglakitab.weebly.com

আমরা চিন্তাধারার বিচারে হেরে গেছি। আমরা ভুলে গেছি, আমাদের মনযিল কোথায়!

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এগুলো দৃশ্যত ছোট মনে হলেও আসলে অনেক বড় গুনাহ। আমরা চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে হেরে গেছি, এটা আমাদের অনেক বড় হার। পরাজয় নবীদের জীবনেও এসেছে। এটা বড় কথা নয়। আমরা কি ছার। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওহুদের ময়দানে সাময়িকভাবে পরাজয়ের শিকার হননি?

হযরত হুসাইন (রা.)-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বও তো কারবালার ময়দানে পরাজিত হয়েছেন। টুকরো টুকরো হয়েছেন। নবী পরিবারের ষোল জন যুবকের রক্তে প্লাবিত হয়েছে কারবালার ময়দান। যাদের শরীরের একটি পশমের মূল্যও আকাশ ও পৃথিবীর চাইতে বেশি। অথচ তাদের রক্তে সিঞ্চিত হয়েছে কারবালা। পড়ে আছে কর্তিত মস্তক, কর্তিত কণ্ঠ। তাদের ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত বদন সেদিন এ কথাই বলছিল, ময়দানের পরাজয় কোন পরাজয় নয়। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলেই আমরা সফল। যুদ্ধে আমাদের জয় হোক আর হার হোক। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন তাহলেই আমরা পরাজিত। ময়দানে আমরা জয়ী হলাম, না পরাজিত হলাম সেটা দেখার বিষয় নয়। ময়দানে আমরা বিজয়ের পতাকা উড়ালাম না আমাদের পতাকা মাটিতে নুইয়ে পড়লো সেটা এখানে খুবই তুচ্ছ।

বলছিলাম, পরাজয় নবীগণও বরণ করেছেন। কিন্তু সেটা ময়দানের পরাজয়। এই প্রথম আমরা চিন্তা বিশ্বাসে পরাজিত হলাম। আজ আমাদের সামনে কোন মনযিল নেই। আমাদের জীবনের কোন টার্গেট নেই। আমাদের কাছে কিছু অর্থ সঞ্চয় করা, কিছু পয়সা উপার্জন করা ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এই অবিচারের প্রতি কারও কোন কান্না নেই। সরকার যদি ট্যাক্স আরোপ করে তখন আমরা হরতাল ডেকে বসি। সরকারের যে কোন সিদ্ধান্ত

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের অপছন্দ হলে আমরা হরতাল ডাকি, বক্তৃতা দিই। কিন্তু এই যে প্রতিটি ঘরে অবিচার হচ্ছে, আমরা অবিচার করছি আমাদেরই প্রতি– এর বিরুদ্ধে হরতাল ডাকবে কে?

এই যে আমাদের ঘরে ঘরে চার বছরের শিশু গলায় টাই ঝুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে হরতাল ডাকবে কে? যে জাতি নিজেদের পোশাকটা পর্যন্ত চিনে না, এই পৃথিবীতে কি তাদের নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার আছে?

জানি না কেন তারাই আবার সম্মান চায়।

কেন তারাই আবার কৃতিত্ব চায়।

যে জাতি নিজেদের স্বাতন্ত্র হারিয়ে বসেছে, যে মালি নিজ হাতে তার বাগান কেটে সাফ করে ফেলেছে– উজাড় বাগান নিয়ে তার তো আক্ষেপ করার কিছু নেই। যে নিজের রক্ত সিঞ্চন করে গাছ লালন করেছে, যে বাগানের প্রতিটি পাতার জন্যে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, বাগানের একটি ফুলও যদি পড়ে যায় তাহলে সে অভিযোগ করতে পারে, আক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু যে নিজেই বাগানে আগুন ধরিয়েছে, যে নিজেই বাগানের ফুল ও তার ডালগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে, যে নিজ হাতে ফুল বাগিচার চারাগুলো উপড়ে ফেলেছে– তার মুখে তো এই আফসোস সাজে না, হায়! বাগান উজাড় হয়ে গেলো!

চিন্তা চেতনায় যদি পরাজয় নেমে আসে, তাহলে তার কোন চিকিৎসা নেই। এটম বোমা বানিয়ে কোনো লাভ নেই। ফিরে আসতে হবে নিজেদের দীন ধর্মে। আমরা যদি আমাদের ধর্মের কাছে ফিরে আসি তাহলে দেখবো, সেখানে কিছু মূল বিষয় রয়েছে। একটি মুসলমান সমাজ সেই মূল ভিত্তিগুলোর উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তিগুলোই জীবিত করার দায়িত্ব সর্বপ্রথম মা-বাবার। তারপর শিক্ষকদের। তারপর পরিবেশের। তারপর সমাজের। তারপর সমাজের প্রতিটি সদস্যের।

প্রথম ভিত্তি তাওহীদ

আল্লাহ তাআলা সূরা লুকমানে সমাজ প্রতিষ্ঠার এ বুনিয়াদগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম কথাটিই হযরত লুকমান (আ.)-এর

www.banglakitab.weebly.com

উপদেশ হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। এটা একটা জীবন বিধান। একটা মৌলিক ভিত্তি। ইরশাদ হয়েছে–

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ

হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।
[লুকমান : ১৩]

প্রথম সবক হলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অর্থাৎ আমরা আমাদের সত্তারও মালিক নই। যদি আমরা আমাদের সত্তার মালিক হতাম, তাহলে আমাদের উপর মৃত্যু হামলা করতে পারতো না। আমরা যদি আমাদের অস্তিত্বের মালিক হতাম, তাহলে আমরা এই পৃথিবীতে অনন্তকাল থাকতে চেষ্টা করতাম। আমরা যদি আমাদের সত্তার মালিক হতাম, তাহলে কোন রোগ ব্যাধিকে আমাদের কাছেও ঘেঁষতে দিতাম না। রোগ ব্যাধিকে আমরা দূরে ছুঁড়ে মারতাম। অথচ আমরা তো সর্বদাই বিপদ আপদের মুঠোয় বাঁধা। বিপদ আপদ আমাদের অবিরাম শাসিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা এতটাই অসহায়, এমনকি আমরা এটা পর্যন্ত দেখতে পাই না, আমাদের উপর কার ফয়সালা চলছে?

প্রথম বুনিয়াদ হলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! শিশু কিশোর বড় ছোট নারী পুরুষ ব্যবসায়ী কৃষক গ্রাম্য শহুরে সকলের অন্তরেই এই বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সকলের অন্তরেই এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করতে হবে– আমাকে অবশ্যই আল্লাহকে মেনে চলতে হবে।

তাওহীদ ও রিসালাত

রিসালাত ব্যতীত তাওহীদ গ্রহণযোগ্য নয়। রিসালাত ব্যতীত তাওহীদের কোন উচ্চারণ নেই। সুতরাং 'আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না'– এর ভেতরেই লুকিয়ে আছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই তাওহীদ ও রিসালাত ব্যতীত কালেমা– ঈমানের কালেমা হতে পারে না। ইসলামের কালেমা হতে পারে না। সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো আত্মার বিষয়। আর বাইরের বিষয় হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দেখা যায়

www.banglakitab.weebly.com

না, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লুকানো যায় না। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়।

একজন এমন যাকে চেষ্টা করেও লুকানো যায় না। আরেকজন এমন যাকে চেষ্টা করেও দেখা যায় না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ থাকে হৃদয়ের গভীরে। আর তার পরিচয় মিলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর মধ্যে।

একজন নারীর জীবনে
একজন পুরুষের জীবনে
একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে
একজন কৃষকের কৃষি খামারে

জীবনের সকল ক্ষেত্রে যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ঝলসে উঠবে, চমকে উঠবে, জ্বলজ্বল করে উঠবে– তখনই বুঝতে হবে অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জেঁকে বসেছে। গাছে যখন ফুল হয়, ফল হয়, ফল ঝুলে পড়ে তখনই আমরা বুঝি গাছের শেকড় গভীরে প্রোথিত। এর শেকড় অনেক নীচে। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যখন ঘরে অফিসে বাজারে শরীরে চরিত্রে কথায় দৃষ্টিতে হাতে পায়ে শরীরের সকল অঙ্গে জীবনের সকল প্রাঙ্গণে ছেয়ে যাবে, তখনই বুঝতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শেকড় প্রোথিত হয়েছে। এর শেকড় গভীরে চলে গেছে।

দ্বিতীয় বুনিয়াদ

দ্বিতীয় বুনিয়াদ হলো– মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ। ইরশাদ হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

> আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করতে। [আনকাবুত : ৮]

আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরেই মা-বাবার অধিকার। তাই আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, মা-বাবার সেবা কর, তাদের প্রতি উত্তম আচরণ কর। আল্লাহ তাআলা তাওহীদের পাশাপাশি মা-বাবার কথা আলোচনা করেছেন। অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

www.banglakitab.weebly.com

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং মা-বাবার প্রতি সৎ ব্যবহার করো। [বনী ইসরাইল : ২৩]

আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার ফয়সালা, বান্দা স্বীয় প্রভুর গোলাম হয়ে থেকো, মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো, তাদের সেবাযত্ন করো। তাওহীদ ও রিসালাতের পর ইসলামী সমাজের এটা দ্বিতীয় বুনিয়াদ। তাই সন্তানদেরকে মা-বাবার মর্যাদার কথা বলতে হবে, তাদেরকে বুঝাতে হবে, মা-বাবার সামান্য বেদনাভরা শ্বাস আল্লাহর আরশকে পর্যন্ত হেলিয়ে ফেলে। বংশ বরবাদ হয়ে যায়। মা-বাবা সন্তানের জন্যে বদ দুআ দেন না। কিন্তু সন্তানের অফুরন্ত মান-অভিমান সয়ে যে মা-বাবা তাদের বড় করেছেন, তাদের মুখ থেকে যখন 'হায়' শব্দ বেরিয়ে আসে তখন এটাই বদদুআর চাইতে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়।

মা-বাবার অবাধ্যতার শাস্তি

এক সাহাবী মারা যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কালেমা বের হচ্ছিল না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানানো হলো। সাহাবী তো সাহাবীই। নবী-রাসূলগণের পরই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সাহাবী। তাঁদের মতো আর কেউ এই পৃথিবীতে কখনও আসবে না। সংবাদ পেয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। সাহাবীর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই ধরে ফেললেন, এ কোন পাপের অভিশাপ। কোন পাপ তার মুখকে বন্ধ করে দিয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তার মাকে ডেকে পাঠালেন। তার মা আসলে ইরশাদ করলেন– তুমি তোমার ছেলেকে ক্ষমা করে দাও। মা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাকে ক্ষমা করবো না। কারণ সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আমি একে আগুনে পুড়াবো। মা বললেন, এটা আমি বরদাশত করতে পারবো না। ইরশাদ করলেন, তুমি যদি তাকে ক্ষমা না কর তাহলে সে সোজা জাহান্নামে যাবে। মা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। মায়ের মুখ থেকে এ কথা বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো, ছেলের মুখে কালেমা জারি হয়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহাবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়ালেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, যিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তিনিও যখন মায়ের অবাধ্য হয়েছেন তখন তার মুখে কালেমা সরেনি। এটা খুবই ভয়ানক পাপ। মানব জীবনের এই অভিশাপ সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিরকের পর সবচাইতে ভয়াবহ কবীরা গুনাহ হলো মা-বাবাকে কষ্ট দেয়া এবং তাদের অবাধ্য হওয়া। অথচ আজ আমাদের ঘরে ঘরেই চলছে এই অভিশাপ।

একদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, কেয়ামত কবে হবে? ইরশাদ করলেন, আল্লাহই ভালো জানেন। জিবরাঈল বললেন, কিছু আলামত বলুন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সন্তানকে যখন মায়ের সাথে চাকরের মতো আচরণ করতে দেখবে, তখন মনে করবে কেয়ামত ঘনিয়ে এসেছে।

ইসলামী সমাজ নির্মাণের এটাই দ্বিতীয় ভিত্তি। অথচ আজ এই ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। মায়েদের চোখে পানি, বাবাদের অন্তরে ব্যথা। সে ব্যথায় কাঁদছে আরশ। কিন্তু সন্তানের কানকে গানের ধ্বনি পরিপূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরের চাকচিক্য তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। তাই তারা মা-বাবার কান্না শুনতে পায় না। তাদের চোখের পানি দেখতে পায় না। মা-বাবার ব্যথাক্লিষ্ট মুখ দেখার অবসর তাদের নেই। এই হতভাগারা ব্যস্ত আছে প্রবৃত্তির কামনা পূরণে। এরা নিজেদের কামনার দাস। কেয়ামতের দিন ভয়ানক বিকৃতরূপে এরা উত্থিত হবে। তাওবা

www.banglakitab.weebly.com

করলে আল্লাহ তাআলা সবকিছু ক্ষমা করে দেন। যদি তাদের ভাগ্যে তাওবা না জোটে তাহলে সত্যিই তাদের ভবিষ্যত খুবই ভয়াবহ।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– এমন একটি পাপ আছে, যার শাস্তি মানুষ এই দুনিয়াতেও ভোগ করবে এবং আখেরাতেও ভোগ করবে। আর সেটা হলো মা-বাবার অবাধ্যতা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার এটা দ্বিতীয় বুনিয়াদ। এরই উপর প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা।

এক যাযাবর মাকে কাঁধে নিয়ে তাওয়াফ করিয়েছে। যেখানে নিজের তাওয়াফ করাই এক দুরূহ ব্যাপার, সেখানে কাউকে তাওয়াফ করানো যে কত কঠিন তা বলাই বাহুল্য। তাওয়াফ করাতে করাতে হাঁপিয়ে উঠেছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সামনেই উপবিষ্ট ছিলেন। যাযাবর এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি?

উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বললেন, তোমার মা তোমাকে ছোট বেলায় লালন পালন করতে গিয়ে যে লাখ লাখ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করেছেন সেই একটি শ্বাসের হকও আদায় হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এ কথা বলেননি, একটি শ্বাসের হক আদায় হয়েছে। বলেছেন, একটি শ্বাসের হকও আদায় হয়নি। আর তুমি ভাবছো, তোমার মায়ের পূর্ণ হক আদায় করে ফেলেছো? এটাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি।

পরকালের প্রতি বিশ্বাস তৃতীয় ভিত্তি

সমাজ ব্যবস্থার তৃতীয় ভিত্তি হলো পরকালের প্রতি বিশ্বাস।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ
صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا
اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ-

হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়

www.banglakitab.weebly.com

> এবং তা যদি থাকে শিলা গর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে– আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। [লুকমান : ১৬]

আমাদের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার তৃতীয় ভিত্তি হলো পরকাল ভাবনা। পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি অন্তরে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝাতে হবে। নিজের সন্তানকে বলতে হবে, তুমি যদি সরিষার দানা পরিমাণও ভালো কিংবা মন্দ করো, পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে কর অথবা খোলা ময়দানে কর, জমিনের স্তরে লুকিয়ে কর কিংবা মাটির উপরে। আলোয় কর, অন্ধকারে কর, নির্জনে কর আর জনতার ভীড়েই কর– তোমার প্রভুর দৃষ্টি এতই শক্তিশালী, তিনি সর্বত্রই দেখেন। তুমি মাটির স্তরে পাহাড়ের গুহায় যেখানেই যে কোন আমল করা না কেন, তোমার প্রভু তা বের করে আনবেন এবং কেয়ামতের দিন তোমার সামনে পেশ করবেন।

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ

> এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করবো। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। [আম্বিয়া : ৪৭]

অর্থাৎ চিনির একটি দানা হাতের তালুতে নিয়ে দেখ, তা সরিষার দানার মতোই মনে হবে। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন, যদি এই একটি দানাকে কোটি কোটিবার ভাগ করা হয়, অতঃপর সে আমল যদি কোটি ভাগের একভাগও হয় তাও তিনি বান্দার সামনে উপস্থিত করবেন। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, তোমার সেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর নেক আমল উপস্থিত করা আমার দায়িত্ব এবং হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট। এর অর্থ হলো, আমি হিসেব পেশ করার পর তোমার সেখানে অস্বীকার করার কোন সুযোগ থাকবে না। আমরা বলি, ইসলামী সমাজ নির্মাণের এটাই তৃতীয় ভিত্তি। আমরা যদি সুন্দর ও সুশীল সমাজ গড়তে চাই, যদি মানুষের বসবাসের উপযোগী জীবন্ত সমাজ নির্মাণ করতে চাই তাহলে এই

www.banglakitab.weebly.com

ভিত্তিই আমাদের সমাজে পুনরায় জীবিত করতে হবে। আমাদের সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূলরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে– কেউ আমাকে দেখছেন। এই অনুভূতি যুবকের যৌবনকে পবিত্র করে দিবে, ব্যবসায়ীর পাল্লাকে সোজা করে দিবে, আইনজীবীর কলমকে সঠিক পথে চালিত করবে, বিচারকের বিচারকে করবে নীতির নিক্তিতে উত্তীর্ণ।

আখেরাতের অনুভূতি

আমাদের গুজরাটের এক বাদশাহ ছিলেন– মালিক মাহমুদ মুজাফ্ফর। গুজরাটের অত্যন্ত প্রভাবশালী বাদশাহ ছিলেন তিনি। তিনি তার দরবারে একজন ব্যক্তিকে কেবল এই দায়িত্বে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন, তার হাতে সর্বদা কাফনের কাপড় রাখা থাকতো। সে কাফনের কাপড়ে মাখানো থাকতো কর্পূর। বাদশাহ তাকে বলে রেখেছিলেন, তোমার কর্তব্য হলো যখনই দেখবে আমি কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত দিচ্ছি তো সাথে সাথে দাঁড়িয়ে এই কাফনের কাপড় উড়িয়ে দিবে।

বাদশাহ তো বাদশাহই হন। তিনি যখনই কোন অন্যায় ফয়সালা করতেন, লোকটি দাঁড়িয়ে কাফনের কাপড় উড়াতে থাকতো। কাফনের কাপড় উড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই মালিক মাহমুদ বেহুশ হয়ে নিচে পড়ে যেতেন। তারপর যখন হুশ ফিরে আসতো তখন তার পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতেন।

একেই বলে আখেরাতের অনুভূতি। কোন মা হয়তো তার অন্তরে এই অনুভূতি যত্নের সাথে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে বাদশাহ হওয়ার পরও তার অন্তরে এই অনুভূতি ছিল জীবন্ত। বাদশাহীর ভেতর দিয়েও তিনি বেহেশত অর্জন করেছেন। অথচ আজ আমাদের সমাজের একজন নিম্নস্তরের চাপরাশিও জুলুম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

আমাদের প্রত্যেকের মনেই এই অনুভূতি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে– মৃত্যুর পর আমাদেরকে একটি নতুন জীবনের মুখোমুখি হতে হবে। সেখানে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং আমরা কেউ স্বাধীন নই।

www.banglakitab.weebly.com

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ-

তোমরা কি মনে করেছিলে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? আর তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না? [মু'মিন : ১১৫]

সুতরাং অন্তর থেকে স্বাধীনতার চিন্তাটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এটা ভাববার কোনই অবকাশ নেই, তুমি স্বাধীন। তোমার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى-

মানুষ কি মনে করে তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? [কিয়ামা : ৩৬]

সুতরাং মরে গেলাম তো শেষ, মৃত্যুর পর আর কোন কিছু নেই– এমন ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে, এক শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার অধীন আমি। আমাকে আমার প্রতিটি কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

চতুর্থ বুনিয়াদ নামায

চতুর্থ যে বিষয়টির উপর আমাদের সমাজকে তুলে আনতে হবে, সেটা হলো নামায। হযরত লুকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে এ কথাই বলেছেন–

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ

হে বৎস! যথাযথভাবে নামায আদায় করো। [লুকমান : ১৭]

নামায ছাড়া কোন ইসলামী সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। যে সমাজে নামায নেই সে সমাজকে আমরা আর যাই বলি, ইসলামী সমাজ বলতে পারি না। একটি সমাজে উন্নত সব ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু নামায নেই। সেটা ইসলামী সমাজ নয়। যদি নামায ব্যতীত অন্যান্য গুণ ও

www.banglakitab.weebly.com

বৈশিষ্ট্যে ত্রুটিও থাকে, আর নামায থাকে তবুও সেটা ইসলামী সমাজ। ইসলামী সমাজে মানুষ দলে দলে মসজিদের দিকে ছুটে যাবে– এটাই তো তার রূপ। নামায ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার নিদর্শন।

মক্কা বিজয়ের সময় যখন হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)কে ধরে আনা হলো এবং হযরত আব্বাস (রা.) তাকে নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গেলেন তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাকে তোমার তাঁবুতে রাখ। যখন ফজর নামাযের আযান হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম ছুটতে লাগলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) বললেন, এ কী হচ্ছে! আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, না, এরা নামাযে যাচ্ছে। আবু সুফিয়ান (রা.) বললেন, এরা দেখি তোমার ভাতিজার প্রতিটি কথাই মানে। আব্বাস (রা.) বললেন, হ্যাঁ, এরা আমার ভাতিজার প্রতিটি কথাই মানে। তিনি যদি বলেন, জীবন দিয়ে দাও, তাহলে এরা জীবন দিয়ে দিবে। যদি বলেন, সম্পদ দিয়ে দাও, তাহলে এরা সম্পদ দিয়ে দিবে। আবু সুফিয়ান (রা.) বললেন, আব্বাস! আমি অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহর দরবারে গিয়েছি, কিন্তু তোমার ভাতিজার মতো বাদশাহ এবং বাদশাহী আর কোথাও দেখিনি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আবু সুফিয়ান! এটা বাদশাহী নয়, নবুওয়ত। কোন বাদশাহকে তার প্রজারা এভাবে মান্য করে না।

বলছিলাম, আমাদের সমাজের পরিচয় হলো নামায।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ

হে বৎস! যথাযথভাবে নামায আদায় কর।

ঈমান– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

মা-বাবার প্রতি কর্তব্য।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি, তার পিতা-মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করতে।

www.banglakitab.weebly.com

পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার–

إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়...

আর চতুর্থ বিষয় হলো নামায।

সুতরাং নামায কায়েম কর। যদি আমাদের সমাজের মা-বাবাগণ সামান্য সচেষ্ট হতেন তাহলে আজ সমাজের শতকরা পঁচান্নব্বই জন বেনামাযী হতেন না। মা-বাবা যদি সামান্য যত্নবান হতেন তাহলে আমাদের সন্তানদের মধ্যে শতকরা পঁচান্নব্বই জন বেনামাযী হতো না। হয়তো কালে ভদ্রে কেউ নামায ছাড়তো। অন্যথায় সকলেই আযানের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতো মসজিদে।

একটি উপমা

দুই হাজার দশ হাজার বিশ হাজার চল্লিশ হাজার– বেতনভুক্ত আমার কোন কর্মচারী যদি আমার সামনে বসা থাকে, আর যদি তাকে বলি, ভাই কথা শোন! আর সে যদি হ্যাঁ, হু কিছুই না বলে, তারপর যদি আমি আবারও বলি, কথা শোন! তারপরও সে চুপ। আমি পুনরায় ডাকলাম, কথা শোন! কিন্তু সে নির্বাক। চতুর্থবার ডাকলাম, কথা শোন! কিন্তু নির্বাক তাকিয়ে আছে। পঞ্চমবার ডাকলাম, কিন্তু তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। পাঁচ পাঁচবার ডাকার পরও যদি তার ভেতর কোন ভাবান্তর না হয়, হ্যাঁ-হু কিছুই না বলে, তাহলে আমার মনের অবস্থা কী হবে? আমি কি তাকে চাকরিতে বহাল রাখবো? আমি কি তাকে মেনে নিব? আমি তাকে বলবো, কি তুমি এত বড় অহংকারী! অথচ আমি তাকে কী দিয়েছি?

আপনারা সকলেই জানেন, এই দোকানদার একজন সেলসম্যানকে কি দেন। খুব বেশি হলে তিন চার হাজার টাকা। এই মিল ফ্যাক্টরির মালিকরা তাদের কর্মচারীদের কী দেয়? তিন সাড়ে তিন হাজার টাকা। এ টাকায় এই বাজারে চুলাও জ্বলে না। চার হাজার টাকায় এখন একজন মানুষের

www.banglakitab.weebly.com

পেট পালাই দায়। অথচ তারপরও তাদের দাপট এমন– যদি একদিন অনুপস্থিত থাকে, তাহলে পয়সা কেটে নেয়। এই তো মানুষ!

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির নিদর্শন

হযরত মুসা (আ.) আরয করলেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি নারাজ হও তাহলে কিভাবে বুঝবো? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, মুসা! আমি যখন নারাজ হই তখন অসময়ে বৃষ্টি দিই। বখিলদের হাতে পয়সা ছেড়ে দিই। শাসন ক্ষমতা সঁপে দিই জালেম ও বেকুবদের হাতে।

আজ পয়সা কৃপণদের হাতে।
ক্ষমতার মালিক এখন বেকুব ও জালেমরা।
বৃষ্টি হয় এখন অসময়ে।
বৃষ্টির জন্যে মাটি কাতরাচ্ছে।

সবুজ বৃক্ষ চাতকের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু মানুষের নাফরমানির কারণে বৃষ্টি হচ্ছে না।

তৃষ্ণার্ত গাছ-গাছালি, তৃষ্ণার্ত প্রকৃতি।

পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! যখন তুমি রাজি হও তখন কি কর?

ইরশাদ করলেন, আমি যখন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি তখন–

সময় মতো বৃষ্টি দিই।

দানশীলদের হাতে অর্থ দিই।

বুদ্ধিমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা দিই।

আজ আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তাই তিনি পয়সা দিয়ে রেখেছেন কৃপণদের হাতে। যারা নিজের জন্যে লাখ লাখ টাকা উড়াবে, কিন্তু গরীবের জন্যে এক মুঠো দিতে গেলেও ঘামে তাদের শরীর ভিজে উঠে।

www.banglakitab.weebly.com

সফলতার পয়গাম

পাঁচবার ডেকেছি। সে উঠে আসেনি, কথা শোনেনি। আমার অবস্থা কী হবে? আমি সোজা বলে দিব, এখন বেরিয়ে যাও। অথচ আল্লাহ তাআলা দিনে পাঁচবার আমাদেরকে ডাকেন– হাই আলাস সালাহ্! আর প্রতিবারই দুইবার করে ডাকেন– হাই আলাস সালাহ্, হাই আলাস সালাহ্– নামাযে আস, নামাযে আস। হাই আলাল ফালাহ্, হাই আলাল ফালাহ্– সফলতার দিকে আস, সফলতার দিকে আস।

আমি তো আমার অধীনস্ত কর্মচারীকে কোন না কোন কাজ দিয়ে রেখেছি। অথচ আল্লাহ তাআলা ডাকছেন– বান্দা, চলে এসো। আমাকে সিজদা কর, সফলতা পেয়ে যাবে। তোমার সফলতা মসজিদে। মসজিদে চলে এসো। অথচ বান্দা চুপচাপ বসে আছে। ঘুমিয়ে আছে তো জাগার খবর নেই। বসে আছে তো উঠছে না। তারপরও বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার দান ও অনুগ্রহ চলছে অবিরাম। অথচ আমি তো আমার কর্মচারীকে মাত্র পাঁচবার না শোনার কারণে বাইরে ছুঁড়ে মেরেছি। যদি আমার আল্লাহ আমার মতোই করতেন, তাহলে আজ শতকরা সাতান্নব্বই জন মানুষ বিকৃত হয়ে যেতো। তাদের চেহারা অবয়ব বদলে যেতো।

তাঁর কী যে অনুগ্রহ! তাঁর রহমতের কোন সীমা নেই। বিশ বছর একাধারে একজন ব্যক্তিকে ডেকেছেন। কিন্তু সে একবারও সাড়া দেয়নি।

একবার ফয়সালাবাদে আমরা কিছু লোক ধরে মসজিদে নিয়ে এলাম। আমি তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। কথা প্রসঙ্গে তারা বললো, জীবনে এই প্রথম মসজিদে এলাম। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো তারা এই মসজিদে এই প্রথমবারের মতো এলো। তাদের কারও বয়স পয়ত্রিশ, কারও বয়স চল্লিশ। আমি বললাম, এই মসজিদে জীবনে এই প্রথম এলেন! তারা বলতে লাগলো, না; বরং জীবনে এই প্রথমবারের মতো মসজিদে এলাম। বললাম, তোমরা পূর্বে কখনও নামায পড়নি? বললো, না, আজ পর্যন্ত কখনও নামায পড়িনি। বললাম, জুমা নিশ্চয়ই পড়েছো! বললো, না, জুমাও পড়িনি। বললাম, কোন না কোন ঈদের নামায তো অবশ্যই পড়েছো? বললো, আজ পর্যন্ত পড়িনি।

www.banglakitab.weebly.com

কত বিশাল উদার আমাদের আল্লাহ। এ সবকিছু তিনি দেখছেন। দেখেও বলছেন, আচ্ছা ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই। আমি ছাড় দিচ্ছি। কখনও হয়তো তাওবা করবে।

আমরা আমাদের চোখের সামনে এই অবিচার দেখছি। অথচ আমাদের সামান্যতম দুঃখ হচ্ছে না। কিন্তু ক্রিকেটে হেরে গেলে সারা দেশ ছেয়ে যায় শোকের ছায়ায়। আমরা কত যে দুর্ভাগা! একটি অনর্থক খেলা নিয়ে আমরা এতটা হইচই করি, আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার উপর আমাদের দুঃখ ও আফসোসের সীমা থাকে না। অথচ শতকরা পঁচানব্বই জন বেনামাযী। এ নিয়ে আমাদের কোন দুঃখ নেই। আফসোস নেই। দুঃখ নেই নামাযীদেরও। যারা তাহাজ্জুদগুজার, তাদেরও এ নিয়ে কোন পেরেশানী নেই। তাদের চোখেও কান্না নেই।

হযরত লুকমান তাঁর ছেলেকে এ নির্দেশই দিচ্ছেন–

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ

বৎস! যথাযথভাবে নামায আদায় কর।

হযরত হুসাইন (রা.)-এর সর্বশেষ নামায

উঠ, নামায পড়। অথচ পরিবেশটা কত ভয়ানক! কারবালার ময়দানে হযরত হুসাইন (রা.) বলে পাঠালেন, আমাদেরকে জোহর নামায পড়ার সময় দাও। আসর তো পড়তেই পারেননি, তার আগেই শাহাদত বরণ করেছেন। সিমার বলেছিল, তোমার নামায কবুল হবে না। হুসাইন (রা.) বলেছিলেন, ধ্বংস হোক তোমাদের। নবী পরিবারের নামায যদি কবুল না হয়, তাহলে কার নামায কবুল হবে?

এই অবস্থাতেই তিনি জোহর নামায আদায় করেছেন। অথচ সেদিনকার কারবালার যে ভয়াবহ পরিস্থিতি ঘিরে রেখেছিল হযরত হুসাইন (রা.)কে, তা ব্যক্ত করার ভাষা কি মানুষের আছে? তারপরও নামায ছাড়েননি। অথচ ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়ে কত মানুষ নামায ছেড়ে দেয়। এ জন্য তো

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের কাঁদা উচিত। এতগুলো মানুষ নামায ধ্বংস করে দিল। এ নিয়ে কারও কোন দুঃখ নেই। দুঃখ হলো পাকিস্তান হেরে গেছে।

যে জাতির অনুভূতি মরে গেছে আল্লাহ না করুন, তাদের জন্যে তো হারই চাই। যে জাতি মান-অপমানের মানদণ্ড মুছে ফেলেছে, যারা শত্রু-মিত্র চিনে না তাদের ভাগ্যে আর কী থাকতে পারে? আমাদের সমাজের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়েছে। ভিত্তি ভেঙ্গে গেছে, অথচ আমরা নীরব। ঘরের সামান্য দেয়াল ভেঙ্গে গেলে হায় হায় জুড়ে দিই। বাগানের একটি চারা শুকিয়ে গেলে বিলাপ জুড়ে দিই। বাগান আমরাও করেছি। আমি এইমাত্র বাড়ি থেকে এলাম। আমাদের বাগানের কয়েকটি চারা শুকিয়ে গেছে। বিশ পঁচিশ হেক্টর জমিতে কয়েকটি চারা শুকিয়ে যাওয়া এমন কোন ঘটনা নয়। কিন্তু তারপরও আমি যখন শুকনো চারাগুলো দেখছিলাম, তখন মনে বিঁধছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমার অন্তরে এসে কিছু একটা ধাক্কা লাগছে– চারাগুলো কেনো শুকিয়ে গেলো? যাকে দিয়ে চারাগুলো লাগিয়েছিলাম, তাকে ডেকে পাঠালাম। বললাম, চারাগুলো শুকিয়ে গেলো কেনো? এখনও তো ফল দেয়ারই উপযুক্ত হয়নি।

যেখানে রক্ত লেগেছে, দরদ তো সেখানেই। দীনের জন্যে আমরা কি দিয়েছি? এজন্যে আমাদের দরদ হবে কেনো? নামায হলো ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদ ছাড়া ইসলামী সমাজ দাঁড়াতে পারে না।

يٰبُنَىَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ

বৎস! যথাযথভাবে নামায আদায় কর।

পঞ্চম বুনিয়াদ দাওয়াত

ইসলামী সমাজের পঞ্চম বুনিয়াদ হলো দাওয়াত। ইরশাদ হয়েছে–

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে বাধা দিও। [লুকমান : ১৭]

www.banglakitab.weebly.com

হযরত লুকমান (আ.) এখানে তাঁর পুত্রকে এ কথাই বলছেন– মানুষকে সৎকর্মের প্রতি ডাকবে। অন্যায়কে নির্মূল করতে চেষ্টা করবে। এটাই হবে তোমার জীবনের লক্ষ্য। এটাই হবে তোমার জীবনের মনযিল ও কেন্দ্রবিন্দু। চারদিকে ভালোকে ছড়িয়ে দিবে, আর চারদিক থেকে মন্দকে বিনাশ করতে চেষ্টা করবে।

তাবলীগ জামাত তো এ কাজই করছে। আজ তাদের প্রতি অভিযোগ করা হয়, এই নতুন দীন আবার কোত্থেকে এলো? বিছানাপত্র নিয়ে চল– এ কথা কোথায় লেখা আছে?

আমি বলি, যেখানে লেখা আছে সেটা তোমরা পড় না। আর যেটা পড় সেখানে এটা লেখা নেই। সুতরাং বুঝবে কীভাবে? এ কথা দৈনিক কাগজে নেই, এ কথা কোন ডাইজেস্টেও নেই। দৈনিক কাগজ পড়ে আর সাহিত্যের ডাইজেস্ট পড়ে এ কথা বুঝতে পারবে না।

মা-বাবার প্রতি আমাদের আহ্বান হলো, প্রথম থেকেই সন্তানদেরকে দীনি দাওয়াতের সাথে পরিচিত করে তুলুন। এ কাজে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তুলুন। তারা যেন তাদের কোমল বয়স থেকেই ভালোকর্মের প্রচার এবং অন্যায় কর্মে বাধা দানে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

হৃদয় বিজেতা

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকর্মের নির্দেশ দিও, আর অসৎ কর্মে বাধা দিও।

এটা আমাদের পঞ্চম বুনিয়াদ। ভালো কর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং অন্যায় কর্মে বাধাদানের মধ্য দিয়েই তো ইসলাম মদীনা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। মাত্র আশি বছরের ব্যবধানে সেনেগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন এবং ইস্তাম্বুলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এখানে দেশ বিজয়ের নেশা ছিল না। যদি দেশ বিজয়ের নেশা হতো তাহলে মাকরান আসার কী প্রয়োজন ছিল? হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন মাকরান জয় হয় তখন উমর (রা.) এ দেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন– এর অবস্থা কি? উত্তরে একজন তাঁকে বলেছিল–

www.banglakitab.weebly.com

مَاءُهَا قَلِيلٌ وَبَلَاءُهَا شَدِيدٌ

তার পানি খুবই সামান্য আর দুঃখ-দুর্দশা বেশুমার।

সুতরাং এই জাতীয় অঞ্চল জয় করার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। আসলে তারা দেশ জয় করার জন্যে বের হননি। তারা বেরুতেন মানুষের অন্তর জয় করার জন্যে। মানবতাকে জুলুম ও কুফরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। মানুষকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় তুলে আনার জন্যে। এটাই ছিল তাদের কাজ। তাই মানুষ যদি মরু সাহারায় থাকে, তাহলে এই পয়গাম নিয়ে সেখানেই যাও। মানুষ যদি থাকে পাহাড়ে, জঙ্গলে তাহলে এই পয়গাম নিয়ে পাহাড়ে যাও, জঙ্গলে যাও। যতদিন তারা জীবিত ছিলেন ততদিন তারা এই পয়গাম নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন। মাত্র আশি বছরের ব্যবধানে আবিষ্কৃত পৃথিবীর এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইসলামের আলোয় সমকালীন পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জ্বলে উঠেছে, উদ্ভাসিত হয়েছে। মানুষের অন্তরে জ্বলেছে ইসলামের প্রদীপ। মানুষ নয়, সমগ্র জগত হয়েছে আলোকিত।

এটা এই উম্মতের কর্তব্য। সেই কর্তব্যের কথা আমরা এমনভাবে ভুলে গেছি- কবে যে ভুলে গেছি, তাও ভুলে গেছি। এমন হয় অনেক সময়। একটা বিষয় আমি ভুলে গেছি, তারপর আবার এমন সময়ও আসে যখন ভুলে যে গেছি সেটাও ভুলে গেছি। তাবলীগ জামাত এই বিস্মৃত ভুলে যাওয়াটাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

ষষ্ঠ বুনিয়াদ ধৈর্য

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ষষ্ঠ বুনিয়াদ হলো ধৈর্য। হযরত লুকমান (আ.) তাঁর ছেলেকে বলেছেন-

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধরো। [লুকমান : ১৭]

শুধু তাবলীগ নয়, পেছনের সবকিছুর সাথেই রয়েছে এই ধৈর্যের সম্পর্ক।

www.banglakitab.weebly.com

যখন কালেমাকে মানতে যাবে তখন অনেক কিছুই ছাড়তে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পথে যখন চলতে যাবে তখন অনেক কিছুই ছাড়তে হবে। যখন পরকালকে সামনে রাখবে তখন অনেক কিছুই ছাড়তে হবে। যখন মা-বাবাকে মানতে যাবে তখন বুকের উপর ছুরি চলবে। কারণ, এখানে একটা জেনারেশন গ্যাপ রয়েছে। তাদের চিন্তা চেতনা এক রকম। তাই তাদের সামনে মা-বাবাকে মানতে গেলে পরস্পরে সংঘাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই লড়াই সইতে হবে। যখন নামায পড়তে যাবে তখন অনেক কিছুই ছাড়তে হবে। যখন দাওয়াত দিতে যাবে তখনও ছাড়তে হবে অনেক কিছু। মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে গেলে বাড়িঘর ছাড়তে হয়। এই যে ছাড়ার বিশাল ফিরিস্তি এ এক কঠিন পরীক্ষা। তাই এ সবগুলো সম্পর্কেই বলা হয়েছে– বিপদ আপদে ধৈর্য ধর।

নেতৃত্ব ও বেহিসাব জান্নাত

বুকে ধৈর্য ধারণ কর। যদি ধৈর্য ধারণ কর তাহলে এই পৃথিবীতে কী পাবে? আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলে দিয়েছেন–

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا-

আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। [সিজদা : ২৪]

এটা ধৈর্যের ফসল। যদি ধৈর্যকে বুকে ধারণ করতে পার তাহলে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে নেতৃত্ব দান করবেন, সম্মান দান করবেন। দুনিয়াতে তোমাদের মাথা উঁচু করে দিবেন। আর পরকালে সকলের সামনে ঘোষণা করবেন–

فَلْيَقُمْ اَهْلُ الصَّبْرِ

ধৈর্যশীলগণ উঠে দাঁড়াও।

www.banglakitab.weebly.com

এই নির্দেশের পর ক্ষুদ্র একটি দল উঠে দাঁড়াবে। আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশে বলবেন, তোমরা বেহেশতে চলে যাও। তারা যখন বেহেশতের দিকে হাঁটা দেবে তখন ফেরেশতারা বলবে, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

আমরা বেহেশতে যাচ্ছি।
হিসেব দিয়ে যাও।
আমাদের কোন হিসেব নেই।
তোমরা কারা?
আমরা ধৈর্যশীল।
ও আচ্ছা। যাও। তোমাদের কোন হিসেব নেই।

نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

কত উত্তম প্রতিদান! সেসব কর্মশীলদের জন্য।
[আনকাবুত : ৫৮]

যারা আমল করেছে এভাবেই তারা পুরস্কৃত হবে। ধৈর্য দুনিয়াতেও মানুষকে সম্মান দেয়, আর পরকালে দিবে বিনা হিসাবে বেহেশত।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ

এই আয়াতের মর্ম খুবই ব্যাপক। অনেকেই বলে কত ধৈর্য ধরবো। আমিও তো একজন মানুষ। অবশেষে সে ফেটে পড়ে। তার মুখ খুলে যায়। কিন্তু এই আয়াতের মর্ম হলো– না, প্রতিপক্ষ তোমাকে যাই বলুক, যতই বলুক– সর্বাবস্থায় তুমি তাকে হজম কর। ধৈর্য ধর। ঠোঁটকে সেলাই করে রাখ। যদি করতে পার তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে দুটি সম্মান দিবেন। দুনিয়াতে নেতৃত্ব, পরকালে বিনা হিসাবে বেহেশত।

কারণ, কোন মানুষ যখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখন সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আগপর সব সমান করে ফেলে। বরং অনেক সময় প্রতিপক্ষকে ছাড়িয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাই বলেছেন–

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

www.banglakitab.weebly.com

লোকে যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং সৌজন্যসহ তাদেরকে পরিহার করে চলো। [মুয্যাম্মিল : ১০]

অর্থাৎ তারা তোমাকে যতই বলুক, তোমার পাথেয় একটাই– ধৈর্য। এটা বলো না, কত বরদাশত করবো, আমিও তো একজন মানুষ! তারা তোমাকে পাথর মারুক, গালি দিক, তোমার ব্যক্তিত্ব নিয়ে টানাটানি করুক, তোমার আমলের উপর আঘাত করুক, কষ্ট দিক, তোমার পরিবারের লোকদেরকে কষ্ট দিক, তোমার পরিবারের লোকদের প্রতি মিথ্যারোপ করুক– যত কিছুই করুক আর বলুক, তোমার কাজ হবে ধৈর্য ধরা এবং সৌজন্যতার সাথে তাদেরকে এড়িয়ে চলা। কারণ, ধৈর্য হলো সম্মানের সিঁড়ি। নিজে এর উপর উঠতে হবে। সন্তানকেও শেখাতে হবে।

সপ্তম বুনিয়াদ উত্তম চরিত্র

ইসলামী সমাজের সবচাইতে কঠিন ও দুর্লভ বুনিয়াদ হলো উত্তম চরিত্র। এ জন্যই এটাকে সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, প্রশ্নপত্র পড়। সবচে' সহজ প্রশ্নটার জবাব আগে লেখ। সবার শেষে লেখবে কঠিন প্রশ্নের জবাব। যদি শুরুতেই কঠিন প্রশ্নের মধ্যে ফেঁসে যাও তাহলে পুরো সময় এর মধ্যেই হারিয়ে যাবে। শেষে সহজ প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারবে না।

ইসলামী সমাজ নির্মাণে উল্লিখিত বুনিয়াদগুলোর কথা যখনই আমি ভাবি, আমার সেই শিক্ষকের কথা মনে পড়ে। আল্লাহ তাআলাও এখানে সেই বিন্যাসই গ্রহণ করেছেন। সহজগুলোকে শুরুতে এনেছেন, আর সবচাইতে কঠিনটাকে রেখেছেন সবার শেষে। যেন এটা সপ্তম প্রশ্ন। যেন বলে দিয়েছেন, প্রথমে ছয়টি প্রশ্নের সমাধান কর। তারপর সপ্তম প্রশ্ন। এই ছয়টা ছাড়া সপ্তম প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। আর সেই সপ্তম প্রশ্নটি হলো উত্তম চরিত্র। সন্দেহ নেই, ইসলাম কুরআন হাদীস ফেকাহ সাহিত্য তাবলীগ বিজ্ঞান– এ সবগুলোই কঠিন। জীবনে এর প্রত্যেকটিই এক একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং কঠিন প্রসঙ্গ। তবে এর মধ্যেও সবচেয়ে কঠিন প্রসঙ্গ হলো আখলাক– উত্তম চরিত্র। এ কারণে এর আলোচনাও হয়েছে দীর্ঘ।

www.banglakitab.weebly.com

لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ o وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ o

অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ কর সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। [লুকমান : ১৮-১৯]

এখানে পরপর ছয়টি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে একটি মাত্র বিষয়ের জন্যে পরপর ছয়টি বাক্য ব্যবহার করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ তাওহীদ সম্পর্কে মাত্র একটি বাক্য–

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।

নামাযের জন্যে মাত্র একটি বাক্য–

أَقِمِ الصَّلٰوةَ

যথাযথভাবে নামায আদায় করো।

তাবলীগের কথা বলেছেন একটিমাত্র বাক্যে–

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ

সৎকর্মের নির্দেশ দিও।

আর ধৈর্যের কথা বলেছেন তাও একটি বাক্যেই–

www.banglakitab.weebly.com

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ

এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধরো।

অথচ উত্তম চরিত্রের কথা বলেছেন ছয়টি বাক্যে। এ থেকেই বিষয়টির তাৎপর্য অনুমান করতে পারি।

বদতমিজী সর্বপ্রথম মানুষের চেহারায় ফুটে উঠে। আর এ কারণেই সর্বপ্রথম এদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। হযরত লুকমান (আ.) তাঁর ছেলেকে বলেছেন– 'অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না।' এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন–

اِبْتِسَامُكَ فِىْ وَجْهِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ

তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতও একটি সদকা।

দুইজন মুসলমান যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন তাদের প্রতি একশ' রহমত অবতীর্ণ হয়। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাধিক আন্তরিকতা ও উষ্ণতা নিয়ে মিলিত হয় তার ভাগে পড়ে নিরান্নব্বইটি রহমত। আর দ্বিতীয়জন পায় মাত্র একটি। আমাদের নবী সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কীভাবে প্রবেশ করতেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন–

ضَحَّاكًا بَسَّامًا

হাসি মুখে।

বলছিলাম, বদস্বভাব সর্বপ্রথম ফুটে উঠে মানুষের মুখে। মুখ বাঁকা করে ভ্রূ কুঞ্চিত করে। এ কারণে সর্বপ্রথম এ দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আদেশ করা হয়েছে–

لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না।

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ মুখে যেন হাসি থাকে, যেন বিনয় থাকে।

উদ্ধতভাবে চলাফেরা করা নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই হারাম। এ কারণে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন–

وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا

পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না।

আমাদের নবী সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে এ কথা বলা হয়েছে– এমন একজন নবী প্রেরণ করবো যিনি এতটাই বিনয়ী হবেন, যদি প্রদীপের উপর দিয়ে হেঁটে যান তাহলে প্রদীপ নিভবে না। যদি শুকনো কাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যান তাতেও কোনরূপ আওয়াজ বের হবে না। এ কারণেই এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে–

لَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

কীভাবে চলবে? তাও বলে দিয়েছেন–

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

আর সংযত কদমে চলাফেরা করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রেখো।

মুখকে মিষ্টি রেখো। মুখের কথা কখনও কঠোর করো না। মানুষ সর্বাধিক প্রভাবিত হয় মানুষের কথার দ্বারা। আবার মানুষের মনে সবচে' বেশি আঘাত পায় এই কথার দ্বারাই। কবিদের রচনা পড়ুন, তারা মানুষের অন্তরকে কাঁচের সাথে তুলনা করেছেন। আরবী সাহিত্য, উর্দু সাহিত্য এবং ফারসি সাহিত্য– সব সাহিত্যেই কবিগণ অন্তরকে কাঁচের সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ হলো, এই পৃথিবীতে কাঁচই এমন একটি বস্তু যা একবার ভেঙ্গে গেলে জোড়া লাগে না। এটা একটা বড় বিপদ। একবার

www.banglakitab.weebly.com

ভেঙ্গে গেলো তো শেষ। লক্ষবার চেষ্টা করেও জোড়া লাগাতে পারবে না। মানুষের অন্তরও অনুরূপ। একবার যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে আর জোড়া লাগে না। আর মানুষের অন্তর ভাঙ্গে মুখের কথার দ্বারা। কেউ যখন মুখের ভাষায় আঘাত করে তখন অন্তরে ঘা সৃষ্টি হয়। সে ঘা পাকে, এক সময় তা থেকে পুঁজও পড়ে। তারপর তা শরীরের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে তার পুরো অস্তিত্বই এই জখমের শিকার হয়ে পড়ে। হয়তো মৃত্যু এসে পড়ে। কিন্তু হৃদয়ের ঘা শুকায় না। তাই মানুষের মুখ হৃদয় জগতকে ভয়ানকভাবে বরবাদ করে ফেলে। আবার এই পৃথিবীকে আবাদ করার ক্ষেত্রেও মুখের ভাষার অবদান অসামান্য। আল্লাহ তাআলা মানুষের মুখের মিষ্টি ভাষার মধ্যে যাদু লুকিয়ে রেখেছেন।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

উত্তম চরিত্র জীবনের সবচাইতে কঠিন একটি বিষয়। আল্লাহ তাআলা এর মূল্যও বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক। যে জিনিস যত কঠিন হয় তার মূল্যও তত বেশি হয়। বাজারে যে পণ্য কম থাকে, তার মূল্য এমনিতেই বেড়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে– 'উত্তম চরিত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আর তাওয়াক্কুল আসমান থেকে খুব সামান্যই পাঠানো হয়েছে।'

ধর্মের বাজারে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য গুণ ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দুটি গুণ দিয়েছেন পরিমাণে খুবই সামান্য। এক. উত্তম চরিত্র। দুই. বিশুদ্ধ বিশ্বাস। পণ্য পরিমাণে কমে যাওয়ার সাথে সাথেই তার মূল্য বেড়ে গেছে। এখন কী হবে? চড়া মূল্যে তা সংগ্রহ করতে হবে। সে মূল্য অর্জনের জন্যে সাধনা করতে হবে। কেউ যদি উত্তম চরিত্রের মতো মূল্যবান সম্পদ অর্জন করতে পারে, তাহলে সে কী পাবে? হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উপমা দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। বলেছেন, এক ব্যক্তি এত বেশি ইবাদত করে, জীবনে কখনও ঘুমায় না। ইশার ওযু দিয়ে ফজর পড়ে। জীবনভর রোযা রাখে। ঈদ ছাড়া আর কখনও বেরোযা থাকে না। জীবনভর তাহাজ্জুদ।

বাস্তবে এই দুটি কাজ একেবারেই অসম্ভব। হয়তো বা অতীতকালে কোন কোন উম্মত করেছে। তখন তাদের গায়ে শক্তি ছিল প্রচুর। কিন্তু এখন জীবনভর রোযা আর জীবনভর তাহাজ্জুদ, একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু যদি

www.banglakitab.weebly.com

কোন ব্যক্তি এত বড় আমল নিয়েও আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয় তাহলেও দেখা যাবে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী তার চাইতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হবে।

মানুষের মূল্য

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় তার চরিত্রে। আমরা তো মনে করি, আমার কাছে যদি অনেক বড় বাড়ি থাকে, গাড়ি থাকে, অঢেল সম্পদ থাকে তাহলেই আমার সম্মান হবে। অথচ এই সম্মান আমার নয়। এ তো গাড়ি বাড়ির সম্মান, অর্থের সম্মান। যদি এগুলো আমার হাত থেকে ফসকে যায়, তাহলে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবে না।

একটা হলো পদের সম্মান। এ সম্মান কেবলই ধোকা। প্রকৃত সম্মান তো হলো যা মানুষের সঙ্গে থাকে। দীনই মানুষের জীবনে প্রকৃত সম্মান বয়ে আনে। পদ বয়ে আনে মিথ্যা সম্মান। পদের সাথে সাথেই যা আসে আবার যায়।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এই সাতটি হলো আমাদের সমাজের মূল ভিত্তি। আমরা যদি একটি সুন্দর আদর্শ ইসলামী সমাজ গড়তে চাই তাহলে আমাদের সমাজটাকে এই সাতটি ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। তাবলীগ জামাতে মূলত এই ভিত্তিগুলোরই চর্চা হয় যত্নের সাথে। কেবলমাত্র এক ঘণ্টার আলোচনার মাধ্যমে এগুলো নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার দ্বারাই জীবনে এসব বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়িত হয় না। এর জন্যে চাই পরিবেশ। এর জন্যে চাই নিয়মিত অনুশীলন। যদি পরিবেশ থাকে, নিয়মিত অনুশীলন হয় তবেই কেবল এসব বুনিয়াদ আমাদের জীবনে জেগে উঠতে পারে। আমরা যদি সুন্দর সমাজ চাই, তাহলে এই বুনিয়াদগুলো আমাদের ঘরে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের সন্তানদের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই আদলে গড়ে তুলতে হবে আমাদের সমাজকে।

www.banglakitab.weebly.com

যখন এই বুনিয়াদগুলো পাকাপোক্তরূপে দাঁড়িয়ে যাবে তখন তার উপর ভিত্তি করে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সে সমাজকেই বলা হবে ইসলামী ইমারত, ইসলামী নিবাস, ইসলামী শহর এবং ইসলামী রাষ্ট্র। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইনকে অনুমোদন করলেই রাষ্ট্র ইসলামী হয়ে যায় না। প্রশাসন যখন ইসলামী হয় তখনই সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্র ইসলামী হয়। এটা কোন যাদুর লাঠি নয় যে, সরকার যদি এই লাঠি মানুষের উপর ঘুরিয়ে আনে তাহলে তারা সকলেই মুত্তাকী পরহেযগার মুসলমান হয়ে যাবে। বরং এর জন্যে চাই নিয়মিত অনুশলীন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ। অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন কিছুই যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমরা মূলত তাবলীগের নামে সেই অনুশীলনের কথাই বলছি। আর সে জন্যেই সকলকে দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দিন। আমীন॥

[বয়ানাতে জামীল : খণ্ড ৩ : ৩৩৪-৩৬৫ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

বয়ান : পাঁচ

পরকালের পরীক্ষা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ۔ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْبَدِيْلِ وَالْمَثِيْلِ وَالشَّبِيْهِ.

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ۔ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَتَبَارَكَ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: مَنْ بَطَّاَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يَسْرَعْ بِهٖ نَسَبُهٗ۔

وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَاَيْتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ، نَامَ طَالِبُهَا۔ وَمَا رَاَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا۔ اَوْكَمَاقَالَ صَلَّى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ۔

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করে অনেক বড় পরীক্ষার মুখোমুখি করেছেন। এই পৃথিবীতে আমাদের আসাটা আমাদের ইচ্ছার অধীন নয়। আমাদের মরণও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। নানা ঘটনা দুর্ঘটনা আমাদেরকে এমনভাবে হামলা করে যে, এ থেকে অতি দরিদ্র মানুষও রেহাই পায় না। রেহাই পায় না লাখপতি কোটিপতি কেউই। টাকার বিনিময়ে যদি আনন্দ কেনা যেত তাহলে ধনীদের ঘরে কখনও কান্নার আওয়াজ শোনা যেত না। শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে যদি স্বস্তি ও শান্তি লাভ করা যেতো তাহলে ধনী ও শাসকদের ঘরে কখনও অস্থিরতার কথা শোনা যেত না। এখানে ভিন্ন আরেকটি শক্তি রয়েছে। সে শক্তির হাত অনেক দীর্ঘ। যার শক্তি পরিপূর্ণ। যখন যেভাবে খুশি, যা খুশি তাই করতে পারে। যেভাবে খুশি সেভাবে করতে পারে।

تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

www.banglakitab.weebly.com

মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমিই আবর্তন ঘটাই। [আলে ইমরান : ১৪০]

এই দিবসের মালিক আমি। আমার হাতেই ইতিহাসের উত্থান পতন। আমি যখন যেদিকে খুশি ফিরিয়ে দিই।

أَضْحَكَ وَأَبْكَى

(আর তিনিই) হাসান এবং তিনিই কাঁদান। [নাজম : ৪৩]

সম্পদের দ্বারা কেউ আনন্দ খরিদ করতে পারে না। আমি যাকে খুশি তাকে হাসাই, আনন্দ দিই, অভাব ও দারিদ্র্য কষ্ট নিয়ে আসে না। আমি যাকে খুশি তাকে কষ্ট দিই। সুখ দুঃখের আমিই মালিক।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

হাসানো আমার কাজ।

কাঁদানো আমার কাজ।

তিনি যদি কাউকে আনন্দিত করেন, সমগ্র পৃথিবী মিলে তাকে দুঃখ দিতে পারে না। তিনি যদি কাউকে কষ্টে নিপতিত করেন, সমগ্র পৃথিবী মিলেও তাকে সুখ দিতে পারে না।

তিন দিন আগে এক কোটিপতির সাথে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে বলছিল, আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। এই পৃথিবীতে আর থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। পাশেই তার ছেলে বসা ছিল। ছেলে বললো, মাওলানা সাহেব! দুনিয়ার সব কিছুই হাতের কাছে আছে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমরা চাইবো আর পাব না।

সব কিছুই আছে। সব আশাই পূর্ণ। তারপরও জানি না কেন পেরেশান। সে বলছে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এটা কোন জীবন নয়। আমাকে এমন কোন আমল বলে দাও, যার দ্বারা আমার কবর সুন্দর হবে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সকলেরই এ কথা মনে হয়।

বলছিলাম, আমাদের দৃষ্টির আড়ালে এমন কেউ আছেন, আমাদের সমস্ত অবস্থা যার নিয়ন্ত্রণে। এমন কেউ আছেন যিনি চাইলে আমাদের জীবন

www.banglakitab.weebly.com

গড়ে আবার চাইলে ভেঙ্গে পড়ে। খুশি তাঁর হাতে, দুঃখ তাঁর হাতে। ভালোবাসা তাঁর হাতে, শত্রুতাও তাঁর হাতে।

মান-অপমানের মাপকাঠি

আমাদের জীবনে সম্মান আসে, অপমান আসে।

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত দাও, আবার যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। [আলে ইমরান : ২৬]

تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ

তুমি যাকে খুশি ক্ষমতা দান কর, আবার যার কাছ থেকে খুশি ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তাকে ইজ্জত দান কর। [আলে ইমরান : ২৬]

আল্লাহ তাআলা যখন বলে দেন, অমুক ব্যক্তিকে সম্মান দাও। তখন এই পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিই তাকে সম্মানিত করার জন্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। কেউ যদি তাকে অপমান করতে চায়, তাহলে সেই অপমান থেকেও আল্লাহ তাআলা সম্মান বের করে আনেন। কেউ তাকে নিচে ফেলে দিতে চাইলে বাতাস তাকে ধরে উপরে নিয়ে যায়।

وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

তুমি যাকে খুশি অপমানিত কর।

আল্লাহ তাআলা যখন বলে দেন, অমুককে অপমানিত করা হোক, তখন সম্মানের প্রতিটি আয়োজন থেকেই বেরিয়ে আসে তার জন্যে অপমান। মানুষ তাকে উঁচু করতে চায়। কিন্তু বাতাস তাকে নিচে নামিয়ে দেয়। মানুষ তাকে উপরে তুলতে চায়, ভাগ্য তাকে নিচে ছুঁড়ে মারে। সে

www.banglakitab.weebly.com

ইজ্জতের জন্যে সকল কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইজ্জতের প্রতিটি কৌশল থেকেই অপমান বের করে আনেন।

আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে সুস্থতা দানের ফয়সালা করেন তখন বিষের ভেতর থেকে তার জন্যে জীবনের উপকরণ বের করে আনেন। কাঁটার ভেতর থেকে ফুল সৃষ্টি করেন। মৃত্যুর উপকরণে সুস্থতা ঢেলে দেন।

আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে অসুস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন সুস্থতার সকল উপায় উপকরণ থেকে অসুস্থতা গড়িয়ে পড়তে থাকে। শক্তির সকল উপায় উপকরণ থেকে বেয়ে পড়ে দুর্বলতা। আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে হেফাযত করতে চান, তখন মৃত্যু যদি তার প্রতি সকল ডানা ছড়িয়ে দেয়, সকল পাঞ্জা ছড়িয়ে দেয়, তবুও আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর সকল কৌশলকে পরাজিত করে তাকে বের করে আনেন। আল্লাহ তাআলা যখন বলে দেন, অমুককে পাকড়াও করা হোক তখন–

তলোয়ারের ছায়ায়

লোহার দেয়ালের ভেতর

লোহার ছাদের নীচে

লোহার বিছানায় লক্ষ কোটি সশস্ত্র পাহারাদারের ভেতরেও আল্লাহর ফয়সালাই কার্যকর হয়।

مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

তিনি যা চান তাই হয়। আর যা চান না তা কোনভাবেই হয় না।

মৃত্যু সামনে ছিল, পেছনেও ছিল। সামনে সমুদ্র, পেছনে ফেরাউন। দুই মৃত্যুর মাঝখানে বনী ইসরাইল। তারাও মুখে মুখে বলছিল–

اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ

আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। [শুআরা : ৬১]

সামনে সমুদ্র। পেছনে ফেরাউন। অগ্রসর হলেও মরবো, পেছনে সরতে

www.banglakitab.weebly.com

গেলেও মরবো। কিন্তু যার দৃষ্টি ছিল আল্লাহ তাআলার গায়েবী শক্তির প্রতি, তিনি হযরত মুসা (আ.) পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন– 'কাল্লা'– না, কখনও হতে পারে না। মৃত্যু কি ফেরাউনের হাতে? না। মৃত্যু কি সমুদ্রের হাতে? না, না। বরং মৃত্যু হলো আকাশের অধিপতির হাতে।

أَمَاتَ وَأَحْيَى

তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনিই জীবন দান করেন।
[নজম : ৫৩]

জীবনের ফয়সালাদাতা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, সমুদ্র আমাদেরকে মারতে পারবে না, ফেরাউনও আমাদেরকে মারতে পারবে না।

فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।

হযরত মুসা (আ.) লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজকের এই দশ মহররম পর্যন্ত কেউ পানিকে থামতে দেখেনি, ফাটতে দেখেনি, জমতে দেখেনি, দাঁড়িয়ে যেতে দেখেনি। সমুদ্র আর শুকনো পথ এ তো দুই বিপরীত বিষয়। কিন্তু যে আল্লাহ পানিকে প্রবাহিত হওয়ার হুকুম দিয়েছেন, যে আল্লাহ পানিকে ঢেউ দিয়েছেন, যে আল্লাহ পানিকে প্রবাহিত করেছেন– সেই আল্লাহই পানি থেকে সামান্য কয়েক ঘণ্টার জন্যে পূর্ব নির্দেশ ফিরিয়ে নিলেন।

প্রবাহমানতা কারও নিজস্ব নয়।

কঠোরতা কারও নিজস্ব নয়।

সূক্ষ্মতা কারও নিজস্ব নয়।

স্থূলতা কারও নিজস্ব নয়।

ইজ্জত কারও নিজস্ব নয়।

দারিদ্র্য কারও নিজস্ব নয়।

সৌন্দর্য কারও নিজস্ব নয়।

www.banglakitab.weebly.com

রূপ লাবণ্য কারও নিজস্ব নয়।
বড়ত্ব কারও নিজস্ব নয়।
শ্রেষ্ঠত্ব কারও নিজস্ব নয়।

সব কিছুর পেছনেই আল্লাহ। এ তো মাটির তৈরি এক টুকরা। মানুষের সময়ই বা কি!

এক যুবকের যৌবন পতন

নাজরানে এক যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। সে দীর্ঘ ছিল। স্বাস্থ্যবান ছিল। এক ব্যক্তি তাকে দেখছিল। তখন যুবক তাকে বললো, বাবাজী কী দেখছো? বললো, বাপু তোমার যৌবন দেখছি। যুবক বললো, আমার যৌবনের উপর তো আল্লাহও পেরেশান। আমার সৌন্দর্যে আল্লাহও হয়রান।

ব্যস, মুখ থেকে এই বাক্য দুটি বের হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হলো এক বিস্ময়কর ঘটনা। সবার চোখের সামনে তার উচ্চতা কমে আসতে লাগলো। সাড়ে ছয় ফুট ছিল তার উচ্চতা। ছোট হতে হতে আধা হাত হয়ে গেল। মাত্র আধ হাত। সাড়ে ছয় ফুট থেকে আল্লাহ তাআলা আধ হাতে এনে দিয়েছেন। মৃত্যু দেননি। বাঁচিয়ে রেখেছেন। তবে দেখিয়ে দিয়েছেন, এই যৌবন এই শরীর এই উচ্চতা তোমার নয়। তুমি কার সাথে চ্যালেঞ্জ করছো, কার সাথে লড়াই করছো?

أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذَالِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

(বলো) তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই- যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছো? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। [হা-মীম সিজদা : ৯]

আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবী এই জন্য সৃষ্টি করেননি, এখানে তোমরা মেহেদীর উপর নৃত্য করবে। তিনি এই পৃথিবী এই জন্যে বিছিয়ে দেননি, তোমরা তবলার তালে তালে নাচবে। এই পৃথিবী তিনি এই জন্য বিছাননি,

www.banglakitab.weebly.com

সেজেগুজে এখানে শরাবের মাহফিল বসাবে। এই পৃথিবী এই জন্যে বিছাননি, তোমরা এখানে গানের আসর বসাবে। এই পৃথিবী এই জন্য বিছাননি, তোমরা এখানে বসে বসে অহংকারের বুলি আওড়াবে। এই পৃথিবী এই জন্য বিছাননি, এখানে তোমরা ঔদ্ধত্যের সাথে চলাফেরা করবে। এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা সিজদার মাধ্যমে একে আবাদ করো। যেন এই পৃথিবীর মাটিকে তোমরা অশ্রু দিয়ে সিক্ত করো।

يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। [ফুরকান : ৬৩]

পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাতে বিনয়ের সাথে বিচরণ কর। কোন প্রভুর সাথে লড়াইয়ে নেমেছো, হে আমার বান্দা বান্দীরা! সেই প্রভুর সাথে সংঘাতে নেমেছো, যিনি মাত্র দুই দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি সেই প্রভুর সাথে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছো, যিনি এই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তোমরা কি জান, তিনি কে? তিনি হলেন রাব্বুল আলামীন জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি সমগ্র জাহানের শাহানশাহ। বাদশাহ প্রতিপালক।

প্রতিপালক তিনি। তিনি সকলের প্রভু। মাটির অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে পর্যন্ত তিনি রিযিক দেন। পিপীলিকার চাইতে হাজার গুণ ক্ষুদ্র প্রাণীকেও রিযিক দেন। যন্ত্রের মাধ্যমে যে সকল জীবাণুকে তোমরা দেখতে পাও না, সেই ক্ষুদ্র জীবাণুকেও তিনি রিযিক দেন। সেই প্রভুর সাথে তোমরা চ্যালেঞ্জ করছো? তিনি কি এই পৃথিবী এই জন্য সৃষ্টি করেছেন, তোমরা এর উপর উল্লাস করবে? তিনি কি ঔদ্ধত্যের সাথে চলাফেরার জন্যে সৃষ্টি করেছেন এই জগত? তোমরা কি জান, আল্লাহ তাআলা সেই সত্তা–

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

যাঁকে কখনও ঘুম পায় না এবং তন্দ্রা পায় না।

ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র জিনিসও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নেই।

তোমরা যখন পর্দা ফেলে ঘোরাফেরা কর, তিনি কি দেখতে পান না?

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা যখন সেজেগুজে বের হও, তখন কি তিনি দেখতে পান না?

তোমরা যখন সম্পদের অহংকারে ঔদ্ধত্যের সাথে হাঁট, তখন কি তিনি ঘুমিয়ে থাকেন?

তিনি কি কখনও গাফেল হন?
তাঁর দৃষ্টির আড়ালে কি কিছু হতে পারে?
মৃত্যু কি তোমাদের সামনে নেই?
কবর কি তোমাদেরকে শুইয়ে দেবে না?
তোমাদের এই রূপ সৌন্দর্য কি তিনি মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন না?

তোমরা জান না অসংখ্য পোকা-মাকড় প্রস্তুত হয়ে আছে। তোমাদের শরীর তাদের জন্য বণ্টন করে রাখা হয়েছে। কে চোখ খাবে, কে শরীর খাবে– সবই কৃত সিদ্ধান্ত। যে মস্তক অলংকার দিয়ে সাজিয়ে রেখেছো, সে মস্তক কতটা পোকায় খাবে তাও স্থির করা আছে। পেট রান পা বাহু আঙুল– কে কোন অংশ খাবে সবই স্থির করা। আমাদের এই অস্তিত্ব কবরের পোকা-মাকড়দের জন্যে বণ্টন করে রাখা আছে। আমাদের এই অস্তিত্ব পোকা-মাকড় খেয়ে শেষ করে ফেলবে।

কবরের তাপ

শরীরের হাড়গুলো কবরের তাপ মোমের মতো গলিয়ে দেবে। এই যে এখন শীতের মওসুম চলছে, তারপরও আমরা এসি ব্যবহার করছি। আমরা সামান্যও গরমও এখন বরদাশত করতে চাই না। অথচ আমাদের এই অস্তিত্বকেই কবরের তাপ গলিয়ে ফেলবে। আমাদের শরীরের হাড়গুলো কবরের তাপে গলে যাবে। টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তারপর আমরা এমনভাবে বিস্মৃত হয়ে যাবো যেন এই পৃথিবীতে আমরা আসিনি। আমাদের কবরের চিহ্ন পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপর এক সময় পৃথিবী পার্শ্ব বদল করবে। নীচের মাটি উপরে উঠে আসবে, উপরের মাটি নীচে চলে যাবে। সুন্দর শরীর সেই যুবক সেই পাহ্লোয়ান সেই শাহজাদা সেই শাহ সওয়ার সকলের হাড়ই কবরের উত্তাপ গলিয়ে দিয়েছে। টুকরা টুকরা করে দিয়েছে। তারপর মাটিতে পরিণত করেছে।

www.banglakitab.weebly.com

এখানে এক শাহজাদী ছিল। কিন্তু যখন তার মাটি নীচ থেকে উপরে চলে এসেছে, তারপর হামলা করেছে বাতাস। তখন ভয়ানক এক ঝাপটা এসে তার পুরো অস্তিত্বকে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর সে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়েছে। একদা যেভাবে ছড়ানো ছিল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যেভাবে একদা নিশ্চিহ্ন ছিল। শুধু গল্পই শেষ হয়নি। বিস্মৃতও হয়েছে। শাহজাদীর সে কাহিনী ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ সে গল্প যেন এমন, যেন সে এই পৃথিবীতে কখনও আসেনি। সুতরাং মানুষ কী নিয়ে অহংকার করছো?

বোকা সমাজ

সেই বাদশাহ– যিনি ঘুমান না।
সেই বাদশাহ– যাঁকে তন্দ্রা পায় না।
সেই বাদশাহ– যিনি গাফেল হন না।
সেই বাদশাহ– যিনি জাহেল নন।
সেই বাদশাহ– সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ যাঁর হাতে।
সেই বাদশাহ– যাঁর হাতে আমাদের প্রতিটি গর্দান।
সেই বাদশাহ– যিনি আমাদের প্রতিটি অঙ্গের মালিক।

সেই বাদশাহ– এই জগতের প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র পরিবর্তনও যাঁর সামনে।

সেই বাদশাহ– আরশ ও পৃথিবী যাঁর সামনে খোলা গ্রন্থের মতো।

যাঁর কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। আমাদের সমাজ কতই না নির্বোধ– সেই বাদশাহর সাথে লড়াই করছে। বলে, কী করবো ভাই, শ্বশুরবাড়ির লোকজনকেও খুশি করতে হয়। কী করবো, মানুষ মানছে না। এ মানছে না, ও মানছে না।

আমি বলি, একবার ভেবে দেখ, সেদিন কী অবস্থা হবে– যখন একাই যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন, অমুকের কন্যা অমুক কিংবা অমুকের পুত্র অমুককে উপস্থিত করা হোক। তারপর তাকে উপস্থিত করা হবে। সেদিন প্রতিটি নারী ও পুরুষকে ফেরেশতাগণ টেনে এনে আল্লাহর

www.banglakitab.weebly.com

সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। সেদিন তাদের অবস্থা হবে ছাগলের বাচ্চার মতো। শহরের মেয়েদের হয়তো জানা নেই, জন্মকালে ছাগলের বাচ্চার কী অবস্থা হয়! যখন ছাগলের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে তখন সে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পা এতটাই দুর্বল থাকে, সে দাঁড়াতে পারে না। যখন দাঁড়ায় পা কাঁপতে থাকে। কখনও এদিক পড়ে যায়, কখনও ওদিক। পা এত দুর্বল শক্তভাবে দাঁড়াতে পারে না। কয়েক ঘণ্টা পর আল্লাহ তাআলা তার পায়ের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করে দেন। তখন সে দাঁড়ায়। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার পা থাকে কম্পমান। সে এদিক ওদিক পড়ে যেতে চায়। এই অবস্থাকে আরবী ভাষায় 'বাযজুন' বলে। হাদীস শরীফে এ কথাই বলা হয়েছে–

فَجَاءُوْا بِابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَىِ اللهِ
تَعَالٰى كَاَنَّهٗ بَزَجٌ

কেয়ামতের দিন আদম সন্তানকে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর বকরির বাচ্চার ন্যায় কম্পিত পদে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে।

আজ বড় বড় শাহজাদী, বড় বড় বাদশাহ এবং শাহ সওয়ারকে আল্লাহ তাআলা হিসাব দেয়ার জন্য ডেকে পাঠাবেন। অমুকের ছেলে অমুক হিসাব দাও। সেই দৃশ্য হবে খুবই ভয়াবহ।

দুনিয়া ও আখেরাতের পরীক্ষার পার্থক্য

স্কুলের পরীক্ষায় যদি প্রস্তুতি না থাকে তাহলে কলিজা বাইরে এসে পড়ে। মনে হয় যেন বুক ফেটে যাবে। তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। সকালে ফিজিক্স পরীক্ষা। রাতভর পড়ছিলাম। সারা রাতে এক ঘণ্টাও ঘুমাইনি। সকালে ওঠে গেছি পরীক্ষা দিতে। ঘুমের চাপ। শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি। যখন প্রশ্নপত্র সামনে এলো, সবকিছু ভুলে গেলাম। একটি শব্দও মনে করতে পারছিলাম না। এখন থেকে চৌত্রিশ বছর আগের ঘটনা এটা। তখন আমার অবস্থা হয়েছিল এই– ঘাম আর চোখের পানিতে আমার সারা শরীর

www.banglakitab.weebly.com

ভিজে গিয়েছিল। আমি যদি সেদিন ম্যাট্রিকে ফেল করতাম তাহলেই বা কী হতো? তারপরও বিশ্বাস করুন, সেদিন আমার পুরো অস্তিত্ব ঘামে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছিল। আমি কলম রেখে বসেছিলাম। কলম রেখে দিয়েছি। প্রশ্ন রেখে দিয়েছি। খাতা রেখে দিয়েছি। এভাবে আধা ঘণ্টা বসে বসে ভেবেছি, কী হবে? যদি ফেল করতাম তো কি হতো! এর কারণে তো আমার রিযিক বন্ধ হয়ে যেতো না। আমার পেছনে এমন কোন শূলিও পাতা ছিল না যে– ফেল করলে আমাকে তাতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ছোট্ট একটি প্রশ্নপত্র সেদিন আমার চোখ ও মগজ থেকে সবকিছু গুম করে দিয়েছিল। চৌত্রিশ বছর পরও যখন আজ সে কথা ভাবতে বসি, তখন আমার কষ্ট হয়।

সেদিন আমাদের অবস্থা কী হবে, যেদিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। আল্লাহ তাআলার প্রশ্ন যখন আমাদের স্মৃতি ও মস্তিষ্ক থেকে সবকিছু মিটিয়ে দেবে। আর তার জন্যে যখন কোন প্রস্তুতিই নেই, তখন তো জবাব দেয়ারও কোন উপায় নেই। আর বিষয়টা তো এমনও নয়, ম্যাট্রিকে এ বছর ফেল করলাম তো আগামী বছর আবার দেবো। এবার এমএ পরীক্ষায় ফেল করলাম, তো আগামী বছরের জন্যে তৈরি নিই। বিষয়টা তো এমন নয়। বরং ভয়ানক জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

জাহান্নামের চিৎকার

تَاْكُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

জাহান্নামের আগুন একে অপরকে গিলে খাচ্ছে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ

রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। [মুলক : ৮]

হাশরের মাঠে জাহান্নামকে সত্তর হাজার লাগাম দিয়ে বেঁধে টেনে উপস্থিত করা হবে। ঘোড়ার জন্যে থাকে একটি লাগাম। যদি কোনভাবে এই একটি

www.banglakitab.weebly.com

লাগাম থেকে ছুটে যেতে পারে, তখন সওয়ারী বলতে পারে তাকে ধরা যে কত কঠিন। আর জাহান্নামের লাগাম হবে সত্তর হাজার। প্রতিটি লাগাম ধরে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তাদের হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়বে জাহান্নাম। তার গায়ে এক শাহী শক্তি। সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বারবার বেরিয়ে পড়বে। যখন সে হাশরের মাঠে আসবে তখন চিৎকার করতে থাকবে। তার চিৎকার শুনে বড় বড় ফেরেশতা অলি আউলিয়া পর্যন্ত উপুড় হয়ে পড়ে যাবেন। হাদীস শরীফে আছে, সেদিন যদি কারও কাছে সত্তর জন নবীর আমলও থাকে তবুও সে জাহান্নামের চিৎকার শোনার সাথে সাথে বলবে, আজ আমার রক্ষা নেই। আজ আমি বাঁচতে পারবো না। তখন সকল মানুষের মুখে মুখে একটাই জপ থাকবে– নাফসী, নাফসী!

হযরত আদম (আ.) ডাকবেন নাফসী, নাফসী বলে।

নূহ (আ.)-এর কণ্ঠেও একই জপ।

নবীগণের মুখে সেই একই উচ্চারণ।

সেদিন যদি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেউ ফেল করে বসে তখন তাকে দ্বিতীয়বার প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে না। এমন নয়, ফেল করেছো তো কী হয়েছে? আবার প্রস্তুতি নাও, আগামী বছর ভালো করে পরীক্ষা দাও। বরং ফেল করার সাথে সাথে নির্দেশ হবে, একে জাহান্নামে ছুঁড়ে মার। আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার ফয়সালা–

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ

তাকে ধর, তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। [হাক্কা : ৩০]

ফেরেশতা এসে তার মুখে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার জিহ্বা চেপে ধরে এমনভাবে টান দেবে, তার সমগ্র জিভ বেরিয়ে আসবে। অতঃপর তাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। নারীদের মাথার বেণী ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে মারবে এবং গড়াতে গড়াতে জাহান্নামের দিকে যেতে থাকবে আর বলতে থাকবে, দয়া দয়া, রহম রহম! ফেরেশতারা তখন বলবে, সরচে' বড় দয়ালু যখন তোমাদের প্রতি দয়া করেননি, তখন আর কে দয়া করবে?

www.banglakitab.weebly.com

لَمْ يَرْ حَمْكُمْ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَكَيْفَ نَرْحَمْ؟!

কঠিন সংকট

এ এক কঠিন সংকট। সমস্যা এইটুকু নয়। বিদ্যুৎ বিল কোত্থেকে পরিশোধ করা হবে। সামনে বিয়ে আসছে, এর ব্যবস্থা কীভাবে করা হবে। যাদের পয়সা আছে তাদের জন্যে তো বিয়ে শাদীর প্রস্তুতি কোন ব্যাপারই নয়। তারা বলে দিবে, পাঁচ লাখ টাকার কাপড় দিয়ে দাও। পঞ্চাশ লাখ টাকার অলংকার দিয়ে দাও। এত কোটি টাকার এই দাও, সেই দাও। এটা কোন সংকট নয়। সংকট তো সামনে অপেক্ষা করছে। জাহান্নাম। এখন কি করবে? জাহান্নাম হা করে আছে। কি করবে এখন? যাবে কোথায়? জাহান্নাম রাগে ফেটে পড়বার উপক্রম। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তাআলা যদি জাহান্নামকে না ফেরান তাহলে জাহান্নাম সবাইকে তুলে নিজের ভেতর নিয়ে নিবে। জাহান্নাম সেদিন লাগামহীন হয়ে পড়বে। ভয়াবহ এই ঘাঁটি থেকে মুক্তি পাওয়াকেই বলা হয় সফলতা। আর এখানে পড়ে যাওয়াকে বলা হয় ব্যর্থতা।

এর সবকিছুই আল্লাহ তাআলার হাতে। আল্লাহ আসমান ও জমিনের মালিক। তিনিই একমাত্র বাদশাহ। তিনি সরাসরি বান্দাকে পাকড়াও করেননি। রাসূল পাঠিয়েছেন। নবীগণকে পাঠিয়েছেন। কিতাব পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ এসেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি এসে নারী পুরুষ সকলের জন্যেই জীবন যাপনের এক পরিপূর্ণ পন্থা দেখিয়ে গেছেন। জীবনের রাজপথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন–

يَا اَبَا سُفْيَانَ! جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

> আবু সুফিয়ান! আমি তোমাদের কাছে দুনিয়া আখেরাতের সকল সফলতা নিয়ে এসেছি।

বলেছেন–

www.banglakitab.weebly.com

تَرَكْتُكُمْ عَلَى مُحَجَّةٍ بَيْضَاءَ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا

আমি তোমাদেরকে এমন একটি পথের উপর রেখে যাচ্ছি, যার রজনী দিবসের মতোই উজ্জ্বল।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন দুনিয়া আখেরাতের সকল পরীক্ষায় পাস করার এক নিশ্চিত উপায়। তাঁর দেখানো পথ থেকে সরে পড়া মানেই দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যর্থতা।

পৃথিবীর সকল নারী ও পুরুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কষ্ট থেকে বাঁচতে হলে একটাই বিধান– আল্লাহকে সামনে রেখে চল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবনকে সামনে রেখে চল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন দুনিয়ার সকল মানুষকে বেহেশতের পথ দেখাতে। পৃথিবীর সকল মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু রক্ষা পাবে সেই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথে জীবন যাপন করেছেন। এর বাইরে যারা আছে তাদের সকলের জন্যেই রয়েছে পতন। জাহান্নামের দিকে যেতে হবে এবং জাহান্নামে পড়তে হবে।

প্রেসার-কুকার ও কুরআনের আয়াত

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

নিশ্চয়ই জাহান্নাম তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে। [হুমাযা : ৮–৯]

এই আয়াতের মর্ম আমি প্রেসার-কুকার দেখে বুঝেছি। এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমাদের মেয়েরা ভালো বুঝবে। 'মু-সাদাহ্' শব্দের অর্থ হলো, চারদিক থেকে বন্ধ দেয়াল। ছাদ বন্ধ, মেঝে বন্ধ, চারদিকের দেয়ালও বন্ধ। জানালা নেই, দরজা নেই, পথ নেই, ছিদ্র নেই।

www.banglakitab.weebly.com

আমরা প্রতিদিনই লক্ষ করি, মেয়েরা প্রেসার-কুকারে গোশত রান্না করে। এর ভারী নিচের দিকটা বিছানার মতো। চারপাশে লোহার ভারি দেয়াল। মাঝখানে ছোট্ট একটি ছিদ্র। এই ছিদ্র এজন্য রাখা হয়েছে, ভেতরে যখন স্টিম তৈরি হবে তখন যেন তা বাইরে আসতে পারে। কারণ, যদি ভেতরের ভাপ বের হওয়ার কোন পথ না থাকে তাহলে পুরো প্রেসার-কুকার বোমার মতো হয়ে যাবে। তারপর যদি তা কোনভাবে ফেটে যায়, তাহলে পুরো ঘরে আগুন লেগে যেতে পারে। তাই উপর দিক থেকে সামান্য একটা ছিদ্র রাখা হয়। সেই ছিদ্র খুবই সামান্য। এই সামান্য ছিদ্র দিয়ে একটু একটু করে ভাপ বের হতে থাকে। ভেতরে অবশিষ্ট যে ভাপ থাকে তা এতটাই শক্তিশালী হয়– দুই ঘণ্টায় যে গোশত নরম হওয়ার নাম পর্যন্ত নেয় না, দেখা যায় দশ মিনিটেই তা হাড় থেকে আলাদা হয়ে পড়ে এবং গলে যায়। যদি আরও পাঁচ মিনিট রাখা হয় তাহলে হাড়গুলোও গলে যাবে। এই ঘটনা আমাদের মেয়েরা প্রতিদিনই দেখে। প্রতিদিন তারা প্রেসার-কুকার দেখে দেখে কুরআনে কারীমের 'মু-সাদা' শব্দের মর্ম বুঝে। জাহান্নামের নীচে ভারি স্তর। উপরে ভয়ানক মোটা ছাদ। ডানে বামে মোটা শক্ত দেয়াল।

نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا غَوَاشٌ

যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। [কাহ্ফ : ২৯]

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ

তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও। [আ'রাফ : ৪১]

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

তাদের জন্যে থাকবে তাদের উপরের দিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচের দিকেও আচ্ছাদন। [জুমার : ১৬]

উপরে নীচে ডানে বামে সবদিক থেকেই বন্ধ থাকবে, ছিদ্র থাকবে না। যেদিক দিয়ে স্টিম বের হবে সে দিক দিয়ে আল্লাহর নাফরমানদের ছুঁড়ে

www.banglakitab.weebly.com

মারা হবে। তারপর সেই ছিদ্রও বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর ভেতরে যে স্টিম তৈরি হবে তা আর বাইরে আসবে না। কারণ, এগুলো জাহান্নামের দরজা, এগুলো ফেটে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। বরং এই স্টিম অবাধ্যদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে। শরীরের গোশতগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

আগুনের ভয়াবহতা

শুধু হাড়ের ভেতরই নয়, পায়ের তালুর ভেতর দিয়ে আগুন ঢুকে পড়বে। তার গোশত এবং হাড় অতিক্রম করে তার রান ও পেট অতিক্রম করে বুক গর্দান ও মাথার খুপড়িকে দীর্ণ করে আগুন বেরিয়ে যাবে। আগুন প্রবেশ করবে পায়ের তালুর দিক থেকে বেরিয়ে যাবে মস্তক বিদীর্ণ করে। এ হলো 'মু-সাদা'। চারদিক থেকে ঘিরে থাকবে আগুন। যেন এক প্রেসার-কুকার। ভেতরেই আগুন জ্বলছে। ভাপ সৃষ্টি হচ্ছে। শরীরের হাড় গোশত গলে যাচ্ছে। কিন্তু মরণ নেই। গলে যাচ্ছে, কিন্তু শেষ নেই। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আবার এসে জোড়া লাগছে।

আহা! যদি লক্ষ কোটি বছর পরেও বলে দেয়া হতো– আচ্ছা, এদেরকে বের করে দাও। কিন্তু না। লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে যাবে, কাফেরদের ঠিকানা হবে শুধুই জাহান্নাম।

একটি হাদীসে আছে– যদি জাহান্নামীদেরকে বলা হয়, পৃথিবীতে যতগুলো বালু আছে যতগুলো পরমাণু আছে তত বছর তোমাদেরকে জাহান্নামে রেখে তারপর ছেড়ে দেয়া হবে– তাহলে তারা খুশি হয়ে যাবে। আর যদি বেহেশতবাসীকে বলা হয়, পৃথিবীতে যতটুকু বালু ও পরমাণু আছে তত বছর তোমাদেরকে বেহেশতে রেখে তারপর বের করে দেয়া হবে তাহলে তারা কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু জাহান্নামীরাও জাহান্নাম থেকে বের হবে না, বেহেশতিরাও বেহেশত থেকে বের হবে না।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا

তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। [মায়িদা : ১১৯]

www.banglakitab.weebly.com

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বান্দাদের বিচার তো করেই ফেলেছেন।

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে। বলা হবে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য। [যুমার : ৭৫]

কেয়ামতের দিন

এটা সেই দিন যেদিন আল্লাহ ভালো মন্দকে আলাদা করে ফেলবেন।

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ

সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল প্রবেশ করবে জাহান্নামে। [শূরা : ৭]

يَوْمَ يَاْتِ لَاتُكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ

যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগা, আর কেউ ভাগ্যবান। [হূদ : ১০৫]

সেদিন সম্মানিত আর লাঞ্ছিত আলাদা হয়ে পড়বে। এখানে তো ভালো মন্দ সবই এক সাথে চলে। কিন্তু সেদিন আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বলে দিবেন-

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। [ইয়াসীন : ৫৯]

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমরা আজ কিসের পেছনে পড়ে আছি? আমাদের সকল চিন্তা ও পেরেশানী কাপড় ও অলংকার নিয়ে। আমাদের চিন্তা ও পেরেশানী বিয়ে চাকরি উঁচু অট্টালিকা ঘর মোবাইল ও এয়ারকন্ডিশন নিয়ে। এগুলোই এখন আমাদের একমাত্র ভাবনা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন সেসব নিয়ে আমাদের কোন ভাবনা নেই, অনুভূতি নেই, চিন্তা নেই। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন, দুনিয়াতেই যাদের বেহেশতের ফয়সালা করে দিয়েছেন, তাদের অবস্থা দেখুন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার মেয়ে ফাতেমা বেহেশতী নারীদের সরদার। তারপরও তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)কে এই বলে উপদেশ দিয়েছেন–

يَافَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ

> ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর।

অর্থাৎ এ কথা ভেবে বসে থেকো না, আমি নবীর মেয়ে। নিজেকে নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। অথচ তিনিই তাঁকে বলেছেন, ফাতেমা বেহেশতী নারীদের সরদার।

হযরত উমর (রা.)-এর ফযীলত

হযরত উমর (রা.) সেই ব্যক্তি যাঁর উসিলায় বাইশ লাখ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে ইসলাম প্রসারিত হয়েছিল। উমর (রা.) সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উমর যে পথ দিয়ে যায় শয়তান সে পথে হাঁটে না। উমর সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার মাঠে বলেছিলেন, যেখানে সোয়া লাখ সাহাবী উপস্থিত ছিলেন– আল্লাহ তাআলা

www.banglakitab.weebly.com

আমার সকল সাহাবীকে নিয়ে আজ গর্ব করছেন এবং বিশেষভাবে গর্ব করছেন উমরকে নিয়ে। উমর সেই ব্যক্তি যাঁকে নিয়ে আল্লাহ গর্ব করেন। এ থেকেই তাঁর মর্যাদা অনুমান করা যায়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পর যদি কেউ নবী হতো তাহলে সে হতো উমর। তিনি আরও বলেছেন, এই পৃথিবীতে আমার দুইজন উজির আছেন আর আসমানে আছেন দুইজন। দুনিয়াতে আমার উজির হলেন আবু বকর ও উমর (রা.)। আর আকাশে আমার উজির হলেন জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.)। একবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতে হযরত আবু বকর (রা.)কে এবং অপর হাতে হযরত উমর (রা.)কে ধরেন এবং বলেন, কেয়ামতের দিন আবু বকর ও উমর এভাবেই আমার ডান পাশে এবং বাম পাশে উত্থিত হবে। কত বড় সুসংবাদ! বাইশ লাখ বর্গ মাইল যাঁর উসিলায় ইসলামের ছায়াতলে এসেছে, লাখ লাখ মানুষ যাঁর বরকতে মুসলমান হয়েছে, যাঁর বকরতে ইসলাম ও মুসলমানের মাথা উঁচু হয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁকে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে এই বলে চেয়ে নিয়েছেন– হে আল্লাহ! আমাকে উমরকে দিয়ে দাও।

হযরত উমর (রা.)-এর শেষ স্বপ্ন

অতঃপর যখন উমর (রা.)-এর মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়– সে মৃত্যু গাফলতের মৃত্যু ছিল না, ছিল শাহাদাতের মৃত্যু। ফজর নামাযে ইমামতি করার জন্যে দাঁড়িয়েছেন। আর সে অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে শাহাদাতের নেয়ামত দান করেছেন। যখন তিনি মৃত্যুর আগমন উপলব্ধি করেছেন, নিজের ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে ডেকে বলেছেন, আবদুল্লাহ! মা আয়েশা (রা.)কে গিয়ে বল উমর তার সাথীদের সাথে দাফন হতে চায়। দেখ এ কথা বলো না, আমিরুল মুমিনীন তার সাথীদের সাথে কবরস্থ হওয়ার অনুমতি চেয়েছেন। বলবে, উমর অনুমতি প্রার্থনা করেছে। যদি তিনি অনুমতি দেন তাহলে মৃত্যুর পর আমাকে সেখানে কবর দিও। আর যদি অনুমতি না দেন তাহলে আমাকে সাধারণ কবরস্থানেই দাফন করে দিও।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যখন এ কথা জিজ্ঞেস করতে যান তখন দেখেন মা আয়েশা (রা.) কাঁদছেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) আরয করলেন– আম্মাজান! আমার বাবা উমর তাঁর সাথীদের পাশে দাফনের জায়গা প্রার্থনা করছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, এই জায়গাটি তো আমি আমার জন্য রেখেছিলাম। কিন্তু উমর যদি চান, তাহলে আমি তাঁকে আমার উপর প্রাধান্য দিব এবং আমি তাঁকে অনুমতি দিচ্ছি। এটা অনেক বড় সুসংবাদ ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যখন এসে আরয করলেন, আব্বাজান! অনুমতি মিলেছে। কেয়ামত পর্যন্ত আপনি আপনার সাথীদের সাথে থাকবেন। দুনিয়ায়ও সাথী, পরকালেও সাথী। বললেন, না বেটা! হতে পারে আয়েশা আমার লজ্জায় অনুমতি দিয়েছেন। আমি যখন মারা যাব, তখন আমার জানাযা সেখানে নিয়ে যাবে। জানাযা সেখানে রেখে আরেকবার তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি অনুমতি দেন তখনই আমার লাশ ভেতরে নেবে। এ হলো হযরত উমর (রা.)-এর ফযীলত। এই ফযীলত আমাদের চোখের সামনে। তাঁর শাহাদাতের ঘটনা আমরা সকলেই জানি। কবরের জন্যে জায়গা পাচ্ছেন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে। তারপরও যখন মৃত্যুর আগমন অনুভব করেছেন তখন তাঁর মস্তক ছিল স্বীয় পুত্রের কোলে। বললেন, বাবা! আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তাঁর মাথা মাটিতে রেখে দিলেন। উমর তখন তাঁর গাল মাটিতে ঘষতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন–

وَيْلٌ لَكَ يَاعُمَرُ اِنْ لَمْ يَغْفِرْلَكَ رَبُّكَ

উমর! তোমাকে যদি তোমার প্রভু ক্ষমা না করেন তাহলে তো তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো।

আর এ কথা বলতে বলতেই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

এই তো উমর! যাঁর জন্যে বেহেশত সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

এই তো উমর! যাঁর অপেক্ষায় ফেরেশতাগণ অপেক্ষমান। অথচ মৃত্যুর সময় বারবার বলেছেন, যদি মারা যাই আর প্রভু আমাকে ক্ষমা না করেন...

হযরত সুহাইব (রা.) জানাযা পড়িয়েছেন। তাঁর লাশ হযরত রাসূলে কারীম

www.banglakitab.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজার সামনে রেখেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বিশাল জামাত পেছনে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সামনে এগিয়ে গেলেন। দরজায় আঘাত করলেন। ভেতরে ছিলেন মা আয়েশা (রা.)। আরয করলেন, আম্মাজান! আমার বাবা উমর ইবনুল খাত্তাব দরজার সামনে উপস্থিত। ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছেন।

মা আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) দরজা খুলে দিলেন এবং বললেন–

مَرْحَبًا بِعُمَرَ

স্বাগতম উমর!

তারপর তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যে উমর (রা.)-এর এত সম্মান সেই উমর মৃত্যুর সময় এ কথা বলে কাঁদছেন– যদি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা না করেন...

আমরা কি একবার আমাদেরকে তুলনা করে দেখেছি? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা কী করি? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের জীবন কীভাবে কাটে? আমাদের নারীরা কি করছে? আমাদের পুরুষরা কি করছে? পুরুষদের পয়সা কামানো ছাড়া অন্য কোন আগ্রহ নেই। মেয়েদের আগ্রহ কেবলই সাজ-সজ্জার প্রতি। ঘর সাজাও, শরীর সাজাও। পুরুষের আগ্রহ কেবলই পয়সার প্রতি। পয়সা কামাও, পয়সা বানাও। পয়সার পেছনেই ছুটছে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমরা একবারও নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহর হুকুমের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় পাচ্ছি না। কী যে নির্বুদ্ধিতা!

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আজ সর্বত্রই প্রতিযোগিতা পয়সার। একজন বলছে, আমি তার চাইতে বেশি কামাবো। দ্বিতীয়জন বলছে, আমি তাকে ছাড়িয়ে যাবো।

হযরত উমর (রা.)-এর শানে হযরত আলী (রা.)-এর বাণী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন হযরত উমর (রা.)-এর জন্যে কবর খনন করা হচ্ছিল তখন আমি অনুভব করলাম, আমার

www.banglakitab.weebly.com

কাঁধের উপর কেউ হাত রেখেছেন। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি হযরত আলী (রা.)। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে এবং তিনি বলছেন, উমর! আমি জানতাম তোমার দাফন এখানেই হবে। তোমার জন্যেই এই জায়গাটি ছিল। কারণ, আমি একবার নয়, বারবার হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার কানে এ কথা বলতে শুনেছি–

আমি ও আমার সাথী আবু বকর, উমর

আমি ও আমার বন্ধু আবু বকর, উমর

আমি ও আমার সাহাবী আবু বকর, উমর

আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে বারবার এ কথা শুনেছি। তাই আমার বিশ্বাস ছিল এখানে তুমি ছাড়া আর কারও কবর হতে পারে না।

ভাববার বিষয় হলো, এত প্রস্তুতি সত্ত্বেও যখন বিদায় গ্রহণ করেছেন তখন ভীত কম্পিত অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করেছেন। এর বিপরীতে আমাদের কাছে কী আছে! অথচ আমরা ডুবে আছি গাফলতের মধ্যে। আমি বুঝি না, এই গাফলতকে আমরা কীভাবে দূর করবো? কোথা থেকে এমন শব্দ আনবো যা অন্তরের পর্দা দীর্ণ করে দেবে। ভেতরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া ঈমানকে জাগিয়ে দেবে। নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হয়।

আমরা এখন এমন বস্তুর পেছনে সাধনা করে যাচ্ছি যার কোনটাই আমাদের সাথে যাবে না। ব্যবসায়ীদের তো গুদামের পর গুদাম বোঝাই হয়ে পড়ে আছে। কাপড়ের গুদাম, সুতার গুদাম, লোহার গুদাম– আরও কত কি! এই আমার গুদাম। সামনে ক্রেতা। কেনো এবং বেচো, বেচো এবং কেনো। আমরা এরই মধ্যে ডুবে আছি। এর পেছনেই যাচ্ছে আমাদের সকল শ্রম ও সাধনা। অথচ এর এক টুকরোও আমাদের সঙ্গে যাবে না।

প্রয়োজন এখন অন্তরের পরিবর্তন। অন্তর তো আমার হাতে নেই। আমার অন্তরই আমার হাতে নেই। অন্যদের অন্তরের কথা কি বলবো! প্রতিটি পদেই নিজের অসহায়ত্ব অনুভব করি। এক বিশাল জাতি তুফানের মতো জাহান্নামের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। সামনে এমন কেউ নেই যে তাদের পথ

www.banglakitab.weebly.com

আগলে ধরবে। তাদেরকে ফেরাবার চেষ্টা করবে। আহা! কেউ যদি বালুর একটি টিলা তৈরি করেও সামনে দাঁড়িয়ে যেতো। বলতো, ছেলেরা! সামনে আগুন। গাড়ির জন্যে তো পথে স্পীড ব্রেকার বানানো আছে। দ্রুত চালাতে গিয়ে যেনো কোথাও ধাক্কা না খায়। এ জন্য পথে পথে স্পীড ব্রেকার। উদ্দেশ্য ধীরে চল, সামলে চল। থেমে থেমে চল। কিন্তু জাহান্নামের পথে আমরা কোথা থেকে স্পীড ব্রেকার বসাবো। কী যুবক কী পুরুষ কী নারী কী ব্যবসায়ী কী জমিদার কী শাসক কী গ্রাম্য কী শহুরে– সকলেই ছুটে চলেছে জাহান্নামের দিকে। যেন নতুন বৃষ্টি। ঝর্নার পানি। বয়ে চলেছে প্রবল বেগে।

খোদায়ী বিধানের গুরুত্ব

কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে গেলে আফসোস হয়, অথচ গ্লাসে ঘর বোঝাই। এই তো ক'দিন আগের কথা। আমাদের ঘরের কাজের মেয়ের হাতে একটি গ্লাস ভেঙ্গে গেলো। আমার স্ত্রী বলতে লাগলো, গ্লাসটা মাত্র কিনেছি, আর এখনই ভেঙ্গে গেলো। নিজের ঘরের কথা বললাম। এই অবস্থা সকল ঘরেরই। একটা গ্লাস ভেঙ্গে গেলে গৃহকর্ত্রী দুঃখ পায়। এই যে আমাদের ব্যবসায়ীরা আছেন– সামনেই অনেকে বসা। যদি এক লাখ রুপি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে রাগে ক্ষোভে আগুন হয়ে যাবেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগুনের ভাপ উঠতে থাকে। একে গলা চেপে ধরতে যায়, ওকে মারতে যায়।

অথচ প্রতিদিন আল্লাহ তাআলার কত বিধান কাঁচের গ্লাসের মতো ভাঙ্গা হচ্ছে। যখন কোন নারী বেপর্দা হয়ে বাজারের দিকে হাঁটা দেয়, তখন সে তার এই ক্ষুদ্র সফরে আল্লাহ তাআলার কতগুলো বিধান ভেঙ্গে খানখান করে! একজন ব্যবসায়ী যখন একটি ভুল লেনদেন করে তখন এই এক লেনদেনের ভেতর দিয়ে সে আল্লাহ তাআলার কতগুলো বিধান ভেঙ্গে দেয়।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

ক্ষুদ্র একটি কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে গেলে তার জন্যে দুঃখ করার লোক আছে।

www.banglakitab.weebly.com

কিন্তু আল্লাহ তাআলার হাজার হাজার বিধান ভেঙ্গে যাচ্ছে। এর জন্যে দুঃখ করার কেউ নেই। আমাদের অনুভূতি মারা গেছে। মূল্য তো নির্ধারিত হবে আমল দ্বারা, বস্তু দ্বারা নয়। আকার আকৃতিতে মূল্য নির্ধারিত হবে না। মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে আমল দ্বারা। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জীবন নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের সকলের সাধনা হলো সেই জীবনটাকে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা।

আমরা কেবলই নামাযের কথা বলছি না। বলছি না, এসো নামায পড়। যদি আমাদের কাজ কেবলই নামাযের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতো তাহলে সেটাও হতো এক মহান কাজ। কারণ নামায অনেক বড় একটি ইবাদত। নামায মামুলি কোন বিষয় নয়। শতকরা পঁচান্নব্বইজন মুসলমান আজ নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। শতকরা পঁচান্নব্বই ভাগ নারী-পুরুষ আজ সিজদার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। নামায সম্পর্কে সর্বপ্রথম বান্দা জিজ্ঞাসিত হবে। শয়তান একটিমাত্র সিজদাকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে কেয়ামত পর্যন্তের জন্যে বিতাড়িত করেছেন। যে ব্যক্তি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বর্জন করে সে দিনে কতগুলো সিজদাকে অস্বীকার করলো! যে পুরো সপ্তাহ নামায থেকে বঞ্চিত থাকলো সে অস্বীকার করলো কতগুলো সিজদাকে। একটি সিজদা অস্বীকার করে শয়তান অনন্তকালের জন্যে বিতাড়িত। বিশ বছরে যে একবারও নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি সে কত বড় বিতাড়িত তা কেয়ামতের দিনই পরিষ্কার হবে। তারপরও বলি, আমরা কেবলই নামাযের কথা বলছি না, বলছি পুরো দীনের কথা।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

ইসলাম শুধুই নামায নয়। বিয়ে শাদী উপলক্ষে আমাদের নারী-পুরুষরা কেন এমন হয়ে যায়? কেন তারা এভাবে আল্লাহর বিধানাবলীকে টুকরো টুকরো করে? আমাদের ব্যবসায়ের জগত এমন কেনো? আমাদের সমাজ কেনো এমন? কীভাবে আজ আল্লাহর বিধানাবলীকে ধ্বংস করা হচ্ছে! শরীয়তের সাথে করা হচ্ছে মস্করা। আমরা তো পৃথিবীব্যাপী পুরো দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মেহনত করছি। প্রতিটি নারীকে যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুহাম্মদী মনে হয়। প্রতিটি পুরুষকে যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত মনে হয় মুহাম্মদী। আমাদের নারীদের জন্যে মডেল আজকের নারী সমাজ নয়।

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের নারীদের আদর্শ হলেন উম্মাহাতুল মুমিনীন– রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণ। যাঁদের উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। [আহযাব : ৩২]

অর্থাৎ হে নবীপত্নীগণ! এই পৃথিবীতে তোমাদের মতো আর কোন নারী নেই।

নির্লজ্জতার সয়লাব

আমাদের নারীরা ছুটেছে পশ্চিমা নারীদের পেছনে। মেয়েদের পোশাক দিন দিন সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হচ্ছে। নির্লজ্জতা সর্বত্র ছেয়ে যাচ্ছে। কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে উলঙ্গপনা! প্রথমে তারা পর্দা ছেড়ে দিয়ে চাদর ব্যবহার করতো। তারপর চাদর নামিয়ে রেখেছে। তারপর পোশাক ছোট হতে শুরু করেছে। এখন তো তারা সিগারেট পর্যন্ত খাচ্ছে। আজও যদি আমরা চোখ না খুলি তাহলে হয়তো আমাদের আগামী প্রজন্মের মেয়েরা বিবস্ত্র হয়ে চলাফেরা করবে। যখন কোন জাতি নির্লজ্জ হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেন। তাই আমার বিশ্বাস, ইউরোপ আমেরিকার সময় ঘনিয়ে এসেছে। কেউ তাদেরকে দাওয়াত দিক আর নাই দিক, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। কারণ, তাদের পুরো জাতি এখন নির্লজ্জতার শিকার। এই নির্লজ্জতাকে তারা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দিয়েছে। স্যাটেলাইট ঢুকিয়ে দিয়েছে। ইন্টারনেট ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমরা তখন ছোট। আমাদের একজন মুয়ায্যিন ছিলেন। সবাই তাকে বাবা হাজী ডাকতো। তিনি আমাদেরকে বলতেন, বেটা! এমন একটা দিন আসবে যখন ঘরে ঘরে নর্তকী নাচবে। আজ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ঘরে ঘরে নর্তকী নাচছে।

www.banglakitab.weebly.com

নারী নিজের ঘরকে পরিষ্কার রাখে। ময়লা পড়তে দেয় না। এই পৃথিবী আল্লাহ তাআলার আঙিনা। আল্লাহ তাআলা কি তাঁর আঙিনাকে এভাবে নোংরা রাখবেন? কত কাল পর্যন্ত তিনি এখানে যিনা ব্যভিচার বরদাশত করবেন? আর কতকাল পর্দাহীনতাকে দেখবেন? আর কতকাল গান বাজনার মাহফিল দেখে যাবেন? আর কতকাল সুদী ব্যাংকিং বরদাশত করবেন? জুলুম অবিচার উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনাকে এখানে আর কতকাল ঠাঁই দিবেন? ছেলেমেয়েদের নৃত্য আর কতকাল তিনি বরদাশত করবেন?

আমার আল্লাহর কসম! এই নেজাম অবশ্যই ভেঙ্গে পড়বে। আমরা যদি তাওবা করি তাহলে আমরা বেঁচে যাব। আমরা যদি তাওবা না করি তাহলে এই স্রোতে আমরাও হারিয়ে যাব।

পুরো পৃথিবী আজ এক ভয়ানক পরিস্থিতির শিকার। এক ভয়ানক পরিণতির তীরে দাঁড়ানো। এখানে এখন কুফরকে বরদাশত করা হচ্ছে। বরদাশত করা হচ্ছে মূর্তিপূজাকে। এখানে শিরকের পথে বাধা নেই। অথচ নির্লজ্জতা আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করে। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এই নির্লজ্জতার সব আয়োজন ভেঙ্গে দিবে। এই পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আকাশের ছাদ তাঁর। বাতাস আল্লাহর হুকুমে প্রবাহিত। সূর্য আল্লাহর নির্দেশেই আলো দেয়। রাত আসে আল্লাহর হুকুমেই। দিন আল্লাহর নির্দেশের অনুগত। সুতরাং এই পৃথিবী একদিন অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশে ধুয়ে মুছে পাক হয়ে উঠবে। আল্লাহর দুনিয়া অপবিত্র থাকতে পারে না।

আমরা চিৎকার করে করে বলছি, তাওবা কর। আল্লাহর ওয়াস্তে তাওবা কর। এই ভুল জীবন থেকে সরে আসো। সামনে আগুন। ভয়ানক ঘাঁটি। আমরা পৃথিবীর সকলকে হাত জোড় করে বলছি–

ভাই, তাওবা কর।

বোন, তাওবা কর।

আজকের পরিবেশকে তোমরা নমুনা হিসেবে নিও না।

আজকের নারী সমাজকে তোমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করো না।

www.banglakitab.weebly.com

এই সমাজ তোমাদের আদর্শ নয়। তোমাদের আদর্শ হযরত খাদীজা (রা.)। যাঁকে এই দুনিয়ায় থাকতেই আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা এসে এ কথা বলে গেছে, খাদীজা! তোমাকে বেহেশতের মোতির মহলে স্বাগতম! যদি কারও পেছনে চলতে হয় তাহলে হযরত খাদীজার পেছনে চল। মোতির মহল পাবে।

এই পৃথিবীর একমাত্র নারী যিনি অন্য সকল নারী ও পুরুষকে অতিক্রম করে গেছেন। যাঁকে আল্লাহ তাআলা সরাসরি সালাম পাঠিয়েছেন। নবীগণ তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পেয়েই থাকেন। নবীগণের পর আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যাঁকে সালাম পাঠিয়েছেন তিনি হযরত খাদীজা (রা.)। কিন্তু এই সালাম তিনি তখন পেয়েছেন যখন তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহর নবীর জন্যে ঢেলে দিয়েছেন। ঘরে রান্না করার জন্যে এক মুঠ যবও রাখেননি।

নবী পরিবারের দারিদ্র্য

يَا جِبْرِيْلُ! وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ- مَا اَمْسٰى لِاٰلِ مُحَمَّدٍ كَفَّةٌ مِنْ شَعِيْرٍ

জিবরাঈল, সেই সত্তার কসম! যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন। আজ মুহাম্মদের পরিবারের জন্যে এক মুঠো যবও নেই।

আমাদের সন্তানরা তো বার্গার অর্ধেকটা খেয়ে অর্ধেকটা ছুঁড়ে মারে। অথচ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে এক মুঠো যবও নেই। রোযার দিনে আসরের সময়ে ক্ষুধা অনুভূত হয়। কিন্তু এখন তো আমাদের সেহরীও হজম হয় না। তারপরও শরীর ভেঙ্গে পড়ে। আর যিনি একাধারে তিন দিন পর্যন্ত কোন খাবার মুখে তুলেননি, তাঁর অবস্থা কেমন হবে! চারপায়ীর উপর শুয়ে আছেন। এপাশ ওপাশ করছেন। ক্ষুধার তাড়নায় কখনও এদিক ফিরে, আবার কখনও ওদিক ফিরে শুইছেন। পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে। হযরত আয়েশা (রা.) হযরত রাসূলে কারীম

www.banglakitab.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেটের উপর হাত বুলাতে লাগলেন। এই বলে কাঁদতে লাগলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ হোক। আপনি তো একটি ইশারার মাধ্যমে সবকিছু উপস্থিত করতে পারেন। তারপরও এত কষ্ট কেন? ক্ষুধায় তড়পাচ্ছেন। কখনও বা যন্ত্রণায় পেট চেপে ধরছেন চারপায়ীর সাথে।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আয়েশা! আমি আমার ভাইদের পথে চলতে চাই। আমার পূর্বে যত নবী এই পৃথিবীতে এসেছেন, তারা সবাই ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। আমি তাঁদের পথ থেকে সরতে চাই না। আমি যদি চাই তাহলে উহুদ পাহাড় স্বর্ণ হয়ে আমার সামনে উপস্থিত হবে। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি আমার ভাইদের পথে চলতে চাই।

পশ্চিমা সভ্যতা

যার পেছনে গেলে মনযিল পাওয়া যাবে তাকেই আদর্শ বানাও। আর তাঁরা হলেন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণ। যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

তোমরা এই পৃথিবীর অন্য নারীদের মতো নও।

অথচ আজ তোমরা চলেছো পশ্চিমা নারীদের পেছনে। এই পশ্চিম তো এত ভয়ঙ্কর, সেখানে গিয়ে সূর্যও অন্ধকার হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা কোথায় আলো খুঁজছো? পশ্চিমে গিয়ে যেখানে সূর্য ডুবে যায়, আমাদের নারীরা সেখানে পশ্চিমা সভ্যতার অনুসরণ করছে। বুঝি না, সেখানে তারা কিসের উদয় দেখছে। এই যে আমাদের যুবকরা শরীরে কোট টাই সেঁটে গর্ব অনুভব করে। মনে হয় যেন হিমালয় জয় করে ফেলেছে। পশ্চিমে সূর্য অস্ত যায়। আমরা পশ্চিমের পেছনে চলে কখনও উদয় পাব না।

পশ্চিম অন্ধকারের জগত। আলোর জগত হলো প্রাচ্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে প্রাচ্যের মধ্যবিন্দুতে সৃষ্টি করেছেন। মিডলইস্ট প্রাচ্যেরও

www.banglakitab.weebly.com

কেন্দ্র। মক্কা শরীফ মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। আমাদের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন প্রাচ্যে। প্রাচ্য থেকেই সূর্য আলো ছড়াতে শুরু করে। সে আলো পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অথচ এই সূর্যই যখন পশ্চিমের রেখাকে স্পর্শ করে তখন গভীর অন্ধকারে সূর্য পর্যন্ত হারিয়ে যায়। আমাদের মেয়েরা আজ পশ্চিমা সভ্যতায় কিসের আলো দেখতে পাচ্ছে? আমাদের মেয়েরা পশ্চিমে কী খুঁজছে? তারা কোন সম্মানের নেশায় ঘুরছে পশ্চিমের পেছনে?

নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত কর

কীভাবে বুঝাবো, তাও বুঝি না। বড়ই অসহায়ের জগতে বাস করছি এখন। সকলেই এই একটি কথা বলে পার পেতে চায়, কী করবো, সমাজটাই এমন! কী করবো, কোন উপায় নেই! জীবন কীভাবে চালাবো? এসব কথা বলে সবকিছু ভেঙ্গে চুরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। যেন বাদ কাগজ ছিঁড়ে ঝুড়িতে ছুঁড়ে মারছেন।

আমাদের সফলতার একমাত্র পথ হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত পথ। আমাদের সন্তানরা যেন এ পথে চলতে পারে, সে জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। এই দায়িত্ব নারীদের। আমাদের প্রতি তাবলীগ ওয়ালাদের অনেক বড় অনুগ্রহ। এটা ছিল আমাদের কাজ। আজ করছে তারা। আমাদের মায়েরা এখন বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে। তারা সন্তান প্রসব করছে, কিন্তু তাদের কোল সবুজ নয়। সেখানে ফুল ফুটছে না। বরং কাঁটা গজাচ্ছে। সেখানে সুবাস নেই। দুর্গন্ধ আছে। সৃষ্টি নেই, ধ্বংস আছে। মায়েদের কর্তব্য ছিল, সন্তান সাবালক হওয়ার আগেই তাদের অন্তরে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা গুলিয়ে খাইয়ে দেয়া। কিন্তু কী করবে, তাদের ভেতরেই তো এই সম্পদ নেই।

এই তো ছিল আমাদের মূল সবক। এ সবক আমরা ভুলে গেছি। সেই ভুলে যাওয়া সবকই আমরা নতুন করে শুনাতে চাই। আমরা বলতে চাই, এমন একটি জাতি গড়ে তোল যারা আল্লাহর জন্যে উৎসর্গপ্রাণ হবে। আচ্ছা, যারা পেট ও যৌন চাহিদা ছাড়া আর কিছুই বুঝে না, তারা কি কোন জাতি হলো? আমরা তো কেবলই বাগানের বিরান দশা দেখছি।

www.banglakitab.weebly.com

জানি না, বসন্ত দেখতে পাব কি না! তবে আমরা চাচ্ছি, প্রতিটি মুসলমান মা-বোনকে জীবিত করে তুলতে। হারিয়ে যাওয়া মুসলমান মা– যাদের হারিয়ে যাওয়ার পর শত শত বছর কেটে গেছে। আমরা আজ এমন মায়েদেরই খুঁজছি, যারা এমন একটি নতুন জাতি গঠন করবে– যে জাতি হবে ঈমানদার, চরিত্রবান এবং মমতাবান। তাবলীগ জামাত পৃথিবীব্যাপী এই স্বপ্ন নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দিন। আমীন॥

[বয়ানাতে জামীল : খণ্ড ৩ : ৩৬৭–৩৯৯ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

বয়ান : ছয়

দুনিয়া ও আখেরাত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ- لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئٌ- وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْبَدِيْلِ وَالْمَثِيْلِ وَالشَّبِيْهِ.

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ- وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا-

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

www.banglakitab.weebly.com

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ وَقَالَ تَعَالٰى: قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ۔ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ○

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

> মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ নেক আমল করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো। [নাহল : ৯৭]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন–

> বল, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী আমল করে থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন– চলার পথে কে নির্ভুল? [ইসরাঈল : ৮৪]

সামগ্রিক সমস্যা

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

পৃথিবীর সমগ্র নারী ও পুরুষের একটি সামগ্রিক সমস্যা রয়েছে। প্রতিটি ঘরেই অসংখ্য সমস্যা থাকে। এক একটার চরিত্র এক এক রকম হয়। কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন একটা সমস্যা রয়েছে যে সমস্যা সকলের জন্যে সমান। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই। আর সেই সমস্যাটা হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই মৃত্যু দান করবেন।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ۔

জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। [আলে ইমরান : ১৮৫]

আল্লাহ তাআলা এখানে 'নাফস' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটা পুরুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, নারীর ক্ষেত্রেও। সুতরাং এটা নারী পুরুষ সকলেরই

www.banglakitab.weebly.com

সমস্যা। আমাদের সকলকেই এমন একটি দিনের মুখোমুখি হতে হবে যেদিন আমাদের সবাক জিহ্বা নির্বাক হয়ে পড়বে। কারও মুখ থেকেই তখন আর কোন কথা বের হবে না। আমাদের এই চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় অচল হয়ে পড়বে। কম্পমান হৃদয় খামোশ হয়ে পড়বে। এই চলন্ত মানব অস্তিত্বকে তখন মানুষ না বলে মৃত বলা হবে। কিছুক্ষণ আগে বলা হতো, অমুক যাচ্ছে। আর এখন বলা হবে, মৃত যাচ্ছে, লাশ যাচ্ছে।

মানবিক ব্যাধি

যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি কমে যায় তখন আমরা কত পেরেশান হয়ে পড়ি। বলি, চোখ দেখানো দরকার। ডাক্তারের কাছে ছুটে যাই। কিন্তু যেদিন চোখ পরিপূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে সে দিনটা কম পেরেশানির নয় তো? কানে যদি আমরা সামান্য একটু বেশি শুনি, আপতিত আওয়াজগুলো যদি একটু উঁচু মনে হয় তাহলেই আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাই। ঔষধ আনি, কানে যন্ত্র বসিয়ে দিই, ময়লা পরিষ্কার করি– আরও কত কি! কিন্তু যেদিন এই কান পুরোপুরিরূপে বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন কী হবে! হাতে যদি সামান্য অবশতা অনুভব করি তখন অস্থির হয়ে পড়ি। হাত নাড়াচাড়া করতে সামান্য অসুবিধা বোধ করলেই ভয় পেয়ে যাই, আবার প্যারালাইসিস হলো না তো! মানুষের কাছে দুআ চাই, ফুঁ নিই, তাবিজ ঝুলাই। কিন্তু যেদিন এই দুটো হাত পরিপূর্ণরূপে নীরব হয়ে পড়বে, মুখ থেকে একটি মাছিও সরাতে পারবে না সেদিনের সমস্যাটা কেমন হবে!

হার্টের ওঠানামা যদি সামান্য বেড়ে যায় অথবা কমে যায় তখন হায় হায় পড়ে যায়। আবার হার্টে কোন সমস্যা হলো না তো! সঙ্গে সঙ্গে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও। হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়ে যাও। চিকিৎসা কর। যেন আবার হার্ট নষ্ট না হয়ে পড়ে। কিন্তু যেদিন এই কম্পমান হার্ট পরিপূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন কত কঠিন বিপদ হবে! পায়ে কোন ব্যথা হলো। আমি হুইল চেয়ারে বসতে চাই না। ঘরের সব কাজ আমাকে করতে হয়। আমিই ঘরের অভিভাবক। সুতরাং ডাক্তার সাহেব আমাকে ঔষধ দাও।

www.banglakitab.weebly.com

দোকানে আমাকে একাই আসা যাওয়া করতে হয়। সদাইপাতির জন্যে উঠ বস করতে হয়। অথচ আমার হাঁটুতে ব্যথা। জলদি ঔষধ দাও। কিন্তু যেদিন পুরো পা নড়াচড়া বন্ধ করে দিবে, পাথর হয়ে পড়বে– সেদিন কী হবে!

কথা বলতে না পারলে মানুষ পেরেশান হয়ে পড়ে। ভাবে, আমার জিহ্বায় আবার প্যারালাইসিস হলো না তো! আমার জিহ্বা কেন আটকে যাচ্ছে। জলদি চিকিৎসা করাও। বিশেষ যাদেরকে শিক্ষকতা করতে হয়, মানুষের সামনে কথা বলতে হয় তারা তো জিহ্বা এবং কণ্ঠের প্রতি খুবই যত্নবান হয়। ভাবে, আমার মুখে যেন কখনও জড়তার সৃষ্টি না হয়। কারণ, আমাকে স্কুলে শিক্ষকতা করতে হয়। আমি শিক্ষক, আমি প্রফেসর। যদি আমার জিহ্বা ভারি হয়ে পড়ে তাহলে আমার কী অবস্থা হবে! কিন্তু যেদিন আমার এই সচল জিহ্বা সম্পূর্ণ খামোশ হয়ে পড়বে সেদিনকার বিপদের কথা কি ভেবেছি? যেদিন সন্তান আম্মু আম্মু বলে চিৎকার করতে থাকবে, কিন্তু সামনে থেকে কোন জবাব আসবে না। ছেলে বাবা বাবা বলে চিৎকার করবে, কিন্তু কোন উত্তর পাবে না। বাবা প্রতিদিন সকালে দোকানে যেতেন। আজ বাবা দোকান কার হাতে ছেড়ে যাচ্ছেন? কার কাঁধে রেখে যাচ্ছেন? আম্মু সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। ঘর পরিষ্কার করছেন। নাশতা তৈরি করছেন। তৈজসপত্র দেখছেন। কাপড় চোপড় দেখছেন। আজ এত বড় ঘর পরের কাঁধে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? কোন দেশে যাচ্ছেন? যাচ্ছেন এমন দেশে যেখান থেকে কেউ কখনও ফিরে আসে না।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ-

জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

এই মৃত্যু যদি আমাদেরকে মেরে ফেলতো, আমাদের কাহিনী শেষ করে ফেলতো, মৃত্যুর পর যদি আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম তাহলে কোন সমস্যা ছিল না।

হিসাব কিতাব নেই।
কারও পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন নেই।

www.banglakitab.weebly.com

কোন জবাবদিহিতার বালাই নেই।
তাহলে তো ঠিকই ছিল।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা সামনের আয়াতে যে কথা বলছেন তাতে তো কেউ স্থির থাকতে পারে না।

ثُمَّ تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। [আলে ইমরান : ১৮৫]

তোমরা তোমাদের বাজারে যা কিছু করেছো, ঘরে যা কিছু করেছো, দিনে যা কিছু করেছো, রাতে যা কিছু করেছো তার পরিপূর্ণ প্রতিদান কিংবা শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হবে। এর পাই পাই হিসাব নেব এবং তার যথাযথ প্রতিফল দেবো।

সবচে' বড় সংকট

মূলত এই আয়াতটিই আমাদেরকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুকে জীবনের সবচাইতে সংকট হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এ তো এক পাগলের রাজ্য। এখানে কেউ মৃত্যুকে কোন সংকটই মনে করে না। এখানকার বাজার এখন খুবই চড়া। এখানে ক্ষুদ্র একটি প্লেট ভেঙ্গে যাওয়াও সমস্যা। মাথায় সামান্য ব্যথা, তাও সমস্যা। ছেলের চাকরি নেই, এটাও সমস্যা। কিন্তু এটা কত বড় সংকট, মৃত্যু আমাদের এই জীবন্ত প্রাণিত অস্তিত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। নিষ্পাপ শিশুদের জীবনে নামিয়ে আনে ভয়ানক শোকের ছায়া। সে তো এর আগে শুধু খেলাধুলাই জানতো। হঠাৎ ঘরের মধ্যে যখন মাতম শুরু হয় তখন সে বিস্মিত হয়। বলে, কী হয়েছে? কারণ, এটা তার জন্যে একটা সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। একজন নিষ্পাপ শিশু শক্তভাবে ধাক্কা খায়। ভাবতে বাধ্য হয়, তাহলে এখানে মানুষ মারাও যায়!

কিছুদিন আগের কথা। আমি হজে ছিলাম। এরই মধ্যে আমার মা মারা গেছেন। আমার ভাতিজির বয়স তখন তিন চার বছর। সে তার মাকে বলতে লাগলো, সবাই কাঁদছে কেনো? এভাবে সবাই কাঁদছে কেনো? তার

www.banglakitab.weebly.com

মা বললো, তোমার দাদী আম্মা মারা গেছেন। ভাতিজি বললো, মারা যায় আবার কিভাবে? তার মা বললো, মারা গেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে চলে গেছেন। ভাতিজি বললো, আল্লাহর কাছে গেছেন কোথায়! এই তো এখানে ঘুমিয়ে আছেন। দাদী আম্মা উঠছে না কেনো? এরা কাঁদছে কেনো? তারপর সে ধীরে ধীরে জেনেছে, এখানে মানুষ মারা যায়। জানাযা পড়ানো হয়। তারপর তাকে কবরে রেখে দেয়া হয়। পরে আর কেউ মনে রাখে না। এখানে একজন মা ছিলেন, যিনি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে আমাদের জন্য কত কিছু তৈরি করতেন। এখানে একজন বাবা ছিলেন– যিনি বাজারে গিয়ে আমাদের জন্য কত কষ্ট করেছেন! সারা দিন অন্যের দোকানে গোলামী করতেন শুধু সন্তানের মুখে একটু হাসি দেখার জন্যে। সন্তানের মুখে একটু হাসি দেখার জন্য মা-বাবা জীবন তিলে তিলে বিলিয়ে দিয়েছেন। আজ তাদের কথা কেউ মনে করে না। মনে হয় যেন এই জগতে তারা কেউ ছিলেন না। তাদের জীবন এক পুরনো দিনের গল্প।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

কুরআনে কারীম মৃত্যুকে একটি কঠিন সংকট বানিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীটাকে বানিয়েছে চলার পথ। তোমরা দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে আছো। দুনিয়া বানিয়েছি আমি। আমাকে জিজ্ঞেস কর, এটা কী? যেমন আমরা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলি, ডাক্তার সাহেব! আমি শেষ হয়ে গেছি। ডাক্তার বলেন, কী হয়েছে আপনার? আমার বুকে ব্যথা। আল্লাহর ওয়াস্তে দেখুন। আমার হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। নিজেই অসুখ বানিয়ে বসেছে। আমার হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। ডাক্তার সাহেব দেখলেন, ইসিজি করালেন। বললেন, আপনি তো পাগল! আপনার হার্ট সম্পূর্ণ ঠিক আছে। কে বললো, আপনার হার্ট এ্যাটাক হয়েছে! তারপর সে নিশ্চিন্ত মনে প্রশান্ত চিত্তে ঘরে ফিরে আসে। হাসপাতালে যখন যাচ্ছিল তখন মরা মরা অবস্থা। যখন হাসপাতাল থেকে বেরুচ্ছে তখন চোখ মুখ তরতাজা।

আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে এটাই বলছেন। আমাকে জিজ্ঞেস কর আমি কেন বানিয়েছি এই জগত।

তোমাদের নামায ছুটে গেছে।
কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে।

www.banglakitab.weebly.com

সত্য বলা ছেড়ে দিয়েছো।
তোমাদের পরস্পরে প্রেম নেই, মমতা নেই।
তোমরা সততা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছো।
তোমাদের জীবনে নিষ্ঠা নেই।
তোমাদের জীবনে ইখলাস নেই।
তোমরা অন্যের জন্যে ত্যাগ করাকে ভুলে গেছো।

এখন তোমরা কেবলই তোমাদের পেট নিয়ে ব্যস্ত। কিভাবে পেট পূর্ণ করবে আর কিভাবে ঘর সাজাবে– এটাই তোমাদের লক্ষ্য। রিপুর কামনা পূরণ করতে গিয়ে তোমরা দিন রাত একাকার করে ফেলেছো। এই জমিন যিনি সৃষ্টি করেছেন, একটু তাকে তো জিজ্ঞেস করবে! যিনি আকাশের বিস্তীর্ণ সামিয়ানা টানিয়েছেন। যিনি চাঁদ ও সূর্যের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। যিনি রাত দিন আবর্তনের বিধান দিয়েছেন– তাঁকে তো জিজ্ঞেস করবে, এগুলো কী? এগুলো কেন?

اِعْلَمُوْٓا

শোন আমার বান্দা!

اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

এই দুনিয়ার জীবন, এই বাজারের জীবন, এই পরিবারের জীবন– এ তো–

لَعِبٌ وَّلَهْوٌ

খেল তামাশা মাত্র।

আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন, দশ বারোটা বাজে। খেলছে। কেউ জিজ্ঞেস করলো, কী করছো? বললো, খেলছি। এইমাত্র আমরা বাজার থেকে এসেছি। সেখানে দেখলাম সবাই কাজে ব্যস্ত। কেউ পুরি বানাচ্ছে, কেউ লাচ্ছি বানাচ্ছে, কেউ সবজিতে পানি ছিটাচ্ছে। কেউ দোকান ঝাড়ু দিচ্ছে, কেউ বা দোকানে বসেছে। আমরা এ ক্ষেত্রে বলি, সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন– যদি তোমরা আমার দৃষ্টিতে দেখ, তাহলে এ সবই খেলাধুলা। তোমাদের চোখে যেমন বাচ্চারা খেলছে।

আপনারা হয়তো দেখেছেন, একজন ক্যানভাসার ডুগডুগ বাজাচ্ছে। আমাদের মতো অবসর কিছু লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর সে ঘোষণা করছে, এখনই আমি আমার বাক্স থেকে সাপ বের করবো। সাপ থেকে এই বানাবো, সেই বানাবো। বোতলের ভেতর থেকে জিন বেরিয়ে আসবে। আবার জিনের ভেতর থেকে বোতল বেরিয়ে আসবে। এরা মানুষকে বোকা বানায়। আর মানুষও পাগলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের তামাশা দেখে। যারা বুদ্ধিমান তারা বলে, ক্যানভাসার তামাশা দেখাচ্ছে। আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে বলছেন, যেসব মেয়েরা মনে করে ঘরে তারা কাজ করছে, যেসব পুরুষ মনে করে, বাজারে তারা কাজ করছে। এটা কেবল তাদের ধারণা। আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাদের প্রভু, আমি তোমাদেরকে বলছি। এ সবই তামাশা।

একজন বাচ্চা যখন তার গাড়ি ভেঙ্গে যায় কী কান্নাটাই না কাঁদে। মা বলেন, এটা কোন বিষয় নয়। খেলনাই তো, আবার এসে পড়বে। আবার তোমাকে কিনে দেবো। কিন্তু সন্তান কাঁদে আর বলে, আমার তো অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেলো। আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে বলছেন, তোমরা তোমাদের বাজারের ক্ষতি নিয়ে কাঁদছো– এটা তো কিছুই নয়। তোমরা এখানকার খুশি নিয়ে আপ্লুত হয়ে আছো, এটা তো কিছুই নয়।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক।

www.banglakitab.weebly.com

জাকজমক পারস্পরিক শ্লাঘা ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি– যদ্বারা উৎপন্ন শস্যসম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাতে পরিবর্তন দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। [হাদীদ : ২০]

كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

(তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের) এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে যদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। [কাহাফ : ৪৫]

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ-

যারা কুফুরী করেছে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এটা স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র। অতঃপর জাহান্নাম তাদের আবাস। আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা। [আলে ইমরান : ১৯৬]

কুরআনে কারীমের এ সকল আয়াত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, এ দুনিয়াটা শিশুদের খেলনা মাত্র।

www.banglakitab.weebly.com

কেউ মৃত্যুর মোকাবেলা করতে পারে না

যেখানে মানুষের জ্ঞান কিছু বলতে পারে না, সেখানে আল্লাহ তাআলা সব কিছু বলতে পারেন। মানব জীবনের মূল পর্ব হলো মৃত্যুর পর। হযরত আলী (রা.) বলেছেন–

اَلْمَوْتُ لَيْسَ مِنْهُ الْفَوْتُ

মৃত্যুকে এড়াবার কোন পথ নেই।

সুতরাং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। মৃত্যু থেকে ছোট বড় কারোই কোন রক্ষা নেই।

اِنْ اَقَمْتُمْ لَهُ اَخَذَكُمْ

اِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ اَدْرَكَكُمْ

যদি মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা কর, সে তোমাকে পাকড়াও করবে।

যদি পালিয়ে যাও, তবুও পাকড়াও করবে।

পৃথিবীর বড় বড় পাহলোয়ানরাও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছে। মৃত্যু তাদেরকে মাটির নীচে শুইয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর অনেক বড় বড় দ্রুততম মানবেরা মৃত্যু থেকে পালাবার চেষ্টা করেছে। মৃত্যু তাদের গর্দান চেপে ধরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু এমন এক পাহলোয়ান, যার কাছে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পাহলোয়ান হার মেনেছে। লক্ষ লক্ষ রুস্তম পরাজিত হয়েছে। তার মোকাবেলায় এসে আজ পর্যন্ত কেউ জয়ী হতে পারেনি। সুতরাং অলক্ষে মৃত্যুর শিকার হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। মৃত্যু আসার আগেই তাওবা করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শোধরে নাও। কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তাই এমন যাঁর কোন লয় নেই, ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই।

আল্লাহ সব ধরনের দুর্বলতা থেকে পাক।

আল্লাহ যাঁর কোন আদি নেই।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ যাঁর কোন অন্ত নেই।

আল্লাহ বেঁচে থাকার জন্যে যিনি খাদ্যের মুহতাজ নন।

আল্লাহ বেঁচে থাকার জন্যে যিনি পানির মুহতাজ নন।

আল্লাহ যাঁর অস্তিত্ব রূহ-এর মুহতাজ নয়।

আল্লাহ যাঁর বাতাসের প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ যিনি খানা খাদ্যের মুহতাজ নন।

তিনি কেবল তাঁর সত্তাকেই মৃত্যু থেকে পবিত্র রেখেছেন। এর বাইরে সৃষ্টির প্রতিটি সদস্যকেই মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করতে হবে। মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

জগতের মৃত্যু

একজন একজন করে তো মৃত্যু বরণ করছেই। এমন একদিন আসবে যখন এই সমগ্র জাহান মৃত্যুর মুখোমুখি হবে। আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে মৃত্যুর বেত্রাঘাত করবেন। মৃত্যুবরণ করবে এই পৃথিবী। মৃত্যুবরণ করবে পৃথিবীর সব কিছু।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। [যিলযাল : ১]

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ۔

সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো। [কারি'আ : ৪]

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ۔

এবং পর্বতসমূহ হবে ধূণিত রঙিন পশমের মতো। [কারি'আ : ৫]

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔

www.banglakitab.weebly.com

সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে। [ইনফিতার : ৩]

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔

সমুদ্র যখন স্ফিত করা হবে। [তাকভীর : ৬]

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ۔

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। [ইনশিকাক : ১]

إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ

আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে। [ইনফিতার : ১]

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে। [তাকভীর : ১]

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে। যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে। [কিয়ামাহ : ৭]

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। [তাকভীর : ২]

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। [ইনফিতার : ২]

দেখুন, এ হলো বিশ্ব জাহানের কেয়ামত। মারা যাচ্ছে মানুষ, মারা যাচ্ছে পাহাড়, মারা যাচ্ছে জমিন, সমুদ্র মারা যাচ্ছে, আকাশ মারা যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র।

আকাশ টুকরো টুকরো হচ্ছে।

www.banglakitab.weebly.com

পাহাড় ধূণিত পশমের মতো উড়ছে।

ছাই হচ্ছে সমুদ্র।

উন্মাদের মতো জঙ্গলের প্রাণীগুলো শহরের দিকে ছোটে যাচ্ছে।

যে মা তার সন্তানকে লরিতে তুলতে দিত না।

যে মা তার সন্তানকে বুকের সাথে মিলিয়ে রাখতো।

যে মা তার সন্তানকে আমার মানিক আমার মানিক বলে চিৎকার করতো।

আজ তামাশা দেখ! সে মা-ই তার বুকের সন্তানকে ঘরের আবর্জনার মতো হাতে ধরে ছুঁড়ে মারছে।

يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ

যে দিন দুগ্ধবতী মা তার দুগ্ধপায়ী শিশুর কথা ভুলে যাবে।

আল্লাহ তাআলা সন্তান বলেননি, বলেছেন দুগ্ধপায়ী শিশু। কারণ, দুগ্ধপায়ী শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক থাকে অঙ্গাঙ্গি। মা নিজেকে পরে রক্ষা করে। আগে রক্ষা করে দুগ্ধপায়ী শিশুকে। সন্তান বড় হলে তার প্রতি যত্ন খানিকটা কমে যায়। কমে আসে মমতাও। বরং তার প্রতি দায়িত্বের ভারও অনেকটা হালকা বোধ করে। কিন্তু যে শিশু এখনও দুধ নির্ভর, তার প্রতি মায়ের যত্ন থাকে নিশ্ছিদ্র।

আজ এমন এক দিন, যেদিন মা তার এই দুধের শিশুকে ছুঁড়ে মারবে– ঘরের ময়লা আবর্জনা ছুঁড়ে মারার মতো। আজ নিষ্পাপ শিশুর রক্ষা নেই, রক্ষা নেই মায়ের। আজ অশ্বারোহীর রক্ষা নেই, রক্ষা নেই বীর বাহাদুরের। প্রতাপশালীদের রক্ষা নেই, রক্ষা নেই রাজা-বাদশাহ উজির-নাজির কারোই। জিন ও মানুষ কারোই রক্ষা নেই আজ। মৃত্যুর নির্দয় পাঞ্জা আজ সকলের বুক দীর্ণ করে ছাড়বে। তাদের গর্দান মাটির সাথে নুইয়ে দিবে। তাদের অস্তিত্ব মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।

আজ মৃত্যুবরণ করছে পাহাড়ের মতো শক্তিশালী সৃষ্টি। সুতরাং এই দুর্বল বাজারের অসহায় জনগণ কীভাবে বাঁচবে? আমরা তো এভাবেই প্রতিদিন

www.banglakitab.weebly.com

মারা যাচ্ছি। আজ এ যাচ্ছে তো কাল সে। আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি প্রতিদিনই।

শিঙায় ফুৎকার

অতঃপর এক ভয়ানক আওয়াজ উঠবে। ফেটে চৌচির হবে পৃথিবী। পৃথিবীর বুক দীর্ণ করে বেরিয়ে আসবে আগুনের লেলিহান। সারা পৃথিবীর মানুষ তখন এক সাথে মৃত্যুবরণ করবে– একটিমাত্র মৃত্যু। কলিজা ফেটে যাবে। ফেটে যাবে চোখ। সে আওয়াজ হবে এতই ভয়ানক! কাক ডাকা ভোর। এক নারী হয়তো রুটির সাথে এইমাত্র মাখন মিশিয়েছেন। আর অমনি বেজে উঠেছে সিঙায় ফুৎকার। রুটি তার হাত থেকে পড়ে যাবে। এক মা হয়তো রুটি তৈরি করেছে, তাওয়ায় রুটি ছ্যাকার জন্যে হাত তুলেছে। অমনি বেজে উঠেছে ইস্রাফিলের শিঙা। হাত থেকে পড়ে যাবে রুটি। দোকানদার হয়তো তড়িঘরি করে এসে দোকানে বসেছে সকালের গ্রাহকদেরকে ধরার আশায়। দরদাম ঠিক হয়েছে। কাপড় মাপার জন্যে হয়তো গজ হাতে নিয়েছে। কাপড় মেপেছেও। হাতে কাঁচি তুলে নিয়েছে। এখনও কাপড় কাটেনি। বেজে উঠেছে ইসরাফিলের শিঙা। কাঁচি হাত থেকে পড়ে যাবে। এক দোকানী হয়তো খানিকটা দেরি করে এসেছে। দোকান ঝাড় দিচ্ছে। আর অমনি ভেসে এসেছে এক সুর। পড়ে গেছে হাত থেকে ঝাড়ু। কৃষক হাল নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। হাতে লাঙল। সামনে গরু। অমনি ভেসে আসবে এক সুর। ছুটতে থাকবে দিশেহারার মতো তার গরু। হাত থেকে পড়ে যাবে লাঙল। সবাই যার যার মতো ছুটতে থাকবে। আজ কারোই রক্ষা নেই। রক্ষা নেই গরুর, রক্ষা নেই কৃষকের, রক্ষা নেই জমিদারের, রক্ষা নেই নারীর। মায়ের রক্ষা নেই, রক্ষা নেই শিশুর। ধনী-গরীব কারোই রক্ষা নেই।

আকাশের মৃত্যু

আজ মৃত্যুর তরবারি পৃথিবীর সকলের মৃত্যু সমাপ্ত করার পর আল্লাহর নির্দেশে ছুটবে আকাশের দিকে। পৃথিবীর সকলের মৃত্যু দেখে

www.banglakitab.weebly.com

ফেরেশতাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠবে। তারা চোখের সামনে নিজেদের মৃত্যু দেখতে পাবে। আল্লাহ তাআলা আকাশের অধিবাসীদের মৃত্যুর নির্দেশ দিবেন। ভয়ে কাঁপতে থাকবে দ্বিতীয় আকাশ। মৃত্যুর নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে সেখানেও। তারপর মৃত্যুর হুকুম বাস্তবায়িত হবে তৃতীয় আকাশে। তারপর চতুর্থ আকাশের মৃত্যু, তারপর পঞ্চম, তারপর ষষ্ঠ। সপ্তাকাশের ফেরেশতাগণ যারা আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত তারা ভয়ে কাঁপতে থাকবে। তাদের উপরও চালিত হবে মৃত্যুর রেঁদা। তারপর মৃত্যু বরণ করবে আরশের ফেরেশতাগণ। অতঃপর আল্লাহ তাআলার এক ভীতিপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারিত হবে- জিবরাঈলও মৃত্যুবরণ কর এবং মিকাঈলও।

এই ফরমান শোনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার আরশ দোলে উঠবে। আল্লাহ তাআলার দরবারে সুপারিশ করবে- হে আল্লাহ! জিবরাঈল ও মিকাঈলও কি মারা যাবে? অন্তত এঁদের প্রতি দয়া করুন।

আল্লাহ তাআলা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করবেন-

اُسْكُتْ لَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلٰى مَنْ تَحْتَ عَرْشِىْ

চুপ কর! আমার আরশের নীচে অবস্থানকারী সকলের জন্যে মৃত্যু অবধারিত।

আজ যদি কারও বাঁচার থাকতো তাহলে আমার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাঁচাতাম। আমি তো তাঁকেও মৃত্যুর পেয়ালা পান করিয়েছি। জিবরাঈল তো তাঁর এক নগণ্য খাদেম। মিকাঈলও তাঁর এক সামান্য খাদেম। তাঁকেই যখন রক্ষা দেইনি, তখন আর কাকে রক্ষা করবো?

ইসরাফিল ব্যস্ত শিঙা ফুৎকারে। আল্লাহ তাআলা তাকেও আদেশ দিবেন, মরে যাও! সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠবে। ঘুরে পড়ে যাবে। তবে শিঙা মাটিতে পড়বে না। উড়ে গিয়ে আরশে দাঁড়িয়ে যাবে। এখন আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে আর নীচে হযরত আজরাঈল (আ.)। জিজ্ঞেস করবেন- আজরাঈল! এখন কে বাকি আছে?

www.banglakitab.weebly.com

আজরাঈল বুঝে ফেললেবন এখন আমার পালা। বলবেন, হে আল্লাহ! আরশের উপরে তুমি, আর আরশের নীচে তোমার এই মাখলুক মালাকুল মওত।

আল্লাহ তাআলা আদেশ করবেন, মরে যাও তুমিও! এই নির্দেশ শোনার সাথে সাথে আজরাঈল এত বিকট আওয়াজে চিৎকার করবেন- যদি তখন মানুষ জিন এবং আকাশের ফেরেশতাগণ জীবিত থাকতো তাহলে সকলে কলিজা ফেটে এক সাথে মৃত্যুবরণ করতো।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ-

ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সকলই নশ্বর। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা- যিনি মহিমাময় মহানুভব। [রাহমান : ২৬-২৭]

এ হলো আল্লাহর বাদশাহী। আল্লাহ তাআলা সকলকে মৃত্যু দানের পর ঘোষণা করবেন-

مَنْ كَانَ لِيْ شَرِيْكًا فَلْيَاتِ

আমার কোন অংশীদার আছে কী! থাকলে সামনে আসুক।

আমরা তো আল্লাহ তাআলাকে এতটাই দুর্বল মনে করেছি- আল্লাহ আমাদের সব কাজ সরাসরি করতে পারেন না। কেউ হয়তো আল্লাহ তাআলার মাধ্যমে আমাদের কাজ করিয়ে দেবেন। অথচ আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তাতে কোন শরীক সৃষ্টি করেননি। কোন মুশারিকও সৃষ্টি করেননি। শরীক বলা হয় পূর্ব থেকেই যাকে অংশীদার করে কোন কাজ সম্পাদন করা হয়। যেমন- এক ভাই আরেক ভাইকে বললো, চলো আমরা এক সাথে মিলে একটি ব্যবসা করি। পক্ষান্তরে মুশারিক হলো- একজন একাই ব্যবসা শুরু করেছে। ব্যবসা বড় হয়ে যাওয়ার পর আরেকজনকে বললো, তুমি আমার পার্টনার হয়ে যাও। এত বড় ব্যবসা আমি একা সামাল দিতে পারছি না। আমরা দুইজনে মিলে

www.banglakitab.weebly.com

ব্যবসা করবো। আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন শরীকও রাখেননি, মুশারিকও রাখেননি। তাই সকল সৃষ্টিকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করানোর পর বলবেন–

مَنْ كَانَ لِىْ شَرِيْكًا فَلْيَاْتِ

আমার কোন শরীক থাকলে এসো।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন–

اَنَا الَّذِىْ بَدَاْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا وَاَنَا الَّذِىْ اُعِيْدُهَا-

আমিই প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছি। তখন তা কিছুই ছিল না এবং আমি পুনরায় তা জীবিত করবো।

كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ

যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো। [আম্বিয়া : ১০৪]

আস ইবনে ওয়াইল-এর প্রশ্ন ও তার জবাবে আল কুরআন

আস ইবনে ওয়াইল হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে বলতে লাগলো– মুহাম্মদ? তোমার খোদা কি এই হাড্ডিটাকেও জীবিত করবেন? তার হাতে একটি হাড় ছিল। হাড়টি সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে রাখলো। তারপর সে হাতে নিয়ে হাড়টি পিষতে লাগলো। অবশেষে হাড়টি যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো তখন ফু দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল। তারপর হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বললো– তোমার খোদা এই হাড়টাকে জীবিত করবেন?

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– শুধু এই হাড়টাকে কেন, আমার খোদা তোমাকেও জীবিত করবেন এবং

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

তোমাকে জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা তখনও পূর্ণ হয়নি, এরই মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) এই আয়াত নিয়ে উপস্থিত–

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ
خَصِيمٌ مُّبِينٌo وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ط
قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌo قُلْ يُحْيِيهَا
الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌo
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم
مِّنْهُ تُوقِدُونَo أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ ق وَهُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُo إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ
لَهُ كُن فَيَكُونُo فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ
شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَo

মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে! অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী এবং সে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পঁচে গলে যাবে? বলো, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই প্রথমবার যিনি তা সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্জ্বলিত করো। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন, হও। ফলে

www.banglakitab.weebly.com

তা হয়ে যায়। অতএব, পবিত্র ও মহান তিনি– যাঁর হাতেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [ইয়াসীন : ৭৭-৮৩]

সুতরাং হে মানুষ! একবার ভেবে দেখ, তোমাকেই তো আল্লাহ তাআলা বলছেন– নাপাক পানি থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে, এই হাড়টিকে কে জীবিত করবে? আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলে দিচ্ছেন– বলে দাও, এই অভাগাকে! যে প্রভু তোমাকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন সে প্রভুই তোমাকে আবার সৃষ্টি করে দেখাবেন। প্রাণ সঞ্চার করে দেখাবেন এই মৃত হাড়ের মধ্যেও।

সমগ্র জাহানের মৃত্যুর পর আল্লাহর প্রশ্ন

সৃষ্টিকুল যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন–

আজ রাজা-বাদশাহরা কোথায়?

আজ জালেমরা কোথায়?

কোথায় আজ দাম্ভিকরা?

اَيْنَ الْمُلُوْكُ؟

اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ؟

اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟

আজ রাজত্ব কার?

তারপর আল্লাহ তাআলা নিজেই জবাব দিবেন–

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

পরাক্রমশীল এক আল্লাহ।

www.banglakitab.weebly.com

হে মানুষ! যে পৃথিবীকে ছেড়েই যেতে হবে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলে কী লাভ! যাকে পেছনে ফেলে যেতে হবে তাকে মন দেয়া কি চরম বোকামী নয়?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমরা তাবলীগ জামাতের নামে মানুষকে তো অন্য কিছু বলি না। আমরা প্রতিটি পুরুষ ও নারীকে এ কথাই বলি, মৃত্যু আসছে। মৃত্যু আসার আগেই তার জন্যে প্রস্তুতি নাও। এই প্রস্তুতি পুরুষদের প্রয়োজন, নারীদেরও প্রয়োজন। নারীদের বরং পুরুষদের চাইতে বেশি প্রয়োজন। মৃত্যু কাউকেই ছাড় দেয় না। সুতরাং সকলকেই এর জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। এমন যেন না হয় প্রস্তুতি ছাড়াই মৃত্যুর সামনে হাজির হয়ে গেলাম। সেখানে আমাকে আমার বাবা ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। আমাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না আমার স্ত্রী। মা বোন ভাই কেউ আমাকে ছাড়াতে আসবে না। সে এক ভয়াবহ দিন। এখন তো আমরা দেখি, মাটির ভেতর থেকে ঘাস উঠে, গাছের চারা উঠে, ধান উঠে, গম উঠে। একদিন এই মাটির বুক দীর্ণ করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে এখানকার অধিবাসীরা। ঠিক এখন যেমন গাছ-গাছালি বেরিয়ে আসে তেমনি–

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا

সেদিন তারা দ্রুতবেগে কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। [মাআরিজ : ৪৩]

مَايَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً

তারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের। [ইয়াসীন : ৪৯]

ان كانت الا صيحة واحدة

সে তো হবে কেবল এক মহানাদ। [ইয়াসীন : ৫৩]

فانما هى زجرة واحدة فاذاهم بالساهرة

www.banglakitab.weebly.com

এ তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ। তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে। [নাযিআত : ১৩]

কেয়ামতের কঠোরতা

সে হবে এক ভয়ানক দিবস। তার ভয়াবহতা কুরআনের ভাষায় এভাবে বিধৃত হয়েছে–

يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

সে দিনটি কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে। [মুয্যাম্মিল : ১৭]

وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ۝ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۣ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ط

এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে। সে দিন কর্তৃত্ব হবে মূলত আল্লাহর। [ফুরকান : ২৫–২৬]

اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

এটা সঙ্গত নয়, পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও। [ফাজর : ২১–২২]

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ

এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে। [হাক্কা : ১৭]

يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً

www.banglakitab.weebly.com

وَحَشَرْنٰهُمْ

স্মরণ কর, যেদিন আমি পর্বতমালাকে করবো সঞ্চালিত এবং পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর; সেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করবো। [কাহফ : ৪৭]

كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। [আনআম : ৯৪]

কীভাবে সৃষ্টি করেছিলাম? শরীরে কাপড় ছিল না। কোন আবরণ ছিল না। এ কথা শোনে হযরত আয়েশা (রা.) ভয়ার্তকণ্ঠে বলেছিলেন– হায় আল্লাহ! আমাদের পর্দা। উত্তরে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ ذَاكَ

বিষয়টি এরচেয়েও কঠিন।

আয়েশা! সেদিন কেউ কারও দিকে তাকাবে না। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হবে, অগণিত অসংখ্য নারী-পুরুষ স্রোতের মতো হেঁটে বেড়াবে। কিন্তু আল্লাহর কসম! কেউ কারও প্রতি চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ

দৃষ্টি থাকবে স্থির। [ইবরাহীম : ১৪]

চোখ থাকবে অপলক। কলিজা বিদীর্ণ। অস্তিত্ব কম্পমান। পা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়বে, শরীর বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করবে। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ নিজে উপস্থিত থাকবেন। এই তো আদালত কায়েম হবে। এই তো মিযানের পাল্লা বসানো হবে। সামনে বেহেশত দোযখ। সামনে পুলসিরাত। আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশসহ উপস্থিত হবেন। হিসাব কিতাব শুরু হবে। নিঃশব্দ সকলে অপেক্ষারত। এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।

www.banglakitab.weebly.com

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

তোমার প্রভু ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।

উপস্থিত হবেন আল্লাহ তাআলা। মহান আরশসহ। আর–

أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের। [কা-ফ : ৩১]

আল্লাহভীরুদের জন্যে নিকটস্থ করা হবে বেহেশত। আর পথভ্রষ্টদের জন্যে–

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ

পথভ্রষ্টদের জন্যে নিকটস্থ করা হবে জাহান্নাম।

জাহান্নামের ভয়াবহতা

জাহান্নাম এমন কোন ক্ষণস্থায়ী নিবাস নয় যে, এখানে দু'চারদিন অবস্থান করার পর আল্লাহ তাআলা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিবেন। জাহান্নামের আগুন এতটাই ভয়ানক– এই আগুনে গরম করা এক পেয়ালা পানি যদি সাত সমুদ্রে ঢেলে দেয়া হয় তাহলে সাত সমুদ্র এক সাথে বুদ্বুদ করে উঠবে। এই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে মানুষ। এখানে ঘুরে বেড়াবে মানুষ। ঘুরে বেড়াবে নারী ও পুরুষ। চাল যেভাবে ভাতের পাতিলে ঘুরে বেড়ায় ঠিক সেভাবে। এই ভয়াবহ তপ্ত পানিতে মানুষ সেদিন ভাতের চালের মতোই উঠা নামা করবে। মানুষের পক্ষে কি এই গরম সহ্য করা সম্ভব?

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ

তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছোটাছুটি করবে। [রাহমান : ৪৪]

www.banglakitab.weebly.com

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ-

অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে। তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুটি ও পা ধরে।
[রাহমান : ৪১]

ফেরেশতাগণ মাথার ঝুটি ও পা ধরে টেনে মিলিয়ে ফেলবে। আমরা যেভাবে রড কিংবা কাঠের দুই প্রান্ত ধরে চেপে বৃত্তাকার করি। সেদিন কোমর ভেঙ্গে যাওয়ার কোন আশঙ্কা থাকবে না। পা ও মাথা এক সাথে করে বৃত্তাকার বানিয়ে ফেরেশতাগণ ছুঁড়ে মারবে জাহান্নামে। যদি আল্লাহ তাআলা দয়া করে পরিত্রাণ দেন তবেই বের হতে পারবে। অন্যথায় বের হবার কোন উপায় থাকবে না।

কেয়ামত এক ভয়াবহ নাম। কেয়ামতের দিন এতই কঠোর ও ভয়াবহ হবে– শিশুকে বুড়ো বানিয়ে ফেলবে। মাকে তার সন্তানের কথা ভুলিয়ে দিবে। স্বামীকে ভুলিয়ে দিবে স্ত্রীর কথা। স্ত্রীকে ভুলিয়ে দিবে স্বামীর কথা। বাবা সন্তানকে ভুলে যাবে, ভাই ভুলে যাবে ভাইকে। জাহান্নামের ঝাপটা সবকিছু ভুলিয়ে দিবে।

সামনে জাহান্নাম। জাহান্নামের উত্তাপ।
সামনে বেহেশত। বেহেশতের সুবাস।
সামনে পুলসিরাত।
সামনে দুলছে মিযানের পাল্লা।
আল্লাহ তাঁর আরশসহ উপস্থিত।
মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি।
পাহারায় আছে ফেরেশতা দল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– বান্দা! আমি দুনিয়াতে নীরবে তোমাদের পরিস্থিতি লক্ষ করেছি। তোমাদের সবকিছু নীরবে শুনেছি। তোমরা কি ভেবেছো, তোমাদের প্রভু গাফেল? তাঁর কোন কিছুর খোঁজ খবর নেই?

আমি সব কিছু দেখেছি, সব কিছু শুনেছি। এখন তোমরা হিসাবের জন্যে প্রস্তুত হও। আজ এই দরবারে নারীরা উপস্থিত হবে। উপস্থিত হবে

www.banglakitab.weebly.com

পুরুষরাও। বৃদ্ধরা আসবে, যুবকরাও আসবে। রাজা-বাদশাহরা আসবে, অসহায় দরিদ্ররাও আসবে। একজন একজন করে ফেরেশতাগণ ধরে ধরে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করবে। আল্লাহ তাআলা সরাসরি প্রশ্ন করবেন– বলো, এই দিনের জন্যে কী করে এসেছো?

যদি কিছু করে থাকে তাহলে তো ভাগ্য ভাল। যদি খালি হাতে এসে থাকে তাহলে ধ্বংসের দরজা আজ উন্মুক্ত।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

তাবলীগ জামাত মূলত এ কথাই বলে– সবকিছুর আগে এই জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রস্তুতি নাও। এমন যেন না হয়, অলক্ষেই তোমাকে ধরে নিয়ে উপস্থিত করা হলো এই কাঠগড়ায়। সামনে হিসাব নিবেন আল্লাহ তাআলা নিজে। এটা আমাদের এ দেশের জেলখানা নয়।

সামনে বেহেশত। এটা আমাদের এখানকার সরকারি বাংলো নয়। এই বেহেশত তৈরি করেছেন আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে। বেহেশত যেমন তুলনাহীন, জাহান্নামও তুলনাহীন। জাহান্নামের একটি অঙ্গার যদি তুলে পাহাড়ে রেখে দেয়া হয় তাহলে পুরো পাহাড় গলে কালো পানিতে পরিণত হবে।

জাহান্নামীদের পোশাক

কারও কারও নেকীর পাল্লা সেদিন হালকা হয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সেদিন ঘোষিত হবে, অমুকের মেয়ে অমুক, অমুকের ছেলে অমুক-এর নেকীর পাল্লা হালকা। এরা ব্যর্থ হয়েছে। এরা আর কখনও বেহেশত দেখতে যেতে পারবে না। এই ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই জাহান্নামে নিক্ষিপ্তদের পোশাক কী হবে শুনুন–

سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ

তাদের জামা হবে আলকাতরার। [ইবরাহীম : ৫০]

www.banglakitab.weebly.com

এ হলো তাদের জামার অবস্থা। আলকাতরার জামা পরানোর পর বলা হবে, তাদের পাজামা নিয়ে আস। সে পাজামা কিসের হবে?

ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ

আগুনের পোশাক। [হজ : ১৯]

তাদের মুখ ঢাকার জন্যে ওড়না আনা হবে। সে ওড়না কি হবে?

تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

তাদের মুখ আচ্ছাদন করে ফেলবে আগুন।

তারপর তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে?

جَهَنَّمَ

জাহান্নামের দিকে।

সেখানে তাদের নিবাস কেমন হবে?

نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

আগুন যার বেষ্টনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। [কাহফ : ৩৯]

তাদের বিছানা কেমন হবে?

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ

তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের। [আ'রাফ : ৪১]

সেই চারপায়ীর উপর কী বিছানো হবে?

مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ

তাদের উপরের আচ্ছাদনও। [আ'রাফ : ৪১]

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ

www.banglakitab.weebly.com

তাদের জন্যে থাকবে তাদের উপরের দিকে আগুনের আচ্ছাদন। [যুমার : ১৬]

وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। [যুমার : ১৬]

ذَالِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ

এতদ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন।

আল্লাহ তাআলা সে দিন যারা ব্যর্থ হবে, নেকীর প্রতিযোগিতায় যারা হেরে যাবে সেই দুর্ভাগাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলেছেন এখানে।

সফলতার ঘোষণা

আর যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা হবে– অমুকের কন্যা অমুক, অমুকের পুত্র অমুক-এর নেকীর পাল্লা ভারী হয়েছে। তারা সফলকাম। তারা কোনদিন ব্যর্থ হবে না। এই ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে– নারী হোক কি পুরুষ– একশ' পঁচিশ ফুট উঁচু হয়ে যাবে। হযরত আদম (আ.)-এর উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। হাদীস শরীফে আছে– হযরত আদম (আ.) ষাট হাত দীর্ঘ ছিলেন। হাদীসে উল্লিখিত 'যিরা' একটি শরঈ পরিমাপ যা আমাদের হিসেবে পঁচিশ ইঞ্চি হয়। তাই ষাট যিরা' সমান একশ' পঁচিশ ফুট। এই ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, হযরত আদম (আ.)-এর উচ্চতা একশ' পঁচিশ ফুটেরও কিছু বেশি ছিল। কোন নারী পুরুষ বেহেশতী বলে ঘোষিত হবার সাথে সাথেই তার উচ্চতা আদম (আ.)-এর উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। তারপর নির্দেশ হবে, একে বেহেশতের পোশাক পরিয়ে দাও। নারী হলে একশ' সেট পোশাক, পুরুষ হলেও একশ' সেট। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদেশ করবেন– মাথায় তাজ পরিয়ে দাও। অতঃপর মাথায় তাজ পরিয়ে দেয়া হবে। নারী কিংবা পুরুষ যেই হোক না কেন, তার মাথায় যে তাজ পরানো হবে তার একটি সাধারণ মোতিও পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করার জন্য যথেষ্ট। তারপর

www.banglakitab.weebly.com

বেহেশতী যদি পুরুষ হয় তাহলে তার মাথার চুল ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে কানের লতি থেকে গ্রীবা পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। যদি নারী হয় তাহলে তার চুল মাথা থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। চুলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এমন নূর ও সুগন্ধি ছড়িয়ে দিবেন, যদি কয়েকটি চুল ছিঁড়ে এই দুনিয়াতে রেখে দেয়া হয় তাহলে সমগ্র পৃথিবী সুগন্ধিময় ও আলোকিত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন তাদের চেহারায় স্বীয় নূর ঢেলে দেবেন তখন তাদের রূপ কেমন হবে তা কেবল আল্লাহই বলতে পারেন।

এই মাটির শরীরে যখন আল্লাহ তাআলা চামড়ার প্রলেপ দিয়েছেন তখন তাতে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে সেই সৌন্দর্যেই মানুষ অবাক। মানুষ নিজেই নিজের রূপ দেখে তৃপ্ত হয়। কিন্তু এখানকার সৌন্দর্য তো এই আছে, এই নেই। যৌবনে আছে, বার্ধক্যে নেই।

আমি একবার লাহোরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে এক বৃদ্ধা মাকে দেখলাম। কোমর বাঁকা হয়ে ধনুকের মতো হয়ে গেছে। উপরের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারে না। নিচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটছে। আমার মনে হচ্ছিল, এই বৃদ্ধা মা বুঝি তার হারানো যৌবন মাটির মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরা মাঝে মধ্যেই বলি– এক সময় আমিও যুবক ছিলাম। যৌবনের এই বসন্ত এখানে বেশি দিন থাকে না। খুব দ্রুত ঋতু বদলায়। এখানকার সৌন্দর্য লুট হয়ে যায়। বার্ধক্য ছিনিয়ে নেয় যৌবনের আভা। বিপদাপদ ছিনিয়ে নেয় সৌন্দর্যের দীপ্তি। এই হারানো যৌবন একদিন ফিরে পাবে বেহেশতীগণ। কিন্তু কোথা থেকে ফিরে পাবে? আল্লাহ তাআলা নিজ নূর থেকে বান্দাকে সেদিন নূর দান করবেন।

সূর্যের আলো আল্লাহর নূর থেকে আহরিত নয়। বরং আল্লাহর নির্দেশ থেকে সৃষ্টি। কিন্তু বেহেশতী নারী কিংবা বেহেশতী পুরুষের চেহারায় যে নূর উদ্ভাসিত হবে সে নূর আল্লাহ তাআলার নূর থেকে আহরিত।

সফলতায় খুশির প্রকাশ

বেহেশতী নারী ও পুরুষদের মধ্যে রূপ সৌন্দর্যের এই পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলবেন– যাও, আপনজনদেরকে গিয়ে বলো। তারা ফিরে আসবে এবং শ্লোগান দিতে দিতে ফিরে আসবে। সেই শ্লোগান

www.banglakitab.weebly.com

কুরআনের ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে এভাবে-

هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَه

লও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। [হাক্কা : ১৯]

এ কথা শোনার সাথে সাথে সকলেই তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। বলবে, কি হয়েছে, কি হয়েছে? তারা বলবে, এই নাও, আমাদের পেপার। আমাদের সার্টিফিকেট দেখ। আমরা পাশ করে ফেলেছি।

তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করবে, কীভাবে পাশ করলে?

বলবে-

اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَه

নিশ্চয়ই আমি জানতাম, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। [হাক্কা : ২০]

হ্যাঁ, আমি পূর্ব থেকেই বিশ্বাস করতাম, আমাকে একদা হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। তাই আমি এর জন্যে শুরু থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমি পাগলের মতো সময় নষ্ট করিনি। পাগল নারী ও পুরুষদের মতো দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়াইনি। আমি তো প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আজকের এই দিনের জন্যেই। তাই আমি আজ পরীক্ষায় পাস করে গেছি।

বেহেশতের নেয়ামত

অতঃপর পাক কুরআন বলছে-

فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍo فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍo
قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌo كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ
فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِo

সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুউচ্চ জান্নাতে- যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের

www.banglakitab.weebly.com

মধ্যে। তাদের বলা হবে, পানাহার কর তৃপ্তির সাথে। তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। [হাক্কা : ২১-২৪]

হ্যাঁ, বেহেশতীদের জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই নিমন্ত্রণ। খাও, পান কর, ফূর্তি কর।

তোমার জন্যে আলীশান জান্নাত।
তোমার জন্যে পাতা আছে সিংহাসন।
তোমার জন্যে ফল পেকে আছে।
তোমার জন্যে প্রস্তুত আছে সুশীতল ছায়া।
তোমার জন্যে প্রবাহিত ঝর্নাধারা।
চাকর-বাকর তোমার জন্যে সদা প্রস্তুত।
তোমার জন্যে নিবাস সজ্জিত।
তোমার জন্যে ছড়িয়ে আছে আকুল ভালোবাসা।
তোমার জন্যে মৃত্যুকে আমি মেরে ফেলেছি।
তোমাকে বার্ধক্য আর কখনও স্পর্শ করবে না।
এখানে অসুস্থতার ঠাঁই নেই।
তোমাকে আর কোনদিন দুশ্চিন্তা গ্রাস করবে না।
তোমার জন্যে আর কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই।
এখানে কোন ঘৃণা নেই, বিদ্বেষ নেই।
তোমার যৌবন প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাবে।
তোমার সৌন্দর্য রূপ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাবে।
ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে প্রতিদিনই।
তোমার শক্তি কেবলই বাড়তে থাকবে।
তোমার রূপ-লাবণ্য গুণ সৌন্দর্য ক্রমাগত বেড়েই চলবে।
তোমার এই জীবনের সূর্যোদয় হলো, যে সূর্যের অস্ত নেই।

তোমার সৌন্দর্যের চাঁদ উদিত হয়েছে, এ চাঁদ কোনদিন ডুববে না।

তোমার মাথায় সম্মান ও নেতৃত্বের যে তাজ রাখা হয়েছে এ তাজ কোনদিন নামবে না।

তোমার এই জীবন কোনদিন মৃত্যুর হাতে পরাজিত হবে না।

www.banglakitab.weebly.com

স্বর্ণের মাটি, সোনা-রুপার বাড়ি। একটি ইট স্বর্ণের, একটি রুপার। একটি জমরুদ পাথরের। একটি ইয়াকুত পাথরের আর একটি মোতির তৈরি।

মেশকের মশলা। জাফরানের ঘাস।

আল্লাহর আরশ যার ছাদ।

দুধের নহর।

পানির নহর।

মধুর নহর।

শরাবের নহর।

عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ। [রাহমান : ৫০]

عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

উচ্ছ্বলিত দুই প্রস্রবণ। [রাহমান : ৬৬]

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ

উভয় উদ্যানে রয়েছে সকল ফল দুই দুই প্রকার। [রাহমান : ৫২]

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ

যেখানে রয়েছে ফলমূল খর্জুর ও আনার। [রাহমান : ৬৮]

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍ

তারা উপবিষ্ট হবে স্ব স্ব আসনে।

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ

তারা উপবিষ্ট হবে কালীনে।

يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

সৎকর্মশীলগণ এমন পানীয় পান করবে যার মিশ্রণ কর্পূর। [দাহর : ৫]

সেখানে মজলিশ হবে বেহেশতীদের।

এই মজলিশে নারী থাকবে পুরুষ থাকবে।

মজলিশ হবে স্বামী-স্ত্রীর।

নারীদের আলাদা মজলিশ হবে। আলাদা মজলিশ হবে পুরুষদের।

ভাই বোনদের আলাদা মজলিশ হবে।

পিতা-পুত্রদের আলাদা মজলিশ হবে।

জননী-পুত্রদের আলাদা মজলিশ হবে।

সে মজলিশের রূপ ও সুখ বর্ণনাতীত। পান করছে প্রাণভরে। এ এমন এক মজলিশ যেখানে আল্লাহ তাআলা নিজে বেহেশতীদের শরাব পান করাচ্ছেন। কর্পূর মিশ্রিত শরাব। সেই শরাবের এক ফোঁটা যদি আকাশের উপর থেকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সমগ্র পৃথিবী সুবাসে মোহিত হয়ে উঠবে। সেই শরাব সেদিন তারা পান করবে।

বেহেশতী সেই মজলিশের সৌন্দর্য আমরা কীভাবে ব্যক্ত করবো? যে মজলিশে শরাব পান করাবে সাকী- ফেরেশতা দল। সেখানে সেবক রয়েছে চির কিশোর দল, হুর। বেহেশতীগণ নিজ নিজ আসনে শানের সাথে উপবিষ্ট। তারা উঠে গিয়ে পান করবে না। তাদের সামনে পান পাত্র পরিবেশিত হবে। পান করানোর দায়িত্ব ফেরেশতাদের। সেবার জন্যে গেলমান আছে, হুর আছে।

يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا

সেখানে তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়- জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম সালসাবীল। [দাহর : ১৭-১৮]

www.banglakitab.weebly.com

দৃষ্টি খানিকটা উপরের দিকে উঠাও। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সাকী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا

আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। [দাহর : ২১]

সর্বশ্রেষ্ঠ শরাব

বেহেশতের সর্বশ্রেষ্ঠ শরাব হলো 'রাহীক'। ইরশাদ হয়েছে–

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ○ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ،

তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে। তার মোহর মিসকের। [মুতাফ্‌ফিফীন : ২৫-২৬]

এটা বেহেশতের সবচে' মূল্যবান শরাব। এই শরাব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পান করাবেন। নাও, আমার বান্দা! নাও, আমার বান্দী! নাও শরাব। আজ সাকী আল্লাহ নিজে।

مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ

তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের। [মুতাফ্‌ফিফীন : ২৭]

যারা তুলনামূলক নিচের শ্রেণীর বেহেশতী হবে তাদের শরাবে থাকবে তাসনীমের মিশ্রণ। আর যারা জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হবে তাদেরকে পান করাবেন মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ

এটা একটা প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে। [মুতাফ্‌ফিফীন : ২৮]

এ হলো বেহেশতীদের জন্যে উপহার।

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাত

দুটি ঠিকানা। দুটি পরিণতি। পৃথিবীর প্রতিটি নারী ও পুরুষকে এই দুই ঠিকানার কোন একটিতে অবশ্যই আশ্রিত হতে হবে। অবশ্যই মেনে নিতে হবে এই পরিণতির কোন একটি। যদি আমরা প্রতিদিন নিজেরা এই কথাগুলো বলতাম এবং শুনতাম তাহলে আমাদের আজকের এই পরিণতি হতো না। আমরা এখন যে গাফলতের মধ্যে ডুবে আছি, নিশ্চয়ই আমরা এতটা গাফলতের মধ্যে থাকতাম না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মূলত এই পরিণতি ও এই ঠিকানার পথ বলে দেয়ার জন্যেই এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। যার নাম ইসলাম। যার নাম কুরআন। যার নাম শরীয়ত। তাঁর নবুওয়ত যেমন পরিপূর্ণ, তাঁর শরীয়তও পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর সবকিছু যেমন পরিপূর্ণ, তাঁর দীনও তেমনি পরিপূর্ণ। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর কিতাবের মাধ্যমে সমাপ্তি করেছেন আসমানী কিতাবের। তাঁর দীন আসমানী সকল দীনের জন্যে পরিসমাপ্তকারী। তিনি সারা জাহানের রাহবর। অতীতে কোন নবী এসেছেন বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের কাছে। কোন নবী এসেছেন বিশেষ কোন অঞ্চলে অথবা বিশেষ কোন রাষ্ট্রের জন্যে। কিন্তু আমাদের নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জাহানের জন্যে। তিনি সারা জাহানের রহমত। সমগ্র মানব জাতির জন্যে তিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। তিনি কেবলমাত্র মানুষেরই নবী ছিলেন না, নবী ছিলেন জিনদেরও। তিনি নবী ছিলেন নবীদেরও। ইরশাদ করেছেন—

أَنَا نَبِيُّ الْأَنْبِيَاءِ

আমি নবীদের নবী।

তিনি শুধু প্রাণীদেরই নবী ছিলেন না, জড় পদার্থেরও নবী ছিলেন। তিনি যখন পাথরের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন, পাথর তাঁকে দেখে বলে উঠতো— 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ'! বৃক্ষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বৃক্ষ থেকে সালাম আসতো— 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ'!

www.banglakitab.weebly.com

গাছ ছায়া দিচ্ছে

একবারের ঘটনা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাম করছেন। দূর থেকে একটি গাছ দ্রুত ছুটে এলো। সাহাবায়ে কেরাম সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন– গাছ কীভাবে ছুটে আসছে! মাটির বুক চিরে দ্রুত ছুটে এলো গাছ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আবার যথা সময়ে চলে গেল আপন জায়গায়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যখন ঘুম ভাঙলো, সাহাবী আবু হুরাইরা (রা.) আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমরা একটা বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছি। ইরশাদ করলেন– কী দেখেছো? বললেন, একটি গাছ ছোটে এসে আপনাকে ছায়া দিল। তারপর আবার নিজ জায়গায় চলে গেল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা তুলে তাকালেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন– গাছটি আমার থেকে দূরে ছিল। সে অস্থির চিত্তে আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করলো– হে আল্লাহ! তোমার হাবীব আমার এতটা কাছ দিয়ে চলে যাবেন আর আমি তাঁর দীদার থেকে বঞ্চিত থাকবো! আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমার হাবীবের দীদার করতে চাই। আমার আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন। তারপর সে ছুটে এসে আমাকে দেখে চোখ শীতল করেছে। তারপর আপন জায়গায় চলে গেছে। গাছও জানতো, ইনি আল্লাহর রাসূল। আমাদের রাসূল এত মহান। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোন তুলনা নেই।

তিনি পশুদেরও নবী ছিলেন। পশুরাও তাঁর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। একবার এক গ্রাম্য লোক এসে বললো, হে রাসূল! আমার উটটি পাগল হয়ে গেছে। উট যখন পাগল হয়ে যায় তখন বাঘের চাইতেও ভয়ানক হয়ে পড়ে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চলো যাই।

রওনা হয়ে গেলেন। সাথে উটের মালিক। উটটি বাগানের ভেতর ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভেতরে যাব?

উটের মালিক বললো, উট আবার আপনাকে ক্ষতি না করে বসে!

www.banglakitab.weebly.com

বললেন, ভয় নেই, দরজা খুলে দাও।

ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, উটের মুখ থেকে ফেনার মতো বের হচ্ছে। উটটি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতেই তীরের মতো ছুটে এলো এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ে মাথা রেখে দিল। ইরশাদ করলেন, রশি আনো। রশি আনা হলো। বললেন, এখন একে বেঁধে নাও। তারপর বললেন, এখন থেকে মরণ পর্যন্ত এ উট তোমার অবাধ্য হবে না।

দূরেই আরেকটি উট দাঁড়ানো ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে অগ্রসর হতেই সে উটটিও দ্রুত ছোটে এলো। এসে হযরতের পায়ে পড়ে গেল। ইরশাদ করলেন– রশি এনে একেও বেঁধে নাও। এটাও আর কোন দিন তোমার অবাধ্য হবে না। পশুও জানতো এটা আল্লাহর রাসূল। তিনি রাসূল ছিলেন সমগ্র জাহানের। সমগ্র মানবের রাসূল ছিলেন। রাসূল ছিলেন সমগ্র কালের।

গাধার ভালোবাসা

খায়বার জয় হয়েছে। বিপুল পরিমাণে গনীমতের সম্পদ এসেছে। সেই সম্পদে একটি গাধাও ছিল। সেই গাধা হযরতের খেদমতে এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি বংশীয় গাধা।

ইরশাদ করলেন, কীভাবে?

বললো, আমার বাপ-দাদাদের উপর আম্বিয়ায়ে কেরাম সওয়ার হয়েছেন। আমি এ বংশের সর্বশেষ গাধা। আর আপনি সর্বশেষ নবী। আপনি আমাকে আপনার কাছে রেখে দিন।

ইরশাদ করলেন, ঠিক আছে। তারপর গাধাটিকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাগে নিয়ে নিলেন এবং তিনিই এর উপর সওয়ার হতেন। কখনও প্রয়োজনে কাছে কেউ না থাকলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 'ইয়াফুর' গাধাকে ডেকে বলতেন– যাও, আবু বকরকে ডেকে নিয়ে আসো। ইয়াফুর গাধা সঙ্গে

www.banglakitab.weebly.com

সঙ্গে ছুটে গিয়ে দরজায় সজোরে আঘাত করতো। তার আঘাতে পেরেশান হয়ে বেরিয়ে আসতো ঘরের লোকজন। ইয়াফুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তারা বুঝে নিত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকেছেন।

যেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেন সেদিন ইয়াফুরের কান্না ছিল দেখার মতো। সে পাগলের মতো এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছিল। কোনভাবেই যখন সান্ত্বনা পাচ্ছিল না, তখন এক কূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন বিলিয়ে দেয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছিলেন বেহেশতের পথ দেখাতে। তিনি আগমন করেছিলেন মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে। তাঁর নবুওয়তের সামনে জলস্থল পুরোটাই ঝুঁকে পড়েছিল। যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিন সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত পরস্পরকে এই বলে মুবারকবাদ দিয়েছিল– আজ জগতের সরদার তাশরীফ এনেছেন। পৃথিবীর সকল মূর্তি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিল। রাজা-বাদশাহদের সিংহাসন উল্টে গিয়েছিল। কারণ, আজ দু'জাহানের বাদশাহ এসেছেন। আজ দু'জাহানের সরদার এই জগতে আগমন করেছেন।

মৃত গুইসাপ সাক্ষি দিল

এক যাযাবর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে একটি মৃত গুইসাপ ছুঁড়ে মারল। গুইসাপ টিকটিকির মতোই একটি প্রাণী। গঠনে টিকটিকির মতো হলেও আকৃতিতে প্রায় দশগুণ বড়। যাযাবর যাদের কোন ধর্ম ছিল না। তারা শিকার করে গুইসাপ খেতো এবং শিকার করে আরবের বাজারে নিয়ে আসতো। আরবের লোকেরা সেগুলো কিনে খেতো। যাযাবর তেমনই একটি মৃত গুইসাপ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে ছুঁড়ে মেরে বললো, এই গুইসাপটি যদি সাক্ষি দেয় আপনি নবী, তাহলে আমি আপনাকে নবী স্বীকার করবো। এই বলে সে অনেকটা অহংকারের স্টাইলে দাঁড়িয়ে গেল। অনুমান ছিল এটা একটা বোবা জানোয়ার। তার উপর মৃত। সুতরাং সে বলবে কীভাবে!

www.banglakitab.weebly.com

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপটিকে লক্ষ করে ডাকলেন- ইয়া দাব!

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে এতটুকুন শব্দ বের হতে দেরি, সাথে সাথে গুইসাপের চোখ খুলে গেলো। সে মাথা তুলে পরিষ্কার আরবী ভাষায় বলতে লাগলো–

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَازَيْنُ مَنْ وَافَى يَوْمَ الْقِيمَةِ

আমি উপস্থিত হে রাসূল! বলুন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

مَنْ تَعْبُدُ

তুমি কার ইবাদত কর?

গুইসাপ জবাব দিল–

مَنْ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ وَفِى الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ

فِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِى النَّارِ عِقَابُهُ

আমি ইবাদত করি তাঁর, আকাশে যাঁর আরশ, মাটিতে যাঁর রাজত্ব, সমুদ্রে যাঁর পথ, বেহেশতে যাঁর রহমত এবং দোযখে যাঁর শাস্তি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় প্রশ্ন করলেন–

يَا ضَبُّ! مَنْ اَنَا؟

বল তো আমি কে?

গুইসাপ বললো–

www.banglakitab.weebly.com

أَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

আপনি সারা জাহানের প্রতিপালকের রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ

যে আপনাকে বিশ্বাস করেছে সে সফলকাম আর যে আপনাকে অবিশ্বাস করেছে সে ব্যর্থ।

এমন মহান নবী ও রাসূল পাওয়ার পরও যে উম্মত তাঁর পথ ও আদর্শ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ও আদর্শে মুক্তি খুঁজে বেড়ায় তারা ধ্বংস হবে না তো কী হবে! আজ আমি এই অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, বলুন তো, এখানে এমন একটি বিয়ে শাদীও কি হয় যাকে আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা অনুযায়ী বলতে পারি? এই যে বিয়ের নাম উঠতেই গায়ে হলুদ, মেহেদীর অনুষ্ঠান আর আতশবাজি শুরু হয়ে যায়– এর নামই কী রাসূলের আনুগত্য? পুত্র পিতাকে গালি দিচ্ছে। সাথে এও বলছে, আমি তোমার অনুগত পুত্র! এ কী হতে পারে!

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিদ্রোহ করবে আবার বলবে, আমি রাসূলের গোলাম, আমি নবীর গোলাম, আমি আশেকে রাসূল– একেই কী নবীর এশক বলে?

হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিয়ে কীভাবে হয়েছিল। তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন নন্দিনী এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে? তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কন্যা, সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সবচেয়ে প্রিয় দুলালী, হৃদয়ের টুকরা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন, ফাতেমা আমার হৃদয়ের টুকরা। যে ফাতেমাকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। তাঁর প্রতি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা এমন প্রবল ছিল– জেহাদে যাওয়ার সময় সবার শেষে সাক্ষাত করতেন তাঁর সাথে। যখন ফিরে আসতেন তখন সাক্ষাত করতেন সবার আগে। যেন ফাতেমার সাথে বিয়োগের ব্যবধান সবচে' কম হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.banglakitab.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁকে এতটা ভালোবেসেছেন এবং যাঁর দুই পুত্র– হাসান ও হুসাইন (রা.)কে বেহেশতী যুবকদের সরদার বলেছেন তাঁর বিয়ে কীভাবে হয়েছে?

নবী রাসূলগণের পর এমন দম্পতি এই পৃথিবীতে আর সৃষ্টি হয়নি। অথচ তাঁদের বিয়েতে গায়ে হলুদ নেই, মেহেদীর আসর নেই, ঢোক-ঢক্কর নেই।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

বড়ই বেদনার বিষয়, যদি এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে আমার ভাইয়েরা বলে নাক কাটা যাবে। মানুষ বলবে, এ কি বিয়ে হচ্ছে না জানাযা? আমি বলি, সেই নাক কেটে দাও যে নাক আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইজ্জতকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। এই গর্দান উঁচু থাকবে না। উঁচু থাকারও নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর নবীর ইজ্জতকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় আর বলে, মানুষ কী বলবে, নাক কাটা যাবে! আমি বলি, এদের মাথা কখনও উঁচু থাকবে না। মানুষ তো আল্লাহকে পর্যন্ত ছাড়েনি। আল্লাহর জন্য পুত্র বানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে ছাড়বে কী করে?

হযরত আলী (রা.)-এর দিকে তাকাও। মসজিদে বিয়ে হচ্ছে। সাদামাটা বিয়ে। হযরত আলী (রা.)-এর একটি নিজস্ব ঘর পর্যন্ত নেই।

জীবন চলে চরিত্র বলে

আমরা প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, ছেলে কী করে? আমরা এটা দেখি না, ছেলেটা কেমন? তার চরিত্র কাজ কর্ম আচার-আচরণ, তার জীবনবোধ– এগুলো দেখি না। বলি, ছেলে কী করে? তারপর যখন বলা হয়, এত টাকা কামায়। ব্যস, আনন্দে নাচতে শুরু করি আর বলতে থাকি– হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। অথচ দেখার বিষয় তো ছিল, ছেলেটি কি মানুষ? আরে ভাই, পয়সা দিয়ে তো জীবন চলে না। জীবন চলে চরিত্র দিয়ে। কোটিপতিদের বাংলোয় গিয়ে দেখ, তাদের হা-পিত্যেশ আর দীর্ঘশ্বাস শুনলে মনে হবে যেন দেয়ালগুলো পর্যন্ত কাঁদছে। কারণ, তারা জীবন শিখেনি। আত্মীয়তা গড়েছে টাকা-কড়ির উপর। সর্বত্র বইছে শীতল আগুন। এ আগুন

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছে। এ আগুন খুবই নীরব ও নিবিড়। এ আগুন আমাদের প্রতিটি পরিবারকে পোড়াচ্ছে। জীবন চলে চরিত্র দিয়ে। সোনা রূপা দিয়ে মাপার বিষয় নয় জীবন।

হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিদায়

বিয়ে হয়েছে মসজিদে। স্বামীর ঘরে গিয়েছেন দুই মাস পরে এবং সেটা এভাবে– হযরত আলী (রা.) এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ফাতেমাকে নিয়ে যেতে চাই। একটা সময় বলে দিন। উদ্দেশ্য ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন। সেই সময়ে এসে হযরত আলী (রা.) তাঁকে নিয়ে যাবেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে। সময় ঠিক করে দেবো। কথা হচ্ছিল যোহর কিংবা আসরের সময়। সেদিনই মাগরিব নামায পড়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলেন। হযরত উম্মে আইমান (রা.)কে ডেকে পাঠালেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল– ঘরে এসে নফল নামায পড়তেন। কেউ একজন হযরত উম্মে আইমানকে ডাকতে গেলো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্দিষ্ট আমলে মশগুল হয়ে পড়লেন। হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, আমি অন্যান্য দিনের মতো ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলাম। আমি কিছুই জানতাম না যে, এখন কী হতে যাচ্ছে। ঠিক এমন সময় দেখলাম, উম্মে আইমান উপস্থিত। উম্মে আইমান নবীজননী মা আমেনা (রা.)-এর দাসী ছিলেন। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি কোন বেহেশতী নারীকে বিয়ে করতে চায় সে যেন উম্মে আইমানকে বিয়ে করে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে এ কথা শুনে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) তাঁকে বিয়ে করেন এবং এই দম্পতির বীর্যময় সন্তানই হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা (রা.)কেও অসম্ভব ভালোবাসতেন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার উসামা বাইরে কোথাও গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরেছে। এক ব্যক্তি এসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিল। সংবাদ শোনা মাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবাসায় এতটা আকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যা আমি আর অন্য কারও ক্ষেত্রে দেখিনি।

উম্মে আইমান চলে এসেছেন। হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, আমি তো বিস্ময়ে অবাক! আমি শুনতে পাচ্ছি, আব্বাজান উম্মে আইমানকে বলছেন, উম্মে আইমান! ফাতেমাকে আলীর ঘরে দিয়ে এসো।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

লক্ষ করুন, দোজাহানের বাদশাহ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে বিদায় দিচ্ছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কন্যা স্বামীর ঘরে যাচ্ছে।

ঢোল-ঢক্কর নেই।
আলোকসজ্জা নেই।
ভীড় নেই, হইচই নেই।
গান-বাজনা নেই।
নাচ নেই, নর্তকী নেই।
গাড়ি নেই, আয়োজন নেই।
আগে পিছে মানুষের সারি নেই।

দোজাহানের বাদশাহর কন্যা, বেহেশতী নারীদের সরদার, নবীনন্দিনী স্বামীর ঘরে যাচ্ছেন। গায়ের কাপড়টা পর্যন্ত বদলাননি। যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে।

এখন তো মুসলমানদের কন্যাদের বিয়েতে লাখ লাখ টাকার বস্ত্রের সেট উপহার দেয়া হয়। একবার এক ব্যক্তি আমাকে বলছিল, পঞ্চাশ হাজার দিয়ে স্যুট তৈরি করলাম। তারপরও সবাই বলছে, বড্ড সস্তা হয়ে গেলো। আমি বললাম, হায় জালেম! আল্লাহকে কী জবাব দিবে? এই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তো পাঁচজন গরীব মেয়েকে বিয়ে দিতে পারতে! আমাদের ধনীরাই গরীবদের কন্যাদেরকে আজ বিরান বানিয়ে রেখেছে।

www.banglakitab.weebly.com

দেখ, পয়গাম্বরের কন্যার প্রতি তাকিয়ে দেখ। যে কাপড় পরে ঘরে কাজ করছিলেন, সে কাপড় পরেই স্বামীর ঘরে চলে গেছেন। পায়ে হেঁটে চলে গেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকুনও বলেননি, মেয়েকে বিদায় দিচ্ছি, আমিও সঙ্গে যাই। তিনি চাইলে কি সঙ্গে যেতে পারতেন না! চাইলে কি বনু হাশেমকে ডেকে পাঠাতে পারতেন না! চোখের ইঙ্গিত পেলেই তো সাহাবায়ে কেরামের বিশাল জামাত এসে উপস্থিত হতেন। বলতে পারতেন, নবী বংশের কে কোথায় আছো, আসো। হাশেমী বংশের কে কোথায় আছো, আসো। আমার সাহাবীরা কে কোথায় আছো, আসো। আমার কন্যাকে বিদায় দেবো। এ কী খুব কঠিন ছিল? তবুও তিনি কেন করেননি? করেননি এই জন্য যেন, উম্মতের গরীব কন্যারা সহজেই স্বামীর ঘরে ঢুকতে পারে। করেননি এই জন্য যেন কেউ এই কথা বলতে না পারে, নাক কাটা যাবে। আমি বলি, যে নাক নবীর তরীকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, সে নাক কেটে দাও।

উম্মে আইমানকে বলে দিলেন, ফাতেমাকে দিয়ে এসো আর আলীকে বলো, আমি ইশা পড়ে আসছি। উম্মে আইমান দরজায় আঘাত করলেন। হযরত আলী (রা.) দরজা খুলে তো চোখ কপালে। এ কী! উম্মে আইমান বললেন, এই নাও তোমার আমানত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছেন আর বলেছেন তিনি ইশা পড়ে আসবেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি মসজিদে ইশা পড়ালেন। হযরত আলী (রা.)-এর ঘরে চলে গেলেন। এক গ্লাস পানি দিতে বললেন। পানিতে ফুঁ দিলেন। তারপর উভয়কে সামনে দাঁড় করিয়ে স্বীয় বরকতময় হাতে পানিটুকু ছিটিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয়ের পিঠে বরকতময় হাতে সামান্য পানি ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, যাও, আল্লাহ তোমাদের জীবন বরকতময় করবেন। হায় হায়! আল্লাহর নবীর হাতের পানি যখন লেগেছে তখন তো এখান থেকে বেহেশতী সরদারই জন্ম নেবে। এটা তো নবীর হাতের পানি।

আমরা এ কথাই বলছি, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জীবন পদ্ধতি নিয়ে এসেছিলেন, আমাদেরকে সেই পদ্ধতিই শিখতে হবে। লেনদেন আচার-আচরণ আখলাক চরিত্র সবকিছু ঢেলে সাজাতে হবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা মোতাবেক।

www.banglakitab.weebly.com

এই তাবলীগ জামাত সারা পৃথিবীতে এ কথাই প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আমি আপনাদের সামনে বেদনার সাথে বলছি, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে; যেসব নারী ও পুরুষ তাহাজ্জুদ পর্যন্ত ছাড়ে না; তাদের ঘরের বিয়ে শাদীতে পর্যন্ত আজ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা নিয়মিত নিহত হচ্ছে। বলুন, কোন মুখে আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবো! আমাদের ঘরে ঘরে মেহেদীর আসর বসছে। বলুন, এটা কি কোন মুসলমানদের সংস্কৃতি! এ তো বানিয়া হিন্দুদের শেখানো রেওয়াজ। বেঈমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি থাকবে আমাদের ঘরে আর আমরা জেহাদ করবো তাদের বিরুদ্ধে! এ কী করে সম্ভব! তাদের স্টাইলে জীবন যাপন করবো, আমাদের বাজারগুলো আলোড়িত হবে তাদের গান বাদ্যে, আমাদের বাজার আমাদের সমাজ চলবে তাদের রেওয়াজে– তাহলে কিসের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধরবো?

বেহেশতের পথ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বরকতময় একটি পথ নিয়ে এসেছেন। সেটা কেবলই নামায রোযার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। হ্যাঁ, তাঁর পথ ও পদ্ধতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নামায। যার মাথা আল্লাহর সামনে অবনমিত হয় না, সে আবার মুসলমান কিসের? যে নারী মাটিতে মাথা রেখে আল্লাহকে সিজদা করে না, সে তো মুসলমান নারী নয়। যে পুরুষ মাটিতে মাথা রেখে তার প্রভুর স্তুতি গায় না, সে পুরুষ তো মুসলমান পুরুষ নয়। সে তো কেবলই ফাঁকা দাবী।

আমরা চাই, আমাদের জীবনব্যাপী ফুটে উঠুক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা। যখন আযান হবে তখন সারা বাজার বন্ধ হয়ে যাবে। সকলেই ছুটে যাবে মসজিদের দিকে। আযানের সাথে সাথে মেয়েরা তাদের পাতিল চুলা থেকে নামিয়ে রাখবে। রান্না হোক না হোক। আযানের বাণী কানে আসার সাথে সাথে হাত থেমে যাবে। থালাবাটি ধোয়া কিংবা সেলাই কর্ম– হাতে যাই থাকুক। নামাযের ডাক আসতেই সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাবে। প্রভু আমি উপস্থিত। পাগলের মতো পুরুষরা মসজিদে ছুটে যাবে। নারীরা ছুটে যাবে মুসল্লায়। ছেলেরা

www.banglakitab.weebly.com

ছুটে যাবে মসজিদে। মেয়েরা ছুটে যাবে মুসল্লায়। সর্বত্র নেমে আসবে পিন পতন নীরবতা।

রাবেয়া বসরীর তাকওয়া

এটাই বেহেশতের পথ। এ পথ বেহেশতের। কত যে দুর্ভাগ্য, শত শত নয় হাজার হাজার ঘর এমন রয়েছে যেখানে একজনও আল্লাহকে সিজদা করার সৌভাগ্য হচ্ছে না।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)। রাতের বেলা গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করতেন। সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তারপর স্বামীকে বলতেন, তোমার কি আমার কাছে কোন প্রয়োজন আছে? স্বামী না বলে দিলে রাবেয়া বলতেন, তাহলে আমাকে ছুটি দাও। স্বামী বলতেন, যাও, ছুটি। তারপর রাবেয়া বসরী মুসল্লায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। অতঃপর মুসল্লাতেই ফজরের আযান হতো। স্বামী মারা গেছেন যৌবনে। তারপর যুগের ইমাম হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর মতো ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিয়ের পয়গাম এসেছে। হাসান বসরী যিনি চিশতিয়া কাদেরিয়া সোহ্রাওয়ার্দিয়া ও নকশ্‌বন্দিয়া সব তরীকার তাসাওউফের ইমাম। তাসাওউফের সিলসিলা তাঁর মাধ্যম হয়ে হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত গিয়ে মিলেছে। এত বড় ইমাম স্বয়ং বিয়ের পয়গাম নিয়ে এসেছে। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য দেখা হয়। অথচ রাবেয়া বসরী ছিলেন কালো, হাবশী। বিয়ের সময় মেয়েদের জাত বংশ দেখা হয়। হযরত রাবেয়া বসরীর বংশও ছিল খুবই নিম্ন। রূপ নেই, বংশ নেই। অর্থ-বিত্ত বলতে ছিলেন গোলাম। শুধু গোলামই নন, কৃষ্ণ গোলাম। তার গঠন আকৃতিও সুন্দর ছিল না। কিন্তু তার হৃদয় এত সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল যে উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য কেয়ামত পর্যন্ত স্বমহিমায় থাকবে উদ্ভাসিত। শুধু এই নয়, আমাদের এই শহরে তার চর্চা হচ্ছে। হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) আছেন ইতিহাস জুড়ে। ইতিহাস তাঁকে জায়গা দিতে বাধ্য হয়েছে। অথচ এই পৃথিবী থেকে এমন অনেক রাজা-বাদশাহ চলে গেছে যাদেরকে ইতিহাস দুই লাইনের বেশি জায়গা দেয়নি। অথচ রাবেয়াকে জায়গা দিয়েছে অনেক। তিনি শাহজাদী ছিলেন না, রাণীও ছিলেন না। ছিলেন আল্লাহ তাআলার কাছে এক প্রিয় বান্দী।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলে রাবেয়া বসরী বলেছিলেন, চারটি প্রশ্নের জবাব দাও, আমি বিয়ের জন্যে প্রস্তুত আছি। কথাবার্তা হচ্ছিল পর্দার আড়াল থেকে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, বলো কী প্রশ্ন। রাবেয়া বসরী (রহ.) বললেন, আমি কি বেহেশতে যাব না দোযখে? হযরত হাসান বসরী (রহ.) নীরব। এর কী জবাব আছে? রাবেয়া বসরী বললেন, আমলনামা কাউকে ডান হাতে দেয়া হবে, কাউকে বাম হাতে। আমার আমলনামা কোন হাতে দেয়া হবে? হযরত হাসান বসরী (রহ.) নির্বাক। জবাব জানা নেই। বললেন, যখন আমল মাপা হবে, কারও নেকী বেশি হবে কারও পাপ। আমার আমলের অবস্থা কি হবে? হযরত হাসান বসরী (রহ.) চুপ হয়ে রইলেন। এবার হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বললেন, পুলসিরাত পার হতে গিয়ে কেউ নিচে পড়ে যাবে, আবার কেউ দ্রুত পার হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি কি পুলসিরাত পার হতে পারবো? হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, আমি কীভাবে বলবো?

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বললেন, তাহলে তুমি যাও, আমাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ দাও। আমার এখন বিয়ে শাদী করার সময় নেই।

যে আল্লাহর হয়ে যায় আল্লাহও তার হয়ে যান। তারপর হযরত রাবেয়া (রহ.)-এর জীবন যাপনের ব্যবস্থা কী করে হলো? সে সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু আবিদ্দুনিয়া (রহ.) লিখেন– হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) খাবার রান্না করতে গেছেন। দেখেন পেঁয়াজ নেই। ভাবছেন, পেঁয়াজ কোথা থেকে আনবো, কীভাবে আনবো, কোন দাস দাসী নেই। সেবক সেবিকা নেই। মনে মনে এ কথাই ভাবছিলেন। এমন সময় লক্ষ করলেন, একটি চিল উড়ে যাচ্ছে। তার হাতে পেঁয়াজ। চিল পেঁয়াজগুলো ছুঁড়ে মারলো, আর তা সোজা হযরত রাবেয়ার ঝোলায় এসে পড়লো। ইরশাদ হলো– রাবেয়া! তুমি আমার হয়ে গেছো, আমি চিলকে তোমার সেবায় নিয়োজিত করলাম।

জীবনকে জীবিত করার সাধনা

আল্লাহ ও বেহেশত পর্যন্ত পৌছার পথ হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন। তাবলীগ জামাত হলো সেই

www.banglakitab.weebly.com

জীবনকে জীবন্ত করে তোলার সাধনার নাম। প্রতিটি নারী ও পুরুষের জীবনে যেন ইবাদত জীবিত হয়ে ওঠে। যেন এমনভাবে জীবিত হয়, এই সমাজের একজন নারী কিংবা একজন পুরুষও বে-নামাযী থাকবে না। চরিত্রকে এমনভাবে জীবিত করতে হবে, যেন এখানে কোন ঝগড়া কিংবা লড়াই না থাকে। থাকবে কেবলই পরস্পর ভালোবাসা ও মমতা। ক্ষমাকে জীবিত করতে হবে। পরস্পর বিনিময় করতে হবে চরিত্র।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

মূলত এটাই আজ এমন একটা বিষয়, যা মা সন্তানকে শেখায় না। শেখায় না বাবাও। বরং সন্তানদেরকে শূন্য হাতে ছেড়ে দেয়। মা বলেন, আমি আমার সন্তানকে সব কিছু দিয়েছি। সব সম্পদ দিয়েছি। কাপড় দিয়েছি, অলংকার দিয়েছি, বস্ত্র দিয়েছি, এটা দিয়েছি, সেটা দিয়েছি। যখনই আমি মেয়েদের উদ্দেশে বয়ান করি, তখনই জিজ্ঞেস করি, আপনারা আপনাদের কন্যাদেরকে সবকিছুই দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক দিয়েছেন তো! কন্যার হাত তুমি সাজিয়ে দিয়েছো চুড়ি দিয়ে। কান সাজিয়ে দিয়েছো স্বর্ণের অলংকার দিয়ে। মাথা সাজিয়ে দিয়েছো টিকলি দিয়ে। গ্রীবা সাজিয়ে দিয়েছো হার দিয়ে। পা সাজিয়ে দিয়ে নূপুর দিয়ে। শরীর সাজিয়ে দিয়েছো রেশমী কাপড় দিয়ে। বলো, হৃদয়কে কেনো সাজিয়ে দাওনি আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে?

হৃদয়কে যখন শূন্য ছেড়ে দিয়েছো তখন এই হৃদয় আগামী দিনে কীভাবে পাহাড়সম জীবন পথ পাড়ি দিবে? আল্লাহর সাথে ভালোবাসা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছাড়া কি জীবনে স্বস্তি আসতে পারে? তোমার কন্যা তো অন্যের ঘরে বউ হয়ে যাচ্ছে, কন্যা হয়ে নয়। সেখানে গিয়ে সে যখন কোন কষ্টের মুখোমুখি হবে, তখন তোমার মাথা খাবে না আল্লাহকে স্মরণ করবে?

মানুষ বানাও

বাবা বলেন, আমি ছেলেকে ব্যবসায়ী বানিয়ে দিয়েছি। এমএ পাস করিয়েছি। ছেলে চাকরিতে জয়েন করেছে। বাবা ব্যবসায়ী হলে বলেন, ছেলে এখন ব্যবসা সামলাতে শিখেছে। এখন ছেলেকে বিয়ে দিতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

বিয়ে দিলেই তার ঘর আবাদ হয়ে যাবে। আমি বলি, ব্যবসা তো শেখালে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শিখিয়েছো? কাল তাকে এক নতুন জীবনের মুখোমুখি হতে হবে। সেখানে আবার সে নিজ কৌশলে স্বীয় জীবন বরবাদ করবে না তো! কাল তো চায়ে চিনি কম হলো কেনো– এ নিয়ে লড়াই হবে। তুমি আমার বোতাম ঠিক করে দিলে না কেনো? এমন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ইজ্জতের উপর হামলা হবে। রোজগারী বানিয়েছো, কিন্তু মানুষ বানাওনি। বরং বানিয়েছো হিংস্র জানোয়ার।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

সন্তানকে বিয়ে দেবার আগে **মানুষ** বানাও। নিজের মেয়েকে প্রথমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে শেখাও, তারপর বিয়ে দাও। অলংকার দিয়েছো, কাপড় দিয়েছো– বলছো, সব দিয়েছি। খোদার কসম, যদি কন্যাকে আল্লাহর সম্পর্ক না দিয়ে থাক তাহলে তুমি কিছুই দাওনি।

একজন মেয়ে মা-বাবার ঘরে বিশ বছর কাটিয়ে দেয়। মা-বাবা এ দীর্ঘ সময়ে তাকে আল্লাহর সামনে কাঁদতে শিখায়নি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পর্ক গড়তে শেখায়নি। তারা তো এ মেয়েকে স্বামীর ঘরে খালি মাথায় পাঠাচ্ছে, খালি পায়ে পাঠাচ্ছে, খালি হাতে পাঠাচ্ছে। যদি কারও কন্যা খালি হাতে, খালি কানে, খালি মাথায়, খালি কণ্ঠে স্বামীর ঘরে যায় তখন পুরো মহল্লা তার বদনাম করতে থাকে। বদতমিজ! তুমি তোমার মেয়েকে কানে একটি কাঁটাই পরিয়ে দিতে! আমি আমার খোদার কসম করে বলছি, যে মেয়েকে অলংকারে অলংকারে নুইয়ে দিয়েছে তার বাবা-মা, অথচ তার অন্তরে না আছে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সামান্য ভালোবাসা, সামান্য প্রেম– তার সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল তো এ কথাই বলবেন– হে আমার উম্মতী! আমার কন্যাকে তুমি এভাবে খালি অন্তরে বিদায় করে দিলে! তার অন্তরে না দিলে আল্লাহ, না দিলে রাসূল! কাল যখন সে বিপদের মুখোমুখি হবে তখন তো তোমার মাথা খাবে। একবারও আল্লাহকে স্মরণ করবে না।

অনেকেই বলে, ছেলেকে ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়েছি, ব্যবসা শিখিয়ে দিয়েছি। প্রশ্ন হলো, সেই সাথে তাকে আখলাক শিখিয়েছো তো? কাল তো তাকে পরিবার নিয়ে চলতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন, শাদীমহল আবাদ করার জন্যে কার্ড ছাপা হয়। হইচই করে বিবাহ-উত্তর অনুষ্ঠানও সম্পাদিত হয়। দেখা যায়, এক মাস না যেতেই ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। এই ঝগড়া কেনো? কারণ, ছেলে জানে না তার সীমানা কতটুকু। মেয়েরও তার সীমানা জানা নেই। সীমানা জানা নেই শাশুড়ির। স্ত্রীর সীমানা জানা নেই, সীমানা জানা নেই শ্বশুরের। কারণ, তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা শিখেনি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক না থাকার কারণে পরস্পরের এই লড়াই।

দীনদার খান্দান : জীবন যেখানে পানির মতো সহজ

সংসার ছোট হলেই জীবন সহজ হয় না। বরং সংসার দীনদার হলে জীবন সহজ হয়। দশ জন মেয়ে দশ জন ছেলে। কিন্তু সবাই মা-বাবার অনুগত। মা-বাবার চোখ সন্তান দেখে শীতল। পক্ষান্তরে একজন ছেলে আর একজন মেয়ে। কিন্তু অবাধ্য। মা-বাবার জীবন দোযখ বানিয়ে রেখেছে। আমার এক চাচা আছেন। তার একটি মাত্র ছেলে ও একটি মাত্র মেয়ে। পরিবার পরিকল্পনার ভিত্তিতে নয়। আল্লাহ তাআলা কুদরতীভাবেই দুটি সন্তান দিয়েছেন। বিয়ের পনের বছর পর প্রথম ছেলে জন্ম নিয়েছে। আঠার বছর পর জন্ম নিয়েছে কন্যা। যে মা পনের বছর সন্তান সন্তান করে আল্লাহ তাআলার দরবারে কান্নাকাটি করেছে, সেই মা সন্তানের অবাধ্যতায় কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার তাকে বলছে, মা কেঁদো না। সর্বক্ষণ গালি-গালাজ হইচই। মা না কেঁদে যাবেন কোথায়! অথচ আমাদের খান্দানে তারাই সবচাইতে সুখী হওয়ার কথা ছিল। পয়সার অভাব নেই, সম্পদের অভাব নেই। অভাব কেবলই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক। সুতরাং ছোট পরিবার সুখী পরিবার– বলতে যে কথা প্রচার করা হয় এর কোন ভিত্তি নেই। যদি কোন রাষ্ট্র এই জাতীয় কথা প্রচার করে বেড়ায় তাহলে সে রাষ্ট্র এটমিক শক্তি দ্বারা সম্মান অর্জন করতে পারবে না। রক্ষা করতে পারবে না, আল্লাহর আযাব থেকে। পরিষ্কারভাবে জেনে রাখুন, ছোট হলেই সংসার সুখের হয় না। দীনদার হলেই সংসার সুখী হয়। দীনদার হলেই সংসার সহজ হয়।

www.banglakitab.weebly.com

যে সংসারে সন্তানরা জানে মায়ের মর্যাদা কী, বাবার মর্যাদা কী, ভাইবোনের মর্যাদা কী- সেই তো সুখী সংসার। পয়সা দিয়েই যদি সুখ খরিদ করা যেতো, মর্মর পাথরে তৈরি বাড়িতে দীর্ঘশ্বাস শোনা যেতো না। কোনো বিত্তবানের মুখ বিবর্ণ দেখা যেতো না। দুশ্চিন্তা কেবল গরীবের ঘরেই থাকতো। বিয়ে-শাদী হতো কেবলই ধনীদের ঘরে। অথচ গিয়ে দেখুন, ধনী-গরীব সব ঘরেই হা-পিত্যেশ। সর্বত্রই বেদনার দীর্ঘশ্বাস।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদের দাওয়াত তো একটাই। বেহেশতে যাওয়ার যে পথ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে গেছেন সে পথকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। প্রতিটি মুসলমানকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

সকলকে নামাযের পথে আসতে হবে।

ইবাদতের পথে আসতে হবে।

আখলাকের পথে আসতে হবে।

কল্যাণের পথে আসতে হবে।

ক্ষমার পথে আসতে হবে।

ক্ষমা করতে শিখতে হবে।

কেউ তোমাকে কিছু বললে মুখের উপর তাকে উল্টো বলে দিতে হবে? মা কন্যাকে বলছে, কন্যা মুখের উপর মাকে জবাব দিচ্ছে। অথচ মায়ের কর্তব্য ছিল মেয়েকে এ কথা শেখাবে, ক্ষমা করে দাও। ক্ষমার মধ্যেই সম্মান। নিজের মেয়েদেরকে ক্ষমা করতে শেখাও। ছেলেদেরকে ক্ষমা করতে শেখাও। নিজেও ক্ষমা করতে শেখো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মানুষকে ক্ষমা করে দেবে এই দায়িত্ব নাও, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সম্মান দিবেন- আমি এই দায়িত্ব নিচ্ছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাইতে বড় জামিন আর কে হতে পারে? তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন, তোমরা ক্ষমা করো আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মান দিবেন। তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন, তোমরা তোমাদের চরিত্র ভালো কর, আমি জান্নাতুল ফেরদাউসে

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের জন্যে ঘর নিয়ে দেবো। এ জন্য আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করতে হবে।

দীন নিয়মের ভেতর দিয়ে আসে। আমাদের মা-বাবারা জানেন না, সন্তানকে কীভাবে লালন করতে হয়। নিজেদেরকে কীভাবে চালাতে হবে। মূলত এ কারণেই আমরা বলি, নারী পুরুষ সকলকেই আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হবে এবং সেখানে গিয়ে জীবন গঠনের নিয়ম শিখতে হবে। কুরআনে কারীম মা-বাবাকে যে সকল বুনিয়াদ শিক্ষা দিয়েছেন, যে বুনিয়াদের উপর সন্তানকে গড়ে তুলতে হয় সে বুনিয়াদগুলো মা-বাবাকে শিখতে হবে। মা-বাবা যদি সন্তানকে এ সকল বুনিয়াদের উপর গড়ে তুলতে না পারে, তাহলে টাকা পয়সা তাদেরকে সুখী করতে পারবে না। সরকার সুখী করতে পারবে না। আমি বলি, প্রতিটি মা-বাবারই উচিত সূরা লুকমান মনোযোগসহ পাঠ করা। স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত সূরা লুকমান গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। আল্লাহ তাআলা এই সূরায় আগামী প্রজন্মকে গড়ে তোলার পথ নকশা বলে দিয়েছেন।

প্রথম সবক

وَاِذْقَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ-

স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশ-ছলে তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন– হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। [লুকমান : ১৩]

এটাই প্রথম সবক। প্রত্যেক মা-বাবার উচিত তার সন্তানকে এই সবক শিক্ষা দেয়া। হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন তোমাদের কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তখন তার সামনে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ এত বেশি করে জপো যেন সে সর্বপ্রথম যখন কথা বলবে, তখন যেনো আল্লাহ বলে।

www.banglakitab.weebly.com

সন্তানের সামনে আব্বা বলবে না, আম্মা বলবে না। যখন সন্তান আম্মা বলে, মায়ের খুশির সীমানা থাকে না। আজ আমার সন্তান আম্মা বলেছে। আমার সন্তান আজ আমাকে আব্বা বলেছে। আজ আমার সন্তান আমাকে আম্মি বলেছে। না না না, তোমার সন্তানের কথার সূচনা এখান থেকে করো না।

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। [লুকমান : ১৩]

সুতরাং আব্বু আম্মু নয়, সন্তানের সামনে সর্বদা আল্লাহ আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অবিরাম জপে যাবে। আল্লাহর নাম এত বেশি জপবে যেনো সে মুখ খুললে প্রথমে আল্লাহ বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে।

হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.)

বখতিয়ার কাকী (রহ.)কে তার মা সবক পড়ানোর জন্যে মাদরাসায় নিয়ে গেছেন। উস্তাদ তাকে পড়াতে লাগলেন, আলিফ বা তা ছা। সে পড়তে লাগলো–

الم ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

এবং একাধারে পনের পারা শুনিয়ে দিলো।

শিক্ষক বললেন, আরে বাবা, তোমার মা আমার সাথে মস্করা করলেন! ঘরে ফিরে এসে মাকে বললো, মা! তোমার ছেলে তো আমাকে পনের পারা শুনিয়ে দিয়েছে। সে পনের পারার হাফেয। সে পনের পারা কীভাবে হেফয করলো। অথচ আপনি তাকে আলিফ বা তা ছা পড়ার জন্যে পাঠিয়েছেন। বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মা বললেন, আমি যখন তাকে দুধ পান করাতাম কুরআন শরীফ পড়ে পড়ে পান করাতাম। আমরা জানি, শিশুদের স্মৃতিশক্তি খুবই পরিচ্ছন্ন হয়। মা দুধ দিয়েছেন, সাথে কুরআনে কারীমের

www.banglakitab.weebly.com

আয়াত দিয়েছেন। দুধের সাথে সাথে তার অন্তরে কুরআনে কারীমের আয়াতও অংকিত হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে শিশু দুধ পান করছে। ঘরে চলছে গান। এখানে এই শিশুর কাছে আমরা ভবিষ্যতে কী প্রত্যাশা করবো? সে আগামী দিনে মা-বাবার অনুগত হবে? প্রথম দিন থেকেই তো তার কানে বিষ ঢালা হচ্ছে। হযরত লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছেন, 'আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না'। সুতরাং মায়ের কাজ হবে সন্তানকে সর্বপ্রথম এ কথা শেখানো, আল্লাহর কোন শরীক নেই। সবকিছু একমাত্র আল্লাহই করেন। আল্লাহ ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না। কোন কিছু করার কারোই শক্তি নেই। কেউ কাউকে উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।

দ্বিতীয় সবক

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللهُ ۙ اِنَّ اللهَ ط لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ-

হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে- আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবগত। [লুকমান : ১৬]

সুতরাং সন্তানকে প্রথম দিন থেকেই শেখাতে হবে, সন্তান আমার! সামনে হিসাব কিতাব হবে। আমলকে পরিষ্কার রাখতে হবে। যদি সরিষার দানা পরিমাণও ভালো মন্দ কিছু কর তারও শাস্তি কিংবা পুরস্কার পেতে হবে। সুতরাং এখন থেকেই তৈরি থেকো।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) ইলম-এর সন্ধানে বেরিয়েছেন। তখন তাঁর বয়স বার। যে কাফেলার সঙ্গে গেছেন সে কাফেলা ডাকাতের শিকার হয়েছে। কাফেলার সব সম্পদ ডাকাতরা লুটে নিয়েছে। এক ডাকাত এসে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)কে বললো, বাপু

www.banglakitab.weebly.com

তোমার কাছে কিছু আছে? সে ভেবেছিল, এই ছোট শিশুর কাছে আর কী-ই বা থাকবে! কিন্তু এই নিষ্পাপ শিশু সহজিয়া ভঙ্গিতে বলে দিল, চল্লিশটি দিনার আছে। সে কালের চল্লিশ দিনার আজকের বাজারে লাখ রুপির চাইতেও বেশি। ডাকাত বললো, দিনারগুলো কোথায়? হযরত জিলানী (রহ.) বললেন, দেখ, জামার ভেতরে সেলাই করে রাখা হয়েছে। ডাকাত বললো, বাপু, তুমি যদি না বলতে তাহলে তো আমাদের বিশ্বাস হতো না এবং বুঝতেও পারতাম না তোমার কাছে এতগুলো দিনার আছে। হযরত জিলানী (রহ.) বললেন, আমার মা বলে দিয়েছেন, সর্বদাই যেনো সত্য বলি, কখনও যেন মিথ্যা না বলি। ডাকাত বললো, আচ্ছা, এই কথা! সে সঙ্গে সঙ্গে হযরত জিলানীকে নিয়ে সরদারের সামনে উপস্থিত হলো। বললো, এই বাচ্চা কি বলে শুনুন! তারপর ডাকাত পুরো কাহিনী শোনালো। শুনার পর সরদার বলতে লাগলো, বাপু! তুমি তোমার পয়সাগুলো কেনো বাঁচালে না? তুমি কি বুঝনি, আমরা লুটেরা! আমরা তোমার পয়সা ছিনিয়ে নেবো! তুমি যদি না বলতে তোমাকে এত সুন্দর ও নিষ্পাপ মনে হচ্ছে। আমরা তোমার দেহ তল্লাসীও করতাম না।

হযরত জিলানী (রহ.) বললেন, আমার মা বলে দিয়েছেন- বাবা, সর্বদা সত্য কথা বলবে।

এ কথা শুনতেই ডাকাতদের সরদার চিৎকার করে উঠলো। বলতে লাগলো- হে খোদা! এই মাসুম বাচ্চা তার মায়ের এতটা অনুগত! অথচ আমি বিবেকবান বুদ্ধিমান হয়েও তোমার অবাধ্য! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

মা বসে আছেন জিলানে। আর তাঁর সন্তানের মাধ্যমে তাওবার আয়োজন হচ্ছে বাগদাদের কাছে ডাকাতদের দলে। একেই বলে শিক্ষা। সন্তানকে এই সবকই দিতে হবে, বেটা! তোমাকে হিসাব দিতে হবে। সুতরাং সর্বদা সত্য বলবে। সন্তানের মনে কেয়ামতের বিশ্বাস সৃষ্টি কর, হিসাব কিতাবের ভয় সৃষ্টি করো।

তৃতীয় সবক নামায

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ

www.banglakitab.weebly.com

হে বৎস! যথাযথভাবে নামায আদায় করো। [লুকমান : ১৭]

মা সন্তানের পেছনে লেগে থাকবে। বারবার বলবে, নামায পড়, বাবা নামায পড়, মা নামায পড়। কিন্তু আমাদের এখানকার চরিত্র তো সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে বলা হয়, বোয়া বাচ্চা মানুষ, ঘুমুতে দাও। আমার ছেলের ঘুম নষ্ট করো না। আমার মেয়ের ঘুম নষ্ট করো না। তাকে স্কুলে যেতে হবে। আবার স্কুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। অথচ কর্তব্য ছিল, নামাযের জন্য জাগিয়ে দেবে। যদি আগুনে পুড়ে যায় তবুও নামায ছাড়বে না। টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও নামায ছাড়বে না। শূলিতে বিদ্ধ হলেও নামায ছাড়বে না। মা-বাবা যদি সন্তানদের নামাযের সবক শেখাতো তাহলে আযানের সাথে সাথে আমাদের এই বাজার বন্ধ হয়ে যেতো। কত বড় বাজার! অথচ মসজিদ কত ছোট। দেখেই মনে হয়, এখানে নামাযী নেই। যদি নামাযী থাকতো তাহলে মসজিদ ভেঙ্গে যেতো। এই বাজারের সকলে যদি নামাযী হতো তাহলে তো মসজিদে বসার জায়গাও হতো না। ঘর বিরান দেখেই যেভাবে অনুমান করা যায়, কেউ ঘরে থাকে না– ক্ষুদ্র মসজিদও এ কথাই বলে দেয়, এই বাজারে নামাযী নেই। মা-বাবা যদি সূরা লুকমান পড়ে সন্তানকে সেই বুনিয়াদের উপর গড়ে তুলতো তাহলে আজকে আমাদের এই পরিণতি হতো না।

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

সৎকর্মের নির্দেশ দিও, অসৎ কর্মে নিষেধ করো এবং আপদ বিপদে ধৈর্যধারণ করো। এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। [লুকমান : ১৭]

ভেবে দেখুন, হযরত লুকমান (আ.) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেন– যথাযথভাবে নামায পড়। আমরা তাবলীগ জামাতে গিয়ে তো মানুষকে এ কথাই বলি– ভাই নামায পড়। নামায শেখো। কুরআনে কারীমের আয়াত থেকে বুঝা যায়, এ দায়িত্ব ছিল মা-বাবার। তাই তাবলীগ কোন দলের

www.banglakitab.weebly.com

নাম নয়। এ তো মা-বাবার দায়িত্ব পালন করছে। 'সৎকাজের আদেশ দাও।' অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দীন ছড়িয়ে দাও। 'অসৎ কর্মে বাধা দাও।' অর্থাৎ অন্যায় মিটিয়ে দাও। সুতরাং ভালো কাজের প্রসার আর মন্দকর্মের নির্মূল সাধন তাবলীগ জামাতের কাজ নয়। এ কাজ তো ছিল মা-বাবার। সন্তান মায়ের কোলে চোখ খুলতেই মা তাকে এ কথা শেখাবে- তুমি সর্বশেষ নবীর উম্মত। নবীর দীন মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া তোমার কাজ। এটা মা-বাবার দায়িত্ব ছিল। তাবলীগ জামাত সে দায়িত্বই পালন করছে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মায়ের কুরবানী

একটা সময় ছিল যখন মায়েরা সন্তানদের আল্লাহর দীনের জন্যে বিসর্জন দিতেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মা বলেছিলেন, যাও বেটা! আমি তোমাকে আল্লাহর দীনের জন্যে ওয়াকফ করে দিলাম। আজ যদি কোন মা-বাবা শুনতে পায় তার ছেলে আমেরিকার কোন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে তাহলে সাথে সাথে তাকে পাঠিয়ে দেবে। অতি বৃদ্ধ মা-বাবাও বলবে না, না বাবা, যেয়ো না। বরং তাকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। অথচ আমাদের পেছনে এমন একটা কাল গেছে যখন মা তার সন্তানকে আল্লাহর দীনের জন্যে বিসর্জন দিতেন।

মায়ের আদরের দুলাল সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ঘর থেকে বের হলেন। আমরা তো মাত্র এক চিল্লা চার মাসের কথা বলি। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) উনিশ বছর পর ঘরে ফিরে এসেছেন। সেই মা-ও কেমন ছিলেন! ঘরে ফিরেছেন রাতের বেলা। দরজায় কড়া নেড়েছেন। মাকে আল্লাহ তাআলা হায়াত দিয়েছিলেন। মা জীবিত ছিলেন। ভেতর থেকে বললেন, কে?

বললেন, পুত্র সুফিয়ান।

মা বললেন, বাবা কাউকে কোন জিনিস উপহার দিয়ে তা ফেরত নেয়া বড়ই অপমানের বিষয়। আমি তো তোমাকে আল্লাহকে দিয়ে দিয়েছি। তোমাকে ফিরিয়ে নেয়া বড় অপমানের বিষয় মনে হচ্ছে। তোমার জন্যে

www.banglakitab.weebly.com

এই দুনিয়াতে আমি দরজা খুলবো না। ফিরে যাও। কেয়ামতের দিন সাক্ষাত হবে। সেদিনই সান্ত্বনা লাভ করবো। মা দরজা খুলেননি। সুফিয়ান সাওরী ফিরে গেছেন।

তারপর এই সুফিয়ান সাওরী কোথায় পৌছেছেন? মা যত বড় তার সন্তান তো তত বড়ই হবে। বাদশাহ আবু জাফর মনসুরের বিরুদ্ধে সুফিয়ান সাওরী খোলামেলা ফতোয়া দিয়েছেন। মনসুর বলে পাঠিয়েছে, আমি মক্কায় আসছি। আমি আসার আগেই শূলি প্রস্তুত করে রাখো। আমি এসেই সুফিয়ান সাওরীকে শূলিতে দেবো।

সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বিখ্যাত তাপস ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহ.)-এর কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম করছেন। স্থান পবিত্র হারাম শরীফ। এমন সময় বিখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা (রহ.) ছুটে আসলেন। এসেই বলতে লাগলেন– সুফিয়ান, সুফিয়ান! সর্বনাশ হয়েছে!

কী সর্বনাশ?

বাদশাহ মনসুর তোমাকে শূলির আদেশ দিয়েছেন। তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে এখান থেকে সরে যাও।

সুফিয়ান সাওরী বললেন, আসলেই সে এ কথা বলেছে!

হ্যাঁ, বলেছে।

আমি পালিয়ে যাবো? এটা কোন কথা হলো?

সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন বাইতুল্লাহর সামনে। মুলতাযিম চেপে ধরে ফরিয়াদ করলেন– হে আল্লাহ! তুমি যদি মনসুরকে মক্কায় ঢুকতে দাও তাহলে তোমার সাথে কোন বন্ধুত্ব নেই।

মক্কা কেনো, মনসুর তায়েফেও প্রবেশ করতে পারেনি। দুর্ভাগা! তায়েফে প্রবেশ করার পূর্বেই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

মায়েদের কর্তব্য

এ কাজ ছিল মায়েদের। মায়েদের কর্তব্য ছিল তারা তাদের সন্তানদের এই সবক শিক্ষা দেবে। জান্নাতের পথ দেখাবে। রাগের সাথে নয়, ধমকের

www.banglakitab.weebly.com

সুরে নয়, মারপিট করে নয়– মমতার সাথে। কারণ এখন তো বিদ্রোহের কাল চলছে। তাই মারপিটের মাধ্যমে সন্তানকে সবক শেখানো সম্ভব নয়। বাবা বলে নন্দন বলে হৃদয়ের টুকরা বলে তাকে তার সবক শেখাতে হবে। তাকে শেখাতে হবে–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝

অহংকর বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পা ফেলো সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রেখো। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। [লুকমান : ১৮–১৯]

হ্যাঁ, কেবল নামায রোযা আর আকিদা বিশ্বাসই নয়; সন্তানকে আখলাক শেখাতে হবে। তার চরিত্র কেমন হবে, আচার-আচরণ কেমন হবে, কথাবার্তা কেমন হবে– এই সবকিছু দেখা মায়েদের কর্তব্য।

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ

তুমি পা ফেলো সংযতভাবে।

আমি বলি, এই সংযত ভাব কেবলই চলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সংযত হতে হবে চাল-চলন এমনকি টাকা-পয়সা খরচের বেলায়ও। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংযত ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা শেখাতে হবে সন্তানকে। এ কর্তব্য মা-বাবার। তারা ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে খানাপিনা পোশাক আশাক সব ক্ষেত্রেই সংযমপূর্ণ পন্থায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমরা এই যে কথাগুলো বলছি, এর একটি কথাও এমন নেই যা থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি। যারা আমার কথা শুনছেন, এই কথাগুলো যেমন তাদের দরকার তেমনি দরকার আমার নিজেরও। জাহান্নামের পথ থেকে বেঁচে জান্নাতের পথ ধরা আমার আপনার সকলের কর্তব্য। আমাদেরকে এমনভাবে গড়ে উঠতে হবে যেনো, যখন আমরা মৃত্যুবরণ করবো তখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখে খুশি হন এবং এই ঘোষণা দেন, আমার বান্দা আমার বান্দী! সে আমাকে খুশি করে এসেছে। যাও একে 'ইল্লিয়্যীন'-এ বসতে দাও। শীঘ্রই বেহেশতে পৌঁছে দেয়া হবে।

মরণেও সম্মান

হযরত সাদ (রা.) ইন্তেকাল করেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আজ আপনার কোন সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন?

কেনো? কী হয়েছে?

বললেন, যখন কোন ঈমানদার মৃত্যুবরণ করে তখন তার রূহ্ সরাসরি আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে। আজ আল্লাহর আরশ আনন্দে দুলছে।

اِسْتَبْشَرَ بِمَوْتِهٖ اَهْلُ السَّمَاءِ

সপ্তাকাশের ফেরেশতাগণ আজ আনন্দে উৎসবমুখর। সবার মধ্যেই এক অধীর অপেক্ষা– কেউ আসছে কেউ আসছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– 'হায়! আমার সাদ তাহলে চলে গেছে!'

হযরত সাদ (রা.) যুদ্ধে জখম হয়েছিলেন। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝে ফেলেছেন, আজ সাদ চলে গেছে। তিনি দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বেরিয়ে এত দ্রুত হাঁটছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁদের জুতার ফিতা

www.banglakitab.weebly.com

ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! একটু আস্তে চলুন, আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ইরশাদ করলেন, জলদি চলো। আমার ভয় হচ্ছে আমরা পৌছার আগেই সাদকে আবার ফেরেশতারা গোসল না দিয়ে ফেলে। তাহলে আমরা তাকে গোসল দেয়া থেকে বঞ্চিত হবো। জলদি চলো, জলদি চলো।

ছুটতে থাকেন সাহাবায়ে কেরাম। গিয়ে দেখেন, হযরত সাদ (রা.) মৃত পড়ে আছেন আপন ঘরে। ঘরে কেউ নেই। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করলেন। ভেতরে কীভাবে গেলেন? সেও এক মজার বিষয়। এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, আমার সামনে অনেক লোক বসা। এখন কেউ যদি আমার কাছে আসতে চায়, তাহলে সোজা হেঁটে আসতে পারবে না। পা ডানে বামে ফেলতে হবে। সতর্কতার সাথে যারা বসা তাদের শরীর বাঁচিয়ে আসতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) লক্ষ করলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা কখনও এদিক রাখছেন, কখনও ওদিক। কখনও পায়ের পাতা পুরোটা মাটিতে রাখছেন, কখনও অর্ধেকটা। অবশেষে হযরত সাদ (রা.)-এর মাথার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি এমন করলেন কেনো? আমরা তো কাউকে দেখছি না।

ইরশাদ করলেন, সাদের ঘর ফেরেশতা এমনভাবে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে, পা রাখার জায়গা নেই। আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন আমার জন্যে বসার জায়গা করে দেয়া হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

মরলে তো এভাবে মরা উচিত। মরণ চাই তো এমন মরণ চাই।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত সাদ (রা.)-এর জানাযা

হযরত সাদ (রা.) ছিলেন দীর্ঘ সবল। স্বাস্থ্য ভালো ছিল। কিন্তু যখন তাঁর জানাযা তোলা হলো দেখা গেলো, কোনো ওজন নেই। মনে হচ্ছিল যেন খাটের উপর কোন লাশ নেই। সেখানে উপস্থিত কোন কোন মুনাফেক বলাবলি করতে লাগলো, দেখ, মুনাফেক ছিল তো, এজন্য কোন ওজন নেই। কথা এক কান দুই কান হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছলো। সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে বললেন, মুখ বন্ধ করো এবং বলে দাও, সাদকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছো না। তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ফেরেশতাগণ। তোমাদের কাঁধ খালি নিচে পড়ে আছে।

মুসলমানের জীবন তো এমনই হওয়া উচিত। সে যখন মৃত্যু বরণ করবে তখন তার লাশ বহন করার জন্যে ফেরেশতা নেমে আসবে।

আল্লাহর রহমত অসীম

আল্লাহ তাআলার রহমত অসীম। তিনি লাখ বছরের গুনাহও ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। সুতরাং নারী-পুরুষ সকলে মিলে তাওবা কর। বলা তো যায় না, কখন ডাক চলে আসবে। আল্লাহ তাআলা এত দয়ালু। তিনি বলেন, বান্দা! তুমি যদি গুনাহ করতে করতে তোমার গুনাহ আকাশের ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে দাও, অতঃপর একবার মাত্র বলতে পারো– হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি সব ক্ষমা করে দেবো। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সমস্ত শয়তান মিলেও যদি গুনাহ করে, তবুও সে গুনাহ আকাশের ছাদ পর্যন্ত পৌঁছাবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার রহমত এত বেশি, তাঁর দয়া এত অসীম, তিনি মুহূর্তে বান্দার সব গুনাহ মাফ করে দেন। মা-ও তার সন্তানকে এত দ্রুত ক্ষমা করে না। সন্তান ক্ষমা চাইলে মা তাকে খোঁটা দেবে। তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা করেছো। এত কষ্ট দিয়েছো। আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। কালই এক ভাই আমাকে বলছিলেন, আমার বাবা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। দুই বছর পর্যন্ত চেষ্টা করছি, তিনি আমাকে ক্ষমা করছেন না। অথচ দেখুন, আল্লাহ তাআলা কত মেহেরবান! আমরা এ দিক থেকে শুধু বলবো, হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও। ওদিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন,

www.banglakitab.weebly.com

যাও, ক্ষমা করে দিলাম। আমি তো তোমার এই ক্ষমা চাওয়ার অপেক্ষায়ই ছিলাম। কেবল একবার বলো অমনি ক্ষমা করে দেবো।

শত মানুষের হত্যাকারীর তাওবা

শিরক-এর পর সবচাইতে বড় গুনাহ হলো মানুষ হত্যা। বুখারী শরীফে আছে, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি ৯৯ জনকে হত্যা করেছিল। তারপর তার মনে হলো, আমি তাওবা করবো। তারপর সে এক মূর্খকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আমার তাওবা কবুল হবে কি? সে বললো, তুমি ৯৯জন মানুষ হত্যা করেছো। তোমার তাওবা আবার কীভাবে কবুল হবে? তুমি সোজা জাহান্নামী। সে বললো, তাহলে শ' পুরা করে নিই। কাজ যখন করেছি, ভাঙতি রেখে লাভ কি? তাকে হত্যা করে শ' পুরা করে নিলো।

কিন্তু তার মনের ভেতর থেকে তাওবার আকুলতাটা গেলো না। অবশেষে এক আলেমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো– আচ্ছা, আমি যদি তাওবা করি, তাহলে আমার তাওবা কি কবুল হবে? আলেম বললেন, বাবা, কেনো কবুল হবে না? তবে শর্ত একটা আছে। পাকা তাওবা হতে হবে। আর তাওবা পাকা হওয়ার জন্যে ভালো পরিবেশ চাই। এখানকার পরিবেশ যেহেতু ভালো নয়, তুমি অমুক এলাকায় চলে যাও। সেখানকার লোকজন ভালো। সেখানে গিয়ে তাওবা করলে তোমার তাওবা পাকা হবে।

আমরা মূলত মানুষকে এ কথাই বলি। বলি, পরিবেশ পরিবর্তন করো, এক চিল্লার জন্যে, চার মাসের জন্যে, পুরনো পরিবেশ থেকে সরে পড়ো।

সে বললো, জি, আমি তো সেটাই চাচ্ছি। আলেম বললেন, তাহলে এখনই এখান থেকে বেরিয়ে পড়।

শত মানুষের হত্যাকারী বেরিয়ে পড়লো তাওবার উদ্দেশ্যে। চলতি পথে অসুস্থ হয়ে পড়লো। মৃত্যু চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো। সে লক্ষ করলো, সময় শেষ। সে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। যখন মাটিতে পড়ে গেলো তখন তার মনযিলের দিকে গড়াতে লাগলো। অবশেষে মৃত্যু এসে যখন পাঞ্জা বসিয়ে দিলো, তখন সে তার দুই হাত সম্প্রসারিত করে সামনের দিকে ঝাঁপ দিলো এবং এই অবস্থাতেই তার রূহ বেরিয়ে গেলো।

www.banglakitab.weebly.com

তার এই আচরণ আল্লাহ তাআলা এতটাই পছন্দ করেছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্যে তা সযত্নে হেফাযত করেছেন। আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন।

তারপর দুনিয়াতেই তাকে নিয়ে মোকদ্দমা বসলো। বেহেশতের ফেরেশতাগণ উপস্থিত। উপস্থিত দোযখের ফেরেশতাগণ। দোযখের ফেরেশতাগণ বলছে, এ আমাদের কয়েদী। বেহেশতের ফেরেশতাগণ বলছে, এ আমাদের মেহমান। বেহেশতের ফেরেশতাগণ বলছে, ও তাওবা করেছে। দোযখের ফেরেশতাগণ বলছে, তাওবা পূর্ণ হয়নি। দোযখের ফেরেশতাগণ বলছে, সে তো তার মনযিল পর্যন্ত পৌছায়নি। বেহেশতের ফেরেশতাগণ বলছে, সে তো পথ চলতে শুরু করে দিয়েছিল। কোনভাবেই ফয়সালা হচ্ছিল না। আল্লাহ তাআলা তৃতীয় একজন ফেরেশতা পাঠালেন। তৃতীয় ফেরেশতা বললো, উভয় দিককার দূরত্ব মাপা হোক। যদি তার বাড়ির কাছাকাছি হয়ে থাকে তাহলে দোযখী আর মনযিলের কাছাকাছি হয়ে থাকলে বেহেশতী। অথচ সে তার বাড়ির কাছাকাছিই ছিল। তার থেকে তার মনযিল ছিল দূরে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো এ জমিনেরও মালিক। মালিক সারা জাহানের। যখন ফেরেশতাগণ মাপতে শুরু করলো, তখন আল্লাহ তাআলা তার বাড়ির দিককার মাটিকে বললেন, প্রশস্ত হয়ে যাও। আর মনযিলের দিককার মাটিকে বললেন, সংকুচিত হয়ে যাও। দেখা গেলো, সে তার মনযিলের কাছাকাছি। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করে দিলেন, আমার বান্দাকে বেহেশত দিয়ে দাও।

আজ আমাদের মধ্যে শত মানুষের হত্যাকারী তো নেই। সুতরাং আমার তাওবা কবুল হবে কি– এমন দ্বিধার অবকাশ কোথায়? আল্লাহ তাআলা আমাদের বিষয় তো এতটাই সহজ করেছেন, আমরা এদিক থেকে হাত তুলে কেবলমাত্র বলবো, হে আল্লাহ! আমার তাওবা কবুল কর! আল্লাহ বলে দিবেন, আমার বান্দার সমস্ত আমলনামা ধুয়ে দাও ; আজ তার সাথে আমার সন্ধি হয়ে গেছে। এখন থেকে নতুন খাতা শুরু।

সুতরাং আসুন আমরা সকলে মিলে তাওবা করি। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই। ইবাদতের তাওবা হলো– এতদিন নামায পড়তাম না; আজ থেকে নামায শুরু করলাম। পেছনের নামাযগুলোও কাযা পড়ে নেবো। লেনদেনের

www.banglakitab.weebly.com

তাওবা হলো– এতদিন দোকানে বসেই মিথ্যা বলা শুরু করতাম। আজ থেকে সত্য বলা শুরু। বিক্রি হোক না হোক, মিথ্যা বলবো না। খাবার পাই আর না পাই, মুখে মিথ্যা তুলবো না। শুকনো রুটি খেয়ে থাকবো, তবু মিথ্যা বলে ব্যবসা করবো না। মাপে কম দেবো না। একটা দেখিয়ে আরেকটা দেবো না। এটাই লেনদেনের তাওবা।

সুখের সন্ধান

এক দুধ ব্যবসায়ী দশ দিন সময় লাগিয়ে এসেছে। ফিরে এসে বললো, আমি আগে এক মণকে ছয় মণ বানিয়ে বিক্রি করতাম। আর আমার ঘরে রোগব্যাধি লেগেই থাকতো। তাবলীগ থেকে ফিরে এসে এক মণকে এক মণই বেচতে শুরু করলাম। আল্লাহর মেহেরবানী, আল্লাহ তাআলা আমার ঘরে সুস্থতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি সুখী। আমার মনের ভেতরে স্বস্তি অনুভব করি। সুতরাং মিথ্যা খেয়ানত ধোকাবাজির মাধ্যমে যে পয়সা অর্জিত হয় তা কখনও সুখ দিতে পারে না। সন্তানের জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ রাখতে পারে না। হালাল শুকনো রুটিও সন্তানকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্যে যথেষ্ট। এটা আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার। আল্লাহ তাআলা আমাদের সুখ ও স্বস্তি রেখেছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকার মধ্যে। আমরা যদি আমাদের মধ্যে এবং সারা দুনিয়ার মধ্যে এই তরীকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি, তাহলে এই পৃথিবী আবার সুখ পাবে, আবার স্বস্তি পাবে। সেই সাথে আমাদের পরকালও হবে সুন্দর। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফিক দিন। আমীন॥

[বায়ানাতে জামীল : খণ্ড ৩ : ১৮–৯০ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

বয়ান : সাত

আল্লাহই যথেষ্ট

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ۔ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالنَّدِيْلِ وَالْمَثِيْلِ وَالشَّبِيْهِ.

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ۔ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলা একাই এই বিশ্ব জাহানের মালিক। সত্তা ও গুণে তিনি লা-শরীক।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। [শূরা : ১১]

কোন বিচারেই তাঁর কোন তুলনা নেই।

مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ

তাঁর সাথে আর কোন মাবুদ নেই। [মু'মিনুন : ৯১]

তিনি একাই আমাদের প্রভু। তিনি একাই আমাদের মাবুদ। তাঁর মতো নেই, তাঁর সমতুল্য নেই। তাঁর বিকল্পও নেই।

لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি, না কোন সন্তান। [জিন : ৩]

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। [ইখলাস : ৩]

তিনি বাপ-দাদা ইত্যাকার উর্ধ্বতন বংশ পরম্পরা থেকেও মুক্ত। সন্তান-সন্ততির অধঃস্তন বংশ পরম্পরা থেকেও পবিত্র। তিনি কারও ওয়ারিশ নন, তাঁর কোন ওয়ারিশ নেই। আল্লাহ এমন রাজত্বের অধিকারী যার শুরু নেই, শেষ নেই।

قَدِيْمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ

قَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর কোন আদি নেই, তাঁর কোন অন্ত নেই।

الٓمٓ ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। [আলে ইমরান : ২]

তিনি সব বিচারেই সব ধরনের শরীক থেকে পবিত্র। পবিত্র সব ধরনের সাদৃশ্য থেকে।

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। [আলে ইমরান : ২]

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি চির প্রতিষ্ঠিত। তিনি সাদিষ্ট, রূহ কিংবা খাদ্যের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা বেঁচে আছি জীবনের নানা উপকরণ নিয়ে। আমরা বেঁচে আছি রূহ-এর সাথে, খাদ্যের সাথে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার না রূহ্-এর প্রয়োজন, না খাদ্যের। তিনি কোন কালের প্রতি মুহতাজ নন, স্থানের প্রতি মুহতাজ নন। তাঁর কোন ছাদ দরকার নেই। বিছানার দরকার নেই। তিনি কোন মওসুমের মুহতাজ নন। তাঁকে পান করতে হয় না। মনের শান্তির জন্যে কোন বন্ধুর প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই কোন প্রহরীর। তাঁর কোন পাহারাদার নেই। তিনি সত্তাগত সংরক্ষক। সমগ্র জাহানের তিনি হেফাযতকারী। তিনি সত্তাগত সাহায্যকারী। সমগ্র জাহানকে সাহায্য করেন। সাহায্য নেওয়া থেকে পাক। তাঁর কোন হেফাযতের প্রয়োজন নেই। তিনি–

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারক।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

আর তোমাদের মাবুদ এক মাবুদ। তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু। [বাকারা : ১৬৩]

www.banglakitab.weebly.com

তিনিই তো তোমাদের আল্লাহ। যাচ্ছো কোথায়?

তিনিই তো তোমাদের আল্লাহ। তাঁর কোন শরীক নেই।

তিনিই তো তোমাদের আল্লাহ। তাঁর কোন সঙ্গী নেই।

পথহারা মুসাফির

তিনিই দয়ালু, অসীম দয়াময়। সেই পরম দয়াময়কে ছেড়ে যে ব্যক্তি দুনিয়ার লোভ-লালসার পেছনে ছুটবে, সে কীভাবে মনযিলের সাক্ষাত পাবে? সে কীভাবে স্বস্তি পাবে? পথহারা মুসাফির। এতটা পেরেশান হয় না, আল্লাহহারা বান্দা যতটা পেরেশান হয়। তার ভেতরে অসীম অস্থিরতা।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলার কোন উপমা নেই। যাত ও সিফাত সব বিচারেই তিনি অনুপম। তাঁর শক্তি অক্ষয়।

إِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

সমস্ত শক্তি আল্লাহরই। [বাকারা : ১৬৫]

রাতের মালিক আল্লাহ।

দিনের মালিক আল্লাহ।

রাত আল্লাহর।

দিন আল্লাহর।

সৃষ্টি আল্লাহর।

দিনে-রাতে যা কিছু হারিয়ে যায়, দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, প্রকাশিত হয়, বেরিয়ে আসে– সব কিছু আল্লাহর কব্জায়। এই যে বাদশাহর শক্তি কথা তো চলবে তাঁরই। আকাশ তাঁর ফয়সালার নিয়ন্ত্রণাধীন। জমিন চলে তাঁরই ফয়সালায়।

مَاشَآءَ اللّٰهُ كَانَ

www.banglakitab.weebly.com

তিনি যা চান তাই হয়।

وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

তিনি যা চান না তা হবার নয়।

তিনি যা চান তা ফেরাবার কেউ নেই। তিনি যদি কোথাও বাধা দেন তা করারও কেউ নেই।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই। [ফাতির : ২]

وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهٖ

তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তার পর কেউ তা উন্মুক্তকারী নেই।

তাঁর সকল সিদ্ধান্তই অটল। তাঁর সকল ফয়সালাই কার্যকর। তাঁর নির্দেশ চলে আরশ থেকে।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন। [সিজদা : ৫]

তাঁর নির্দেশ আরশ থেকে শুরু হয়, জমিনের গভীর স্তর পর্যন্ত তা হয় কার্যকর। এই বিশ্ব জাহান পরিচালনায় কত মাখলুক তিনি নিয়োজিত রেখেছেন, তাদের শ্রেণী অসীম, সংখ্যা অসীম। মানুষের মুখে মুখে আঠার হাজার মাখলুক বলতে একটা কথা চালু হয়ে গেছে। আসলে আঠার হাজার বলতে সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। আঠার হাজার, আঠার লাখ, আঠার কোটি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।

'আলামিনা' বলা হয়েছে, কিন্তু আলম বা জগত কতগুলো? তাছাড়া প্রতিটি জগতে আবার লুকিয়ে রয়েছে কত জগত! তারপর প্রতিটি জগতে রয়েছে

www.banglakitab.weebly.com

কোটি কোটি মাখলুক। সেই কোটি কোটি মাখলুকের মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ শ্রেণী। অতঃপর সেই শ্রেণী থেকে নির্গত হচ্ছে আরও নতুন নতুন শ্রেণী। একদিনে এক সময়ে এক ঘণ্টায় এক মুহূর্তে।

আল্লাহর শক্তির পরিধি

আল্লাহর শক্তির পরিধি আরশ থেকে গভীর সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত। তিনি আকাশ নিয়ন্ত্রণ করেন। ফেরেশতাদের নিয়ন্ত্রক তিনি। অন্তরীক্ষ তাঁর কুদরতের অধীন। কোটি কোটি নক্ষত্র তাঁর নিয়ন্ত্রণে। অসংখ্য অগণিত গ্রহ উপগ্রহের নিয়ন্ত্রণ তাঁর কব্জায়। তিনি চন্দ্র সূর্যের নিয়ন্ত্রক। বাতাস তাঁর নিয়ন্ত্রণে। বিহঙ্গকুল তাঁর নিয়ন্ত্রণে। বন-বাদার তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তিনি পাহাড়ের নিয়ন্ত্রক। বালুকাময় মরুভূমি তাঁর নিয়ন্ত্রণে। অথৈ সমুদ্র তাঁর নিয়ন্ত্রণে। নদী-নালা ঝর্না ফোয়ারা তাঁর নিয়ন্ত্রণে। মাটির নীচে লুকায়িত সকল মাখলুক তাঁর নিয়ন্ত্রণে। জলজ প্রাণী তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাঁর নিয়ন্ত্রণে স্থলজগতের সকল প্রাণী। নূরের তৈরি সকল সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাঁর নিয়ন্ত্রণে মাটির তৈরি সকল সৃষ্টি। শূন্য জগতের সকল সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণে। বায়ু জগতের সকল সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তিনি সকল চতুষ্পদকে দেখছেন। দ্বি-পদ প্রাণীরাও তাঁর দৃষ্টির ভেতর। বুকের উপর চলমান প্রাণীরা তাঁর দৃষ্টির ভেতর। নিশাচররা তাঁর দৃষ্টির বাইরে যেতে পারে না। দিবাচররাও তাঁর দৃষ্টির বাইরে যেতে পারে না। কৃষ্ণ জলে যেসব প্রাণী সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে তিনি তাদেরকেও দেখছেন। গভীর জঙ্গলের ঘন অন্ধকারে যেসব প্রাণী হাঁটছে লাফাচ্ছে তিনি তাদেরকে দেখছেন নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি একটি মাছি থেকেও গাফেল নন। একটি মশাও তাঁর দৃষ্টির বাইরে নেই। একটি বিচ্ছুও তাঁর দৃষ্টি থেকে বাইরে যেতে পারে না। লুকায়িত কবুতরটিও তাঁর দৃষ্টির সামনে। ডিম থেকে সদ্য প্রসবিত বাচ্চাটাও তাঁর দৃষ্টির সামনে। পোকা-মাকড়ের ডিম থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষুদ্র পিপীলিকাও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়। মৌমাছির ডিম থেকে বেরিয়ে আসা বাচ্চাগুলোও তিনি দেখেন। তাদের উড়াউড়িও তাঁর দৃষ্টির ভেতর। তাদের মধু চুষে নেওয়াকেও তিনি দেখেন। জগতের সমগ্র বনভূমি তাঁর সামনে। সমুদয় বৃক্ষরাজি তাঁর সামনে। গাছের প্রতিটি ডালা প্রতিটি পাতা তাঁর সামনে।

www.banglakitab.weebly.com

প্রতিটি ফল, ফলের প্রতিটি গুচ্ছ এমনকি প্রতিটি খোসা তাঁর সামনে।

তিনিই মিষ্টতা দান করেন।

ফলে রঙ দেন তিনিই।

ফলে স্বাদ সৃষ্টি করেন তিনি।

তিনিই তাতে সুবাস দেন।

ফলের নানা রঙ তাঁরই সৃষ্টি।

ফলের নানা আকৃতি তাঁরই দেয়া।

আমের রঙ আলাদা, আকৃতি আলাদা।

তরমুজের রঙ আলাদা, আকৃতি আলাদা।

বাঙ্গির রঙ আলাদা, আকৃতি আলাদা।

প্রতিটি ফুল তার রঙ আলাদা, আকৃতি আলাদা।

চতুষ্পদদের চলার ভঙ্গি আলাদা, প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আলাদা।

কাউকে বানিয়েছেন রক্তচোষা, কাউকে বানিয়েছেন হিংস্র।

কারও স্তন থেকে দুধ প্রবাহিত করেছেন। সেই দুধকে বানিয়েছেন আমাদের জীবন নির্বাহের মাধ্যম।

কাউকে বাহন বানিয়েছেন।

কারও হালাল গোশত করেছেন আমাদের আহার।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

তোমাদের আরোহণের জন্যে ও শোভার জন্যে তিনিই সৃষ্টি করেছেন অশ্ব অশ্বতর ও গর্দভ। এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও। [নাহল : ৮]

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

স্থল জগত হোক, সমুদ্র জগত হোক, শূন্য জগত হোক, অন্তরীক্ষ হোক,

www.banglakitab.weebly.com

আকাশ হোক, পৃথিবী হোক– এই সমগ্র জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ। এই বিশ্ব জাহানকে চালাতে গিয়ে যিনি কোথাও বিন্দুমাত্র ধোকার শিকার হন না– তিনিই তোমাদের রব, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক।

চার সন্তানের মা। এক ছেলে পানি চাইছে। তাকে রুটি দিচ্ছে। আরেকজন রুটি চাইছে, তাকে পানি দিচ্ছে। এখানে তো চার জনের প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়েই মায়েদের সব কিছু গুলিয়ে যায়। আর এ হলেন আমাদের আল্লাহ। এ হলেন আমাদের প্রতিপালক।

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ

তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান। [আনআম : ৯৬]

فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى

আল্লাহই শস্য বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন। [আনআম : ৯৫]

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

তিনিই তো আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে? [আনআম : ৭৫]

সমগ্র জগতের নির্যাস

লাহোরের সড়কগুলোতে পার্কগুলোতে গলিগুলোতে এবং ক্লাবগুলোতে আল্লাহ ছাড়া যদি কোন আশ্রয় থাকে তাহলে বলো।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, যে আল্লাহকে পেয়েছে, সে সব কিছু পেয়েছে। যে আল্লাহকে হারিয়েছে, সে সব কিছু হারিয়েছে। আপনি ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখুন। আজ থেকে নিয়ে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত ইতিহাসের প্রতিটি পাতা পড়ুন। এক একটি লাইন পড়ুন, এক একটি বর্ণ পড়ুন। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একজন মানুষও দেখাতে

www.banglakitab.weebly.com

পারবেন না যে আল্লাহ হারিয়ে কিছু পেয়েছে। আল্লাহকে হারিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিজের অন্তর্জগতকে আবাদ করতে পেরেছে।

আল্লাহর কসম! আপনি দেখাতে পারবেন না, আমিও দেখাতে পারবো না, এই পৃথিবীর কেউ দেখাতে পারবে না। আজ থেকে নিয়ে কেয়ামতের সিঙা বেজে ওঠা পর্যন্ত এমন কোন মানুষ অতীতে আসেনি, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও আসবে না– যে আল্লাহর সাথে মোকাবেলা করতে পারে এবং আল্লাহকে হারিয়ে আশ্বস্ত মনে জীবন যাপন করতে পারে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

শান্তির জায়গা হলো অন্তর। অন্তরই স্বস্তির ঠিকানা। শান্তি ও স্বস্তি খ্যাতিতে নেই।

ইজ্জত ও সম্পদের দ্বারা স্বস্তি আসে না।

আমি ছোট শিশুর মতো ঢেকুর তুলে কাঁদতে দেখেছি, অথচ তারা সম্মানের শীর্ষ চূড়ায়।

খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় বসে মা-হারা শিশুর মতো কাঁদতে দেখেছি।

বিরান হৃদয় তাদেরকে শিশুর মতো কাঁদিয়েছে।

আল্লাহই এমন সত্তা যিনি মানুষের আত্মায় আগমন করেন।

মুমিনের হৃদয়ের প্রশস্ততা

আল্লাহ আকাশে কিংবা আরশে আসন পাতেন না। তিনি আসন পাতেন মুমিনের অন্তরে। যে অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা আছে, আল্লাহ আসন পাতেন সে অন্তরে। সে অন্তরে নেমে আসেন আল্লাহ।

أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ

আমি ভগ্ন হৃদয়ের কাছে থাকি।

বলে দাও, কেউ যদি আমাকে তালাশ করতে চায় তাহলে যেন ভগ্ন হৃদয়ের

www.banglakitab.weebly.com

প্রতি দৃষ্টি দেয়। আমাকে সেখানেই পাবে। আমি ভগ্ন হৃদয়ে অবতরণ করি। যিনি আকাশ পৃথিবী কিংবা আরশে নয়; বরং মুমিনের অন্তরে আসন পাতেন, সে অন্তর কত বড় আরশ! আল্লাহ তাআলা সে অন্তরে তাঁর ভালোবাসা অবতীর্ণ করেন। তাঁর অমলিন নূর অবতীর্ণ করেন। আপন সম্পর্ক অবতীর্ণ করেন।

যে আল্লাহকে পেয়েছে সে সব কিছু পেয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস এমন নজির দেখাতে পারবে না– কোন ব্যক্তি আল্লাহকে পাওয়ার পর তারপর সে কিছু হারিয়েছে। আল্লাহর কসম! যে আল্লাহকে পেয়েছে, সে সকল সফলতা পেয়েছে। সকল সফলতা তার পা চুম্বন করেছে।

আপনি না অতীতের ইতিহাসে দেখাতে পারবেন, না ভবিষ্যতের ইতিহাসে– আল্লাহকে পাওয়ার পর কোন ব্যক্তি জীবনে কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, কিংবা আক্ষেপ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহকে পাওয়ার পর কারও অন্তরে কোন অন্য কামনা থাকে না।

ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই–

আল্লাহকে পাওয়ার পর কেউ কখনও আক্ষেপ করেছে।

আল্লাহকে পাওয়ার পর কেউ কখনও ব্যর্থ জীবন পার করেছে।

আল্লাহকে পাওয়ার পর কেউ কখনও ব্যর্থ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাস এর কোন নমুনা দিতে পারবে না। এর নমুনা আরবে নেই, আজমে নেই। সাদায় নেই কালোই নেই। অতীতে নেই, ভবিষ্যতে নেই।

আল্লাহই জীবনের মেরাজ

আল্লাহকে পাওয়াই আমাদের জীবনের মেরাজ। আল্লাহ আমাদের অন্তরের সান্ত্বনা। অন্তরের ব্যথা বেদনার চিকিৎসা আল্লাহ। খোদার কসম! সমগ্র পৃথিবীর রূপ সৌন্দর্য আত্মার ঘা শুকাতে পারে না। খোদার কসম! সমগ্র পৃথিবীর রূপ রস গান বাদ্য হৃদয়ের তন্ত্রীকে দোলা দিতে পারে না। হৃদয়ের তন্ত্রীকে বাদ্যযন্ত্রের সুর দীর্ণ করতে পারে না। হৃদয়ের তন্ত্রীকে দীর্ণ করতে পারে কেবলই কুরআনের সুর। হৃদয়ের গভীরতায় সহজে

www.banglakitab.weebly.com

নেমে যেতে পারে কেবলই কুরআনের সুর। নর্তকীদের সঙ্গীত কখনও হৃদয়ের গভীরে জায়গা পেতে পারে না। নর্তকীদের নূপুর নিক্কণ কখনও হৃদয়কে শীতল করতে পারে না। সম্পদ রাজত্ব দুনিয়ার ক্ষমতা সবুজ শ্যামলীমা শ্যামল পর্বত মুক্ত মাঠ বহমান ঝর্না তরঙ্গময় সমুদ্র– আপনি যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ান, যেখানে খুশি ছুটে যান। কোটিপতিদের যেমন কোন ঠিকানা থাকে না, অনুরূপভাবে যে আল্লাহকে পায়নি, এই জগতে তারও কোন ঠিকানা নেই। সে গন্তব্যহীন এক পথিক। লক্ষ্যহীন এক মুসাফির। তার কোন মনযিল নেই। তার কোন টার্গেট নেই। সে উদ্ভ্রান্ত। তার তুলনা নাবিকহীন সেই জাহাজ– যে জাহাজ জানে না তার মনযিল কোথায়। যার কাছে তার তীর জানা নেই। আজ পৃথিবীর প্রায় শতভাগ মানুষই জীবন পথে গন্তব্যহীন মুসাফির।

তাদের তুলনা নাবিক বিহীন কিশতির মতো। যার সামনে কোন গন্তব্য নেই। এখন লাখের মধ্যে একজনও এমন পাওয়া মুশকিল যে আল্লাহকে পেয়েছে। যার হৃদয়ে রাজত্ব চলে আল্লাহর, তার সামনে তো সাত আকাশও অতি তুচ্ছ। আল্লাহর আরশও সেই হৃদয়ের সামনে ক্ষুদ্র। যার হৃদয়ে আল্লাহ আছে, সে তো এমন এক বাদশাহী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যার কোন তুলনা নেই। কিন্তু দুনিয়া আজ এমন মানুষ থেকে ক্রমেই শূন্য হয়ে পড়েছে। লাখে কোটিতে এমন একজন খুঁজে পাওয়া এখন মুশকিল। এই দুনিয়াতে এমন মানুষ আজ দুর্লভ। সবই তো ভয়ানক হিংস্র প্রাণী। দুটি পায়ে ভর করে বেড়ানো দৃশ্যমান মাখলুক। দ্বি-পদ মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে এখন পার্থক্য শুধু এইটুকু– জানোয়ার কথা বলতে পারে না, মানুষ কথা বলতে পারে।

তাবলীগের মূল টার্গেট

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এই তাবলীগী মেহনত ও সাধনার মূল টার্গেট হলো, আমরা যেন এই রশিটিকে মজবুতভাবে ধরতে পারি। আমরা যেন এই পথটিতে উঠে আসতে পারি, যে পথের শেষ হলো আল্লাহ। যেখানে আল্লাহকে পাওয়া যায়। যেখানে মানুষই আল্লাহকে পায় এবং নিঃসন্দেহে পায়।

www.banglakitab.weebly.com

يَا ابْنَ اٰدَمَ! اُطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ، اِنْ وَجَدْتَنِيْ وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ- وَاِنْ فِتُّنِيْ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، وَاَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

হে আদম সন্তান! আমাকে সন্ধান কর, পাবে। যদি আমাকে পাও তাহলে তো সব কিছুই পেয়েছো। আর যদি আমাকে হারিয়ে ফেলো তাহলে সব কিছুই হারিয়েছো। আর আমি তোমার জন্যে সব কিছুর চাইতে শ্রেষ্ঠ।

হ্যাঁ, বান্দা! তুমি আমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়। আমার ওয়াদা, তুমি যদি আমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে পারো তাহলে অবশ্যই আমি তোমার সাথে মিলিত হবো। আমি যদি তোমার সাথে মিলিত হই, তাহলে তুমি এই পৃথিবীর সবকিছুই পেয়েছো। আর যদি আমাকে না পাও, তাহলে মনে রাখবে– এই পৃথিবীর কোন দৃশ্যই তোমার অন্তরের জখমকে চিকিৎসা দিতে পারবে না। তোমার হৃদয়ের ব্যথা দূর করতে পারবে না। তোমার জীবনের অনাবাদ ভূমিকে আবাদ করতে পারবে না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর এটাই দাবি। আমরা এর খুব ক্ষুদ্র অর্থই বুঝি। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন 'লা'-এর তরবারি দিয়ে সব কিছুকে জবাই করে ফেলো। এই বিশ্ব জাহান কিছুই নয়। সব কিছু আল্লাহ। এই বিশ্ব জগতে কারও কোন শক্তি ও নির্দেশ চলে না। চলে কেবলই আল্লাহর। 'লা'– না-এর এই ঘোষণা আল্লাহ তাআলা কেবলই পাথরের উপর চালাননি। আল্লাহর এই নির্দেশ সোনা রুপার উপর চালিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এই না কে চালিয়েছেন আরশ ও পৃথিবীর উপর। চালিয়েছেন নূরময় ও অগ্নিময় সকল সৃষ্টির উপর। এই 'না'কে চালিয়েছেন এটম ও রকেটের উপর। এই না'কে চালিয়েছেন সমুদ্র ও নদী-নালার উপর। এই 'না'কে পাথর ও পাহাড়ের উপর। এই 'না'কে সকল শিল্প ও আবিষ্কারের উপর। এই 'না'কে চালিয়েছেন সকল রাজা-বাদশাহদের উপর। এই 'না'কে চালিয়েছেন সকল সিংহাসনের উপর। এই 'না'কে চালিয়েছেন সকল ফৌজের উপর। এই 'না'কে চালিয়েছেন দৃশ্য অদৃশ্য সকল শক্তির উপর।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকে নিয়ে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকল শক্তির উপর তিনি এই 'না'কে চালিয়েছেন। 'লা'- এর কোনটা থেকেই কিছু হয় না। 'লা ইলাহা'-এর কোনটাই তোমাদের মাবুদ নয়। এর কোনটারই তোমরা পূজা করো না। 'ইল্লাল্লাহ'-একমাত্র আল্লাহই তোমাদের।

আল্লাহই তোমাদের হেফাযতকারী।
তিনিই তোমাদের অভিভাবক।
তিনিই তোমাদের পর্যবেক্ষক।
তিনিই তোমাদের সাহায্যকারী।
তিনিই তোমাদের পথপ্রদর্শক।
তিনিই তোমাদের সর্বদ্রষ্টা।

كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

কর্মবিধায়ক রূপে আল্লাহই যথেষ্ট। [নিসা : ৮১]

كَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا

অভিভাবকত্বে আল্লাহই যথেষ্ট। [নিসা : ৪৫]

كَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا

সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। [নিসা : ৪৫]

كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। [নিসা : ৭৯]

كَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا

তোমাদের জন্যে তোমাদের প্রতিপালকই পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। [ফুরকান : ৩১]

আল্লাহই তোমাদের একমাত্র প্রভু। তিনিই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। কুরআনের পয়গাম-

www.banglakitab.weebly.com

لَا اِلٰهَ

এই সমগ্র জাহান কিছুই নয়।

এ সবই পাথর। শুধু পাথর কেন, নিজের সত্তাকেও লাথি মারো। আমার চেষ্টা সাধনাও কিছুই নয়। দোকানের উপর লাথি মারো। এর দ্বারাও পালিত হই না। এটাও কিছুই নয়। শাসন ক্ষমতা কিছুই নয়।

এই 'লা'-এর মর্ম যদি পাকিস্তান বুঝতো, পৃথিবীর মুসলমানগণ বুঝতো তাহলে আজ আমাদের মসজিদগুলো বিরান পড়ে থাকতো না। আমাদের দোকানগুলোতে মিথ্যার খই ফুটতো না। লেনদেনে খেয়ানত হতো না। মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে পয়সার পূজা করতো না। নারীর পূজা করতো না। গান বাদ্যে ডুবে থাকতো না।

আহা! আমরা যদি 'লা ইলাহা'-এর মর্ম বুঝতে পারতাম! আল্লাহ তাআলা আমাদের দৃষ্টি সবকিছু থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। সব কিছু থেকে চোখ ফিরিয়ে নাও। সব কিছু থেকে সরে দাঁড়াও। তারপর আমরা আমাদের দৃষ্টি কোনদিকে ফেরাবো? যে দিকে আহ্বান করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
حَنِیْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ.

আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। [আনআম : ৭৯]

সহজ ঘোষণা– আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার প্রতি। ইবরাহীম (আ.) পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন– আমি এই জগতের কারও নই। আমি তো কেবলই তাঁর, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

وَتَرَكْتُهَا وَلَيْلٰى وَ سُعْدَآءَ بِمَعْزِلِ

وَ رِدتُّ اِلٰى مَشْعُوْبٍ اَوَّلِ مَنْزِلِ

www.banglakitab.weebly.com

আমি লাইলীকে ছেড়েছি, ছেড়েছি সু'দা'র ভালোবাসা।

আমি ফিরে এসেছি আমার প্রথম মনযিলে।

হযরত ইমাম গাযালী (রহ.)-এর মর্যাদা

হযরত ইমাম গাযালী (রহ.) মাদরাসা নেযামিয়ার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষ দেশে ছিল তাঁর অবস্থান। রিযিক ও সম্পদের অভাব ছিল না। কিন্তু ভেতরে শূন্যতা। সমাজে সম্মান এতটা উঁচুতে ছিল, স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন তাঁর দরবারে এলে তিনি তার জায়গায় বসা থাকতেন। খলীফার সম্মানে দাঁড়াতেন না। কিন্তু তিনি কখনও আমীরুল মুমিনীনের দরবারে গেলে খলীফা তার জায়গায় বসে থাকতে পারতেন না। তিনি যে পথ দিয়ে যেতেন লোকজন তার ঘোড়ার পায়ের নিচের মাটি তুলে নিতো বরকতের জন্যে। কিন্তু ইজ্জত সম্মান ও মর্যাদার এই সুউচ্চ আসনে বসেও হৃদয়ে অনুভব করছিলেন শূন্যতা। তারপর কি করলেন? মাদরাসার প্রধান শিক্ষকের পদ, সামাজিক সম্মান সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন নির্জন সাধনায়। দশ বছর অবিরাম চালিয়ে গেলেন নিশ্ছিদ্র সাধনা। সেই সম্মান নেই, পেছনে মানুষের সারিবদ্ধ তাজিম নেই। দামী পোশাক নেই।

একবার এক ব্যক্তি তাঁর সাথে মিলিত হলো। বললো, এত বড় সম্মানকে ছুঁড়ে মারলেন? এত বিশাল খ্যাতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন? আর এখন এভাবে ঘুরে ফিরছেন? কী পেলেন?

গাযালী (রহ.) জবাব দিলেন–

وَتَرَكْتُهَا وَلَيْلَى وَسُعْدَاءَ بِمَعْزِلٍ

আমি লাইলীর ভালোবাসা ছেড়েছি, ছেড়েছি সু'দার প্রেমও।

وَرِدتُّ اِلَى مَشْعُوْبِ اَوَّلِ مَنْزِلٍ

আমি ফিরে এসেছি আমার প্রথম মাশুকের কাছে।

www.banglakitab.weebly.com

আমি সকলের থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার প্রথম প্রেমাস্পদের দিকে মুখ করে নিয়েছি। তারপর যখন আমার মাহবুবের মনযিল সম্মুখে এসেছে, তার লক্ষণ সামনে এসেছে তখন আমার আকুলতা আমাকে ডেকে বলেছে– থাম, এটাই তোমার মনযিল। এটাই তোমার ঠিকানা। দীর্ঘ পথ সফর করে কেউ যখন তার বাড়িতে ফিরে তখন সাথে সাথে ক্লান্তি তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। সে ঘুমিয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায়। স্বস্তি ও সুখ তখন তার অস্তিত্ব জুড়ে ঢেউ তুলতে থাকে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহহারা মানুষ যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তখন তার হৃদয় প্রশান্তিতে ছেয়ে যায়। তার ঈমানে ঢেউ সৃষ্টি হয়। তার সেই সুখ ও স্বস্তির কাছে সাত পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারও তুচ্ছ।

আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্কের লক্ষণ

'লা ইলাহা'-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে এই দাবীই করেছেন– সব কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করো। 'ইল্লাল্লাহ' এবং আল্লাহর জন্যে হয়ে যাও। তোমরা আল্লাহর জন্য হয়েছো কি না তার আলামত দেখাও। নামায! নামাযের মধ্যে অন্তরের প্রতি লক্ষ করুন। কার কথা মনে পড়ছে? যার কথা মনে পড়ছে, অন্তর তার সাথেই যুক্ত হয়ে আছে। আমরা আমাদের হৃদয় জগত উজাড় করে দিয়ে রুটির মধ্যে স্বাদ খুঁজছি। পকেট থেকে একশ' টাকা হারিয়ে গেলে তখন খাবারে কোন স্বাদ লাগে না। মাত্র একশ' টাকা! আর এতেই হারিয়ে গেছে মুখের স্বাদ।

আল্লাহকে হারিয়েছে যারা, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে যারা, যারা বুঝ সৃষ্টি হবার পরে কখনও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের স্বাদ আস্বাদন করেনি, তাঁর ভালোবাসার স্বাদ উপলব্ধি করেনি এবং এ কারণে কখনও ঘুমের সমস্যা হয়নি, ব্যবসায়ে সমস্যা হয়নি, খানাপিনায় সমস্যা হয়নি, হাসি-তামাশায় সমস্যা হয়নি। যেন এটা কোন বিষয়ই নয়। কারণ, আমাদের হৃদয় জগত বিরান হয়ে পড়েছে। এ কারণে আমাদের কোন দুঃখও নেই। বাড়ির একটি গাছও যদি শুকিয়ে যায়, আমরা ব্যথা অনুভব

www.banglakitab.weebly.com

করি। আক্ষেপ করি, হায়! চারাটা শুকিয়ে গেলো। অথচ এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বৃক্ষ এক সময় সবুজ ছিল। লকলকে ছিল। এর ছায়ায় অন্তরে স্বস্তি ও শান্তি অনুভূত হতো। আজ সেই কালেমার বীজ, আজ সেই কালেমার চারা শুকিয়ে পড়ে আছে। একে সবুজ করার কোন চিন্তা নেই। তাজা করার কোন ফিকির নেই। একে আগের মতো লকলকে করে তোলার জন্যে অন্তরে কোন ব্যথা নেই। আল্লাহ তাআলা তো কোন ফ্রি বস্তু নন। দুনিয়ার মতো ফ্রি দিয়ে দিবেন। না না। আল্লাহ চেয়ে নিতে হয়। সাধনা করে পেতে হয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমাদের কাছে এই দাবিই নিয়ে এসেছে, সব কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদেরকে আল্লাহর সাথে জুড়ে নাও।

আমি উপরে একটি আলামতের কথা বলেছি। বলেছি, নামাযের মধ্যে দেখ। কার কথা মনে পড়ে? যাঁর কথা মনে পড়ে তিনিই হৃদয়ের কেবলা। যদি চেহারা কেবলার দিক থেকে সরে যায় আর আল্লাহু আকবার বলে, চেহারা পূর্ব দিকে– নিয়ত বাঁধছে, আল্লাহু আকবার বলে– তাহলে নামায হবে না। কারণ, চেহারার কেবলা হলো মক্কা। চেহারার কেবলা হলো বাইতুল্লাহ। যদি চেহারা বাইতুল্লাহর দিক থেকে সরে যায় তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে অন্তরের কেবলা হলো আল্লাহ। যদি অন্তর তার কেবলা থেকে সরে অন্যের ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে তাহলে আল্লাহর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়বে। আল্লাহর সাথে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তাবলীগ জামাতের মূল টার্গেটও এটাই। এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর এই টার্গেট নিয়েই আগমন করেছিলেন।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا.

আমি (তোমার পূর্বে) এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। [আম্বিয়া : ২৫]

এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর। আল্লাহ তাআলা যখনই যাঁকে নবী বানিয়েছেন তাঁকে সর্বপ্রথম এই দায়িত্ব আরোপ করেছেন– মানুষের কাছে

www.banglakitab.weebly.com

গিয়ে বলো, আল্লাহ এক। তাঁর সাথেই তোমরা সম্পর্ক স্থাপন কর। সুতরাং আমাদের প্রথম কাজ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমাদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ খুবই কাঁচা। এটাকে অন্তরের গভীরে স্থাপন করতে হবে। অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বসে পড়ে। এটাই সকল নবীর মেহনত। তাবলীগ জামাতের প্রথম মেহনতও এটাই। এটাই হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি।

আল্লাহ তাআলা যখন মুসা (আ.)কে তূর পাহাড়ে ডেকে নিলেন, তখন বললেন—

إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ

নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহ।

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا

আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। [ত্বহা : ১৪]

এটাই প্রথম সবক। মুসা! এটা অন্তরে বসিয়ে নাও।

তারপর দ্বিতীয় সবক।

فَاعْبُدْنِي

অতএব, আমার ইবাদত করো।

এটা দ্বিতীয় সবক। আমার ইবাদতে মশগুল হও। ইবাদতের মধ্যে সর্বোচ্চ নামায। সুতরাং

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي

আমার স্মরণার্থে নামায আদায় করো।

নামায পড়। সে নামায কেমন হবে? নামায পড়ার সময় যেনো আমার কথা তোমার স্মরণে থাকে। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমি নামায পড়ছি। আল্লাহ আমাকে দেখছেন। এমন যেন না হয়, তোমার শরীর আমার

www.banglakitab.weebly.com

সামনে অথচ তোমার অন্তর অন্যত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তোমার কাছে এমন নামায চাই না। নামায পড়, আমার স্মরণে। সুতরাং যখন নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলবো, তখন যেন পৃথিবীর সব কিছু দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যায়। সব কিছু থেকে অন্তর যেন মুক্ত হয়ে ওঠে। তখন সামনে থাকবেন কেবলই আল্লাহ।

আমাদের পুঁজি

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমাদের মূল পুঁজি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরা এই পুঁজি হারিয়ে এখন পথে বসেছি। তাবলীগ জামাতের মেহনতের টার্গেট হলো এই পুঁজি পুনরায় একত্রিত করে হৃদয় জগতকে আলোকিত করো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে অন্তরে বসাও। যখন ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন্তরের গভীরে জায়গা করে নিবে, তখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ গাছ হয়ে তার শরীরে প্রকাশ পাবে। তখন বান্দার পুরো অস্তিত্বই মুহাম্মদী হয়ে যাবে।

যেভাবে বীজ ফাটার পর শেকড় নিচে চলে যায়, অতঃপর এই শেকড় যতটা গভীরে যায় এবং যতটা শক্তি সঞ্চয় করে উপরে গাছ ততটাই শক্তিমান হয় এবং ততটাই ডালপালা গজায়। ধীরে ধীরে সেই গাছ ডালপালা ছড়িয়ে ফল ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুবাস ছড়ায়। ছায়া দেয়। এক কথায় শেকড় যত গভীরে যায়, গাছ ততই সবুজ শ্যামল ও লকলকে হয়ে ওঠে।

আমাদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যেহেতু অন্তরে পরিপূর্ণরূপে জায়গা পায়নি, তাই বাজারে আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর ঝলক দেখতে পাই না। আমরা এর ঝলক দেখতে পাই না ঘরে, অফিসে, কাজকর্মে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। কোথাও আমরা মুহাম্মদী ঝলক দেখতে পাই না। আমাদের জীবনে কোন আলামত নেই।

একজন পুলিশকে দেখেই চেনা যায় সে পুলিশ। ইউনিফর্ম দেখেই বুঝা যায় এ আমাদের সৈনিক। অনুরূপভাবে আমাদেরও একটা পরিচয় আছে। আমরা মুহাম্মদী। আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

www.banglakitab.weebly.com

এর অনুসারী। আমরা তাঁর অনুগত। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন। এই কালেমা মানব জাতিকে সেই জীবনের দিকেই এগিয়ে দেয়। যখন অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে যায় তখনই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বৃক্ষ হয়ে প্রকাশ পায়। সেই বৃক্ষের ডালপালাই হলো ঈমান, আখলাক, ইবাদত, লেনদেন, রাজনীতি, ইনসাফ, সরলতা, বিনয়, আল্লাহর প্রতি সমর্পণ, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর ভালোবাসা, মমতা, দানশীলতা, বীরত্ব, শাহাদাত। এ সবই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। এভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণ ইসলাম জীবনব্যাপী দৃশ্যমান হতে থাকে। যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কাঁচা হয় তাহলে এমন কোন শক্তি নেই যা তার শরীরে ঘরে লেনদেনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনকে উপস্থিত করতে পারে। সুতরাং কালেমার দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে এই দাবীই করেছেন- আমার কাছে আসার জন্যে সাইয়্যিদ হওয়া, কুরাইশী হওয়া কিংবা পাঠান হওয়া জরুরি নয়। রাজপুত্র বাদশাহ সাদা ধনী কিংবা বিত্তবান হওয়া জরুরি নয়। যদি আমার হতে চাও, যদি আমার পর্যন্ত পৌছতে চাও, তাহলে কালেমার দ্বিতীয় অংশের দিকে লক্ষ করো।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

আমার মাহবুবের জীবনকে অনুসরণ করো। তাঁকে নিজের করে নাও। তাহলেই তোমাদের প্রভু তোমাদের হয়ে যাবেন। এই দুনিয়া হবে তোমাদের, আখেরাত হবে তোমাদের, সব কিছুই হবে তোমাদের।

মুক্তি সুন্নতের অনুসরণে

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

www.banglakitab.weebly.com

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়। [নিসা : ৬৫]

আল্লাহ তাআলা এখানে শপথ করে বলেছেন, তোমার রবের কসম! আসলে অনুবাদের মধ্যে এর পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব নয়। এখানে আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি যে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা অনুবাদে যথাযথভাবে ফুটে ওঠে না। মা যখন তার বাচ্চাকে 'আমার ছেলে' বলে তখন শ্রোতা যেভাবে মায়ের উচ্চারণের মধ্যে ভালোবাসার স্বাদ উপলব্ধি করে একজন পাঠক সে স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে না। মা যখন আক্ষেপের সুরে বলেন, হায় আমার ছেলে! তখন একজন শ্রোতা এর ভেতর যে দরদ ও ভালোবাসা অনুভব করে, এটা পড়ে কোন পাঠক তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। আল্লাহ তাআলাও এখানে ইরশাদ করছেন–

فَلَا وَرَبِّكَ

তোমার প্রভু!

উফ! কী গভীর ভালোবাসা! আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে গভীর ভালোবাসা ও গভীর মমতার সুরে বলছেন– তোমার প্রতিপালকের কসম! সত্যি আমার কাছে এমন কোন শব্দ নেই, যে শব্দে আমি এই ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারি। তোমার রবের কসম! অতঃপর আল্লাহ তাআলা কী বলছেন? যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে না মানবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানই কবুল হবে না। এই হলো কথা।

আল্লাহু আকবার! তোমার রবের কসম! আহা! আমরা তো না আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব সম্পর্কে জানি, না হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত সম্পর্কে। পরবর্তী গল্প আর কী শুনবো? প্রথম সবকই তো ভুলে বসেছি।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর খোঁজ নেই।

www.banglakitab.weebly.com

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর খবর নেই।

আপনি বললেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন। আর সে বলছে, হ্যাঁ, হয়তো বলেছেন। কারণ, সে জানেই না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে? তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানে না সে। যখন বলা হচ্ছে, আল্লাহ বলছেন। তখন বলছে, হ্যাঁ, হয়তো বলেছেন। কারণ, সে জানেই না আল্লাহ কে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এটা এই সময়ের সবচেয়ে বড় পয়গাম। এটা এ সময়ের ডাক। আজ পৃথিবীর সমগ্র ইনসানিয়াত আল্লাহকে ভুলে বসেছেন। তাদের অন্তরে কেটে কেটে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর নকশা বসাতে হবে। এটাই এই পৃথিবীর প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। অন্যথায় এই মানব গোষ্ঠী এক উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি।

দুনিয়া ও কবরের পার্থক্য

সম্পদ উপার্জন করেছে। সম্পদ থেকে গড়ে ওঠেছে আরও সম্পদ। সম্পদ বাড়তে বাড়তে মিল ফ্যাক্টরি হয়েছে। বড় বড় বাড়ি হয়েছে। বড় বড় বাগান হয়েছে। তারপর কাঁধে উঠে নীরবতার দেশে অন্ধকারের দেশে পোকা-মাকড়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। এটা কি জীবন হলো? হাজার হাজার নমুনা বাতিল করে দিয়ে সুন্দরতম নকশায় বাড়ি তৈরি করেছে। শুধু বাড়ির নকশায় কেটে গেছে এক বছর। কিন্তু সেখানে থাকবে কত দিন? জানা নেই। জানা নেই কখন ডাক আসবে এবং চলে যেতে হবে। অথচ যে ঘরে থাকতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত সে ঘর তৈরি হয়েছে মাত্র দুই ঘণ্টায়।

তৈরি হয়েই আছে।

হ্যাঁ ভাই, কবর তৈরি হয়ে আছে।

নিয়ে আসো। সব প্রস্তুত।

হাজার হাজার ডিজাইনের কাপড় যে নিজের জন্যে পছন্দ করে রেখেছে, যখন তাকে সর্বশেষ পোশাক পরানো হয় তখন দুটো মাত্র চাদর পরিয়ে

www.banglakitab.weebly.com

বিদায় করে দেয়া হয়।

কোথায় গেলো সেই সকল সুন্দর পোশাক? হাজার রকমের বেড কভার তৈরি করিয়েছে। খুঁজে খুঁজে নমুনা সংগ্রহ করে পছন্দ মতো তৈরি করিয়েছে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে মশারী কিনে এনেছে। অথচ মসজিদের কোণে পড়ে থাকা খাটে ওঠে মানুষের কাঁধে চড়ে এমন একটি ঘরে গিয়ে শুইয়ে পড়ছে, যে ঘর তৈরি হয়েছে মাত্র দুই ঘণ্টায়। জীবনে কখনও শরীরে একবিন্দু মাটি লাগতে দেয়নি। আজ শুয়ে পড়েছে মাটির বিছানায়। যার বিছানায় কখনও ভাঁজ পড়তো না, আজ ঘুমিয়ে পড়েছে মাটির চাদর মুড়ো দিয়ে। যার কক্ষে কখনও মশা মাছি পোকা-মাকড় প্রবেশ করতো না, আজ তার পুরো দেহ ঘিরে আছে পোকা-মাকড়। তাকে ঘিরে আছে মাটি ও আবর্জনা। তার পূর্ণ অস্তিত্বের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পোকা-মাকড়। ঝাঁপিয়ে পড়েছে কবরের বিপদসমূহ। কবরের অন্ধকার, কবরের একাকীত্ব, কবরের নির্জনতা। আজ তার পাশে তার কথা শোনার কেউ নেই।

আমাদের মূল টার্গেট

আমরা এই পৃথিবীর গোলাম নই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বরকতপূর্ণ জীবন দর্শন নিয়ে এসেছেন সেটাই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার একমাত্র পথ।

يَاأَبَا سُفْيَانَ! جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

> হে আবু সুফিয়ান! আমি তোমাদের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান নিয়ে এসেছি।

হ্যাঁ, আমি তোমাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদার পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমার পেছনে চলো, মনযিল খুঁজে পাবে। আল্লাহ তাআলার কসম! অন্য কারও পেছনে চলে আমরা কোন দিন মনযিল খুঁজে পাবো না। তোমরা কার পেছনে ছুটেছো? আমাদের রাহবার তো একজনই। আমাদের পথ প্রদর্শক একজনই।

www.banglakitab.weebly.com

যাঁর পেছনে চললে মনযিল পাব।
যাঁকে অনুসরণ করলে আল্লাহকে পাব।
যাঁকে অনুসরণ করলে দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি পাব।
যাঁকে অনুসরণ করলে দুনিয়ার সকল জটিলতা থেকে রেহাই পাব।
কেবল যাঁকে অনুসরণ করলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো।

আর সেটা হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন ও তাঁর সুন্নতের পথ।

একটি সুতা আরেকটি সুতার সাথে মিশে যেভাবে দুটো কাপড়কে একত্রিত করে দেয়, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি সুন্নতও তেমনিভাবে বান্দাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়।

উম্মতের ফযীলত

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এজন্যই আল্লাহ তাআলা কালেমার দ্বিতীয় অংশে রেখেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং তাঁকে এত উঁচু মর্যাদায় আসীন করেছেন। হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদার কথা বলবো? আদম (আ.) হযরত শীছ (আ.)কে বলেছিলেন, বৎস! তোমার ঔরসে একটি আমানত স্থানান্তরিত হয়েছে। সে আমানত তোমার পিতার চাইতেও উত্তম। শুনে হযরত শীছ (আ.) বলেছিলেন– পুত্র পিতার চাইতে শ্রেষ্ঠ হতে পারে? পুত্র পিতার চাইতে বেশি মূল্যবান হতে পারে? আদম (আ.) বলেছিলেন, আরে তাঁর কথা রাখো, আমি তাঁর উম্মতের কথা বলছি। তবে মনে রাখতে হবে, এই মর্যাদা বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সামগ্রিক অর্থে নয়। সুতরাং এই মর্যাদার কথা শুনে আবার নিজেদেরকে নবীগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে বসবে না।

আদম (আ.) বললেন, আমি তাঁর কথা বলছি না। কোন কোন ক্ষেত্রে তো তাঁর উম্মতও আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। হযরত শীছ (আ.) বললেন, সেটা আবার কিভাবে? বললেন, আমি তো একটি মাত্র অপরাধ করেছি। আর আল্লাহ তাআলা আমার স্ত্রীকে আমার থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। আর তারা হাজার হাজার অপরাধ করবে, কিন্তু তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের থেকে

www.banglakitab.weebly.com

আলাদা করা হবে না। আমি একটি মাত্র অপরাধ করেছি। আমাকে বেহেশত থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ তারা হাজার হাজার পাপ করার পরও তাওবার মাধ্যমে সকলে বেহেশ্তে চলে যাবে। আমি একটি মাত্র অন্যায় করেছি। আল্লাহ তাআলা আমার শরীর থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়েছেন। অথচ তারা হাজার হাজার পাপ করবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের শরীর থেকে তাদের কাপড় সরাবেন না। আমি একটি মাত্র অপরাধ করেছি। আল্লাহ তাআলা আমার সে কাহিনীকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন। আমার সে কাহিনী কুরআনে আলোচিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতেও আলোচিত হয়েছে। অথচ তারা হাজার হাজার গুনাহ করবে। আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহকে ঢেকে রাখবেন, গোপন রাখবেন।

আল্লাহ তাআলা সত্যিই আমাদের গুনাহকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছেন। আমাদেরকে সৃষ্টিই করেছেন সবার শেষে। সকলের শেষে সৃষ্টি করে আমাদের প্রতি দুটি অনুগ্রহ করেছেন। এক. কেয়ামতের জন্যে আমাদের অপেক্ষা হবে সবচেয়ে অল্প সময়। অপেক্ষাটাও একটা শাস্তি। দ্বিতীয় অনুগ্রহ হলো, আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী সকল উম্মতের কাহিনী আমাদেরকে শুনিয়েছেন। ফেরাউন এই করেছে, কারূন এই করেছে, হামান এই করেছে, হুদ সম্প্রদায় এই করেছে, সামুদ সম্প্রদায় এই করেছেন, মাদয়ানবাসী এই করেছে, লুত (আ.)-এর সম্প্রদায় এই করেছে। সকলের কাহিনী আমাদেরকে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমাদের কাহিনী কাউকে শোনাননি। তাছাড়া আমাদের পরে আর কোন উম্মত নেই। শোনাবেনই কাকে? এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন। কেয়ামতের দিনও আমাদের পাপ ঢেকে রাখবেন, যেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লজ্জিত হতে না হয়। আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবেন, উম্মতের গুনাহ দেখে আপনার লজ্জা হবে। তাই আমি এদের হিসাব আপনাকে দিচ্ছি না। আমি এদের হিসাব নেবো। ভিন্ন পর্দার আড়ালে উম্মতের হিসাব নিবেন।

আল্লাহ তাআলা এমন এক মহান নবী আমাদেরকে দান করেছেন। তাঁর মর্যাদা এতই উঁচুতে পুরো কুরআন শরীফে কোথাও আল্লাহ তাআলা তাঁকে

www.banglakitab.weebly.com

নাম নিয়ে সম্বোধন করেননি। হে মুহাম্মদ বলেননি। অথচ অন্য নবীদের নাম নিয়েছেন– ইয়া মুসা, ইয়া ঈসা, ইয়া দাউদ, ইয়া যাকারিয়া, ইয়া ইয়াহইয়া, ইয়া আদম, ইয়া ইবরাহীম, ইয়া নূহ্ বলে সম্বোধন করেছেন। অথচ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন সম্বোধন করেছেন, তখন বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ

হে নবী!

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ

হে রাসূল!

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

হে বস্ত্রাবৃত!

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধে মুনাফিকদের অনুমতি দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তাআলার অপছন্দ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু সেই ভর্ৎসনার ধরনটা দেখুন! শুরুতেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। তারপর বলেছেন–

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

> আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি কেনো তাদেরকে অব্যাহতি দিলে? [তাওবা : ৪৩]

সুবহানাল্লাহ! এ হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুউচ্চ মর্যাদা। প্রথমেই ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। তারপর বলেছেন,

www.banglakitab.weebly.com

কেনো তাদেরকে অব্যাহতি দিলে। ভর্ৎসনা করেছেন পরে। কত ভালোবাসাপূর্ণ অভিব্যক্তি।

আমাদের নবী ও অন্যান্য নবী

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করছেন–

لَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ

আমাকে লাঞ্ছিত করো না পুনরুত্থান দিবসে। [শুআরা : ৮৭]

অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুআ করা ছাড়াই ঘোষণা দিচ্ছেন–

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ

সেই দিন আল্লাহ লজ্জা দিবেন না নবীকে। [তাহরীম : ৮]

হযরত মুসা (আ.)কে তূর পাহাড়ে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি ছুটে গেছেন। আল্লাহ তাআলা সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করেছেন– এত তাড়াতাড়ি ছুটে এলে কেনো? মুসা (আ.) বলেছেন–

عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى

হে আমার প্রতিপালক! আমি দ্রুত তোমার কাছে ছুটে এসেছি, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে এই আশায়।

এর বিপরীতে দেখুন, আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন। আর তুমি সন্তুষ্ট হবে।

এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন– 'ফাতারদা' যেন আপনি সন্তুষ্ট হন। আর

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, আমার সমস্ত উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হতে পারবো না।

কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা এবং তাঁর মহত্ত্বের কথা আলোচনা করেছে পাক কুরআন। কুরআন আমাদের কাছে এই দাবিই করেছে, আমরা যেনো পূর্ণরূপে মুহাম্মদী হয়ে যাই। কুরআনের কোথাও বা 'লা আমরুকা' তোমার সত্তার কসম! বলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে কসম দেয়া হয়েছে। আবার কোথাও বা—

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

'এই নিরাপদ শহরের কসম' বলে তাঁর শহরের কসম করা হয়েছে। আবার কোথাও বা তাঁর কসম করা হয়েছে এইভাবে—

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ○ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ○

> শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়। [নাজম : ১–২]

আবার কখনও বা তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কসম দেয়া হয়েছে—

وَالضُّحٰى ○ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ○ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلٰى ○

> শপথ পূর্বাহ্নের! শপথ রজনীর! যখন তা হয় নিঝুম। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। [দোহা : ১–৩]

কখনও বা কাফেরদের জবাব দেয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলা কসম করেছেন—

www.banglakitab.weebly.com

يٰسٓ ۝ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

ইয়াসীন! শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের। তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। [ইয়াসীন : ১-৩]

কুরআন খুলে দেখুন, কুরআন কীভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা বর্ণনা করেছে। তাঁর মর্যাদায় উচ্ছ্বসিত ছিল পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোও। তাওরাত যবুর ইঞ্জিলের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রশংসা।

তাঁর মর্যাদা নববী ভাষায়

স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের মর্যাদার কথা বলেছেন। বলেছেন−

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ

আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا اِذَا بُعِثُوْا

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কবর থেকে আমিই উত্থিত হবো।

اَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوْا، اَنَا خَطِيْبُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوْا

যখন তারা আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে, তখন আমি তাদের নেতা হবো। যখন সকলে নির্বাক হয়ে পড়বে, আমিই তখন তাদের বক্তা হবো।

اَنَا شَافِعٌ اِذَا اُخِذُوْا

যখন সকলে পাকড়াও হবে, আমি তখন সুপারিশ করবো।

www.banglakitab.weebly.com

اَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا يَئِسُوْا

যখন সকলে নিরাশ হয়ে পড়বে তখন আমিই সুসংবাদ শোনাবো।

لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

কেয়ামতের দিন আমার হাতেই থাকবে আল্লাহর ঝাণ্ডা।

اِنَّ اٰدَمَ وَجَمِيْعَ الْاَنْبِيَآءِ مِنْ وُّلْدِ اٰدَمَ تَحْتَ لِوَاءِىْ

আদম ও তার সন্তান সকল নবীগণ সেদিন আমার পতাকাতলে থাকবে। কখনও বা বলেছেন–

كُلُّ النَّاسِ تَحْتَ لِوَاءِىْ اٰدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ

আদম ও আদম ছাড়া সকলেই সেদিন আমার পতাকার তলে থাকবে।

ঘোষণা দেয়া হবে–

اَيْنَ الْاُمَّةُ الْاُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا

কোথায় নিরক্ষর উম্মত ও তাদের নবী!

সকলের মধ্যে পিন পতন নীরবতা বিরাজ করবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে নিয়ে বেরিয়ে আসবেন। বাদশাহ যেভাবে তাঁর প্রজাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঠিক সেভাবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে পতাকা থাকবে। হাশরের মাঠে একটি উঁচু জায়গা থাকবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকবেন সেখানে। সঙ্গে নিয়ে যাবেন উম্মতকে। এই দৃশ্য দেখে প্রতিটি মানুষ মনে মনে কামনা করবে– আহা! আমিও যদি এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

www.banglakitab.weebly.com

উম্মতে মুহাম্মদীর আলামত

আমাদের সকল সাধনার টার্গেট হলো সকলে মুহাম্মদী হয়ে যাও। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমি আমার উম্মতকে চিনবো। সাহাবায়ে কেরাম আরয করেছেন– হে রাসূলাল্লাহ! কীভাবে চিনবেন এত মানুষের ভীড়ে! ইরশাদ করেছেন– যদি কারও একটি কালো ঘোড়া থাকে। ঘোড়ার কপাল হয় সাদা এবং তার পাগুলোও শুভ্র বর্ণের– তাহলে কি সহজেই তাকে চেনা যায় না? অনুরূপভাবে আমার উম্মত তো হবে–

غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ

শুভ্র কপাল।

আমার উম্মত যখন হাশরের মাঠে উত্থিত হবে ওযুর কারণে তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল। তাদের হাত ঝলমল করতে থাকবে। পা থেকে আলো ঠিকরে বের হতে থাকবে। তাদের ওযুর অঙ্গগুলো থেকে বিচ্ছুরিত আলো দ্বারা আমি তাদের চিনে নেবো। তারপর আমি সবাইকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাবো।

হাউসে কাওসারের দৃশ্য

সেদিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাউস হবে। তার এক কিনারে থাকবেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। এক পাশে থাকবেন হযরত উমর (রা.)। এক পাশে হযরত উসমান (রা.)। আরেক পাশে হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ হাউস থেকে পানি পান করাবেন পাঁচজন।

একজন আল্লাহর রাসূল।
একজন হযরত আবু বকর।
একজন হযরত উমর।
একজন হযরত উসমান।
একজন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

www.banglakitab.weebly.com

এই হাউস ব্যতীত কোথাও এক ফোঁটা পানি পাওয়া যাবে না। পানির একমাত্র ঠিকানা এই হাউস এবং এঁদের বাইরে আর কেউ পানি পান করাতে পারবে না। এ পানি সেই পান করতে পারবে যে আল্লাহকে রাজি করেছিল, রাজি করেছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা জান সর্বপ্রথম আমার হাউসে কে এসে উপস্থিত হবে?

সাহাবায়ে কেরাম আরয করেন– কে ইয়া রাসূলাল্লাহ?

ইরশাদ করলেন– আমার হাউসে সর্বপ্রথম সে ব্যক্তি এসে উপস্থিত হবে যার জন্যে কোন দরজা খোলা হয় না। যাকে তার হক দেয়া হয় না। তার দায়িত্বে কোন হক থাকলে সে তা আদায় করে দেয়। কিন্তু তার হক কেউ আদায় করে না। তাকে খুব ধনী লোক কন্যা দেয় না। তার গায়ের রঙ বিবর্ণ। চেহারা ফেটে চৌচির। শরীর ধুলো মলিন। চুল এলোমেলো। দরজার সামনে গেলে কেউ তার জন্যে দরজা খুলে না। কারও কাছে তার কোন পাওনা থাকলে তাকে তুচ্ছ মনে করে ফিরিয়ে দেয়। তাকে তার হক আদায় করে না। এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম আমার হাতে হাউসে কাওসারের পানি পান করবে।

আজ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শান সকলের সামনে বিকশিত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন আমরা যেন প্রাণখুলে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব উপলব্ধি করি। উপলব্ধি করি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাদের আরেকটি সম্পর্ক রয়েছে– তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আগমন করবেন না।

لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ وَلَا اُمَّةَ بَعْدَكُمْ

আমার পর আর কোন নবী নেই। তোমাদের পর আর কোন উম্মত নেই।

আমি শেষ নবী। তোমরা শেষ উম্মত। 'লা ইলাহা-এর দাবী হলো, আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com

ব্যতীত আর কারও সামনে মাথা নত করবে না। 'ইল্লাল্লাহ'-এর দাবী হলো: কেবলই আল্লাহর সামনে মাথা নত করবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর দাবী হলো, সকলে মুহাম্মদী হয়ে যাও। 'লা নাবিয়্যা বা'দী'-এর দাবী হলো, আমার পর কোন নবী নেই। আমার এই পয়গাম তোমরা অন্যদের কাছে পৌছে দাও। এখান থেকেই আমরা তাবলীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। তাবলীগের এই কাজ মিনার প্রান্তর থেকে এসেছে। তাবলীগের এই কাজ কুরআনে কারীমের আয়াত থেকে এসেছে। তাবলীগের এই কাজ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী থেকে এসেছে। তাবলীগের এই কাজ নেজামুদ্দীন থেকে আসেনি। কেউ যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এক কোটিবারও পাঠ করে আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী না মানে তাহলে সে মুসলমানই নয়। সুতরাং এটা আমাদের কালেমার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তাবলীগের এই কাজের জন্যে আল্লাহ তাআলা প্রথমে নবীগণকে নির্বাবিত করেছেন। তারপর নির্বাচিত করেছেন আমাদেরকে। এক লাখ চব্বিশ হাজার জনের বিশাল মাহফিল। মিনার প্রান্তর! হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ পাশে কুরাইশ। বরাবর মক্কাবাসী। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিপরীত দিকে মদীনার আনসারগণ। অবশিষ্ট সকল কবীলা সামনে উপস্থিত। কিছু লোক তাঁবুর মধ্যে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি আওয়াজ প্রতিটি তাঁবুতে পৌছে যাচ্ছে। যেন তিনি এই তাঁবুতে বসেই কথা বলছেন। অথচ প্রায় সোয়া লাখ মানুষের বিশাল সমাবেশ। এই সমাবেশের ভাষণে তিনি ইরশাদ করেছেন–

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছে দেবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলতেন, আলেমগণ অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছে দেবে, তাহলে এটা কেবলই আলেমগণের কাজ হতো। আমার আপনার দায়িত্ব হতো না। আমরা ঘরে

www.banglakitab.weebly.com

আরামে রুটি খেতাম, ঘুমোতাম। আলেমগণ ঘুরে ঘুরে তাবলীগ করতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলতেন–

فَلْيُبَلِّغِ الْعَامِلُ الْغَائِبَ

যারা আমল করে তারা আমার বাণীকে অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দিবে, তাহলে যারা আমলকারী কেবল তারাই অন্যদেরকে এই পয়গাম পৌছাতে পারতো, বেআমলরা নয়। আমাদের কথা ও কাজে তো বিস্তর তফাত। সুতরাং আমরা গোড়াতেই ছুটি পেয়ে যেতাম। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী, হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী, হযরত মঈনুদ্দীন আজমিরী, হযরত ফরীদুদ্দীন (রহ.) প্রমুখ মনীষীদের মতো যারা আমাদের এই ভারত বর্ষের গর্ব, তাঁরাই কেবল তাবলীগ করতেন। আমরা ঘরে বসে থাকতাম। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেননি। বলেছেন, উপস্থিত অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছে দেবে। সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শাহিদ'– উপস্থিত শব্দটি নির্বাচন করে পুরো উম্মতকে বেঁধে দিয়েছেন। সুতরাং এখন এই দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমাদের সকলকেই পৃথিবীময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর নকশা অংকন করতে হবে। পুরো পৃথিবীবাসীকে নামাযী বানাতে হবে। তাদেরকে উত্তম আখলাক, হালালের প্রেরণা এবং ইনসাফের শক্তিতে বলীয়ান করে গড়ে তুলতে হবে। অন্ধকার থেকে বের করে আলোর জগতে তুলে আনতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন।

রুস্তমের দরবারে
হযরত ইবনে আমের (রা.)-এর ভাষণ

রুস্তম যখন হযরত ইবনে আমের (রা.)কে প্রশ্ন করেছিল, তোমরা কেনো এসেছো? হযরত ইবনে আমের (রা.) বলেছিলেন–

لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، وَمِنْ جَوْرِ الْاَدْيَانِ اِلَى عَدْلِ الْاِسْلَامِ،

www.banglakitab.weebly.com

وَمِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا اِلٰى اَسَاسِهَا- وَاَرْسَلَنَا بِدِيْنِهٖ اِلٰى خَلْقِهٖ حَتّٰى نَفُوْئِ اِلٰى مَوْعُوْدِ اللّٰهِ- قَالَ رُسْتَمُ: وَمَا مَوْعُوْدُ اللّٰهِ؟ قَالَ: اَلْمَقْصَدُ لِمَنْ بَقِىَ وَالْجَنَّةُ لِمَنْ قُتِلَ.

'আমরা এসেছি আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের বন্দেগী থেকে, মানুষের প্রভুর বন্দেগীর দিকে; নানা ধর্মের অবিচার থেকে, ইসলামের ইনসাফের দিকে এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমাদেরকে আল্লাহর দীনসহ তাঁর মাখলুকের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্যে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে যাবো। রুস্তম বললো, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা কী? যে বেঁচে থাকবে সে তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবে, আর যে শাহাদাত বরণ করবে সে বেহেশত লাভ করবে।'

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

যে আল্লাহ ঈমান ফরয করেছেন, নামায ফরয করেছেন, হজ ফরয করেছেন, রোযা ফরয করেছেন, পুরো দীন ফরয করেছেন সেই আল্লাহই তাবলীগের দায়িত্ব দিয়েছেন। সেই আল্লাহই বলেছেন– যাও, আমার পয়গাম নিয়ে ঘুরে বেড়াও।

আমাদের বৈশিষ্ট্য

আমাদের বৈশিষ্ট্য তো এটাই–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ

তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। [আলে ইমরান : ১১০]

কত সুন্দর উপাধি! যখন কোন ছোট বাচ্চাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে হয়

www.banglakitab.weebly.com

তখন তাকে ঠিক এভাবে উৎসাহ দেয়া হয়– তুমি তো খুবই ভালো ছেলে। মাশাআল্লাহ! তোমার মতো বাচ্চা হয় না। অথচ বাস্তবতার বিচারে সে সম্পূর্ণই জিরো। তারপরও তাকে বলা হয় তুমি খুবই ভালো। তোমার মতো ছেলে হয় না। তারপর তার খুশির সীমা থাকে না। আল্লাহ তাআলাও এখানে আমাদের প্রশংসা করছেন। তোমরা তো খুবই ভালো। মাশাআল্লাহ, তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমরা কেন শ্রেষ্ঠ? বলেছেন, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কেনো সৃষ্টি করেছেন? রঙমহলের দিকে ছুটে যাওয়ার জন্যে? না, ল্যাবরেটরির দিকে ছুটে যাওয়ার জন্যে? কী কাজের জন্যে? 'লিন্নাস'– মানুষের উপকারের জন্যে। কী সেই উপকার? হাসপাতাল বানাবে, এতীমখানা বানাবে, রাস্তাঘাট বানাবে। কোন ধরনের উপকার? এগুলোও তো উপকার। না না। এক বিশেষ উপকার। এই জাতীয় উপকার তো কাফেরও করতে পারে। এই যে গোলাপ দেবী হাসপাতাল দাঁড়িয়ে আছে। এই হাসপাতাল একজন হিন্দু নারী বানিয়েছে। এই গঙ্গারাম হাসপাতাল– একজন হিন্দুর তৈরি। লেডী ও লণ্ডন দাঁড়িয়ে আছে– এক খৃষ্টান নারীর তৈরি। এই যে কিং এডওয়ার্ড কলেজ– এক খৃষ্টান ব্যক্তির তৈরি।

এ সবই উপকারের কাজ। কিন্তু এর বাইরে এমন একটি উপকার আছে যা কেবল তোমরাই করতে পারো। হিন্দু শিখ খৃষ্টান নাস্তিক কৃষ্ণ শেখ ইংরেজ আফ্রিকান এশিয়ান ইউরোপিয়ান, আমেরিকান– কেউই এই উপকার করতে পারে না। সে এক বিশেষ উপকার। এই উপকার তোমরা ছাড়া আর কারও করার সাধ্য নেই। মূলত এই কারণেই তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। আর সে উপকার হলো–

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করো।

তোমরা মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাওয়াত দিয়ে থাকো। তোমরা মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সবক শোনাও। তোমরা মানুষকে বলো– হে মানুষ! কালেমা পড়, আল্লাহর হয়ে যাও। মানুষকে এই উপকার তোমরা ব্যতীত আর কেউ করতে পারে না।

www.banglakitab.weebly.com

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরা অসৎ কাজে নিষেধ করো। [আলে ইমরান : ১১০]

তোমরা মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখ। আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে ফিরিয়ে রাখ। তোমরা শিরকের পথে বাধা দাও। এই কাজ কেবল তোমাদের পক্ষেই সম্ভব। এ কারণেই তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত।

আপনি আমার প্রশংসা করলে আমি কত খুশি হবো? আমি যদি আপনার প্রশংসা করি, নিশ্চয়ই আপনিও খুশি হবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে সবচাইতে প্রিয় আমল হলো– বান্দা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) কুরআনুল কারীমের তাফসীর প্রসঙ্গে যেসব কথা বলেছেন সেগুলো চারখণ্ডে সংকলিত হয়েছে। সূরায়ে ফাতেহার প্রথম আয়াত সম্পর্কে হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাআলা আত্মপ্রশংসা এতটাই প্রশংসা করেন যে, তিনি কুরআনে কারীমের সূচনাই করেছেন নিজের প্রশংসা দিয়ে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই প্রিয় আমল। এটা এত প্রিয় আমল যার বিনিময়ে উভয় জাহানের সম্মান ও রিযিকের পথ আল্লাহ তাআলা উন্মুক্ত করে দেন।

এই উম্মতের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব আরোপ করেছেন। এখানে শব্দ ব্যবহার করেছেন–

اُخْرِجَتْ

যার অর্থ 'বের করা হয়েছে'।

www.banglakitab.weebly.com

এর মর্ম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আমাদের শান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'উখরিজাত'– বের করা হয়েছে, আপনার ঘরে বউভাতের অনুষ্ঠান। আপনার ঘরে খাবারের আয়োজন, আপনার ঘরে দাওয়াত। আপনি কাউকে ফোন করে বললেন, আমার ঘরে এসো। কাউকে আপনি চাকর পাঠিয়ে বললেন, আমার ঘরে এসো। কারও নামে এই মর্মে পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিলেন, অমুক তারিখে আমার ঘরে এসো। কারও ঘরে নিজে উপস্থিত হয়ে বললেন– জনাব! আমার ঘরে আপনার দাওয়াত। আপনি তাশরীফ আনবেন। আমি আপনাকে ডাকতে এসেছি। যার ঘরে আপনি নিজে গিয়েছেন। এটা সর্বোচ্চ সম্মান ও এহতেরামের বিষয়। চিঠি ফোন কিংবা চাকর পাঠিয়ে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো এটা খুবই সাধারণ পদ্ধতি। কিন্তু নিজে উপস্থিত হয়ে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো– এটা উঁচু শ্রেণীর বিষয়। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখনও পর্যন্ত বিয়ে শাদী উপলক্ষে কাছের আত্মীয়-স্বজনকে কার্ড পাঠানো হয় না। নিজে উপস্থিত হয়ে দাওয়াত করা হয়। মূলত 'উখরিজাত' শব্দটিও এখানে এই মর্মই বর্ণনা করছে। হে উম্মতে মুহাম্মদী! আমি তোমাদের প্রতিপালক! আমি তোমাদেরকে ডাকার জন্যে নিজে এসেছি। কী জন্যে ডাকতে এসেছি? দুনিয়াতে গিয়ে দোকান খুলবে এজন্যে? না, বরং আমার কিছু বান্দা পথ হারিয়ে ফেলেছে, আমার কিছু বান্দা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, যাও তাদেরকে গিয়ে আমার বানাও। তাদেরকে আমার সাথে মিলিয়ে দাও।

আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ.)কে বলেছেন–

حَبِّبِ النَّاسَ اِلَيَّ وَحَبِّبْنِىْ اِلَى النَّاسِ

> হে দাউদ! যাও, মানুষের অন্তরে আমার ভালোবাসা সৃষ্টি করো।

হযরত দাউদ (রা.) বললেন, হে আল্লাহ! মানুষের মাঝে তোমার ভালোবাসা কিভাবে সৃষ্টি করবো?

ইরশাদ করলেন–

www.banglakitab.weebly.com

بِاٰلَائِىْ وَنَعْمَائِىْ وَبَلَائِىْ

আমার নেয়ামত আমার অনুগ্রহ ও আমার বিপদাপদের কথা বলে।

মানুষের কাছে গিয়ে আমার নেয়ামতের কথা আলোচনা কর। আমার অনুগ্রহের কথা আলোচনা কর। আমার দয়া ও অনুকম্পার কথা আলোচনা করো। আলোচনা করো আমার আযাব গযবের কথা। তাহলে তাদের অন্তরে এমনিতেই আমার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

আমরা যদি কুরআনে কারীম পড়ি, সেখানকে নবীগণের দাওয়াত পদ্ধতি দেখি, অতঃপর সেইভাবে দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের দাওয়াতে শক্তি সৃষ্টি হবে।

হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত

হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিচ্ছেন–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًاo
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًاo
وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًاo ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا
وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًاo وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
بِسَاطًاo لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًاo

তোমরা কি লক্ষ করোনি, আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টি করেছেন সর্বস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ তাআলা

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত, যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পারো প্রশস্ত পথে। [নূহ্ : ১৫-২০]

হযরত নূহ্ (আ.) প্রথম পয়গাম্বর এবং প্রথম দাঈ। তিনি তাঁর উম্মতের সামনে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিসমূহ তুলে ধরেছেন। কীভাবে আল্লাহ তাআলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। সূর্যকে আলোকিত করেছেন। চাঁদকে স্নিগ্ধ করেছেন আর মৃত্তিকাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তারপর মানুষ সৃষ্টি ও তাদের পুনরুত্থানের কথা বলেছেন। তারপর বলেছেন, তিনিই তোমাদের রব।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا٥ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا٥ وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا٥ مَالَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا٥ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا٥

আমি বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাও না। অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে। [নূহ্ : ১০-১৪]

এটাই আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত পদ্ধতি। তাঁরা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও রহমতের কথা বলেন। আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের কথা বলেন। আমাদের কাজও এটাই। আমরা মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি করবো। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার আযাবের কথা বলেন কম। রহমতের প্রতি আকর্ষণ করেন বেশি।

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ٥ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ٥

www.banglakitab.weebly.com

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু এবং আমার শাস্তি– তা তো অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। [হিজর : ৪৯–৫০]

আমার বান্দাদের বলে দাও, আমি খুবই ক্ষমাশীল দয়ালু। আমার বান্দাদেরকে বলে দাও আমার আযাব খুবই কঠোর। কিন্তু দুই বাক্যের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার। রহমত ও মাগফিরাতের বেলায় বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। কিন্তু আযাবের ক্ষেত্রে এভাবে বলেননি– নিশ্চয়ই আমিই আযাব। বরং বলেছেন আমার আযাব। এখানে সুসংবাদের কথাটা যে ভঙ্গিতে ভালোবাসার যে শক্তিতে উচ্চারিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলার শাস্তি ও প্রতিশোধের বাণী ঠিক সেভাবে উচ্চারিত হয়নি। উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য। মোট কথা, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের কর্তব্য। আল্লাহর বান্দাদের পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে আল্লাহর বানাবো। যেন তারা আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকতে থাকে। কিন্তু আমরা আমাদের সবক ভুলে গেছি। যে কাজ ও কর্তব্য একদা এই উম্মতকে অস্থির করে তুলেছিল এবং তারা মাত্র এক শতাব্দীর ভেতরে সারা দুনিয়াতে আল্লাহর দীনকে ছড়িয়ে দিয়েছিল আমরা সেই দায়িত্ব ভুলে গেছি। তারা তো ঘরের দিকে তাকাননি। বাড়ির দিকে তাকাননি। পরিস্থিতির দিকে তাকাননি। প্রয়োজনের দিকে তাকাননি। মনের কামনার দিকে তাকাননি। তাদের চোখের সামনে মাটি শুকিয়ে গেছে। দূরত্ব কমে এসেছে। সমুদ্র তাদের পথে বাধা হতে পারেনি। পাহাড় তাদেরকে বাধা দিতে পারেনি। ময়দান মরু সাহারা অভাব অনটন আর উপকরণের অপ্রতুলতা কিংবা গরম ঠাণ্ডা কোন কিছুই তাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসা তাদের পায়ে শেকল পরাতে পারেনি। তারা সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর বাণী শোনাতে শোনাতে পৃথিবীময় নিজেদের কবর ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সকল উম্মতের সামনে কীভাবে আল্লাহর দীনকে ছড়িয়ে দিতে হয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তারা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, কীভাবে আল্লাহর জমিনে জীবন বিলাতে হয়।

www.banglakitab.weebly.com

সাহাবায়ে কেরামের কবর

আফ্রিকায় গিয়ে দেখ। আফ্রিকার প্রান্তরে ঘুমিয়ে আছেন নজদের কুরাইশী সাহাবী কুদাম ইবনে নাফে (রা.)। রোয়াইফা আনসারী (রা.) ঘুমিয়ে আছেন লিবিয়ায়। আবু যামআ (রা.)-এর সমাধি হয়েছে তিউনিসিয়ায়। তিউনিসিয়ায় ঘুমিয়ে আছেন হযরত আবু লুবাবা আনসারী (রা.)। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই চাচাতো ভাই মা'বাদ ইবনে আব্বাস ও আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সমাধি হয়েছে উত্তর আফ্রিকায়। আবদুর রহমান আল গাতেফী (রা.)-এর কবর হয়েছে দক্ষিণ ফ্রান্সে। তাঁর কবর দুই তিনশ' বছর দাঁড়িয়ে ছিল আপন স্থানে। এখন তার কোন চিহ্নও নেই। ইরানে কবর হয়েছিল হযরত হুমামা (রা.)-এর। তাঁর কবর কি এখনও সংরক্ষিত আছে- জানা নেই। ইরানের তুস্তার ময়দানে সমাধি হয়েছে বারা ইবনে মালিক (রা.)-এর। যাঁর সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, বারা যে বিষয়ে কসম খায় আল্লাহ তাআলা তাকে মিথ্যা হতে দেন না। সেটা বাস্তবায়িত করে দেখান। সে বারা এখন ঘুমিয়ে আছেন তুস্তার ময়দানে। হযরত আমর ইবনে মা'দীকারিব আয যুবাইদী (রা.)- ইয়ামানের সরদার- ঘুমিয়ে আছেন নাহাওয়ান্দের ময়দানে। নুমান ইবনে মুকরিন (রা.) ঘুমিয়ে আছেন নাহাওয়ান্দে। হযরত আবু রাফে (রা.) ঘুমিয়ে আছেন খোরাসানে। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.)-এর কবর হয়েছে খোরাসানে। সুবিখ্যাত সাহাবী খালেদ ইবনে অলিদ, বেলাল হাবশী (রা.), বিশিষ্ট সরদার শুরাহবিল ইবনে হাসানা, দররার ইবনুল আসওয়াদ, উবাদা ইবনে সামিত, আবদুর রহমান ইবনে মুআয, মুআয ইবনে জাবাল, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর মতো বড় বড় সাহাবীগণ শুয়ে আছেন সিরিয়ায়। তাঁদের কবর আজও সংরক্ষিত আছে। এদিকে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ও হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কবর হয়েছে ইরাকে। উকবা ইবনে আমের আনসারী, আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.)-এর কবর হয়েছে মিশরে। তাঁদের কবর এখনও সংরক্ষিত আছে। রাবী ইবনে যিয়াদ আল হারেসী তুরস্কের সাজিস্তানে এবং কুছম ইবনে আব্বাস (রা.)-এর

www.banglakitab.weebly.com

কবর হয়েছে সমরকন্দে। তাঁদের কবর এখনও সংরক্ষিত আছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেজবান আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)। তাঁর ঘরের সামনেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহন প্রথম থেমেছিল। মদীনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। মদীনা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁর। অথচ তাঁর কবর আজও ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে। আবু তালহা আনসারী (রা.)-এর কবর হয়েছে বুখারা অথবা রোমের কোথাও। কিন্তু মদীনার এই সরদারের কবর ঠিক কোথায় তা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না। কুদরুসে গিয়েছিলেন হযরত উম্মে হারাম বিনতে মালহান আনসারিয়া (রা.) তাঁর স্বামী ওবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর সাথে। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে, সেখানেই কবর হয়েছে। এভাবে নব্বই বছরের ভেতর এই কাফেলা কোনরূপ উপায় উপকরণহীনভাবে মদীনা থেকে বেরিয়েছে। নব্বই বছরের ভেতরে তাদের জীবন প্রদীপ নিভে গেছে। মনের সকল স্বপ্ন কবরস্থ হয়েছে বুকের ভেতর। সকল স্বপ্ন সকল চাওয়াকে বুকের ভেতর কবর দিয়েছে। কিন্তু সারা দুনিয়ায় ঘরে ঘরে ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের হাতে কোন সামান ছিল না। তাঁরা নিজেরা পেটে পাথর বেঁধে বের হয়েছেন। পায়ে জুতা ছিল না। সঙ্গে বাহন ছিল না। উন্মাদের মতো ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর দীনের ভালোবাসায় তাঁদের অন্তর ছিল উতলা। তাঁরা সেই এশক ও ভালোবাসা নিয়ে বেরিয়েছেন, আর সারা পৃথিবীতে গুঞ্জরিত হয়েছে আল্লাহর কালেমা।

সেদিন যদি তারা বলতেন, কামাই রোজগারও ফরয, স্ত্রী-সন্তানের পেট পালাও ফরয– তাহলে আজকের এ সুদূর পাকিস্তানে মসজিদে ইবরাহীম-এর অস্তিত্ব পাওয়া যেতো না। লাহোরে কালেমায়ে তাওহিদ গুঞ্জরিত হতো না। কিছু লোক ঘর ছেড়েছেন। ঘর ছেড়ে ঘরহারা হয়েছেন, বাড়ি ছেড়ে বাড়িহারা হয়েছেন। তার বিনিময়ে এখানে কালেমা পৌঁছেছে। সারা পৃথিবী কালেমার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

ঈর্ষণীয় উম্মত

তাবলীগ কোন নতুন কাজ নয়। হারিয়ে যাওয়া সবককে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়া। যে কাজ একদা এই উম্মতকে সম্মান দিয়েছিল, মর্যাদা দিয়েছিল, যে কাজের বিনিময়ে এই উম্মত নবীদের মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে, যে কাজের বিনিময়ে এই উম্মত নবীগণের শানে কেয়ামতের দিন উত্থিত হবে সেই কাজের কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়াই তাবলীগ। জান্নাতুল ফেরদাউসে যখন এই উম্মত ঘোড়ায় চড়ে বেহশতী পোশাক পরে বের হবে তখন পুরো জান্নাত চমকে উঠবে। নিচের স্তরের বেহেশতীরা বলে উঠবে– এ কেমন নূর! এ নূর তো বেহেশতের নূরকে পর্যন্ত লজ্জা পাইয়ে দিয়েছে। বলা হবে, এরা জান্নাতুল ফেরদাউসের বেহশতী। এরা নিজেদের রাজত্ব ভ্রমণে বেরিয়েছে, এটা তাদের চেহারার নূর নয়। তখন তারা বলবে, হায় আল্লাহ! এ কেমন আশ্চর্য নূর! আল্লাহ তাআলা বলবেন, এই নূর তারা এই জন্য পেয়েছে– তোমরা যখন ঘরে বসে ছিলে, এরা তখন আমার পথে ঘুরে বেরিয়েছে। এরা সম্পদ ব্যয় করতো, আর তোমরা সম্পদ সঞ্চয় করতে। এরা রাতের বেলা উঠে আমাকে স্মরণ করতো, আর তোমরা খরগোসের মতো ঘুমিয়ে থাকতে। সুতরাং তোমরা কীভাবে তাদের সমান হবে?

বেহেশতের হুর

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ حُوْرًا يُقَالُ لَهَا الْعَيْنَاءُ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন– বেহেশতে একজন হুর আছে। তার নাম আইনা। হুর মূলত আরবী 'হাওরা' শব্দের বহু বচন। হুরকে আরবী ভাষায় এই কারণে হুর বলা হয়, মানুষ একে দেখার সাথে সাথে হয়রান ও দিশেহারা হয়ে পড়বে। হাওরা শব্দের আরেক অর্থ হলো ডাগর চোখ। চোখের কালো অংশ ভয়ানক কালো। সাদা অংশ শুভ্র সফেদ। চোখ যদি ডাগর হয়, কালো অংশ অতি কালো হয় আর সাদা অংশ হয় পরিপূর্ণ সাদা। অতঃপর চোখের পালকগুলো যদি হয় দীর্ঘ নমিত তখনই তাকে হাওরা বলে। যদি মৃত্যুর মরণ না হতো তাহলে একে দেখার সাথে সাথে

www.banglakitab.weebly.com

মানুষ মারা যেতো। যেহেতু মৃত্যুকে পূর্বেই মৃত্যু দেয়া হয়েছে, তাই মানুষ একে দেখতে পাবে।

তার শরীরে একশ' সেট কাপড় থাকবে। প্রতি সেটের রঙ আলাদা, ডিজাইন স্বতন্ত্র। প্রতিটি সেটের রঙের সাথে মিলিয়ে তার রূপ-সৌন্দর্য গড়ন আকৃতি বিকশিত হবে। শত সেট কাপড়ের ভেতর তাকে সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধময় পূর্ণিমার চাঁদের মতো মনে হবে। তার ডান পাশে থাকবে সত্তর হাজার চাকর। বাম পাশে সত্তর হাজার। দুই পাশে এক লাখ চল্লিশ হাজার সেবক নিয়ে সে হাঁটতে থাকবে। এ শুধু হুরে আইনা'র বৈশিষ্ট্যই নয়; বেহেশতের প্রতিটি হুরেরই এই বৈশিষ্ট্য হবে। সে যখন মাটিতে পা রাখবে তখন এক লাখ রকমের চলন ভঙ্গি তার শরীরে নেচে উঠবে। অঙ্গ ভঙ্গি রূপ সৌন্দর্য এক কদমেই যদি এক লাখ রূপে বিকশিত হয় তাহলে তার পূর্ণ চলন ভঙ্গি কেমন হবে বলাই বাহুল্য।

اِنْ اَقْبَلَتْ اَوْ اَدْبَرَتْ فَهِىَ مُقْبِلَةٌ

সে সামনের দিকে আসুক আর বিপরীত দিকে যাক তাকে দেখে মনে হবে, তার চেহারা সামনের দিকে। অর্থাৎ চেহারা কখনও বেহেশতীর সামনে থেকে অদৃশ্য হবে না। সে পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলেও তার সমুজ্জ্বল চেহারা থাকবে বেহেশতের দিকে। সে যখন কথা বলবে তখন বেহেশত জুড়ে বাদ্য বেজে উঠবে। মনে হবে যেন বেহেশত জুড়ে লক্ষ লক্ষ রাগ ও সঙ্গীত গীত হচ্ছে। সে যখন হাসবে তখন তার দাঁতের ঔজ্জ্বল্যে পুরো বেহেশত আলোকিত হয়ে উঠবে। এই হুর এই বলে আহ্বান জানায়–

اَيْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকর্মে আদেশ দানকারী আর অন্যায়ে বাধাদানকারীরা কোথায়?

اِنِّىْ لِكُلِّ مَنْ اَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ

যারা সৎকর্মের প্রচার করে অন্যায়কে নির্মূল করে আমি তাদেরই জন্যে।

www.banglakitab.weebly.com

এই হুর পূর্ববর্তী উম্মতগণ পেতেই পারে না। কারণ, তাদের তো এই কর্তব্য ছিল না। এ তো এই উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য।

হুর সৃষ্টির স্থান

বেহেশতে একটি নহর আছে। নহরের নাম বুআইদাক। মণি-মুক্তা দিয়ে ঢাকা এই নহর। এর মধ্যে মেশক জাফরান আম্বর প্রবাহিত। আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী যখন এর মধ্যে পড়ে তখন সেখান থেকে হুর পরিপূর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসে। এমন নয় যে তারা কোন মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; তারপর ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। বরং তারা আল্লাহ তাআলার ইংগিতে মেশক আম্বর জাফরান কর্পূর-এর ভেতর থেকে আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লী পেয়ে মুহূর্তে বেরিয়ে আসে। তারা যখন সৃষ্টি হয় তখন থেকেই রূপ সৌন্দর্যে ও যৌবন গঠনে পরিপূর্ণ। পূর্ণ যৌবনবতী হয়ে যখন তারা সেই নহর থেকে বেরিয়ে আসে তখন ফেরেশতাগণ তাদের উপর তাঁবু টানিয়ে দেয়। তারা তখন দল বেঁধে গাইতে থাকে–

نَحْنُ الْخٰلِدَاتُ فَلَا نَمُوْتُ اَبَدًا

نَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ اَبَدًا

نَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلَا نَرْحَلُ اَبَدًا

وَنَحْنُ الْمُحِبَّبَاتُ فَلَا نَغْبُرُ اَبَدًا

আমরা চিরন্তন। কখনও মরবো না।
আমরা চির সন্তুষ্ট। কখনও রাগান্বিত হবো না।
আমরা চিরন্তন। কখনও আলাদা হবো না।
আমরা চির প্রেমিকা। কখনও ঝগড়া করবো না।

হযরত আলী (রা.)কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল– বিয়ে মানে কী?

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আলী (রা.) বলেছিলেন–

سُرُوْرُ شَهْرٍ وَهُمُوْمُ دَهْرٍ وَقُصُوْرُ ظَهْرٍ وَدُخُوْلُ قَبْرٍ

এক মাসের আনন্দ, জীবনভর পেরেশানী তারপর মেরুদণ্ডের লয়, অতঃপর কবরে প্রবেশ।

এর বিপরীতে বেহেশতী হুরদের সঙ্গীত শুনুন। তারা দল বেঁধে এখনও গাইছে– আমরা চির প্রেমিকা। আমরা চির সন্তুষ্ট। কখনও লড়াই করবো না, কখনও ক্ষুব্ধ হবো না, কখনও ছেড়ে যাবো না। সুতরাং ভালোবাসতে হয় তাহলে বেহেশতের হুরকেই ভালোবাসা উচিত।

এর অর্থ এই নয়, দুনিয়ার নারীদের কোন মূল্য নেই। তাদেরও মূল্য আছে। ঈমানদার নারীগণ বেহেশতের হুরদের তুলনায় অনেক মর্যাদার অধিকারী। বেহেশতের হুরগণ যখন উল্লিখিত সঙ্গীত গাইবে তখন ঈমানদার নারীগণ তার জবাবে গাইবে–

نَحْنُ الْمُصَلِّيَاتُ فَمَا صَلَّيْتُنَّ

نَحْنُ الصَّائِمَاتُ فَمَا صُمْتُنَّ

نَحْنُ الْمُتَوَضِّاتُ فَمَا تَوَضَّأْتُنَّ

نَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ فَمَا تَصَدَّقْتُنَّ

আমরা নামায পড়েছি, তোমরা নামায পড়নি।
আমরা রোযা রেখেছি, তোমরা রোযা রাখনি।
আমরা ওযু করেছি, তোমরা ওযু করোনি।
আমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করেছি, তোমরা ব্যয় করোনি।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, এই চারটি আমলের কারণে ঈমানদার নারীদের কাছে বেহেশতী হুরগণ হেরে যাবে। বেহেশতী ঈমানদার নারীগণ হুরদের তুলনায় সত্তর হাজার গুণ অধিক রূপসী ও

www.banglakitab.weebly.com

সুন্দরী হবেন। কত যে মজার বিষয়! দুনিয়াতে পুরুষরা তাদের কাছে পরাজিত। পরকালে পরাজিত হুরগণ।

মোট কথা হলো, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন মানব জাতিকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ দেখানোর জন্যে। আল্লাহকে পাওয়াই মানব জীবনের একমাত্র আরাধ্য। মানুষকে এই পথে তুলে আনার জন্যে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এসেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নবী তাই এখন আল্লাহহারা মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার এই দায়িত্ব এই উম্মতের। উম্মতের প্রতিটি নারী ও পুরুষের। এক চিল্লা কিংবা চার মাস নয়। এ কাজ করতে হবে মরণ পর্যন্ত। এ পর্যন্ত আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং আগামী দিনে এই কাজ করতে হবে- এই মর্মে কঠিন অঙ্গীকার করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন॥

[বায়ানাতে জামীল : খণ্ড ১ : ৮৬-১৩৮ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বয়ান : আট

সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ- لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ- وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْبَدِيْلِ وَالْمَثِيْلِ وَالشَّبِيْهِ.

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ- وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا- اَمَّا بَعْدُ!...

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে দীন দিয়েছেন, সে দীন মানেই হলো কল্যাণকামিতা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

www.banglakitab.weebly.com

করেছেন–

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

দীন হলো কল্যাণকামিতার নাম।

হাদীসে নসীহত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নসীহত বলতে আমরা সাধারণত সদুপদেশকে বুঝি। অথচ এর ভাব ও মর্ম অনেক ব্যাপক ও গভীর। এটা কেবলমাত্র কথায় কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং ইসলাম মানে হলো শুধুই কল্যাণকামিতা। এর বিপরীতে সুদ হলো শুধুই জুলুম। তাই এটা পরিপূর্ণরূপেই ইসলামের স্বভাববিরোধী।

বেশ কিছু দিন যাবত ইসলামী অর্থনীতি ও সুদী লেনদেনের মধ্যে পারস্পরিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ চলছে। আমি বলি, ইসলামের ভিত্তিই হলো সহমর্মিতা, কল্যাণকামিতা, দানশীলতা ও কুরবানীর উপর। পক্ষান্তরে সুদের ভিত্তিই হলো কার্পণ্য লোভ লালসা ও জুলুমের উপর। সুতরাং ইসলাম ও সুদ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বিষয়।

মানুষের কল্যাণকামিতা

মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত মর্যাদাশীল একটি শ্রেণী। আল্লাহ তাআলা মানুষের মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। এ মুহূর্তে এ সম্পর্কে একটি হাদীস আমার মনে পড়লো। হাদীস শরীফে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন–

يَا ابْنَ اٰدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ

হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, তুমি আমার খোঁজ খবর নাওনি।

এখানে আল্লাহ তাআলার বলার ভঙ্গিটি লক্ষ করুন। অথচ আল্লাহ তাআলা যখন নিজেকে পরিচিত করেছেন তখন এভাবে বলেছেন–

اَللّٰهُ الصَّمَدُ

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী। [ইখলাস : ২]

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। [হাশর : ২৩]

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। [হাশর : ২৪]

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ

যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত। তিনি মহান সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। [রা'দ : ৯]

এ হলো আল্লাহ তাআলার গুণ। মহিমান্বিত এ সকল গুণের অধিকারী প্রভুই কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এই বলে পাকড়াও করবেন– আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তুমি আমার খোঁজ নাওনি।

اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ

আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি দাওনি।

اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ

আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি।

কী বিস্ময়কর প্রশ্ন! বান্দা বিস্মিত হয়ে বলবে–

www.banglakitab.weebly.com

كَيْفَ نَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

খোদা! আমি কীভাবে তোমার শুশ্রূষা করবো? তুমি তো সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন-

اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِى الْفُلَانُ مَرِضَ

তুমি কি শুননি, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল?

হ্যাঁ, আমার বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তুমি তো কখনও গিয়ে তার কোন খোঁজ নাওনি। তাকে ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করোনি।

اَمَا لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ

যদি তুমি তার শুশ্রূষা করতে তাহলে তার প্রতিদান আজ আমার কাছে পেতে।

যেন তার শুশ্রূষাই আল্লাহ নিজের শুশ্রূষা বলছেন।

তারপর বলবেন- হে আদম সন্তান! আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।

বিস্মিত হয়ে বান্দা বলবে-

كَيْفَ اَسْقَيْتُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

তোমাকে আমি কীভাবে পানি পান করাবো, তুমি তো রাব্বুল আলামীন।

আল্লাহ তাআলা বলবেন-

اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ الْفُلَانُ اِسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ

তোমার কি মনে পড়ে আমার অমুক বান্দা তৃষ্ণার্ত হয়ে

www.banglakitab.weebly.com

তোমার কাছে পানি চেয়েছিল? তুমি তাকে পানি পান করাওনি।

হ্যাঁ, যদি তাকে তুমি পানি পান করাতে তাহলে যেন আমাকেই পান করাতে। আজ তার বিনিময় আমার কাছে পেতে।

পুনরায় বলবেন– হে আদম সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত হয়ে তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি।

বান্দা আশ্চর্য হয়ে বলবে–

كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

তোমাকে আমি কী করে খাওয়াবো, তুমি তো সারা জাহানের রব।

আল্লাহ তাআলা বলবেন– মনে পড়ে অমুক ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হয়ে তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল।

لَوْ اَطْعَمْتَهٗ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ

যদি সেদিন তুমি তাকে খাবার দিতে তাহলে আজ তা আমার কাছে পেতে।

একবার ভেবে দেখুন, আল্লাহ তাআলার মহান সত্তা, যিনি সব রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে পাক, যিনি আমাদের সকল কল্পনারও উর্ধ্বে, যিনি সব ধরনের ত্রুটি দুর্বলতা ও প্রয়োজন থেকে মুক্ত, কামনা বাসনা ও প্রার্থনার সকল অপূর্ণতা থেকে যিনি সদা পবিত্র– তিনি তাঁর নিজের দিকে কত একটা দুর্বল বিষয়কে যুক্ত করেছেন। মূলত এর ভেতর দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানুষের মর্যাদাই মানুষের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। লক্ষ করার বিষয় হলো, এখানে কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ কথাও বলেননি, আমার অমুক নেক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তুমি তার খোঁজ খবর নাওনি। বরং বলেছেন, আমার বান্দা। সে যেমনই হোক, তুমি তাকে জানতে; তাকে তুমি চিনতে। তাছাড়া সে যে অসুস্থ এটাও তোমার অজানা ছিল না।

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের দাদাজানের একটা অভ্যাস ছিল– চলতি পথে কোথাও যদি দেখতেন কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে দুআর আয়োজন হচ্ছে, সাথে সাথে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে পড়তেন এবং সকলের সাথে ফাতেহা পড়ে আপন কাজে চলে যেতেন। এটা তার সারা জীবনের অভ্যাস ছিল।

ঈসায়ী ৫৭ সালের কথা। আমার দাদা অসুস্থ হয়ে নিশতার হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালের সামনে হাজার হাজার মানুষ এসে উপস্থিত হয় তার শুশ্রূষার জন্যে। ডাক্তার এত মানুষের ভীড় দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন– তিনি কি বড় কোন নবাব? না বড় পীর? আসলে আমার দাদা খুব সাধারণ একজন জমিদার ছিলেন। পাঁচ ক্লাস পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু তার আখলাক মানুষের অন্তর এভাবে জয় করেছিল। হাজার হাজার লোক এসে শুশ্রূষার জন্যে হাজির হয়ে গেছে। আমরা তখন মুলতানেই অবস্থান করছিলাম। দর্শনার্থীদের সকলের খানাপিনার দায়িত্ব ছিল তখন আমাদেরই উপর। তাদের জন্যে বিরাট বিরাট ডেগ রান্না হতো।

কেউ অসুস্থ হলে তার খোঁজ-খবর নেয়া আমাদের কর্তব্য। আমরা তো এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি, চেনাজানা কেউ অসুস্থ হলে তার পর্যন্ত খোঁজ-খবর নিই না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমার বান্দা... ।

আল্লাহ তাআলা নামাযী বান্দা বলেননি। বলেছেন, আমার বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল। বান্দা নামাযী হতে পারে, জুয়াড়ি হতে পারে, সুদখোর হতে পারে, কাফেরও হতে পারে। আল্লাহর বান্দা। দেখার বিষয় শুধু এতটুকুই।

একবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইহুদী ছেলেকে পর্যন্ত দেখতে গিয়েছিলেন। হুযুরের দরবারে সে মাঝে মধ্যেই আসতো। একবার জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটিকে দেখছি না যে! উপস্থিত লোকজন বললো, ছেলেটি অসুস্থ। সঙ্গে সঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, চল, ছেলেটিকে দেখে আসি। আল্লাহর রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। সে তখন জীবনের শেষ সন্ধ্যায় উপনীত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই আন্তরিকতায় সে যারপরনাই প্রীত। আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন,

www.banglakitab.weebly.com

বৎস! কালেমা পড়ে নাও। এ কথা শোনার পর ছেলেটি তার বাবার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা বললো–

أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ

আবুল কাসিম যা বলেন শোন।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কালেমা পড়ে নিল। কালেমা পড়ার সাথে সাথেই তার প্রাণপাখি উড়ে গেল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে এত বেশি আনন্দিত হলেন, তাঁর পা মাটি থেকে উপরে উঠে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলেন, খোদা! তোমার প্রতি অসীম শুকরিয়া। তুমি এই ছেলেটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছো।

দীনের ভিত্তিই কল্যাণকামিতা

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

যে ধর্ম আমাদেরকে এমন গভীর হৃদ্যতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয় সে ধর্মকে আমরা আজ পেছনে ফেলে রেখেছি। আল্লাহ তাআলা হাশরের মাঠে এভাবে বলবেন– আমার বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তুমি তার খবর নাওনি। তুমি তার শুশ্রূষা করনি। আমার বান্দা পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি দাওনি। আমার বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল, তুমি তাকে খাবার দাওনি। যে ধর্মের ভিত্তিই হলো এমন গভীর হৃদ্যতা দানশীলতা ও উদারতার উপর, সে দীন কী করে সুদী লেনদেনের অনুমোদন করতে পারে? কারণ, সুদের ভিত্তিই হলো আন্তরিক কঠোরতা, অনুদারতা, অবিচার ও অমানবিকতার উপর।

এ সব কথা এখন আর দলীল প্রমাণ দিয়ে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। আজ সারা পৃথিবীর সমগ্র মানুষের পয়সা গুটি কয়েক মানুষের হাতে। আজ সারা পৃথিবীর অর্থনীতি অল্প কয়েকজন মানুষের হাতে বন্দি। সুদের এটা অনিবার্য পরিণতি। সুদের ভিত্তিই হলো স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার উপর।

www.banglakitab.weebly.com

সুদের ভয়াবহ পাপ

সুদের বিরুদ্ধে শরীয়ত যে কথা বলেছে, এর চাইতে ভয়ানক ও শক্তিশালী আর কোন অভিব্যক্তি হতে পারে না। কোন আমল কিংবা কোন কাজ সেটা যত ভয়ানকই হোক, যেমন- ব্যভিচার শরাব জুয়া চুরি ডাকাতি মিথ্যা গীবত হত্যা– এর কোনটার বিরুদ্ধেই শরীয়ত যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। কেবল সুদের বিরুদ্ধে ইসলাম যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ, এর ধ্বংস কেবলমাত্র একটি গোষ্ঠী কিংবা একটি সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সুদ পুরো মানব গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

যে দীন ও ইসলামের ভিত্তিই হলো মানুষের কল্যাণকামিতা এবং সে কল্যাণকামিতা এতটাই গভীর যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলছেন– আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, তুমি খোঁজ নাওনি। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি খাবার দাওনি। আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তুমি পানি দাওনি। যেখানে আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অসুস্থতাকে নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অসুস্থ বলে উল্লেখ করেছেন, সে আল্লাহ কীভাবে সুদের মতো অবিচারী ও অমানবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অনুমোদন করতে পারেন?

ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদ

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে কল্যাণের প্রতি এভাবে উৎসাহিত করেছেন–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাতে দিনে গোপনে প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপাল্যকের কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। [বাকারা : ২৭৪]

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তাআলা এতটুকুই বলেছেন। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি আলোচনা করেননি। কোনটা হালাল কোনটা হারাম তাও নয়। ব্যবসা কিভাবে করবে, কিভাবে ক্ষেত-খামার করবে এর কোনটাই বলেননি। এর পূর্বে দুই রুকুব্যাপী ইসলামী অর্থনীতির যে বুনিয়াদগুলো আলোচনা হয়েছে তা হলো– আন্তরিকতা দানশীলতা কুরবানী এবং আল্লাহর নামে ব্যয় করা। আল্লাহর নামে ব্যয় করবে, মাখলুকের কাছে কিছুই চাইতে পারবে না এবং অনুগ্রহের কথা বলতেও পারবে না। কষ্ট দিতে পারবে না। তুচ্ছ মনে করতে পারবে না। এই সবই ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদ। সব শেষে আল্লাহ তাআলা যে কথা বলে আলোচনা শেষ করেছেন তাহলো যারা দিনে রাতে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহর নামে ব্যয় করে–

فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

তাদের জন্যে পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। [বাকারা : ২৭৪]

তাদের প্রতিদানের দায়িত্ব আল্লাহর। আমি পড়ছিলাম– এক ব্যক্তি বললো, আমি আদায় করে দিবো। আরেকজন বললো, এটা আমার দায়িত্বে। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। আল্লাহ তাআলাও এখানে এ কথাই বলছেন, বান্দাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং খুবই চমৎকারভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন– আমার নামে ব্যয় করে তোমরা ভয় করো না। তোমাদের এই ব্যয় কখনও নষ্ট হবে না। ধ্বংস হবে না।

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। [বাকারা : ২৭৪]

অর্থাৎ এ কথা ভেবে ভয় করো না, পয়সাগুলো হাত থেকে চলে গেলো। এর প্রতিদান আমি পাব কি না– এ নিয়ে দুনিয়াতেও কোন ভয় নেই, পরকালেও কোন ভয় নেই। দুনিয়াতেও এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, পরকালেও দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

সারা পৃথিবীর যত বিপদাপদ আছে, দুটি মাত্র শব্দে আমরা তা ব্যক্ত করতে

www.banglakitab.weebly.com

পারি। এক. ভয় ও দুই. দুশ্চিন্তা। বিপদের শিকার হলে পরে মানুষ স্বভাবগতভাবে যে অবস্থার মুখোমুখি হয় তাকে আমরা দুশ্চিন্তা বলি। ভবিষ্যত পরিণতির কথা ভেবে তার ভেতরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বলি ভয়। যেমন- এখন চারদিকে যে নির্বিচারে মুসলমান হত্যা করা হচ্ছে এ কারণে আমাদের ভেতরে এক চরম দুশ্চিন্তা কাজ করছে। সেই সাথে আমরা আমাদের ভবিষ্যত নিয়েও ভীত এবং শঙ্কিত। সুতরাং বর্তমান পেরেশানীর কারণে মনের যে অবস্থা সেটা কেবলই আমরা দুশ্চিন্তা আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে শঙ্কিত হই তাকে বলে ভয়। আল্লাহ তাআলা দুটোই দূর করে দিয়েছেন। বলেছেন, এ নিয়ে তোমরা ভয় করো না, দুশ্চিন্তা করো না।

সুদখোরকে শয়তানের সাথে তুলনা করার রহস্য

অতঃপর সুদখোরকে কীভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাও লক্ষণীয়। তাকে মজনু উন্মাদ পাগল এবং তার চেয়েও বড় কথা শয়তানগ্রস্ত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। শয়তান তো প্রকৃতপক্ষে জিন। জিন বলতে একটা বিখ্যাত বিষয় রয়েছে। শরীয়তও জিনের বাস্তবতাকে স্বীকার করে। জিনের প্রভাবও অনস্বীকার্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'শয়তান সওয়ার হয়েছে।' যেহেতু শয়তান জিনদেরই একটি প্রকার। জিনদের মধ্যে ভালো জিনও আছে। তারা কখনও মানুষের ক্ষতি করে না। কিছু মন্দ জিন রয়েছে। হতে পারে তারা ঈমান নষ্ট করে না। তবে এমনিতেই ঝামেলা করে। আল্লাহ তাআলা জিনদেরকে শয়তান শব্দে উল্লেখ করেছেন। এই শয়তান দ্বারা ইবলিশ শয়তানকে বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং জিনই উদ্দেশ্য। তারপরও শয়তান শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর কারণ হলো, জিনগ্রস্ত হলে মানুষ উন্মাদ হয়ে পড়ে। শয়তানগ্রস্ত হলে পরে মানুষ পথহারা হয়ে পড়ে। সুদের মধ্যে এই দুটো বিষয়ই পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা এই দুটো বিষয়কে এক সাথে বুঝানোর জন্যে শয়তান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বুঝাতে চেয়েছেন সুদখোর জিনগ্রস্ত উন্মাদ এবং গোমরা। যখন জিনে পাবার কারণে উন্মাদ হয়ে পড়ে, তখন সে কখনও নাচানাচি করে, কখনও বা কাপড় খুলে ফেলে, আবার কখনও কাপড় ছিঁড়ে

www.banglakitab.weebly.com

ফেলে। সুতরাং শয়তান সওয়ার হয়েছে এর অর্থ হলো– সে পথহারা হয়ে গেছে। তার চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। কান বন্ধ হয়ে গেছে। আর এ কারণেই সুদখোর বলে থাকে–

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا

ক্রয় বিক্রয় তো সুদের মতোই। [বাকারা : ২৭৫]

অথচ বলার কথা ছিল– সুদ তো ক্রয় বিক্রয়ের মতোই। অর্থাৎ সুদও তো একটি ব্যবসা। আসল বাক্যটি তো এমনই হওয়ার কথা ছিল। আমি বলছি, সুদ হারাম। তুমি বলছো, সুদও তো ব্যবসার মতোই। কিন্তু সুদখোর বদমাশটা কী বলছে? তারা বলছে, ব্যবসাও তো সুদের মতোই। তারা হালালকে হারামের সাথে তুলনা করেছে।

দেখুন, কথা হচ্ছে সুদ হারাম। আর এরই জবাবে সুদখোররা বলছে, সুদও তো ব্যবসা। কাপড়ের উপর লাভ করলো আর পয়সার উপর লাভ করলো– একই কথা। কিন্তু এরা যা বলছে, তা হলো 'ক্রয় বিক্রয় তো সুদের মতো'। এরা এতটুকু পর্যন্ত চলে গেছে যে, ব্যবসাও তো সুদের মতোই। তারা হালালকে হারামের সাথে তুলনা করেছে। আল্লাহ তাআলা এরই প্রতিবাদে বলেছেন–

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو

অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। [বাকারা : ২৭৫]

আল্লাহ তাআলার এই বাণী শব্দ বিচারেও খুবই কঠোর। মন দিয়ে যদি আমরা এই শব্দগুলো পড়ি তাহলে অন্তরে কঠোর ঝাঁকুনি অনুভূত হবে।

সুদ ও বেচাকেনার মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন হলো, সুদ কি? এটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে। কারণ, আমাদের এখানে সাধারণতভাবে প্রচলিত যে সুদ আছে, সুদ মূলত এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুদের সংজ্ঞায় আমরা সাধারণত এটাই পড়ে থাকি–

www.banglakitab.weebly.com

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ الرِّبٰوا

যে ঋণের বিপরীতে কোন লাভ রয়েছে তাকেই সুদ বলা হয়।

সম্পদের বিপরীতে মুনাফা নেয়া সুদ নয়। সেটা বাকিতেও হতে পারে, নগদও হতে পারে। আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যে এক আম রেওয়াজ প্রচলিত আছে। বাকির পয়সা এক রকম আর নগদের পয়সা অন্য রকম। আমি আপনাদের কাছেই শুনেছি, এমনটিই নাকি হয়ে থাকে। এটা আসলে সুদ নয়। অনেকেই এটাকে না বুঝেই সুদ মনে করেন। তবে এতে বরকত হয় না, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু সুদ নয়। সে এখানে পয়সা বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা পয়সার বিনিময়ে নয়; বরং মালের বিনিময়ে। যেমন- এই ঘড়িটি যদি নগদ পয়সায় নাও তাহলে একশ' টাকা। তিন মাসের বাকিতে নিলে একশ' দশ টাকা। এখানে দশ টাকা যে বেশি নেয়া হচ্ছে এটা ঘড়ির বিনিময়ে, পয়সার বিনিময়ে নয়। সুতরাং এটা সুদ নয়। হ্যাঁ, এতে বে-বরকতী আছে। এ কারণেই আজ আমাদের বাজারগুলো থেকে বরকত উঠে গেছে। তবে এটাকে সুদ বলা যাবে না। তবে যে সুদের আবর্তে পড়ে এখন আমাদের সমাজ মরি মরি করছে তার হাকীকত আমাদেরকে বুঝতে হবে।

ব্যাংকের ব্যবসায়ী সুদ এবং...

এখন ব্যাংকগুলো যে ব্যবসায়িক সুদী লেনদেন করছে এটা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালেও ছিল। অনেকেই আজকাল অভিযোগ করছে, এই জাতীয় সুদ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালে ছিল না। সুতরাং এটা কেন হারাম হবে? এটা তো আমাদের এই আধুনিককালের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আবিষ্কার করা হয়েছে। অথচ আমরা ইসলামের ইতিহাস ঘাটলে দেখবো, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এক কবীলা অন্য কবীলার সাথে সুদী লেনদেন করতো। বনু সাকীব ছিল একটি ধনী কবীলা। তারা অন্যান্য কবীলাকে সুদের ভিত্তিতে পয়সা

www.banglakitab.weebly.com

দিতো। ব্যক্তিগতভাবে এই রেওয়াজ এখনও অব্যাহত আছে।

একবার এক চাপরাশি এসে আমাকে বললো, আমার এক ভাতিজা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমি একজন সামান্য চাপরাশি। আমার সামর্থ্যই বা কি! অথচ তার হয়েছে ক্যান্সার। আমি সমাজের ধনীদের কাছে আবেদন জানালাম, কেউ আমাকে সাহায্য করলো না। তখন এক ব্যক্তি আমাকে ফাঁদে ফেলে দিল। বললো, এরা তোমাকে পয়সা দেবে না, তুমি এদের কাছ থেকে ঋণ নাও। পরে কিস্তিতে আস্তে আস্তে শোধ করো। সে আমাকে বললো, আমি একজন দরিদ্র মানুষ। তার কথায় এই সুদের ফাঁদে পা দিলাম। এখন তো ভাই আমার চামড়া পর্যন্ত তুলে নেওয়ার জোগাড়। এ পর্যন্ত অনেক টাকা আমি দিয়েছি। তারপরও ঋণের সংখ্যা যেই সেই। এখন আমাকে রক্ষা করো। এভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানুষের উপর জুলুম করা হচ্ছে। আর ব্যাংক জুলুম করছে সামাজিকভাবে। ব্যাপক আকারে।

কোন জিনিসের বিপরীতে মুনাফা নেয়া সেটা নগদ হোক বা বাকি– এটা সুদ নয়। হ্যাঁ, নগদ ও বাকির ভিত্তিতে একই বস্তু দুটি মূল্য নির্ধারণ করা এটা অনেকটা অমানবিক। এ কারণে বরকত চলে যায়। ইসলাম এটাকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখেছে। তবে হারাম করেনি।

সুদের ব্যাপক পরিচিতি

'রিবা' আর সুদ এক নয়। যেহেতু আমাদের কাছে অন্য কোন শব্দ নেই, তাই আমরা রিবার তরজমা করছি সুদ দিয়ে। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিবার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা খুবই ব্যাপক। ইরশাদ করেছেন–

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ
وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبٰى
اَلْاٰخِذُ وَالْمُعْطِىْ فِيْهِ سَوَاءٌ.

www.banglakitab.weebly.com

স্বর্ণের বিপরীতে স্বর্ণ, রুপার বিপরীতে রুপা, গমের বিপরীতে গম, যবের বিপরীতে যব, খেজুরের বিপরীতে খেজুর, লবণের বিপরীতে লবণ– সমান সমান হতে হবে এবং নগদ হতে হবে। সুতরাং কেউ যদি বেশি দেয় অথবা বেশি চায় তাহলে সে সুদের শিকার হলো। দাতা এবং গ্রহীতা এক্ষেত্রে উভয়ই সমান।

সুদের বিভিন্ন রূপ

দুই তোলা স্বর্ণের বিপরীতে আমি আপনাকে দেড় তোলা স্বর্ণ দিচ্ছি– এটা সুদ। পুরনো সোয়া সের রুপার বিনিময়ে আমি এক সের নতুন রুপা দিচ্ছি– এটাও সুদ। গমে পোকা ধরেছে। অনেকটা নষ্ট হয়েছে। তাই পোকায় ধরা দুই মণ গমের বিপরীতে যদি দেড় মণ ভালো গম দেয়া হয় সেটাও সুদ। আমার কাছে ভালো জাতের খেজুর আছে। আপনার কাছে আছে কিছুটা নিম্নমানের খেজুর। তাই আমার এক সেরের বিপরীতে আপনি দেড় সের দিলেন– এটাও সুদ। অনুরূপভাবে আমাদের অঞ্চলে জমিদারদের মধ্যে রেওয়াজ আছে– আমার এই দুই হেক্টর জমিন তুমি নিয়ে নাও। এতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস। এর বিপরীতে আমাকে তুমি এক হেক্টর ভালো জমি দাও। আমাদের সরকারও জমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর, চার নম্বর। যাতে করে ইউনিট করতে পারে। তারপর কী করা হয়? এই জমি বিনিময় করা হয়। আমার চার হেক্টর আপনি নিয়ে নিন, আমাকে দিয়ে দিন এক হেক্টর। আমার চার হেক্টর ঘাসে বোঝাই। আর আপনার এক হেক্টর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যারা মজদুর শ্রেণীর মানুষ তারা এক হেক্টরের বিপরীতে চার হেক্টর নিতে পছন্দ করে। তারা ভাবে, গরীব মানুষ। মেহনত করে এটাকে আবাদ করে ফেলবো। বিপরীতে জমিদার মনে করে, আমার তো প্রচুর আছে। এই নষ্ট অর্থহীন চার হেক্টরের বিনিময়ে আমি পরিচ্ছন্ন এক হেক্টর পেয়েছি– এটাই ভালো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে বাকির বিষয়টিও লক্ষণীয়।

সমান সমান হতে হবে এবং হাতে হাতে হতে হবে। শরীয়ত সুদের

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়টাকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, যদি ঋণদাতা ও গ্রহীতার মাঝে পূর্ব থেকেই হাদিয়া দেয়া নেয়ার কোন রেওয়াজ না থাকে, তাহলে ঋণ দেয়া নেয়ার পর উলামায়ে কেরাম হাদিয়া দেয়া নেয়াকেও নিষেধ করেছেন। এটা সুদ নয়। তবুও আলেমগণ বলেছেন সুদের কাছাকাছি। তাই এই জাতীয় হাদিয়া থেকেও বিরত থাকবে। যেন হাদিয়া আবার ঋণের বিপরীতে না হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর তাকওয়া

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একবার এক ব্যক্তির সাথে দেখা করতে গেলেন। তার দরজার কড়া নেড়ে সাথে সাথে দরজা থেকে দূরে সরে গেলেন এবং রোদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে দেখে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। সে বললো, হযরত! ছায়ায় আসুন। হযরত ইমাম (রহ.) বললেন, না, ভাই! আবার সুদ হয়ে যায় কি না! আসলে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ঐ ব্যক্তির কাছে ঋণস্বরূপ কিছু পাওনা ছিল। তাই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তার বাড়ির ছায়া নেয়াটাকেও পছন্দ করেননি। সুতরাং পয়সার বিপরীতে মুনাফা গ্রহণ এটাই সুদ। কারণ, পয়সা কোন মাল নয়। সময়টাকে শরীয়ত সম্পদ হিসেবে দেখে না। আমি এক বছরের জন্যে পয়সা দিয়েছি। সুতরাং এক বছরের বিপরীতে আমাকে কিছু পেতে হবে। এই এক বছর কোন সম্পদ নয়। শরীয়ত এটাকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে না।

সুদ লাখ লাখ মানুষের জন্যে অতর্কিত মৃত্যু

বর্তমান এই সুদী ব্যবস্থাপনা মানবতাকে শুষে নিয়েছে। এক ব্যক্তির কাছে এক লাখ টাকা আছে। সে গিয়ে ব্যাংক থেকে আরও পঞ্চাশ লাখ তুলে আনে। তার ব্যক্তিগত পয়সা এক লাখ। অন্য মানুষের পয়সা পঞ্চাশ লাখ। সে অন্যের পয়সায় ব্যবসা করেছে। নিজের তো কেবল এক লাখ। যদি ব্যবসায় মুনাফা হয় তাহলে পুরো পঞ্চাশ লাখের মুনাফাই তার ঘরে

www.banglakitab.weebly.com

উঠবে। আর যদি ডুবে তাহলে মানুষের পঞ্চাশ লাখ ডুববে। তার তো শুধু এক লাখ। আর সেই এক লাখও সে ব্যবসা শুরু করার সাথে সাথেই আলাদা করে নেয়। আমাদের এ দেশে কিংবা অন্য দেশে এই লোনের পয়সা পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ হয়েছে এমন উপমা মনে হয় না কেউ দেখাতে পারবে। এই যে বিশাল বিশাল ফ্যাক্টরি দাঁড়িয়ে আছে, এর মালিক সম্প্রদায় আর ব্যাংকের লোকজন মিলে প্রথমেই কোটি কোটি টাকার পথ সৃষ্টি করে রাখে। পূর্বেই অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে রাখে। আফসোস! মানুষের প্রতি কী ভয়ানক অবিচার! এই সুদী অর্থনীতি আজ মানবতার প্রতি এভাবে অবিচার করে যাচ্ছে। একজনের ছেলের হাতে এক টুকরো রুটি নেই। আর অন্যজনের ছেলে যাচ্ছে আমেরিকায় ঘুরতে।

ছুটিতে ছেলেরা কোথায় যাচ্ছে? আমেরিকায় যাচ্ছে এবং ঘুরতে যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে আমেরিকায় ঘুরতে যাচ্ছে যখন ঠিক তখন তার প্রতিবেশীর ছোট্ট শিশু একটি রুটির জন্যে কাঁদছে। এক মুঠো ভাতের জন্যে চিৎকার করছে।

বলছিলাম, অন্যের পয়সা তুলে এনেছে। আর সে পয়সায় ব্যবসা করছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মানুষকে প্রতিনিয়ত বেকুব বানাচ্ছে। সুদের সামান্য অর্থ তাদেরকেও দিচ্ছে। সুদ দেয়ার পরিমাণ খুবই সামান্য। অথচ নেয়ার পরিমাণ বেশি। মানুষ বলে, ভাই, এটা আমাদের পেনশান। কি করবো? আমরা ব্যবসা করতে পারি না। ব্যবসা করাও মুশকিল। সবকিছুতে ভেজাল। ব্যস, ব্যাংকে রেখে দিয়েছি। মাসের শেষে কিছু পাচ্ছি। কোনভাবে জীবন চলে যাচ্ছে। যদি তুমি আল্লাহকে রব হিসেবে না মানো, আল্লাহই তোমার প্রতিপালক– এর প্রতি যদি তোমার আস্থা না থাকে তাহলে তো এটা ঠিক আছে। আর যদি তুমি এ কথা বিশ্বাস করো, আল্লাহই তোমার প্রতিপালক তাহলে আমি বলবো, তোমার এই দাবী মিথ্যা, তোমার এই চিন্তা মিথ্যা, তোমার এই পথ ভুল।

আল্লাহই প্রতিপালক

কুরআনে কারীম যখন সর্বপ্রথম আমাদের সামনে আল্লাহ তাআলার পরিচয় তুলে ধরেছে, তো এইভাবে বলেছে–

www.banglakitab.weebly.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।

আর কুরআন সর্বশেষ বলেছে–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

বলো, আমি আশ্রয় নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের।

শুরুও আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাত দিয়ে শেষও আল্লাহর রুবুবিয়্যাত দিয়ে। পুরো কুরআন এই দুই রুবুবিয়্যাতের মাঝে। আল্লাহ তাআলা কুরআন শুরু করেছেন, তিনি যে প্রতিপালক এ কথা দিয়ে। আবার শেষও করেছেন তিনি যে প্রতিপালক সে কথা দিয়েই।

রুকুতে যাও, সেখানে গিয়েও বলো- 'সুবহানা রাব্বি'– পূত পবিত্র আমার প্রতিপালক। আল্লাহ তাআলা রুকুতে সুবহানাল্লাহ বলতে বলেননি। বলতে বলেছেন 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম'। এটাই আমাদের নবীর তরীকা। রুকু থেকে আমরা যখন দাঁড়াই তখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলি। তারপর 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ' বললেও হতো। কিন্তু আমাদের নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন– বলো, 'রাব্বানা লাকাল হামদ'। এখানেও রবকে নিয়ে এসো। প্রতিপালকের কথা স্মরণ করো। তারপর সিজদা। সিজদায় গিয়ে বলো– سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى এখানেও সেই পূত পবিত্র আমার প্রতিপালক। যেন পুরো নামাযব্যাপীই কেবল রব রব, প্রতিপালক প্রতিপালক-এর জয়গান। রুকুতে রব, রুকু থেকে উঠে রব, মাটিতে মাথা রেখে রব। বলো, আল্লাহই প্রতিপালক। তিনি সব রকমের ত্রুটিমুক্ত পূত পবিত্র প্রতিপালক।

যে ব্যক্তি এমন প্রতিপালক পেয়েছে সে কী করে বলতে পারে– যদি সুদ না খাই তাহলে চলবো কি করে?

যে আল্লাহ ফেরাউনকে বসিয়ে বসিয়ে খাইয়েছেন–
যে আল্লাহ সাপকে প্রতিদিন খাবার দিচ্ছেন–
যে আল্লাহ মাটির নীচের পোকা-মাকড়কে খাবার দিচ্ছেন–

www.banglakitab.weebly.com

যে আল্লাহ কৃষ্ণ পানির সাঁতাররত মাছকে খাবার দিচ্ছেন–
যে আল্লাহ বাতাসে উড়ন্ত পাখিদের খাবার দিচ্ছেন–
সে আল্লাহ তোমাকে খাবার দিবেন না?

মশা আল্লাহর কুদরতের বিকাশ

এই যে মশা, এই মশাকেও আল্লাহ তাআলা খাবার দিচ্ছেন। আল্লাহ এই মশারও প্রতিপালক। আপনার শরীরের রক্ত দিয়ে আল্লাহ তাআলা একে লালন পালন করছেন। সে যদি অন্ধকারে না দেখতো তাহলে না খেয়ে মরতে হতো। দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে হতো। আমরা তো আলোর মধ্যে ঘুমুতে পারি না। ঘুমানোর জন্যে অন্ধকার চাই। আল্লাহ তাআলা বেচারা মশার জন্যে আলো অন্ধকার সমান করে দিয়েছেন। যত খুশি ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়। যেখানে কোন কিছুই দেখা যায় না। দেখবে সামান্য পরেই কানের কাছে ভন ভন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আশ্চর্য! এমন অন্ধকার! কীভাবে টের পেলো মশা। কীভাবে চলে এলো এখানে! তার চোখ এত ছোট, অথচ আল্লাহ তাআলা তার নাকের মধ্যে শক্তি দিয়েছেন ভয়ানক। সে চোখে দেখে আসে না। নাকে শুকে চলে আসে। মানুষের শরীরের ঘ্রাণ অনুসরণ করে মশা। ভয়ানক অন্ধকার। যেখানে আমরা বড় বড় চোখ দিয়েও দেখতে পাই না, অথচ মশা আমাদেরকে দেখতে পায়। হিসেব করলে দেখা যাবে, আমাদের একটি চোখের মধ্যে শত শত মশা রেখে দেয়া সম্ভব। আসলে মশা চলে তার আঘ্রাণ শক্তি দিয়ে। অন্ধকারের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। তারপর সে তার শূড় ঢুকিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত পান করে।

তার এই শূড়ও আল্লাহ তাআলার এক বিশাল কুদরত। কত সূক্ষ্ম, অথচ সে যখন এই শূড় মানুষের শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়, তখন তার ছিদ্র দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়। কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে যে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়, এই ছিদ্র বন্ধ করার জন্যে আমাদের শরীরের ভেতর আল্লাহ তাআলা এক প্রতিরোধ শক্তি বিছিয়ে রেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তির মাধ্যমে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। যদি আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের মাধ্যমে আমাদের শরীরের ভেতর এই শক্তিশালী ব্যবস্থা করে না রাখতেন তাহলে সেই ছিদ্র দিয়ে রক্ত

www.banglakitab.weebly.com

ঝরতে থাকতো এবং সেখানে ঘা হয়ে যেতো। এটা আল্লাহ তাআলার আরেক কুদরত। আমার শরীরে ছিদ্র হয়েছে। অথচ এর জন্যে আমাকে কোন ক্যামিকেল ব্যবহার করতে হচ্ছে না। বরং এর জন্যে শরীরের ভেতর যেমন আল্লাহ তাআলা শক্তি লুকিয়ে রেখেছেন, আবার মশার মুখের মধ্যেও এক ধরনের লালা দিয়ে রেখেছেন। যার দ্বারা শরীরের সে ছিদ্র সাথে সাথেই সুস্থ হয়ে ওঠে। ভাববার বিষয় হলো, একটি মশাই বা কি, তার শক্তিই কি, আর তার মুখের লালাই বা কি! কিন্তু দেখার বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলার কুদরত।

আমরা তো মানুষ হয়েও জীবন ধারণের জন্যে কত রকমের সিস্টেম তৈরি করে রেখেছি। ক্ষুদ্র মশা এসে অন্ধকারে শূড় ঢুকিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত দিয়ে পেট ভরে উড়ে যায় এবং আমাদেরকে উপহাস করে বলে, যদি পার তাহলে ঠেকাও। তোমরা তো সিস্টেম ছাড়া চলতে পারো না। দেখ, আমার প্রভু আমাকে তোমার শরীর থেকে কীভাবে খাদ্য দিচ্ছেন। যে আল্লাহ মশাকে পালার জন্যে তাকে এত সূক্ষ্ম কেমিস্ট্রি শিক্ষা দিয়েছেন, সে আল্লাহ কি এই অসহায় মানুষকে ভুলে যাবেন? তাদের খাবারের ব্যবস্থা করবেন না? খাবার জন্যে তাদেরকে ব্যাংকে পয়সা রাখতে হবে? মানুষ কি সুন্দর নাম দিয়েছে! সেভিংস এ্যাকাউন্ট। হায় আল্লাহর বান্দা! সব কিছু উড়ে গেছে। আর তুমি বলছো সেভ হয়ে গেছে। তুমি ধ্বংসকে বলছো আবাদ।

ব্যাংকের চালবাজি

ব্যাংক মানেই এক চালবাজি। এরা ঈমানও নিচ্ছে, সম্পদও নিচ্ছে। ব্যাংকের দ্বারা কে উপকৃত হচ্ছে? কোন অসহায় ব্যক্তিকে কি ব্যাংক ঋণ দেবে? ব্যাংক কি কোন কৃষককে ঋণ দেবে? ব্যাংক এদেরকে তাদের দরজার ভেতর ঢুকতে দেবে না। অথচ নাম দিয়েছে গরীবের সফলতার জন্যেই এই ব্যাংক। অথচ এই ব্যাংকগুলো দ্বারা উপকৃত হচ্ছে কারা? যারা পুঁজিপতি। আমি মনে করি, এই পুঁজিপতিদের পুঁজিপতি বলাও ভুল। এরা তো আমাদের লোকদের পুঁজি দিয়েই পুঁজিপতি।

www.banglakitab.weebly.com

পরের পয়সায় শেখ

আমাকে এক দুই মিলের মালিক বলেছে, ভাই! আমরা কী পুঁজিপতি, আসলে তো আমরা পরের পয়সায় শেখ। পয়সা অন্যদের আর মিয়া সাহেব আমরা। এক জুলুম তো হলো, এ সব পয়সা বরাদ্দ দিয়ে রেখেছে কেবলই ডাকাত ও লুটেরাদের। কোন গরীব অসহায়দের সেখানে অধিকার নেই। আবার যখন তারা ডুবে যায় তখন এ থেকে রক্ষা পাওয়ারও সুন্দর তরীকা তারা আবিষ্কার করে রেখেছে।

আমাদের এক আত্মীয় ছিল। সর্বসাকুল্যে তার জমি ছিল চার হেক্টর। সে পাগল কারও বুদ্ধিতে পড়ে পঞ্চাশ হাজার রুপি ঋণ নিল। এই পঞ্চাশ হাজার রুপির জন্যে তাকে তিনবার জেলে যেতে হয়েছে। তার কাছাকাছি জায়গায়ই আরেক জমিদার ছিল। সে আমাদের পরিচিত বন্ধু। সে ঋণ নিয়েছিল পঞ্চাশ লাখ। তার ঘরে ব্যাংকওয়ালাদের আসার কোন উপায়ই ছিল না। অথচ পঞ্চাশ হাজারের জন্যে এক বেচারাকে তিন দফায় জেল খাটতে হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশ লাখের জন্যে কিছুই করতে হয়নি। তার দরজায় কারও যাওয়ারই সাহস হয় না।

পুঁজিপতিকে পুঁজিপতি বানায়

ব্যাংক ঋণ দেয় পুঁজিপতিকে। আমাদের এক বন্ধু তার সুগার মিল ছিল। আমার ধারণা মতে, আমাদের অঞ্চলে সেই প্রথম কোন সুগার মিলের মালিক। তিন চিল্লা দিয়েছে। সে আমাকে তার কাহিনী নিজেই শুনিয়েছে। সে বলেছে, আমি ব্যাংক থেকে আশি কোটি টাকা লোন নিয়েছি। আমার হাতে ছিল পঞ্চাশ লাখ। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের একটা শর্ত আছে, লোন নিতে হলে নিজের হাতে এত পার্সেন্ট থাকতে হয়। সে বলছিল আমাকে, আমার কাছে সর্বমোট পঞ্চাশ লাখ ছিল। ব্যাংক থেকে নিলাম আশি কোটি। কাউকে সাথে নিলাম। কাউকে বোকা বানালাম। কাউকে কিছু খাওয়ালাম। তারপর চললাম সামনের দিকে। ব্যাংকের লোন শোধ করার কথা কল্পনায়ই ছিল না। ব্যাংক কখনও দাবি করলে সোজা বলে দেয়া, আমি দেউলিয়া হয়ে গেছি। এই তো এখানেই পড়ে আছে আমার মিল। তুলে নাও।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর মেহেরবানীতে সে তিন চিল্লা দিয়েছে। এখন আমাকে বলছে, মাওলানা সাহেব! এখন কী করবো? আমি তো মারা গেছি। যদি আগামী বছর মারা যাই, তাহলে আমার কি হবে? আমি বললাম, আল্লাহর কাছে তাওবা করুন। আল্লাহ ভবিষ্যতে আমি এমনটি আর করবো না। তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন। সাথে সাথে দুটি কাজ করুন। এখন থেকে আর কোন জায়গা জমি কিনবেন না। ব্যবসাকেও বাড়াবেন না। এখন যতটুকু মুনাফা হবে ধীরে ধীরে ব্যাংকের ঋণ শোধ করতে শুরু করুন। সে বলছিল, হ্যাঁ, বিষয়টি আমি বুঝতে পেরেছি। আসলে শয়তান সব সময়ই আমাদেরকে ফাঁদে ফেলে রাখে। নতুন নতুন প্রজেক্টের ফাঁদ। এক প্রজেক্ট থেকে অবসর হতে না হতেই শয়তান উস্কে দেয় আরেকটি প্রজেক্ট করো। এভাবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মও সেই ফাঁদে পড়ে থাকে। সে আমাকে বলেছিল, আমাকে এই বিপদ থেকে উঠে আসতে পাঁচ বছর সময় লাগবে। এ বছর তার সাথে দেখা হয়েছিল। বলছিল, আর এক বছর। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাকে পাক করে দেবেন।

সুদ থেকে বেরিয়ে আসার উপায়

সুগার মিলের মালিক মাশাআল্লাহ সুদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এক চৌধুরী সাহেব মারা যাওয়ার পর আমি সমবেদনা জানাতে গেলাম। সেখানে তার ছেলে উপস্থিত ছিল। তার সাথে কথা হচ্ছিল আমার। আমি বলছিলাম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এত বেশি সম্পদ দিয়েছেন– যদি আপনার এগার পুরুষ বসে খায় তবুও আরামে খেয়ে যেতে পারবে। এখন সুদী লেনদেনটা ছেড়ে দিন। আমি তাকে বেরিয়ে আসার পথও বললাম। বললাম, এখন থেকে আর নতুন কোন সম্পদ কেনার চিন্তা ছেড়ে দিন। নতুন কোন প্রজেক্ট আর হাতে নিবেন না। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সুদ থেকে বের করে আনবেন। এক বছর পর তার সাথে দেখা হলো। মাত্র এক বছর। সে আমাকে বলতে লাগলো, মাওলানা সাহেব! এই এক বছরে আমি একটি ইটও খরিদ করিনি। এই ফয়সালাবাদে এক সময় যে কোন জায়গা জমি বিক্রি হলে সর্বপ্রথম আমাকে জানানো হতো। কিন্তু গত

www.banglakitab.weebly.com

এক বছরে আমি একটি ইটও কিনিনি। আর আল্লাহ তাআলা দয়া করে ধামাধাম আমার মাথা থেকে সুদের বোঝা নামিয়ে দিয়েছেন। সম্ভবত গত বছর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, আমি আল্লাহ তাআলার সাথে আপোস করে ফেলেছি। আমি আমার সকল কোম্পানীকে সুদ থেকে বের করে নিয়ে এসেছি। আসলে যে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে বের আনেন।

ইনস্যুরেন্স

এ তো ছিল মানুষের প্রতি জুলুম করার এক বিখ্যাত পদ্ধতি। মানুষের প্রতি জুলুম করার আরেকটি পদ্ধতি হলো- ক্ষতি থেকে বাঁচার নামে ইনস্যুরেন্সের ফাঁদ। এই ইনস্যুরেন্সও মূলত ধনীদেরই হয়। এই সাইকেলের মালিক, ভ্যানের মালিক এদের ইনস্যুরেন্স কে করবে? তারপর যখন ইনস্যুরেন্স কোম্পানী এবং ফ্যাক্টরির মালিক দেখে ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে। ফ্যাক্টরি দিন দিন রসাতলে যাচ্ছে, তখন তারা পরামর্শ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ব্যস, তারপর সব কিছু উড়ে গেলো হাওয়ায়। ইনস্যুরেন্স কোম্পানীকে দুই লাখ পাঁচ লাখ পকেটে ঢেলে দিল। মিটে গেলো লেনদেন। নিজেই নিজের ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগিয়ে দিল। নিজের সাময়িক ক্ষতিকে মেনে নিল। আর এই ক্ষতিকে পুষিয়ে নেয়ার জন্যেই আরেক হারাম পদ্ধতি চালু করেছে এই ইনস্যুরেন্স।

লক্ষ করুন, কত বিশাল বিশাল অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে এই সুদের উপর। এখানকার এক একটি ইট আল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করছে। আল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করছে এই ইনস্যুরেন্সগুলো।

একটি হাদীসে আছে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার এবং সুদ ছড়িয়ে পড়ে তাদের জন্যে আল্লাহর আযাব হালাল হয়ে যায়। লক্ষ করুন, কত দ্রুততার সাথে বিস্তৃতি লাভ করছে সুদ। সুদ যেখানে বিস্তৃতি লাভ করে সেখানে ব্যভিচারও বিস্তৃতি লাভ করে। পেটের মধ্যে যখন হারাম খাবার প্রবেশ করে তখন তার সাথে অবৈধ উন্মাদনাও প্রবেশ করে।

মানুষকে ধোকা দেয়ার এবং মানুষের প্রতি অবিচারের আরেক পদ্ধতি

www.banglakitab.weebly.com

হলো, পণ্য হাতে আসার আগেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায় পণ্য উৎপাদিত হওয়ার এক বছর আগেও তা বিক্রি হয়ে যায়। আমাদের এই অঞ্চলে রেওয়াজ আছে, তুলা গাছে আসার আগেই তার কাপড় পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়। অথচ এইমাত্র তার চাষ শুরু হয়েছে। তারপর তুলা বাজারে আসবে। প্রথমে ফ্যাক্টরিতে যাবে। সুতা তৈরি হবে। তারপর টেক্সটাইলে যাবে। তারপর কাপড় তৈরি হবে। তারপর যাবে প্রিন্টিংয়ে। সেখানে গিয়ে তাতে ডিজাইন হবে। তারপর আসবে বাজারে। অথচ তুলা আমাদের হাতে আসার আগেই তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এটাও এক অবিচারী প্রতারণা। এভাবে আমাদের সকলের ভেতরই অনবরত হারাম প্রবেশ করছে।

এর বিপরীতে দেখুন, শরীয়ত আমাদের জন্যে অর্থনৈতিক ন্যায় সঙ্গত এক ব্যবস্থা দিয়েছে। যার মাধ্যমে সকলেই লাভবান হতে পারে। যদি কোন এক ব্যক্তি একটি বড় ইউনিট স্থাপন করে, আর তাতে একশ'জন অংশগ্রহণ করে তাহলে দেখা যাবে এর উপকার ভোগ করবে একশটি পরিবার। পক্ষান্তরে যখন অল্প কয়েক জনের হাতে অর্থ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে তখন তারা অন্য সাধারণকে ব্যবসায়ের পথে চলতেই দেয় না। তাদের পথ রুদ্ধ করে দেয়। তাদেরকে মার্কেট থেকে আউট করে দেয়। ফলে বাজার তাদের দখলে চলে আসে। তখন তারা যেভাবে খুশি বাণিজ্য করে। যখন চায় তখন পণ্য আটকে দিতে পারে। বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে জনগণের জীবন অতীষ্ট করে তুলতে পারে। কেউ যদি এ ক্ষেত্রে নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে চায় তাহলে এক সাথে সকল পণ্য বাজারে ছেড়ে দেয়। ফলে মার্কেটে সে জিনিসের ধস নামে। আগত ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলে উঠে। এ সবই সুদের অভিশাপ।

ব্যবসা করেছে হারাম পথে। ব্যাংক থেকে মানুষের পয়সা নিয়ে। ব্যবসায় এ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অতঃপর সে হারাম পয়সা হেফাযতের জন্যে বসিয়েছে ইনস্যুরেন্স। তারপর সেই অর্থকে আরও স্ফীত করার জন্যে মাল উৎপাদিত হওয়ার অথবা সৃষ্টি হওয়ার বছর আগেই তার কেনাবেচা সম্পাদিত হয়ে যাচ্ছে। পরিণতিতে বাজার চলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। এভাবেই আমাদের উপর চেপে বসেছে এক ভয়ানক পাহাড়।

www.banglakitab.weebly.com

সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা

এ কারণেই এই সুদ আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় একটি বিষয়। আল্লাহ তাআলা সুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বলে দিয়েছেন, হয়তো আমার বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাক। অন্যথায় আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হও।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলার দয়া অনুগ্রহ ও উদারতা দেখ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন এক দীন দিয়েছেন যে দীনের দাবি হলো– দয়া অনুগ্রহ ও উদারতা। দীন শিখিয়েছে নিজে না খেয়ে হলেও অপরকে খাওয়াও। পক্ষান্তরে এই সুদী অর্থনীতি মানুষকে দয়া করবে তো দূরের কথা, মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। মানুষের জীবন বিরান করে ফেলে। সমাজের সাধারণ শ্রেণীর প্রতিটি মানুষকে করে রাখে অস্থির। এ জন্য আল্লাহ তাআলা এর সকল পদ্ধতিকে হারাম করেছেন।

জুলুমের আরেক পদ্ধতি

প্রতিদিনই মানুষের প্রতি অবিচারের নতুন নতুন ফাঁদ তৈরি হচ্ছে। এক নতুন পদ্ধতি বাজারে এই চালু হয়েছে– এক ব্যক্তি এসে বলছে, জনাব! আমার একশ' টাকা কর্জ চাই। এদিকে আমার মতলব ভালো নয়। আমি চাই সুদ। আবার সুদের নামও ব্যবহার করতে চাই না। তখন আমি তাকে প্রস্তাব করলাম, আমার কাছে কোন পয়সা তো নেই। আমার এই ঘড়িটি নিয়ে নাও। এর মূল্য আছে একশ' টাকা। সে আমার কাছে চেয়েছেও একশ' টাকাই। ঘড়ির মূল্যও একশ' টাকা। বললাম, বাজারে বিক্রি করে তুমি একশ' টাকা নিয়ে নাও। এতে তোমার কাজ হয়ে যাবে। সে বললো, ঠিক আছে। তাহলে ঘড়িটিই দিন। তারপর আমি তাকে বললাম, ভাই! তুমি আবার বাজারে যাবে! সেখানে গিয়ে আবার কার কাছে বিক্রি করবে? এর চাইতে ভালো আমি তোমাকে নব্বই টাকা দিচ্ছি। তুমি আমাকে ঘড়িটি দিয়ে দাও। তোমার কাজও চলে গেলো। বাজারে গিয়ে তোমাকে ঘড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হলো না। লক্ষণীয় হলো, প্রথমেই কিন্তু ঘড়ি তার

www.banglakitab.weebly.com

কাছে আমি একশ' টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি। তারপর নব্বই টাকায় আবার ফিরিয়ে নিচ্ছি। পরিণতি কি দাঁড়াচ্ছে? তাকে আমি দিচ্ছি নব্বই টাকা, তার উপর চাপিয়ে দিচ্ছি একশ' টাকার ঋণ। এটাও জুলুমের একটা কৌশল। এই কৌশলে এখন মানুষকে ধোকা দেয়া হচ্ছে। শরীয়তের পরিভাষায় এই জাতীয় বেচাকেনাকে বলা হয়েছে–

تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ

তোমরা ধোকাবাজির বাণিজ্য করবে। ক্ষেত খামার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, আর গরুর লেজুড় ধরে বসে থাকবে।

আমাদের গ্রামগুলোতে গিয়ে কৃষকদের প্রতি একবার লক্ষ করুন। দেখবেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব চিত্র তারা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বলেছেন, তোমরা যখন গরুর লেজুড় ধরে ঘরে বসে পড়বে এবং

وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ছেড়ে দেবে।

তখন–

سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন।

সুতরাং আমাদের ব্যবসায়ী সমাজকে উলামায়ে কেরামের কাছে যেতে হবে, তাদেরকে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলতে হবে এবং বলতে হবে, আমার এই ব্যবসায় যদি কোথাও হারাম থাকে সুদ থাকে অবৈধ কিছু থাকে তাহলে বলে দিন। যেন আমি আমার আমার স্ত্রী-সন্তানের জন্যে হারাম সঞ্চয় না করি।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

কমপক্ষে হালাল খাওয়ার চেষ্টা করুন। কখনও কখনও না বুঝে অনিচ্ছায় যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু জেনে বুঝে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়া কোন মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না। আমি অনুরোধ করবো, আপনারা উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হোন। তাদের কাছ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়েয না-জায়েয জানুন। জায়েয পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যা বর্জনীয় তা সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করুন। সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করা সম্ভব না হলে ধীরে ধীরে তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ অবলম্বন করুন। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার চিন্তা করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই বেরিয়ে আসার পথ করে দিবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দিন। আমীন॥

[বায়ানাতে জামীল : খণ্ড ১ : ৪৪৫-৪৭০ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

বয়ান : নয়

মৃত্যু ও কেয়ামতের দৃশ্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا۔ اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ
وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ
عَذَابُهٗ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ۔ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ
اَلْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْبَدِيْلِ وَالْمَثِيْلِ وَالشَّبِيْهِ.

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً
اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ۔ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا
وَّنَذِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ!...

মানব জাতির এই পৃথিবীতে আগমন একটা অনেক বড় ঘটনা। সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি পলকে লাখ লাখ কোটি কোটি ঘটনা জন্মগ্রহণ করছে। আবার ঠিক একই মুহূর্তে তা শেষও হয়ে যাচ্ছে। অযুত লক্ষ

www.banglakitab.weebly.com

কাহিনী মুহূর্তে শুরু হচ্ছে আবার মুহূর্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ কোটি কাহিনী লক্ষ কোটি ঘটনা প্রতি মিনিটে জন্ম নিচ্ছে আবার ঠিক সেই মুহূর্তেই হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি ঘটনা তার শেষ সীমা স্পর্শ করছে।

আমি এই পৃথিবীতে এসেছি, আমার এই আগমন একটি অনেক বড় ঘটনা। আপনি এই পৃথিবীতে এসেছেন, আপনার জন্যে এবং পুরো পৃথিবীর সমগ্র মানুষের জন্যে এই পৃথিবীতে আগমন জীবনের সবচাইতে বড় ঘটনা। আমরা সকলেই এই পৃথিবীর এক একজন সদস্য। আমরা এখন এই পৃথিবীতে আছি। অথচ এটা শতভাগ সম্ভব ছিল– আমাদের জন্মই হতো না। এই পৃথিবীতে আমাদের আগমন ঘটতো না। কোথাও আমাদের কথা আলোচনাও হতো না।

বিশ্ব জাহানের মূল

এই সৃষ্টি জগতের মূল হলো অস্তিত্বহীনতা। এর কিছুই নাই কিছুই ছিল না। আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে সর্বদা ছিলেন, সর্বদা আছেন, সর্বদা থাকবেন। আমরা যদি পেছনের দিকে তাকাই এবং ভাবি, পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করি, তাহলে সত্যিই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বো। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তার আদি পর্যন্ত আমরা পৌছাতে পারবো না। আসলে যদি এর কোন আদি থাকতো সূচনা থাকতো তাহলে তো মানুষ সেখানে পৌছাতো। মূলত আল্লাহ তাআলার কোন সূচনা নেই। সুতরাং মানুষ সেখানে কীভাবে পৌছাবে? আমরা যদি তার অন্ত দেখতে চাই এবং শেষ কোথায় তা নিয়ে ভাবি, তাহলেও ক্লান্ত হবো। সকল মানুষ সকল জিন সকল ফেরেশতা সকল রাসূল এবং সর্বশেষ রাসূল সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহও যদি এ নিয়ে ভাবতে চায় তাহলে এর শেষ স্পর্শ করতে পারবে না। এই বিশ্ব জগতের একটা অস্তিত্ব আছে। এক সময় ছিল না। পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আমি এই অস্তিত্বমান বিশ্বেরই একজন। যেখানে আমি আছি। সুতরাং আমার এই অস্তিত্বটা আমার জন্যে একটা অনেক বড় ঘটনা।

www.banglakitab.weebly.com

সবচে' বড় প্রশ্ন

সেই সাথে আমার জীবনের সবচে' বড় প্রশ্ন হলো আমি কেন এসেছি। ভয়ের বিষয় হলো, শয়তান আমাদেরকে আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় এই প্রশ্নটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিয়েছে। তারপর আমাদেরকে আটকে দিয়েছে এই বিশ্ব জগতের অসংখ্য প্রশ্নের ফাঁদে। এখন আমরা ভাবি–

এই মাটি কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
এই বাতাস কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
এই সূর্য কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
এই লোহা কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
এই তামা কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
এই জীব-জানোয়ার কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
এই গাছ-গাছালি কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
এই জগত কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?
এই তরুলতা কীভাবে সবুজ হয়?
এই ফলমূল কীভাবে মিষ্টি হয়?
মাটির নিচে খনিজ সম্পদ কোথেকে এলো?
কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে পেট্রোল?

মূলত মানুষ তার নিজের বাইরে জগতের নানা অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত। আর সে অন্যের সন্ধানে হারিয়ে গেছে। তার জীবনের সবচাইতে বড় প্রশ্ন ছিল এই জগতে আমি কেন এসেছি? আমার আগমন কেন? তার এই প্রশ্ন সম্পর্কে তার মা-বাবা তাকে কিছু বলছে না। তার চারপাশ তাকে এ সম্পর্কে ভাবতে দিচ্ছে না। কোন স্কুল কলেজ শিক্ষক প্রফেসর কেউই তাকে এ বিষয়ে ভাবিত করছে না। কেউই তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না। তুমি দুনিয়াতে এসেছো। ভেবে দেখ, কেনো এসেছো?

এই কেনোর মুখোমুখি আমাদেরকে হতে হবে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে– আমি কেনো এসেছি। আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে এই ভাবনায় জড়িয়ে দিয়েছেন–

www.banglakitab.weebly.com

এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? [যারিআত : ২১]

আল্লাহ তাআলা এখানে আমাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছেন। বলেছেন, তোমরা নিজেদের সম্পর্কে কেনো চিন্তা-ভাবনা করো না? সত্যিই তো এটা আমার জন্যে কত বড় একটা ঘটনা। কত বিশাল এক কাহিনী। আমি এই জাহানের একজন উপস্থিত সদস্য হিসেবে আমাকে ভাবতে হবে–

আমি কেনো এসেছি

কোথা থেকে এসেছি

কে আমাকে পাঠিয়েছে

আমি যাচ্ছি কোথায়

আমার চারদিক থেকে এখন প্রশ্ন উঠছে। এই প্রশ্ন ওঠা অনিবার্য ছিল। এই প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। আমার জীবনের চলতি পথে যেসব প্রশ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার উত্তর অনিবার্য নয়। যদি সে সব প্রশ্নের জবাবে আমি ফেল করে বসি, তাহলেও পাশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এখানে আমি যেসব প্রশ্ন তুলেছি– প্রশ্ন আসলে আমি তুলিনি। এ প্রশ্ন তো শরীয়তই তুলেছে। আমি তো কেবল আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যে ব্যক্তি এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজবে না, যে ব্যক্তি এসব প্রশ্নে ফেল করবে তার সে ফেল চূড়ান্ত ফেল হিসেবেই বিবেচিত হবে। তার এই পরাজয় চূড়ান্ত পরাজয়। সে জীবনে কখনও বাজি জিততে পারবে না। এই যে প্রশ্ন উঠছে– আমি কেনো এসেছি, কোথা থেকে এসেছি, আমাকে কে পাঠিয়েছে, কেনো পাঠিয়েছে, যাচ্ছি কোথায়, আমার মনযিল কোথায়? আমার জীবনের লক্ষ্যই বা কি? এসব প্রশ্নকে এড়াবার তো কোন অবকাশ নেই। অথচ এই পৃথিবীতে চোখ খোলা মাত্রই আমি মনেপ্রাণে এর সাথে মিশে যাই। আমার মন প্রাণ আটকা পড়ে যায় এই জগতের রঙ রূপে।

এখানকার আনন্দগুলো আমার কাছে ভালো লাগে।
এখানকার গান ভালো লাগে।
এখানকার মাঠ প্রান্তর ভালো লাগে।

www.banglakitab.weebly.com

এখানকার সবুজ ভালো লাগে।
এখানকার বন্ধুত্ব লাগে।

বিদায়ও এক বড় ঘটনা

অতঃপর আমি না চাইলেও আমাকে আরেকটি বড় ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। আমাকে আমার পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই পৃথিবী থেকে এমনভাবে চলে যেতে হয় যেন কখনও আমি এই মায়াবী জগতে পা রাখিনি। এই ঘটনাও কম বড় নয়।

আমার আগমনে আমার ইচ্ছার হাত ছিল না।

আমার আগমনে আমার প্রার্থনার হাত ছিল না।

আমার আগমনে আমার স্বাধীনতা ছিল না।

আমার আগমনে আমার মনের কোন আকুলতা ছিল না।

আমি এই রূপময় পৃথিবীতে আসতে চাইনি। আপনি চাননি। আমরা কেউই এই সুন্দর পৃথিবীতে আসার জন্যে দরখাস্ত করিনি। পুরুষ হিসেবে আসার জন্যে দরখাস্ত করিনি। আমাদের এই গঠন এই আকৃতি এই রূপ-কোনটার জন্যেই দরখাস্ত করিনি। আল্লাহ তাআলাই অদৃশ্য থেকে আমাদের এই অস্তিত্ব দান করেছেন।

এই পৃথিবীতে আমরা যখন এসেছি তখন আর এখান থেকে যেতেও চাই না। আমরা কেউই মরতে চাই না। অথচ ডানে বামে যেদিকে তাকাই-দেখি, মৃত্যু তার লৌহ পাঞ্জা চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে একের পর এক যাকে খুশি শিকার করছে। বীর যোদ্ধা সাহসীরা অসহায়ের মতো তার হাতে সমর্পিত হচ্ছে। আমরা বড় বড় রাজা-বাদশাহদের সিংহাসন উল্টে যেতে দেখি। দেখি মৃত্যুর কাছে তারা ক্ষুদ্র ইঁদুরের মতো অসহায়।

খলীফা ওয়াসেক বিল্লাহর মৃত্যু

ওয়াসেক বিল্লাহ ছিল এক পরাক্রমশীল বাদশাহ। তার চোখে চোখ রেখে কারও কথা বলার হিম্মত হতো না। তার চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে

www.banglakitab.weebly.com

পড়তো। কিন্তু মৃত্যু যখন ঝাপটা মেরেছে তখন সে সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে হাত তুলে ফরিয়াদ জানিয়েছে–

يَا مَنْ لَا يَزَالُ مُلْكُهُ

اِرْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ

হে প্রভু! তোমার রাজত্ব চিরন্তন।

রাজ্যহারার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর।

যার চোখে চোখ রেখে পৃথিবীর কারও কথা বলার হিম্মত হতো না, সে আজ পড়ে আছে। মৃত্যুর পর তার শরীরের উপর চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সামান্য সময় যেতেই তার শরীর নড়ে উঠতে দেখা গেলো। চাদরের নীচে তার মুখের দিকটায় কী যেন নড়ে উঠলো। উপস্থিত সকলেই অস্থির। কী নড়ে উঠলো? তখন চাদর সরানো হলো। দেখা গেলো একটি নাদুস নুদুস ইঁদুর তার চোখ দুটো খেয়ে ফেলেছে। উপস্থিত সকলেরই বিস্ময়ের সীমা রইলো না। আব্বাসী মহলে ইঁদুর! যে মহলের ভেতরে ঝুলানো রয়েছে ৩৮ হাজার পর্দা। সোনার পানিতে প্রলেপ দেয়া পর্দা। যে পর্দায় নকশা করা হয়েছে হীরা মোতি দিয়ে। হীরা পর্দায় এমনভাবে ঝুলানো ছিল, দূর থেকে দেখে মনে হতো যেন আঙুর ঝুলে আছে। আব্বাসী এই শাহী মহলে পিঁপড়ার প্রবেশও কঠিন। সেখানে এই ইঁদুর আসলো কোত্থেকে? তারপর আবার খাস মহলের ভেতর।

এ ইঁদুর আল্লাহ পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন এই জন্য যেন মানুষ দেখতে পারে– যে চোখ থেকে প্রতাপ ঝরতো সে চোখ আজ একটি ইঁদুরের কাছেও কত অসহায়। সামনে কবরে যা ঘটবে সে তো ভবিষ্যত কাহিনী। তবে এখান থেকে অনুমিত হয়, সামনে তার সাথে কী আচরণ করা হবে!

এখান থেকে কেউ যেতে চায় না। অথচ হঠাৎ করেই মৃত্যুর শিকার হতে হয়। এখান থেকে তুলে নেয়া হয়, অথচ আমাদের মন বসে পড়েছে এখানে। আমরা এখান থেকে যেতে চাই না। অথচ আমরা প্রথমে এখানে আসতেই চাইনি। চাইবো কী করে? তখন তো আমাদের অস্তিত্বই ছিল না। আর এখন আমরা যেতে চাচ্ছি না। অথচ –

www.banglakitab.weebly.com

تَرُو عَنِّي الْجَنَائِزُ كُلَّ يَوْمٍ
وَ يَحْزُنُنِي بُكَاءُ النَّائِحَاتِ

জানাযা প্রতিদিনই আমাকে সন্ত্রস্ত করে
বিলাপকারিণীদের বিলাপ আমাকে করে চিন্তিত।

আমি যে দিকে তাকাই সেদিক থেকেই ভেসে আসে বিলাপের ধ্বনি। আমার ভেতরে ঝাঁকুনি দেয়। আমাকে সন্ত্রস্ত করে। এখন অবশ্য সময় বলদে গেছে। এখন তো ঘরের মধ্যে কেউ মারা গেলেও অন্তর কম্পিত হয় না। আমাদের অন্তর এখন পাথর হয়ে গেছে। এখন আমরা কবরস্তানে দাঁড়িয়ে টেলিফোনে ব্যবসা করি। কবরস্তানে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, কবরস্তানে দাঁড়িয়ে টেলিফোনে ব্যবসা করছি। আমাদের অন্তর এতটাই কঠোর হয়ে পড়েছে। আমাদের অন্তর এতটাই অন্ধ হয়ে পড়েছে। চোখের সামনে সমাধিস্থ হতে দেখেও নিজের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে না।

হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের জানাযা
এক শিক্ষণীয় ঘটনা

হিশাম ইবনে আবদুল মালিক একজন দাসী কিনেছিল। দেখতে ছিল অসম্ভব সুন্দরী। তাকে সে খরিদ করেছিল এক লাখ দিনারে। তারপর আদেশ করলো, এর জন্যে একটি মহল তৈরি কর। তার জন্যে তৈরি হলো স্বতন্ত্র মহল। তারপর যখন একান্তে তার সাথে মিলিত হবার জন্যে মহলে পৌঁছালো তখন হঠাৎ করে বাইরে শোরগোল শুনতে পেলো। কী ঘটেছে দেখার জন্যে জানালা খুললো। দেখলো, জানাযা যাচ্ছে। তার আবেগ উত্তাপ সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে পড়লো। বললো–

كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا

মৃত্যুর চাইতে বড় উপদেশক আর কিছু নেই।

এ কথা বলে সাথে সাথে দাসীকে বললো, যাও! তুমি আযাদ।

www.banglakitab.weebly.com

সেকালের জালেম বাদশাহরা পর্যন্ত মৃত্যুকে এভাবে ভয় করতো। এখনকার অসহায় মিসকিনরাও তাদের মতো মৃত্যুকে ভয় করে না। সেকালে তিন তিনটি মহাদেশের সম্রাটগণ যেভাবে মৃত্যুকে ভয় করতো, মৃত্যুকে দেখে নড়ে উঠতো, কেঁপে উঠতো– আজকের একজন অতি সাধারণ দরিদ্র মানুষও মৃত্যুকে দেখে জানাযা দেখে সেভাবে ভয়কম্পিত হয় না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

মৃত্যু তার পাঞ্জা চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ডানে বামে যেদিকে তাকাও। মৃত্যুর হাতে শিকার হচ্ছে যুবক বৃদ্ধ সুস্থ অসুস্থ আমীর ফকির সকলে। আমরা মরতে চাই না। তারপরও আমরা যেদিকেই তাকাই সেদিকেই দেখি মৃত্যুর সামনে মানুষ কত অসহায়! মানুষ কতভাবে মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। পরিণামে জয়ী হচ্ছে আল্লাহর বিধান।

حُكْمُ الْمَنِيَّةِ فِى الْبَرِيَّةِ جَارٍ

مَا هٰذِهِ الدُّنْيَا بِدَارِ قَرَارٍ

মৃত্যুর নির্দেশ সৃষ্টির মাঝে চলমান।

এই পৃথিবী থাকার জায়গা নয়।

মৃত্যুর নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়ন হচ্ছে। এখানে কারোই থাকার সুযোগ নেই। কিন্তু এরা যাচ্ছে কোথায়? মৃত্যু আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

মৃত্যুর পর কী হবে

তারপর এখানে আরেকটি প্রশ্ন ওঠে। এ তো মরতে চায়নি। তারপরও মারা গেলো কেনো? একে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? আচ্ছা, মৃত্যুর পর কি এ মাটি হয়ে যাবে? নীরব জগতের বাসিন্দা হয়ে যাওয়ার পর তাকে কি পুনরায় উঠতে হবে? কী হবে সামনে? মৃত্যুর পর কী রয়েছে? কেনো জীবন মরণের এই ধারাবাহিকতা? মূলত এগুলো এমন প্রশ্ন যার জবাব দিতে মানুষের বিবেক অক্ষম। আমাদের কাছে এসব প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

www.banglakitab.weebly.com

আমরা আমাদের বিবেক খাটিয়ে বলতে পারি না–

আমরা কোথা থেকে এসেছি।

আমরা কেনো এসেছি।

মৃত্যু কি।

আমরা কোথায় যাচ্ছি।

মৃত্যুর পর কী হবে?

এসব প্রশ্নের জবাবে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক সম্পূর্ণ নীরব।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ

আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে। তারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ। বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। [নামল : ৬৬]

পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অপর্যাপ্ত। আখেরাত পর্যন্ত তাদের জ্ঞান পৌঁছাতে পারেনি। তারা মূলত পরকাল কি জানেই না।

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ

অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। [মু'মিনুন : ৩৬]

এটাই মানব বিবেকের জবাব। কিছুই না কিছুই না। যেখানেই গিয়ে তারা অক্ষম সেখানেই গিয়ে পরিষ্কার বলে দেয়, সব মিথ্যা সব মিথ্যা।

مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ

একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। [জাছিয়া : ২৪]

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ মৃত্যু একটা প্রাকৃতিক বিষয়। প্রাকৃতিকভাবেই আমরা মৃত্যুবরণ করি। প্রাকৃতিকভাবে সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। মৃত্যুর পর আর কিছু নেই।

ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝

আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবোই গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? তারা বলে, তাই যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন। [নাযিআত : ১০-১২]

আজ পর্যন্ত কি কেউ কবর থেকে ফিরে এসেছে? আজ পর্যন্ত কি কেউ বলতে পেরেছে, মরণের পর সে কোন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে? এসব কিছুই নয়। শরীরের হাড় পুরনো হয়ে গেছে। পচে গেছে, গলে গেছে, মাটির সাথে মিশে গেছে। সুতরাং এ কবর থেকে কাউকে আর পুনরায় উঠতে হবে না। কোন কিছুর মুখোমুখি হতে হবে না।

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ

এবং আমরা উত্থিত হবো না। [মু'মিনূন : ৩৭]

মানব বিবেকের জবাব এটাই। আর এখানে এসেই আল্লাহ তাআলার ইলম পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীগণ এসে সোজাসুজি বলেছেন-

اَلْمَوْتُ لَيْسَ مِنْهُ الْفَوْتُ

মৃত্যু থেকে পালাবার কোন উপায় নেই।

اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। [নিসা : ৭৮]

সুতরাং মৃত্যু থেকে কেউ কোনদিন পালিয়ে থাকতে পারবে না।

www.banglakitab.weebly.com

কেয়ামত অনিবার্য

যে আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যে আল্লাহ তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তিনিই বলেছেন, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন রয়েছে।

وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ

এবং সেখান থেকে তোমাদেরকে বের করে আনা হবে। [আরাফ : ২৫]

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

এবং তা থেকে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো। [ত্বহা : ৫৫]

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

আমি মৃত্তিকা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবো এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো। [ত্বহা : ৫৫]

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى

তোমরা তো আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো। [আনআম : ৯৪]

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى

অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে। [নাজিআত : ৩৪]

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

যখন কেয়ামত উপস্থিত হবে। [আবাছা : ৩৩]

www.banglakitab.weebly.com

اَلْقَارِعَةُ مَاالْقَارِعَةُ

মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কী? [কারি'আ : ১-২]

اَلْحَاقَّةُ مَاالْحَاقَّةُ

সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। [হাক্কা : ১-২]

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةُ

তোমার নিকট কি কেয়ামতের সংবাদ এসেছে? [গাশিয়া : ১]

وَيَوْمُ الْخُسْرَانِ

এবং ব্যর্থতার দিন।

وَيَوْمُ الْفَوْزَانِ

এবং সফলতার দিন।

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ

সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল প্রবেশ করবে জাহান্নামে। [শুরা : ৭]

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا

নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে বিচার দিবস। [নাবা : ১৭]

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ

নিশ্চয়ই সকলের জন্যে নির্ধারিত আছে তাদের বিচার দিবস। [দুখান : ৪০]

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ٥ لَمَجْمُوْعُوْنَ، اِلٰى

www.banglakitab.weebly.com

مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

বলো, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ— সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। [ওয়াকিয়া : ৪৯-৫০]

কেয়ামত এক অনিবার্য সত্য। সেদিন মানব জাতিকে এই মাটি থেকে পুনরায় উত্থিত করা হবে, যে মাটি থেকে তার সৃষ্টি। সেখানে আল্লাহ তাআলার কাছে উপস্থিত হতে হবে সম্পূর্ণ একাকী। হ্যাঁ, সে এক মহাসংকট। সে এক মহাপ্রলয়। সে এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। নিশ্চয়ই সে দিন সুনির্ধারিত, সেদিন পূর্ববর্তী পরবর্তী সকলকেই আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে এবং সেদিন একদল যাবে বেহেশতে, আর একদল যাবে জাহান্নামে।

يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ

স্মরণ করো, যেদিন আমি পর্বতমালাকে করবো সঞ্চালিত। [কাহাফ : ৪৭]

وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً

এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর। [কাহাফ : ৪৭]

قَاعًا صَفْصَفًا

(পরিণত করবেন) সমৃণ সমতল ময়দানে। [ত্বহা : ১০৬]

لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا

যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না। [ত্বহা : ১০৭]

وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا

সেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করবো এবং তাদের কাউকেই অব্যাহতি দেবো না। [কাহাফ : ৪৭]

www.banglakitab.weebly.com

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। [মারইয়াম : ৯৩]

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

এবং কেয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর কাছে উপস্থিত হবে একাকী অবস্থায়। [মারইয়াম : ৯৪]

وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকে এটা বহন করতে আহ্বান করে, তবে তার কিছুই বহন করা হবে না– নিকট আত্মীয় হলেও। [ফাতির : ১৮]

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। [ফাতির : ১৮]

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ

সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত করে রাখবে। [আবাছা : ৩৭]

এ হলো কেয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার ঘোষণা। সেদিন হবে বড়ই ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা পাহাড়কে পর্যন্ত সঞ্চালিত করবেন। এই পৃথিবী হবে এক খোলা প্রান্তর। সমতল ভূমি। কোথাও উঁচু নিচু কোন কিছু নজরে পড়বে না। গোলামের মতো পৃথিবীর সকল মানুষ সেখানে উপস্থিত হবে। প্রত্যেকেই উপস্থিত হবে একাকী। কেউ কারও বোঝা বহন করবে না। মাকে ডাক, বাবাকে ডাক– কেউ সাড়া দেবে না। স্ত্রী-সন্তান

www.banglakitab.weebly.com

কেউই তোমার বোঝা বহন করবে না। সেদিন আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ

এবং সিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে। [যুমার : ৬৮]

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ

এ তো কেবলই এক বিকট আওয়াজ। [নাযিআত : ১৩]

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে। [নাযিআত : ১৪]

وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً

পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। [হাক্কা : ১৪]

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

সে দিনই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। [হাক্কা : ১৫]

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ

এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পড়বে, আর সে দিন তা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। [হাক্কা : ১৬]

وَالْمَلَكُ عَلٰى اَرْجَائِهَا

ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্ত দেশে থাকবে। [হাক্কা : ১৭]

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে। [হাক্কা : ১৭]

সিঙায় প্রথমবার ফুৎকার দেয়ার পর ঠিক এভাবেই কায়েম হবে কেয়ামত।

মাখলুকের অসহায়ত্ব এবং জগতের মৃত্যু

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ

সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে। [হাক্কা : ১৮]

আজ তোমরা কেউ ফয়সালাবাদী, কেউ মুলতানী, কেউ ইরানী, কেউ তুরানী। কিন্তু কেয়ামতের দিন সকলকে এক সাথে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। [হাক্কা : ১৮]

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়? [কিয়ামাহ : ১০]

সেদিন তোমরা ছোটাছুটি করবে। পালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু পালাতে পারবে না। লুকাতে পারবে না। তোমাদের কোন কিছু গোপনও করতে পারবে না। তোমরা শক্তি খাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে শক্তিও খুঁজে পাবে না।

فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ

অতিক্রম করো, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ব্যতিরেকে। [রাহমান : ৩৩]

www.banglakitab.weebly.com

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

সমস্ত বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে। [আলে ইমরান : ১৫৪]

إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا

সকল শক্তি আল্লাহরই। [বাকারা : ১৬৫]

সেদিন সকল শক্তি শাসন ও ক্ষমতা হবে একমাত্র আল্লাহর হাতে। সেই আল্লাহ– যিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু থেকে পাক। তিনি সকলকে মৃত্যু দেন। অথচ তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি সকলকে জীবন দেন, অথচ তিনি এই জীবন থেকেও পাক। সকল জীবিতের পূর্বে তিনি জীবিত। অতঃপর সকল জীবিতকে মৃত্যু দানের পরও তিনি জীবিত। তিনি সকলকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করাবেন, অথচ তিনি সকল দুর্বলতা ও মৃত্যু থেকে পবিত্র। তিনি মৃত্যু দিয়েছেন নূর থেকে সৃষ্টি সকলকে। মৃত্যু দিয়েছেন মাটি থেকে সৃষ্টি সকলকে। জলজ এবং স্থলজ সকলকেই তিনি মৃত্যু দিয়েছেন। শূন্য ও বায়ুমণ্ডলে যাদের বাস তাদেরও মৃত্যু দিয়েছেন। সকলকে মৃত্যু দানের পর এখন কেবলই তিনি জীবিত। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময় মহানুভব। [রাহমান : ২৭]

তিনিই জীবিত–

যিনি ধ্বংস থেকে পাক।

লয় থেকে পাক।

ক্ষয় থেকে পাক।

ক্লান্তি থেকে পাক।

অবসন্নতা থেকে পাক।

গাফলত থেকে পাক।

সব রকমের দুর্বলতা থেকে পাক।

তিনি একা। কারও প্রতি ঠেকা নন।

www.banglakitab.weebly.com

তিনি একা। তাঁর কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নেই।
তিনি একা। একাকীত্ব ঘুচাবার জন্যে কোন মাহফিলের প্রয়োজন নেই।

لَا اُخَلِّقُكُمْ لِاَسْتَعِيْنَ بِكُمْ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ عَجِزْتُ عَنْهُ

তিনি সহায়তা নেয়ার জন্যে কোন মাখলুক সৃষ্টি করেননি।

তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

তিনি কিছু করতে চাইলে কারও সহায়তার প্রয়োজন পড়ে না।

কথা বলার জন্যে কোন সঙ্গীর প্রয়োজন পড়ে না।

সময় কাটাবার জন্যে কোন সাথীর প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর কোন মজলিশের প্রয়োজন নেই, মাহফিলের প্রয়োজন নেই। ফেরেশতার প্রয়োজন নেই, মানুষের প্রয়োজন নেই, নবীর প্রয়োজন নেই, রাসূলের প্রয়োজন নেই, ওলীর প্রয়োজন নেই, সিদ্দীকের প্রয়োজন নেই, শহীদের প্রয়োজন নেই। আরশ থেকে নিয়ে এই মাটি পর্যন্ত আসমান জমিনের কোন বিন্দুর কাছে তাঁর ঠেকা নেই। তিনি কোন পাহাড়ের মুহতাজ নন। কোন ধন-ভাণ্ডারের মুহতাজ নন। তিনি একা ছিলেন। একা আছেন। একা থাকবেন।

তাঁর অস্তিত্বের জন্যে রূহ্-এর প্রয়োজন নেই। খাদ্যের প্রয়োজন নেই। পানির প্রয়োজন নেই। বাতাসের প্রয়োজন নেই।

তাঁর চাহিদা পূরণ করার জন্যে কোন রাজত্বের প্রয়োজন নেই। আরশের প্রয়োজন নেই। কুরসির প্রয়োজন নেই। আসমানের প্রয়োজন নেই। জমিনের প্রয়োজন নেই।

তাঁর বাদশাহী ও রাজত্ব দেখানোর জন্যে আসমান ও জমিনের ঠেকা নন। নিজেকে মাসজূদ প্রমাণিত করার জন্যে ফেরেশতা কিংবা আমাদের সিজদার প্রয়োজন নেই।

তাঁকে মা'বূদ হওয়ার জন্যে আমাদের বন্দিগীর প্রয়োজন নেই।

তাঁকে আকবার কিংবা কাবীর হওয়ার জন্যে আমাদের তাকবীর কিংবা

www.banglakitab.weebly.com

আযানের প্রয়োজন নেই।

তাঁর প্রশংসার জন্যে আমাদের তাসবীহ্-এর প্রয়োজন নেই।

কেউ মানুক আর না মানুক তিনি সর্বাবস্থায় পাক। সর্বাবস্থায় সব কিছুর ঊর্ধ্বে। মহান তাঁর সত্তা। চির পবিত্র তাঁর সব কিছু।

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

لَاتُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ

لَاتُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ

لَايَخْشَى الدَّوَائِرَ

দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না। [আনআম : ১০৩]

হ্যাঁ, কোন চোখ তাঁকে দেখতে পারেনি।
কোন ধারণা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।
কোন দুর্ঘটনা তাঁকে নাড়াতে পারেনি।
তিনি কোন ইনকেলাবকে ভয় করেন না।

তাঁর প্রশংসার কোন সীমা নেই

لَايَصِفُهُ الْوَاصِفُوْنَ

প্রশংসাকারীগণ তাঁর প্রশংসা করে শেষ করতে পারবে না।

প্রশংসাকারীগণ প্রশংসা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁর প্রশংসা শেষ হবে না। বলতে বলতে আমাদের জিহ্বা থেমে যাবে, লেখতে লেখতে আমাদের কলম ভেঙ্গে যাবে, আমাদের কালি শেষ হয়ে যাবে– তবুও তাঁর প্রশংসা শেষ হবে না। এই বিশাল ধরিত্রীকে যদি কালি বানিয়ে দেন, আকাশ ও পৃথিবীকে যদি একটি পাতা বানিয়ে দেন; অতঃপর যদি

www.banglakitab.weebly.com

পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত দীর্ঘ একটি কলম আমাদের হাতে ধরিয়ে দেন, সাত সমুদ্র তো অতি সামান্য– সাত পৃথিবীর শূন্যতাকে যদি কালি দিয়ে পূর্ণ করে দেন; অতঃপর আমাদের চারপাশে বসিয়ে দিয়ে আদেশ করেন– আমার প্রশংসা লেখ। আরশ থেকে পৃথিবী অবধি দীর্ঘ কলম। আকাশ ও পৃথিবী বরাবর উন্মুক্ত পাতা। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ইলম। অতঃপর এসব নিয়ে যদি আমরা– মানুষ জিন ফেরেশতা পূর্ববর্তী পরবর্তী মৃত জীবিত যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলে তাঁর প্রশংসা লিখতে থাকি– এমন কি জগতের প্রতিটি পরমাণুর ভাষা যদি আমাদের সাথে মিলিত হয়, আমাদের প্রশংসায় যদি মিলিত হয় বেহেশতের হুর, বেহেশতের ফেরেশতাগণ, দোযখের ফেরেশতাগণ এবং জগতের প্রতিটি সৃষ্টি– তবুও আমার আল্লাহর ঘোষণা হলো–

لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا
بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা যদি এর সাহায্যে অনুরূপ আরও সমুদ্র আনি তবুও। [কাহাফ : ১০৯]

সকল সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সকল কলম ভেঙ্গে যাবে, তোমাদের হাত অবসন্ন হয়ে যাবে, ভেঙ্গে যাবে কিন্তু তোমাদের প্রভুর প্রশংসা শেষ হবে না। অসীম প্রভুর প্রশংসা তোমরা তোমাদের সসীম শব্দ দিয়ে কোন দিন শেষ করতে পারবে না।

তিনি অসীম, তাঁর সব কিছুই অসীম।
তাঁর জ্ঞান অসীম। আমাদের মূর্খতা অসীম।
তাঁর শক্তি অসীম। আমাদের দুর্বলতা অসীম।
তাঁর ক্ষমতা অসীম। আমাদের অক্ষমতা অসীম।
তাঁর দান অসীম। আমাদের কার্পণ্য অসীম।
তাঁর বাদশাহী ও বড়ত্ব অসীম। আমাদের ছোটতা ও ক্ষুদ্রতা অসীম।

শক্তি ও ক্ষমতায় তিনি পরিপূর্ণ, সীমানাহীন। অথচ আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কোন সীমানা নেই। তাঁর প্রতিটি গুণই অপার। অথচ আমাদের

www.banglakitab.weebly.com

দুর্বলতা ও অক্ষমতার কোন সীমানা নেই। মাখলুক সীমাবদ্ধ, আল্লাহ অসীম। সসীম কি করে অসীমের প্রশংসা করে শেষ করবে? তাঁর প্রশংসা করার মতো জিহ্বা নেই। তাঁর প্রশংসা লেখার মতো কলম নেই। তাঁকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান নেই। তাঁর সত্তা চিরন্তন, অবিনশ্বর। পৃথিবীর অন্য সব কিছু ধ্বংসশীল। সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হয়। অথচ তিনি মৃত্যু থেকে পবিত্র।

আল্লাহ তাআলা যদি এই জগতে কাউকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতেন তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতেন। অথচ তাঁকেও তিনি বলেছেন–

عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ

থাক, যতদিন খুশি। তোমাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে।

হ্যাঁ, হে নবী! তোমাকে কত বছর থাকতে হবে তা আমি বেঁধে দিচ্ছি না। ৬৩ বছরই থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যত দিন খুশি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকবে। আমার ফেরেশতা তোমার কাছে আসবে না। তবে একদিন অবশ্যই মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে। মৃত্যু থেকে পবিত্র কেবলই তোমার প্রভু।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

মৃত্যু সত্যিই অনেক বড় একটা ঘটনা। অনেক বড় একটা সত্য। আমরা কেন মৃত্যুকে নিয়ে ভাবি না? আমরা কি কখনও দেখেছি, আমাদের ঘরে এই নিয়ে কথা হচ্ছে, মরতে হবে? এর জন্যে কি করবো? আপনি কি কখনও এ বিষয়ে আপনার সন্তানকে নিয়ে বসেছেন? কখনও কি স্বামী-স্ত্রী বসে এ নিয়ে কথা বলেছেন? এ বিষয়ে কি কখনও দাদা-দাদী বসে কথা বলেছে? নানা-নানী বাবা-মা ভাইবোন?

বলুন, মৃত্যুকে বুক পেতে নিতেই হবে। আমরা কি বসে কখনও এ নিয়ে কথা বলেছি?

ব্যবসা নিচের দিকে যাচ্ছে। কী করা যায়?
চাকরি পাচ্ছি না, কী করা যায়?

www.banglakitab.weebly.com

ছেলে অসুস্থ, কী করা যায়?
বিয়ে-শাদী হচ্ছে, কী করা যায়?
অমুক মারা গেছে, কী করা যায়?
দোকানটি হাতছাড়া হয়ে গেছে, কী করা যায়?
বাড়ি বানাতে হবে, কী করা যায়?
অমুক আসবে, কী করা যায়?

এ সব কিছু নিয়ে তো কী করা যায়, কী করা যায় হচ্ছে। কিন্তু মরতে হবে– এ নিয়ে কি আমরা কখনও এক সাথে বসে কী করা যায় বলছি?

মৃত্যুপথের যাত্রী! তোমার পর কী হয়েছে

যদি সবাই মিলে মৃত্যুকে স্মরণ করতো তাহলে আজ পৃথিবীর এই দশা হতো না। শয়তান মৃত্যুকে ভুলিয়ে দিয়েছে। অথচ মৃত্যু কত বড় একটি ঘটনা। সদা জাগ্রত এক সত্য। এই উজ্জ্বল ডাগর চোখ, এই প্রখর শ্রবণেন্দ্রিয়, সদা সঞ্চালমান হাত, তুখোর জিহ্বা, ক্রিয়াশীল হৃৎপিণ্ড, কর্মপ্রাণ শরীর– একদিন সবই মিটে যাবে। চোখ আছে, দেখে না। কান আছে, শোনে না। জিহ্বা আছে, বলে না।

এ তো সেই যে একদা শ্বাস নিতে নিতে বলতো, আমার অবসর নেই। অনেক বড় বড় কাজ পড়ে আছে।

আরে, আল্লাহকে একটু সিজদা তো কর।

অনেক বড় বড় কাজ পড়ে আছে।

ভাই, আজ তোমার কাজ কোথায় গেছে? তুমি আজ বলছো না কেনো? আজ তুমি তোমার বিশাল দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখো, এই তো লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তোমার বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো, মাঝখানে দেয়াল উঠেছে। ভাই ভাই মুখোমুখি। একে অপরের চেহারা খামচে ধরছে। তাকিয়ে দেখো, তোমার বিছানার উপর আজ লড়াই চলছে।

মা তাকিয়ে দেখ, তোমার অলংকার নিয়ে লড়াই চলছে। তোমার কাপড় নিয়ে লড়াই চলছে। তোমার জুতা নিয়ে লড়াই চলছে। একদা তুমি বলতে,

www.banglakitab.weebly.com

আমার অলংকার। আমার হাত। আমার ঘর। আজ তাকিয়ে দেখ, তোমার ঘরের মাঝে দেয়াল উঠেছে। তোমার দোকান নিয়ে আজ মোকদ্দমা চলছে। তোমার মিল ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে।

মৃত্যু অনেক বড় ঘটনা

তুমি উঠছো না কেন? যাও, ঝগড়া মিটাও। না না, সম্ভব নয়।

مِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

তাদের সমুখে বরযখ থাকবে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত। [মু'মিনুন : ১০০]

না, কেয়ামতের ফুৎকার ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারবে না। ইসরাফিলের ফুৎকারই কেবল তাদের জাগিয়ে তুলবে। তাদের সব গল্প থেমে গেছে। এক সময় কথায় কথায় বলতো, খুবই ব্যস্ত ঃ আজ তাদের ব্যস্ততা মাটির সাথে মিশে গেছে। মাটির সাথে মিশে গেছে তারাও। ব্যস্ততাও মিটে গেছে, নিজেরাও মিশে গেছে। মনে হয় যেন, তারা ছিল এই পৃথিবীর পৃষ্ঠে একটি ভুল অক্ষর। ভুলে লেখা হয়েছিল। তারপর তা মুছে ফেলা হয়েছে। পরে আর কখনও তা লেখা হবে না। অন্যদের কথা তো বাদ, সন্তানরা পর্যন্ত ভুলে যায়। চেহারার আদল আকৃতি ভুলে যায়। তাদের সাথে কাটানো সময় ও আসরের কথা ভুলে যায়।

এ কোন তুচ্ছ ঘটনা নয়। এই যে আমরা এখানে বসা আছি, বিশাল মজলিশ। সকলকেই মরতে হবে। আমাকেও মরতে হবে। খোদার কসম! মৃত্যু থেকে একজনও পালাতে পারবে না। এটা কি খুবই তুচ্ছ ঘটনা। এত বড় ঘটনা, অথচ এ নিয়ে আমাদের কোন ভাবনা নেই, তর্ক নেই।

এর জন্যে আমাদের কি করা উচিত? আমাকে কি করা উচিত? কারণ, আমি তো দেখি, চোখের সামনে আঙুল থেকে আংটি খুলে নেয়া হয়। জামা খুলে নেয়া হয়। পাজামা খুলে নেয়া হয়। বাজার থেকে কিনে আনা হয় সাদা কাপড়। তারপর সে কাপড়ে পেঁচিয়ে এক অন্ধকার ঘরে শুইয়ে দেয়া হয়। সে ঘর ছয় ফুট লম্বা। আড়াই কিংবা তিন ফুট প্রশস্ত। তারপর বুকের

www.banglakitab.weebly.com

উপর ঢেলে দেয়া হয় মণের পর মণ মাটি। তারপর কেউ আর তার কথা মনে রাখে না। বছরের পর বছর কেটে যায়। কেউ কবরের পাশে গিয়ে দেখেও না, কেমন আছে কবরটি। কেমন আছে কবরওয়ালা।

كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ خُلَّةٌ

وَلَا حُسْنُ وُدٍّ مَرَّةً فِى التَّبَازُلِ

যেন আমার ও তোমার মাঝে কোন বন্ধুত্ব ছিল না।
ছিল না কখনও সুন্দর সম্পর্ক।

এমন হয়ে গেছে, যেন জীবনে কখনও এক সাথে বসেওনি। এই ঘটনা তুচ্ছ নয়। সমস্ত অস্তিত্ব মাটির সাথে মিশে যাবে। যদি ঘটনা এখানে এসেই শেষ হয়ে যেতো, তবুও ভালো ছিল। ঠিক আছে ভাই, মরে গেছে, মাটি হয়ে গেছে। এসেছে। চলে গেছে। না না। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। বরং গল্পের পরবর্তী অংশ আরও ভয়ানক। আবার তোমাকে জীবিত করা হবে। তারপর–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং
কেউ অনু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে সে তাও দেখবে।
[যিলযাল : ৭-৮]

এটা কুরআনের সবচাইতে ভীতিপ্রদ আয়াত। কুরআনের এই বাণী সবচাইতে ভয়ানক। শরীরে ভয় ধরিয়ে দেয়। শরীরে কম্পন সৃষ্টি করে। অন্তর ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

এক সরিষা পরিমাণ নেক আমল করলে তার প্রতিদান পাবে। যদি এক সরিষা পরিমাণ পাপ করো, তার শাস্তিও ভোগ করবে। কুরআনের এই ঘোষণা সত্যিই ভয়াবহ। কেয়ামতের দিন এমন এক মাপ যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হবে, যে যন্ত্র আমার ভেতরটা আবেগ অনুরাগকে পর্যন্ত মেপে দেখাবে।

www.banglakitab.weebly.com

আমার কথা মাপা হবে।

আমার চোখের মণির নড়াচড়া মাপা হবে।

আমার কানের শ্রবণকে মাপা হবে।

আমার হাতের নড়াচড়া ও ধরাকে মাপা হবে।

আমার অন্তরের ভুল শুদ্ধ আবেগকে মাপা হবে।

আমার মাথার ভাবনাকে মাপা হবে।

আমার অন্তরের অনুভূতিকে মাপা হবে এবং মেপে মেপে তা দেখানো হবে।

এই মাপ থেকে এক বিন্দু পরিমাণও বাদ পড়বে না। যদি ভালো হয় তাহলে তা আলোকিত হবে। যদি মন্দ হয় তাহলে তা অন্ধকার হয়ে ধরা দেবে।

সেদিন সত্যিই বড় ভয়াবহ হবে। একটি শ্রেণী তাদের কবর থেকে উত্থিত হবে। তাদের চেহারাগুলো হবে কালো রাতের মতো। তারা বলতে থাকবে–

يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا

> হায়! দুর্ভোগ আমাদের। কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো? [ইয়াসীন : ৫২]

চারদিকে কান্না, চিৎকার, হইচই, হায় হায়। একটি শ্রেণী ভয়াবহ আকৃতিতে কবর থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। পাশাপাশি নিজ নিজ কবর থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে আরেকটি শ্রেণী। তাদের শরীর সুবাসপূর্ণ। তাদের শরীর থেকে চারদিকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। তারা সকলে এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে হাশরের মাঠে এসে একত্রিত হচ্ছে। হঠাৎ করেই দেখবে, একেবারে অতর্কিতভাবে আল্লাহর আরশের বিদ্যুৎ গর্জন করে উঠবে। আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে এই তাসবীহ–

www.banglakitab.weebly.com

سُبْحٰنَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، سُبْحٰنَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ، سُبْحٰنَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ، سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوْتُ-

ফেরেশতাদের মুখে মুখে তাসবীহ, আরশময় গুঞ্জরণ, আরশ মাথার উপর চলে আসবে। দুনিয়ার সকল মানুষ বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে।

বান্দাদের উদ্দেশে আল্লাহর ভাষণ

সর্বপ্রথম চেতনা ফিরে পাবেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি উঠে দাঁড়াবেন, তারপর সকলে উঠে দাঁড়াবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে–

يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ اَبْصَرْتُ لَكُمْ مُنْذُ اَنْ خَلَقْتُكُمْ اِلٰى يَوْمِ اَحْيَيْتُكُمْ

হে আমার বান্দাগণ! যেদিন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছি।

হ্যাঁ, যেদিন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি নীরবতার সাথে তোমাদের সব কিছু দেখেছি। তোমাদের সব কিছু শুনেছি। তোমরা কি ভেবেছিলে, তোমাদের উপর কেউ নেই? তোমাদেরকে কেউ দেখছে না? তোমাদের কাজকর্ম কেউ রেকর্ড করছে না? আমি তোমাদের সব কিছু দেখছিলাম, শুনছিলাম। আমি ছিলাম নীরব।

فَالْيَوْمَ اَنْصِتُوْا

আজ নীরব থাকবে তোমরা।

আজ তোমরা সকলে খামুশ। আজ বলবো আমি। আজ তোমাদের কথা নেই। আজ তোমাদের হিসাবের পালা।

www.banglakitab.weebly.com

هٰذِهٖ اَعْمَالُكُمْ

এই তো তোমাদের আমল।

শীঘ্রই তোমাদের আমল প্রকাশ করবো। তোমাদের আমলনামা প্রকাশ করবো।

فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি ভালো পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করবে।

وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهٗ

আর যে তার বিপরীত পাবে সে নিজেই জিনেকে ভর্ৎসনা করবে।

নাফসী নাফসী...

তারপর আল্লাহ তাআলা আদেশ করবেন, জাহান্নামকে নিয়ে এসো। জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে পাগলা ঘোড়ার ন্যায়। জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রতিটি লাগাম ধরা থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা। সে এমন ভয়ানক ভঙ্গিতে উন্মাদ বেসামাল ও ক্ষুব্ধরূপে এগিয়ে আসবে, যদি আল্লাহ তাআলার কুদরতী হাত সেদিকে সম্প্রসারিত না হয় তাহলে ভালো মন্দ সকলকে গ্রাস করে ফেলবে। জাহান্নাম উপস্থিত হতেই সজোরে চিৎকার করবে। তার চিৎকারে হাশরের মাঠের সকলেই উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। এটা এমন একটা ভয়নাক সময়, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই সময় যদি তোমার কাছে সত্তরজন নবীর আমলও থাকে তবুও তুমি মনে মনে বলতে থাকবে, আজ আমার রক্ষা নেই।

প্রথমে চিৎকার শুনতেই হযরত আদম (আ.) চিৎকার করে উঠবেন– নাফসী নাফসী! হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা করো, আমাকে রক্ষা করো!

শীছ (আ.) বলবেন, নাফসী নাফসী!

www.banglakitab.weebly.com

নূহ্ (আ.) বলবেন, নাফসী নাফসী!
ইদরীস (আ.) বলবেন, নাফসী নাফসী!

হযরত ইবরাহীম (আ.) বলবেন–

بِخُلَّتِي إِيَّاكَ

তোমার আমার বন্ধুত্বের দোহাই, নাফসী নাফসী!
হযরত ইসমাঈল (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত ইয়াকুব (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত ইউসুফ (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত ইসহাক (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত মুসা (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত ইউশা' (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত হারুন (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত দাউদ (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত সুলাইমান (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত হিযকীল (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত ইয়াসা' (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত যুলকিফ্ল (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত লূত (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত ইউনুস (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত আইয়ুব (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
হযরত ঈসা (আ.) চিৎকার করবেন, নাফসী নাফসী!
সকল নবীর একই চিৎকার নাফসী নাফসী!

হযরত ইবরাহীম, হযরত নূহ্, হযরত মুসা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো বড় বড় পয়গাম্বরেরও সেই একই প্রার্থনা– নাফসী নাফসী! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর!

হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো বড় পয়গাম্বরও সেদিন মা মারইয়াম-এর কথা ভুলে যাবেন। পেরেশান হয়ে পড়বেন নিজেকে নিয়ে।

www.banglakitab.weebly.com

উম্মাতী উম্মাতী...

ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, উম্মাতী উম্মাতী! হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে রক্ষা করো, আমার উম্মতকে রক্ষা করো।

আমরা কত যে স্বার্থপর! আজ আমরা এই আরাম আয়েশ ও নিরাপত্তার জীবনে তাঁকে ভুলে আছি। অথচ এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে তিনি আমাদের ভুলবেন না। যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো বড় নবীও নিজের মায়ের কথা ভুলে যাবেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ফরিয়াদ জানাবেন, সেদিনকার সেই ভয়াবহ মুহূর্তে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে চিৎকার করবেন– হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে বাঁচাও, আমার উম্মতকে বাঁচাও।

আমরা কীভাবে ভুলে যাই এই নবীকে! তাঁর প্রতিও তো কিছুটা লক্ষ রাখা উচিত। বিয়ে-শাদী হচ্ছে। বলে– সকলকেই রাজি রাখতে হয়। আমি বলি, আরে ভাই, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাজি রাখার কথাও একটু ভাব। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কথাও ভুলে যেও না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি খুশি রাখতে পার, তাহলে আল্লাহও খুশি থাকবেন।

হযরত তালহা (রা.)-এর কবরের পাশে আল্লাহর রাসূল (সা.)

তাহলা ইবনে বারা (রা.) একবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসলেন। এসেই পা ধরে চুমু খেতে লাগলেন। আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোন আদেশ করুন, আমি আপনার আদেশ পালন করে আপনাকে খুশি করতে চাই। আমরা তো সদাই থাকি জান বাঁচাবার ধান্ধায়। বললে বলে, মাওলানা সাহেব! এ তো কেবল সুন্নতই। অর্থাৎ যেন সুন্নত কোন বিষয়ই নয়। এ হলো আমাদের চিন্তা। আর ওদিকে দেখুন, সাহাবী! আরয করছেন– হে রাসূল! কোন

www.banglakitab.weebly.com

হুকুম করুন, আমি আপনার হুকুম তামিল করে আপনাকে খুশি করতে চাই।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার প্রতি খুশি আছি। সাহাবী বললেন, না না! আমাকে কোন আদেশ দিন। আমি আপনার আদেশ পালন করে আপনাকে খুশি করতে চাই। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও! তোমার বাবাকে কতল করে এসো! সঙ্গে সঙ্গে তরবারি বের করে ছুটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। পেছন থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন। বললেন, তালহা! ফিরে এসো, ফিরে এসো। আমি তো আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এসেছি। ছিন্ন করার জন্যে আসিনি।

এর কিছু দিন পরই হযরত তালহা (রা.) ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে তাঁকে দেখতে গিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে এসেছিলেন– তালহা মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে। আমি এসে জানাযা পড়াবো।

হযরত তালহা (রা.) ইন্তেকাল করেন রাতে। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি তাঁর আপনজনদের ডেকে বলেন, আমার মৃত্যুর খবর আমার নবীকে এখনই জানাবে না। কারণ, এখন রাত। তাঁর কষ্ট হবে। তাছাড়া পথে ইহুদীদের নিবাস। তারাও কষ্ট দিতে পারে। আমাকে কবর দেয়ার পর ফজরের পর গিয়ে জানাবে। আমরা তালহাকে দাফন করে এসেছি।

কথামত হযরত তালহা (রা.)-এর স্বজনরা ফজর নামাযে এসে শরীক হলো। নামায শেষে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তালহা আল্লাহর কাছে চলে গেছে।

আমাকে সংবাদ দাওনি কেন? আমি না আমাকে সংবাদ দিতে বলে এসেছি!

দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তালহা নিজেই বাধা দিয়েছে। আপনার কষ্ট হতে পারে বলে।

আমাকে তার কবরে নিয়ে চলো।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আল্লাহর কাছে দুআ করলেন=

اَللّٰهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ يَضْحَكُ اِلَيْكَ وَتَضْحَكُ اِلَيْهِ

> হে আল্লাহ! তালহার সাথে তুমি এমনভাবে মিলিত হও– তালহা তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, আর তুমিও হাসছো তার দিকে তাকিয়ে।

চলন্ত কবর মৃত আত্মা

মনের আবেগ ও অনুভূতি হতে হবে, আমাকে অবশ্যই আল্লাহকে রাজি করতে হবে। অবশ্যই রাজি করতে হবে। আমরা তো মরে গেছি। আমাদের অস্তিত্বই কবর। আমাদের ভেতর সমাধিস্থ হয়ে আছে, আমাদের আত্মাগুলো। আজ এই পৃথিবীর উপর চলমান শতকরা নিরান্নব্বইজন মানুষই প্রাণহীন লাশ। কিছু কবর মাটির উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেতরে পড়ে আছে কিছু মৃত আত্মা। যে অন্তর আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রেমে আলোড়িত হয় না, উদ্বেলিত হয় না– সে আত্মা তো মৃত আত্মা। ভয়ানক এই পরিস্থিতিতে আমরা কি 'উম্মাতী উম্মাতী' এর অধিকার রাখি? আমরা যেভাবে চলছি যদি ঠিক সেভাবেই চলতে থাকি তাহলে তো অবশ্যই আমরা উম্মাতী উম্মাতী-এর আশা করতে পারি না।

আমাদের উপর কেবলই কি জুমার নামায ফরয? যখন কোথাও বিশাল ভীড় দেখি, আমি ভেতরে কঠিন বেদনা অনুভব করি। আমি আমার সেই বেদনাকে প্রকাশ করার ভাষা জানি না। এত মানুষ কোত্থেকে আসে? এক দুইশ' হয়তো বাইরে থেকে এসেছে। অবশিষ্ট সকলেই এই মহল্লার অধিবাসী। ডান বাম থেকে উঠে এসেছে। জুমার নামায পড়তে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাদের উপর শুধু জুমার নামায ফরয করেছেন? জুমার নামায পড়লেই কি আমরা পরকালে মুক্তি পেয়ে যাব? আমাদেরকে কি অন্য নামাযগুলো পড়তে হবে না? আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অন্য নামাযগুলোর ওসিয়ত করে যাননি?

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের। আমরা কি কেবলই অষ্টম দিনেই খাবার খাই? কেবলই কি অষ্টম দিনেই পানি পান করি? সূর্যের আলো কি অষ্টম দিনেই কেবল আমাদের উপকৃত করে? এই পৃথিবী কি অষ্টম দিনেই কেবল চলমান থাকে? এই পৃথিবী কি কেবল অষ্টম দিনেই আমাদেরকে উপকৃত করে? প্রতি সেকেন্ডে মানুষ কোটি কোটি রকমের উপকার এই পৃথিবী থেকে লাভ করে। আল্লাহ তাআলার নেয়ামত থেকে সেকেন্ডে কোটি কোটি রূপে মানুষ আস্বাদিত হয়। আল্লাহ তাআলার এ সকল নেয়ামতের বিপরীতে কি তাঁর সামনে মাথানত করার হক আল্লাহ তাআলার নেই? এই অসংখ্য নেয়ামতের বিপরীতে কি আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে সপ্তাহে কেবল অষ্টম দিনেই সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত? আযান হচ্ছে, কিন্তু আযান আমাদের দোকানগুলো কেন বন্ধ করে দিচ্ছে না? আযান শোনার পরও কেন আমরা আল্লাহর ঘরে ছুটে আসি না? আমরা কি মরবো না? না মৃত্যু অন্য কারও জন্যে? আমরা কি হিসাবের মুখোমুখি হবো না? না হিসাব অন্য কারও জন্যে? জাহান্নামের ভয়ানক চিৎকার কি আমার জন্যে নয়? জাহান্নামের চিৎকার কি অন্য কোন মাখলুকের জন্যে? জাহান্নামের চিৎকার আমার জন্যে, আপনার জন্যে। সে এক ভয়ানক সংকটকাল। আল্লাহর নবী পর্যন্ত যখন 'নাফসী নাফসী' বলে চিৎকার করতে থাকবেন—

رَبِّ ارْجِعُوْنِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। [মু'মিনুন : ৯৯]

رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন তুমি আমাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়ে দাও, আমরা নেক আমল করবো। আমরা তো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। [সিজদা : ১২]

www.banglakitab.weebly.com

সেদিন ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার পর চিৎকার করে বলবে- হে আল্লাহ! সব বুঝতে পেরেছি। পৃথিবীতে আবার ফিরিয়ে দাও। ঠিকঠাক মতো সব আমল করবো। কিন্তু না না, সেদিন চিৎকার করে কোন লাভ হবে না।

لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ

তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করতো। [আনআম : ২৮]

আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার জানিয়ে দিবেন, আমি জানি তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে দিলে এখন যা করছো তখনও তাই করবে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিজেদের প্রতি আরেকটু আন্তরিক হোন। আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করুন। আল্লাহর সামনে নত হোন। আজ আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমরা যদি আল্লাহকে রাজি করতে পারি, তাহলে সব কিছু সহজ হবে। আজ যদি আমরা আল্লাহকে রাজি করতে না পারি, তাহলে সেদিন ভয়াবহ পরিণতির শিকার হতে হবে। সেদিন আল্লাহর ক্রোধের সামনে আম্বিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত কাঁপতে থাকবেন। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউই স্বাভাবিক থাকবে না। সকলেই থাকবে অস্থির চিত্ত, বেহুশপ্রায়। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো বড় পয়গাম্বরও সেদিন ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকবেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)কে শুধুমাত্র এতটুকুন জিজ্ঞেস করবেন-

ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ

তুমি কি মানুষকে বলেছিলে? [মায়িদা : ১১৬]

হ্যাঁ, হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তাআলা শুধু এতটুকুই জিজ্ঞেস করবেন- ঈসা! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে- আমাকে আর আমার মাকে খোদা মানো! হযরত ঈসা (আ.) সঙ্গে সঙ্গে বেহুশ হয়ে পড়ে যাবেন।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তাআলার এই সামান্য প্রশ্নের ভার হযরত ঈসা (আ.) বহন করতে পারবেন না। বিচলিত হয়ে পড়বেন। বলবেন–

مَاقُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ

তুমি আমাকে যে আদেশ করেছো, তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি। [মায়িদা : ১১৭]

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ط تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَافِىْ نَفْسِكَ ط

যদি আমি তা বলতাম তাহলে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি জান। কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি জানি না। [মায়িদা : ১১৬]

হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনয় দেখুন! কতটা বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে সমর্পিত হচ্ছেন। বলছেন, হে আল্লাহ! 'যদি আমি তা বলতাম, তবে তুমি তো তা জানতে।' তিনি ইচ্ছা করলে বলতে পারতেন– খোদা! না না, আমি ওসব কিছুই বলিনি। কিন্তু বলেছেন–

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ

যদি আমি তা বলতাম তাহলে তুমি তো তা জানতে। [মায়িদা : ১১৬]

হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো একজন বড় নবীর অবস্থা হবে এই। এত বড় নবী আল্লাহর সামনে এভাবে ঝুঁকে পড়বেন।

আর যাদের কাঁধে থাকবে কবীরা গুনাহর বিশাল বোঝা–

নামায নেই।

রোযা নেই।

কুরআন নেই।

মিথ্যার পাহাড়।

ঘুষের পাহাড়।

www.banglakitab.weebly.com

মাপজোকে ঠকানোর পাহাড়।
ধোকার পাহাড়।

এই যাদের অবস্থা তাদের পরিণতি কী হবে? হযরত ঈসা (আ.) যখন এত বড় নবী হয়ে বেহুশ হয়ে পড়েছেন, তখন এই পাপের বোঝা যারা কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হবে তারা কী জবাব দিবে? আল্লাহ তাআলা যখন ডেকে জিজ্ঞেস করবেন– কী নিয়ে এসেছো?

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا

এই সেই দিন, যে দিনটি কিশোরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে। [মুয্যাম্মিল : ১৭]

সেদিন–

اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত। [শুআরা : ৯০]

اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে। [মারইয়াম : ৭১]

হ্যাঁ, প্রত্যেককেই পুলসিরাত অতিক্রম করে যেতে হবে।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

কেয়ামত দিবসে আমি ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবো। [আম্বিয়া : ৪৭]

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে। [তাকভীর : ১০]

হ্যাঁ, সেদিন অবস্থা হবে বড়ই করুণ। সে দিনের ভয়াবহতা কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে। জান্নাত মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে। ন্যায়

www.banglakitab.weebly.com

বিচারের মানদণ্ড স্থাপিত হবে। আমলনামা হবে উন্মোচিত। সেদিন সকলকেই পুলসিরাত অতিক্রম করে যেতে হবে। ডান হাতে যারা আমলনামা পাবে তারা অন্যদেরকে ডেকে ডেকে নিজেদের আমলনামা দেখাবে। তাদের চিৎকার শুনে অন্যেরা তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। বলবে, কী হয়েছে? তারা সেদিন উদ্ভাসিত মুখে ডেকে বলবে–

اِقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ

আমার আমলনামা পড়ে দেখ। [হাক্কা : ১৯]

হ্যাঁ, ডাকবে আর বলবে– দেখ, দেখ! আমার পেপার দেখ, আমি পাশ করে ফেলেছি। এটা এফএ পাশ নয়। এমবিবিএস পাশ নয়। এটা অনেক বড় সফলতা। তাই সেদিন বুক ফুলিয়ে চিৎকার করে ডাকবে– এসো দেখ, আমি পাশ করে ফেলেছি।

اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ

আমি জানতাম, আমাকে আমার হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। [হাক্কা : ২০]

فَهُوَ فِیْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। [হাক্কা : ২১]

হ্যাঁ, সেদিন তার সুখ ও ভোগের কোন সীমা থাকবে না। কোথায়?

فِیْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

সুউচ্চ জান্নাতে। [হাক্কা : ২২]

কি আছে সেখানে?

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। [হাক্কা : ২৩]

www.banglakitab.weebly.com

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا

খাও, পান করো তৃপ্তিসহ। [হাক্কা : ২৪]

খাও, পান করো। পেশাব নেই, পায়খানা নেই। মৃত্যু নেই, বার্ধক্য নেই। আছে আস্বাদন। আছে অফুরন্ত সুস্থতা। এখানে কোন অভাব নেই। এখানে কেবলই পূর্ণতা। এখানে কেবলই ভালোবাসা। এখানে কোন ঘৃণা নেই, ক্ষোভ নেই, কোন যন্ত্রণা নেই। সমগ্র বেহেশত তোমার সেবায় নিয়োজিত। তুমি এখানে অতিথি। সম্মানিত নবীগণের প্রতিবেশী। এখানে ফেরেশতাগণ তোমার সেবক। এখানে তোমার সেবায় নিয়োজিত আছে চির কিশোর দল। এখানে সজ্জিত আছে মাহফিল। আয়োজন করা আছে অপরিমিত সুখ ও ভোগের।

يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا

(সৎকর্মশীলগণ) পান করবে এমন পানীয় যা কর্পূর মিশ্রিত। [দাহর : ৫]

দুনিয়াতে শরাব ছেড়ে দিয়েছিলে, তার বিনিময়ে আজ শরাব পান করবে। শরাব পানরত অবস্থায় উপরের দিকে তাকাতেই নজরে পড়বে–

يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا

সেখানে তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়। [দাহর : ১৭]

তাদেরকে শরাব পান করাবে ফেরেশতাগণ এবং কিশোর দল। তারপর আবার তাকাবে উপরের দিকে। সেখানে নজর পড়বে আরও সুন্দর দৃশ্যের প্রতি।

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন। [দাহর : ২১]

এই সৌভাগ্য বর্ণনাতীত। আল্লাহ স্বয়ং সাকী। আল্লাহ নিজে পান

www.banglakitab.weebly.com

করাচ্ছেন। এমন মাহফিলের বর্ণনা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

কী বলবো! আজ এমন এক সময়ে আমরা বসবাস করছি, কি যুবক কি বৃদ্ধ– কারও মাঝেই বেহেশতের প্রতি আকুলতা নেই। বেহেশতের আগ্রহ ও আকর্ষণ শেষ হয়ে গেছে। একবার ভেবে দেখ, আল্লাহ নিজে পান করাচ্ছেন। আল্লাহ নিজ হাতে পান করাচ্ছেন। যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে পান করাবেন তার নসীব কি মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব? বেহেশতের পবিত্র শরাব পান করাবেন।

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا

অবশ্যই এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। [দাহর : ২২]

পৃথিবীতে তোমরা চেষ্টা করেছিলে, কষ্ট করেছিলে, সাধনা করেছিলে। তোমাদের সে চেষ্টা ছিল স্বীকৃতিযোগ্য। তোমাদের সেই চেষ্টার ফল আজ তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে গ্রহণ করো। তিনি নিজ হাতে আজ তোমাদেরকে পান করাবেন।

يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا

তারা পরিধান করবে রেশমের সবুজ বস্ত্র। [কাহফ : ৩১]

হ্যাঁ, তারা সেদিন রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিহিত হয়ে–

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ

সেথায় হেলান দিয়ে উপবেশন করবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে। [রাহমান : ৫৪]

جَنَّتَانِ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ

দুটি উদ্যান। উভয়ই বহু শাখা পল্লব বিশিষ্ট। [রাহমান : ৪৬]

www.banglakitab.weebly.com

عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ। [রাহমান : ৫০]

مُدْهَآمَّتٰنِ

ঘন সবুজ এই উদ্যান দুটি। [রাহমান : ৬৪]

عَيْنَانِ نَضَّاخَتٰنِ

উচ্ছ্বলিত দুই প্রস্রবণ। [রাহমান : ৬৬]

مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ

প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার। [রাহমান : ৫২]

فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ

ফলমূল খেজুর ও আনার। [রাহমান : ৬৮]

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাসে। দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। [রাহমান : ৫৪]

এ হলো আল্লাহর বেহেশত। রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশ। আমরা জানি, নিচে বিছানো ফরাশে বিশেষ কোন নকশা হয় না। নকশা তো উপরে বিছানো কাপড়ে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখানে উল্লেখ করেছেন, নিচে বিছানো ফরাশই হবে আস্তর বিশিষ্ট রেশমের তৈরি। এই যদি হয় নিচে বিছানো ফরাশের অলংকরণ ও সৌন্দর্য, তাহলে তার উপরে বিছানো চাদর তাকিয়া ও আসনের অলংকরণ কেমন হবে তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তাআলা উপরের অংশের বিবরণ দেননি। বিবরণ দিয়েছেন নিচের অংশের। আমরা তো আজ পৃথিবীর আধুনিক নানা ডিজাইনের পেছনে

www.banglakitab.weebly.com

পড়ে আছি। আমরা এখানকার প্রিন্টিং রূপের পাগল। আমরা নতুন ডিজাইনের পাগল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সে ডিজাইনের কথাই বলছেন। সে ডিজাইন এমন যা আমাদের পক্ষে এখানে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়।

বেহেশতের স্তরসমূহ

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপর। [রাহমান : ৭৬]

সেদিন সমাসীন হবে সুন্দর সবুজ কালীনের উপর। আর যারা মর্যাদায় আরও উঁচু স্তরের তারা উপবেশন করবে সুউচ্চ আসনে। বেহেশতীদের মধ্যেও পরস্পর শ্রেণী বিন্যাস থাকবে।

فِيْهِنَّ قٰصِرَاتُ الطَّرْفِ

তাদের মাঝে রয়েছে অনেক আনত নয়না। [রাহমান : ৫৬]

একদিকে বেহেশতের সুন্দরী নারীগণ, অন্য দিকে–

فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

সেই উদ্যানসমূহে রয়েছে সুশীলা সুন্দরীগণ! [রাহমান : ৭০]

হ্যাঁ, তারা রূপে যেমন অনন্য চরিত্রেও তেমনি উন্নত। তাদের আরও গুণ হলো–

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। [রাহমান : ৫৩]

مَقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ

www.banglakitab.weebly.com

তাঁবুতে সুরক্ষিতা। [রাহমান : ৭২]

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। [রাহমান : ৫৮]

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। [রাহমান : ৭৪]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? [রাহমান : ১৩]

হ্যাঁ, হে জিন ও ইনসান! বলো, আল্লাহ তাআলার কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এ সবই ঘটবে। আমি আপনাদের সামনে কোন দর্শন বলিনি। কল্পিত কোন চিন্তার কথা শুনাইনি। আল্লাহর কথা আমি কেবল আমার মুখে বলেছি। কুরআন আল্লাহর কালাম। আমি সে কালামের তরজমা করে শুনিয়েছি। হতে পারে, আমি কোথাও ত্রুটি করেছি, কোথাও কম করেছি, কোথাও বেশি করেছি। হতে পারে, কোন ভুল কথা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সেটা কেবলই আমার। আমি মানুষ। আমি ভুল করতেই পারি। আমার নির্বাচিত শব্দও ভুল হতে পারে। তাছাড়া আমি তো পূর্ব থেকে কোন বক্তৃতা সাজিয়ে এখানে উপস্থিত হইনি। সুতরাং আমার আলোচনায় ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু আমি যে কথাগুলো শুনিয়েছি, সেগুলো আল্লাহরই কথা। আল্লাহর ওয়াস্তে এই কথাগুলো শুনুন! আল্লাহ তাআলার চাইতে বড় আমাদের আর কোন কল্যাণকামী নেই।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কি কাজ? [নিসা : ১৪৭]

আল্লাহ তাআলার এই কথার মধ্যে যে দরদ ও মমতা লুকিয়ে আছে তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন ব্যথিত মানুষ যখন তার বেদনার কথা বলে, তখন ভাষা যেমন তার বেদনা প্রকাশ করতে অক্ষম। আমিও ঠিক তেমনি আল্লাহর এই কথার ভেতর লুকায়িত মমতাকে প্রকাশ করার কোন ভাষা পাচ্ছি না। মনের কষ্ট যেমন উপলব্ধি করার বিষয়, এই মমতাও উপলব্ধি করার বিষয়। আল্লাহ তাআলা কী যে দরদের সাথে বলছেন 'তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কী লাভ!' আমি তোমাদের শাস্তি দিলে তাতে তো আমার আনন্দের কিছু নেই। কেউ কি নিজের তৈরি বস্তু ভেঙ্গে ফেলতে চায়? কিন্তু তার পরও সন্তান যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন মা-বাবাও সন্তানকে ঘর থেকে বের করে দেয়।

ইউনুস (আ.) যখন মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তিনি এক গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুমার মাটির পাত্র তৈরি করছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস (আ.)কে বললেন, কুমারকে বলো তুমি তোমার একটি কলস ভেঙ্গে ফেলো। হযরত ইউনুস (আ.) কুমারকে বললেন, ভাই! তুমি তোমার একটি কলস ভেঙ্গে ফেলো। কুমার বললো, বাহ! কেন? আমি বানিয়েছি, আমিই ভাঙবো! হযরত ইউনুস (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! কুমার তো ভাঙছে না। আল্লাহ তাআলা বললেন, ইউনুস! কুমার তার মাটির তৈরি একটি কলস ভাঙতে প্রস্তুত নয়। আর তুমি চাচ্ছ আমি আমার বান্দাদের মেরে ফেলি!

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ

আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন? [নিসা : ১৪৭]

সেই সাথে আল্লাহ এও বলেছেন–

لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। [যুমার : ৭]

হ্যাঁ, যখন তোমাদের মস্তক আমার সামনে ঝুঁকে না, যখন তোমাদের পা মসজিদের দিকে চলে না, তোমাদের জিহ্বা যখন মিথ্যায় কালো হয়ে ওঠে,

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের যৌবন যখন ভুল পথে চালিত হয়– তখন হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের প্রভু। তখন আমার খুবই কষ্ট হয়। আমি দুঃখ পাই, হায়! আমার বান্দা কোথায় যাচ্ছে! যদি সে এই অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার পরিণতি হবে জাহান্নাম।

আমার কথা নয়, আল্লাহর কথা শুনুন। মানুষের চিন্তাধারা মানুষের তৈরি দর্শনকে মাটিতে পুঁতে রাখুন। আল্লাহর কথা শুনুন। নিজের কথা ভাবুন। জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবেন। পৃথিবীর সকলে বেঁচে গেলো আর আমি গেলাম জাহান্নামে– তাহলে তো আমি হেরে গেলাম।

আমার ও আপনার জাহান্নাম থেকে মুক্তি– এ কোন ছোট্ট বিষয় নয়। বেহেশতের বাগান এ কোন সাধারণ কথা নয়। আমরা আমাদের গুলিস্তান সাজিয়েছি। আমাদের তৈরি গুলিস্তান। দুনিয়ার গুলিস্তান যদি এত সুন্দর হয় তাহলে বেহেশতে আল্লাহ তাআলা যে গুলিস্তান– ফুলবাগান সাজিয়েছেন তা কেমন হবে! দিনে পাঁচবার যে বাগান পরিষ্কার করা হয়, দিনে পাঁচবার যে বাগান সাজানো হয়। প্রতিদিন সেখানে ঘোষিত হয়, আমার বান্দা খুব শীঘ্রই আগমন করবে। বেহেশতকে লক্ষ করে প্রতিদিন নির্দেশ জারি হয়– সাজো, সুগন্ধি ছড়াও। আমার অলিদের জন্যে প্রস্তুত হও। দিনে পাঁচবার বেহেশতকে এভাবে সজ্জিত হতে আদেশ করা হয়।

শত্রু-মিত্র

আল্লাহ তাআলার ডাক শুনুন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডাক শুনুন! আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের চাইতে কল্যাণকামী কেউ নেই। আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের চাইতে আপনজন কেউ নেই। আমাদের প্রতি তাঁদের চাইতে বড় দয়ালু ও মমতাময় আর কেউ নেই। মা-বাবা স্ত্রী-সন্তান কেউ নয়। যে মা-বাবা যে স্ত্রী-সন্তান আমাদেরকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের পথ থেকে সরিয়ে দেয় সে তো আমাদের দুশমন। দৃশ্যত মিত্র হলেও প্রকৃত অর্থে শত্রু। আমাকে যদি আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়, সে আমার যত ঘনিষ্ঠই হোক– শত্রু। আমার বন্ধু তো সেই যে আমাকে আল্লাহ ও রাসূলের গোলামীর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর ঘরগুলো আবাদ করুন। নিজেদের মস্তকগুলো সিজদার অলংকারে সজ্জিত করুন। জিহ্বাগুলোকে অলংকৃত করুন সত্য দিয়ে। হাতকে সকল পাপ থেকে পবিত্র করুন। আল্লাহর কাছে কোন বিলম্ব নেই। আমরা এদিকে তাওবা করতে দেরি, ওদিকে আমাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করতে দেরি নেই। আমরা তাওবা করবো, সাথে সাথে আমাদেরকে ধুয়ে মুছে পাক করে দেবেন। আমাদেরকে সামান্য ভর্ৎসনাও করবেন না। দেরি কেন হলো, এটাও বলবেন না। মা ভর্ৎসনা করে, বাবা খোটা দেয়, সন্তানরাও তিরস্কার করে। তিরস্কার করে বন্ধু-বান্ধবও। এতদিন কোথায় ছিলে! এতদিন পর মনে পড়লো? কিন্তু আল্লাহ তাআলা তিরস্কার করেন না। ভর্ৎসনা করেন না। পঞ্চাশ বছর পর তাওবা করতে এসেছো। এতদিন কোথায় ছিলে? বরং আমরা যখনই তাওবার জন্যে হাত পাতবো, হে আল্লাহ! সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা মারহাবা বলে এগিয়ে আসবেন। বান্দা! আমি তো পঞ্চাশ বছর অপেক্ষায় ছিলাম। আমি সত্তর বছর যাবত তোর অপেক্ষায় আছি। আমি বিশ বছর ধরে দেখছিলাম, কখন আমার কাছে এসে হাত পাতবে।

এসো এসো, আমার পথ সদা অবারিত। আমার দরজা সদা উন্মুক্ত। আমার দরবার সর্বদা খোলা। তোমার তাওবা শুরু হবার সাথে সাথেই সাত আসমান জুড়ে আনন্দের ডংকা বেজে উঠেছে। খুশির বন্যা বয়ে গেছে সাত আসমানব্যাপী। যেন সর্বত্র বিয়ে-শাদীর আনন্দ। সাত আসমানব্যাপী আনন্দের বন্যা। আলোর বন্যা। আকাশে আলোর বন্যা দেখে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করে, এ কিসের আলো? জানানো হয়, আজ অমুক জায়গায় আল্লাহর এক বান্দা নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়েছে। তাওবা করে আল্লাহর সাথে আপোস করে নিয়েছে। এরই খুশিতে আল্লাহ তাআলা এই আলোর আয়োজন করেছেন। অথচ বান্দার তাওবা করার দ্বারা আল্লাহর কোন লাভ নেই। বান্দা অবাধ্য হলে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই। তারপরও খুশি হচ্ছেন আল্লাহ। এমন তো নয়, বান্দা অবাধ্য হয়ে পড়লে আল্লাহ দুর্বল হয়ে পড়বেন। কিংবা বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ শক্তিশালী হবেন। কেউ পূর্বে দুর্বল থাকলে তার শক্তিশালী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু আল্লাহ তো শুরু থেকেই শক্তিতে পরিপূর্ণ। শক্তি বড়ত্ব রাজত্ব সব কিছুতেই তিনি

www.banglakitab.weebly.com

পরিপূর্ণ। অথচ সে আল্লাহই সপ্তাকাশব্যাপী নির্দেশ দিচ্ছেন, প্রদীপ জ্বালাও। আমার বান্দা আজ তাওবা করেছে। যেন কোন দরদী মা তার হারানো সন্তান ফিরে পেয়েছে। দরদী মা তার হারানো সন্তান ফিরে পেলে যেমন ঘরে শিরনি রান্না করে, গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়, অসহায়দেরকে দান সদকা করে, নজরানা ছড়ায়, শুকরিয়া আদায় করে, মানুষকে ছাগল জবাই করে খাওয়ায়- হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহ এই দরদী মায়ের চাইতেও বেশি খুশি হন। আমার বান্দা ফিরে এসেছে। আমার বান্দা শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছে। আমার বান্দা রিপুর ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছে। আমার বান্দা আমার কাছে ফিরে এসেছে। প্রদীপ জ্বালাও। আনন্দ করো।

তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা

আমরা এই ছয় সাতশ' জনের বিশাল মজলিশ যদি আজ তাওবা করি, তাহলে ভেবে দেখুন, আল্লাহর আরশ পর্যন্ত আনন্দের কি বিশাল ঢেউ সৃষ্টি হবে। আনন্দে চারদিকে চিৎকার শুরু হবে। ফেরেশতাগণও সে আনন্দে শরীক হবেন। এখানে আমরা হয়তো বা খুব বেশি হলে এক হাজার মানুষ আছি। কিন্তু ফেরেশতার সংখ্যা তো অসংখ্য। এখান থেকে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে ফেরেশতাদের জামাত। ফেরেশতাদের এই বিশাল জামাত সাক্ষী হয়ে থাকবে- আমরা তাওবা করেছি। ফেরেশতাগণ আনন্দিত হয়ে এই সংবাদ আল্লাহকে শোনাবেন। আল্লাহ যদিও পূর্ব থেকেই সব কিছু জানেন, তবুও জিজ্ঞেস করবেন- তোমরা কোথেকে এলে?

তোমার বান্দাদের কাছ থেকে এসেছি।
তারা কী করছে?
তোমাকে স্মরণ করছে।
তারা আর কী করেছে?
তারা তাওবা করেছে।

আচ্ছা, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি তাদের তাওবা কবুল করলাম এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।

www.banglakitab.weebly.com

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা! আল্লাহর ওয়াস্তে তাওবা করুন। এই পৃথিবীতে সম্পদ স্ত্রী-সন্তান ঘরবাড়ি কোন কিছুই আপন হবার যোগ্য নয়। এখানে নিষ্ঠার সাথে কাউকে আপন করতে হলে সে তো একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই হতে পারেন। যদি আল্লাহকে পেলে না, আল্লাহর রাসূলকেও পেলে না– তাহলে কেয়ামতের দিন কী নিয়ে উঠবে?

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো

আমি এ জন্যেই তাবলীগে বের হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি। তাবলীগী জামাতে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি না, দাওয়াত দিচ্ছি তাবলীগে বের হওয়ার জন্যে। আমি যা কিছু বলেছি আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে তা সহজেই অর্জন করা যাবে। এ পথে খুব দ্রুতই ঈমান পাকা হয়ে ওঠে। বিশ্বাস গভীরে প্রোথিত হয়। তাবলীগ কোন দল বা সংগঠন নয়। এটা কেবল একটা ঈমানী মেহনত। এই মেহনত ঈমানকে শক্তিশালী করে, উজ্জ্বল করে, পরিষ্কার করে, ভেতরে নূর সৃষ্টি করে, অন্তরকে আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ফিরিয়ে দেয়। যদি ঘরে বসেই ঈমান ও বিশ্বাসকে মজবুত করা যেতো, অন্তরে আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আকর্ষণবোধ সৃষ্টি হতো তাহলে তো আলেমের ছেলে আলেম হতো। মুত্তাকীর ছেলে মুত্তাকী হতো। নবীর ছেলে নবী না হলেও অনেক বড় অলি হতো। কিন্তু এই সম্পদ সাধনা করে অর্জন করতে হয়। তাই আমি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্যে সকলকে দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহর সামনে আমাদের সকলকেই উপস্থিত হতে হবে। সকলকেই ভাবতে হবে, আমি কী নিয়ে উপস্থিত হবো? আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন এবং আমলের তাওফিক দিন। আমীন॥

[বানায়াতে জামীল : খণ্ড ১ : ৪৭৪–৫১২ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বয়ান : দশ

সফলতার পথ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ۔ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْمُتَعَالِى عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْبَدِيْلِ وَالْمَثِيْلِ وَالشَّبِيْهِ.

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً اَتَّقِىْ بِهَا عَذَابَ السَّعِيْرِ۔ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

www.banglakitab.weebly.com

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ○

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ!

আমাদের চোখের সামনে নানা আসবাব ও উপকরণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ফয়সালা হয় আসমানে।

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ

এটা কি তোমরা সৃষ্টি করো না আমি সৃষ্টি করি? [ওয়াকিয়াহ : ৫৯]

হ্যাঁ, তোমরা তোমাদের সন্তানের সৃষ্টিকর্তা নও। সৃষ্টিকর্তা তো আমি। বরং এরও আগের প্রশ্ন হলো-

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ

তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? [তূর : ৩৫]

اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ

না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? [তূর : ৩৫]

হ্যাঁ, এই প্রশ্ন যথার্থ। তারা স্রষ্টা ছাড়া নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? আল্লাহ তাআলা নিজেই তার জবাব দিয়েছেন।

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ

আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই। [ওয়াকিয়াহ : ৬০]

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

www.banglakitab.weebly.com

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। [মুলক : ২]

জীবন ও মৃত্যু তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই এই বিশ্ব জাহানের অস্তিত্ব দানকারী।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে। [যারিয়াত : ৪৭]

وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। [যারিয়াত : ৪৭]

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا

আর ভূমি, আমিই তাকে বিছিয়ে দিয়েছি। [যারিয়াত : ৪৮]

এই জগত তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সম্প্রসারণ করেছেন এই বিশাল মৃত্তিকা। তিনিই বিছিয়েছেন। বুলডোজার ব্যবহার করেননি। ট্রাক্টর ব্যবহার করেননি। ক্রেন ব্যবহার করেননি। মাটি থেকে মাটি সৃষ্টি করেননি। কোন রকমের উপায় উপকরণের সাহায্য নেননি। বরং সম্পূর্ণ অদৃশ্য থেকে 'কুন' নির্দেশের মাধ্যমে সব কিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন। পাথর থেকে পাহাড় সৃষ্টি করেননি। অদৃশ্য থেকে কোন উপায় উপকরণ ছাড়া সৃষ্টি করেছেন এই বিশাল পর্বত জগত।

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا

আর ভূমি, আমিই তাকে বিছিয়ে দিয়েছি। [যারিয়াত : ৪৮]

فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ

আমি কত সুন্দর সম্প্রসারণকারী! [যারিয়াত : ৪৮]

হ্যাঁ, সব কিছু তিনিই সম্প্রসারণ করেছেন। বিছিয়েছেনও তিনিই। তাঁর চেয়ে উত্তম সম্প্রসারণকারী আর কেউ নেই।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا

www.banglakitab.weebly.com

আমি কি ভূমিকে শয্যা করিনি? [নাবা : ৬]

এই বিশাল পৃথিবীকে তিনিই বিছানা বানিয়েছেন। তারপর?

وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا

পর্বতসমূহকে বানিয়েছি কীলক। [নাবা : ৭]

وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا

আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়। [নাবা : ৮]

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম। [নাবা : ৯]

আল্লাহ তাআলাই এই পর্বতমালাকে মাটির উপর কীলক হিসেবে বসিয়ে দিয়েছেন। নারী-পুরুষের বিচিত্র রূপ আল্লাহরই দান। তিনিই জীবন্ত জাগ্রত মানুষকে চৌকির উপর শুইয়ে দেন। আবার এই অসহায় মানুষকেই কর্তৃত্ব দান করেন এই বিশাল জগতের উপর। মানুষকে তিনি ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তার দুর্বলতা প্রকাশ করেন। ঘুমন্ত মানুষের নাক দিয়ে এমন ভয়ানক আওয়াজ বেরিয়ে আসে, তার পাশে জাগ্রতরা অস্থির হয়ে পড়ে। এটা মানুষের অসহায়ত্বেরই প্রমাণ। কেউ চায় না, আমার মুখ দিয়ে এমন ভয়ানক আওয়াজ বের হোক। রাজা বাদশাহ ধনী অফিসার জেনারেল— সকলের মুখ দিয়েই এই ভয়ানক আওয়াজ বেরুচ্ছে। তার পাশে যে বসা সে বিব্রত হচ্ছে, বদ দুআ দিচ্ছে। কিন্তু চাইলেই কেউ নিজেকে এই ভয়ানক আওয়াজ থেকে বাঁচাতে পারছে না। মানুষ কত অসহায়! অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন—

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

তোমাদের নিদ্রাকে করেছি আমি বিশ্রাম। [নাবা : ৯]

নিদ্রা এক বিরতি। সকল ব্যস্ততা থেকে সকল কাজকর্ম থেকে সকল নড়াচড়া থেকে এক সুন্দর বিরতি নিদ্রা। নিদ্রা মানুষকে সব ধরনের

www.banglakitab.weebly.com

লেনদেন থেকে আলাদা করে রেখে দেয়।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا

রাতকে করেছি আবরণ। [নাবা : ১০]

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

এবং দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। [নাবা : ১১]

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুস্থিত সাত আকাশ। [নাবা : ১২]

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا

এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ। [নাবা : ১৩]

সূর্য ঘণ্টায় ৬ লাখ মাইল পথ অতিক্রম করে। তার গতি কখনও কমেনি, তার তাপেও হ্রাস সৃষ্টি হয়নি। পথ চলতে গিয়ে কখনও তাকে পথে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়নি। পথে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয়নি। যখন এই সূর্য এই অগ্নিপিণ্ড অস্তিত্ব লাভ করেছে তখন থেকে সঞ্চালমান আছে। তখন থেকেই সে সাঁতাররত। এর পেছনে একমাত্র শক্তি আল্লাহ তাআলার এক অকাট্য নির্দেশ।

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

আর সূর্য গমন করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। [ইয়াসিন : ৩৮]

সূর্যকে তার নিজ পথে চলতে হবে। সামনে যাবারও অবকাশ নেই, পেছনে পড়বারও অবকাশ নেই। তার সে পথ কে সৃষ্টি করেছে?

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

www.banglakitab.weebly.com

এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তার নিয়ন্ত্রণ। [ইয়াসিন : ৩৮]

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ!

একবার লক্ষ করুন, কত বিশাল শূন্য জগত! কোন পথ নেই, কোন চিহ্ন নেই। কোন বাঁক নেই, কোন নিদর্শন নেই। অথচ এই বিশাল অগ্নিপিণ্ড সুনির্দিষ্ট পথে চলছে তো চলছেই। সূর্য যদি তার নির্দিষ্ট গতি ও স্থান থেকে এক সেন্টিমিটার সরে যায় এবং প্রতিদিন যদি এক সেন্টিমিটার করে এগিয়ে যেতে থাকে, তাহলে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই সমগ্র জাহান পরস্পরে টক্কর খাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

এটা পরাক্রমশালী সকল জ্ঞানের আধার আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণ। আল্লাহ তাআলাই এই সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চাঁদ ও সূর্যকে পরিচালনা করছেন। তিনিই চাঁদকে স্নিগ্ধতা সূর্যকে তেজোদীপ্ত কিরণ দান করেছেন। আকাশকে উচ্চতা দিয়েছেন। জমিনকে করেছেন সম্প্রসারিত। তিনিই গ্রহ নক্ষত্রকে উজ্জ্বল করেছেন। দিন রাতের আবর্তন ঘটিয়েছেন।

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا

তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে তারা একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে। [আ'রাফ : ৫৪]

সামনে দিন পেছনে রাত। মাটির বিছানা, পাহাড়ের কীলক, আকাশের ছাদ, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রদীপ।

উপমাহীন সৃষ্টিকর্তা

তিনি কোন উপায় উপকরণ ছাড়া সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আকাশে ছোট ছোট নক্ষত্র ছড়িয়ে রেখেছেন। এ নক্ষত্র সৃষ্টির জন্যে তাঁকে কোন উপাদানের সাহায্য নিতে হয়নি। এমন নয়, পূর্ব থেকেই কোন মেটারিয়াল ছিল। সেগুলো ব্যবহার করে তিনি এই বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন। না, এমন কিছুই নয়।

www.banglakitab.weebly.com

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশেছিল ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি। [আম্বিয়া : ৩০]

অতঃপর আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন রেখেছেন–

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ

এগুলো কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি? [ওয়াকিয়াহ : ৫৯]

আরও ইরশাদ করেছেন–

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ

তোমরা কি এগুলো অংকুরিত করো, না আমি অংকুরিত করি। [ওয়াকিয়াহ : ৬৪]

এই ফল এই ফুল এই গাছ-গাছালি কে সৃষ্টি করেন?

مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا

তাঁর বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। [নামল : ৬০]

হ্যাঁ, যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত একটি গাছ সৃষ্টি করে দেখাও। পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হয়েও একটি গাছ সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি ইচ্ছা করেন–

لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا

আমি ইচ্ছা করলে একে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি। [ওয়াকিয়াহ : ৬৫]

www.banglakitab.weebly.com

তিনি চাইলে মুহূর্তেই পারেন।

فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ

তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। [ওয়াকিয়াহ : ৬৫]

হ্যাঁ, হতবুদ্ধি হয়ে বসে বসে হায় হায় করা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। তখন সকলে মিলে বলবে–

إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ

আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি। [ওয়াকিয়াহ : ৬৬]

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ

বরং আমরা হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। [ওয়াকিয়াহ : ৬৭]

اَتٰهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْنَهَارًا

তখন দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে। [ইউনুস : ২৪]

বিবেক বুদ্ধি সব অচল হয়ে পড়েছে। সব অভিজ্ঞতা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সব পরিকল্পনা ভেঙ্গে পড়েছে। দেখবে, মুহূর্তে সব কিছু উলট পালট হয়ে গেছে। যারা বোকা তাদের জন্যে তিনি রিযিকের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। বুদ্ধিমানদেরকে ফকীর বানিয়ে দিয়েছেন। শুধু এ কথা প্রমাণ করার জন্যে রিযিক আসমানী ফয়সালার অনুগত। কারও বিবেক বুদ্ধির অনুগত নয়।

বৃষ্টি কেন হয়

যখন আসমানে ফয়সালা হয়, তখনই দুনিয়াতে বৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা কত চমৎকারভাবে বলেছেন–

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা কি মেঘ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি। [ওয়াকিয়াহ : ৬৯]

এই যে তোমরা পানি পান করছো, এ কি তোমাদের সৃষ্টি, না আল্লাহ তাআলা বর্ষণ করেছেন। পানি আল্লাহ তাআলার কুদরতের কত বড় নিদর্শন! মানুষকে যদি এক ফোঁটা পানি সৃষ্টি করতে হতো তাহলে তাকে এর জন্যে কত পরিশ্রম করতে হতো, তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে পানি পৌঁছাবার জন্যে কত সুন্দর আয়োজন করেছেন। সূর্যের তাপ দিয়ে পানিকে গরম করেছেন। বাতাসের কাঁধে চড়িয়ে মেঘ উত্তোলন করেছেন। শূন্যে নিয়ে তা ঠাণ্ডা করেছেন। অতঃপর মেঘ আকারে তা পরস্পর যুক্ত হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ কিভাবে সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে। [নূর : ৪৩]

ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ

অতঃপর সেগুলোকে একত্রিত করেন। [নূর : ৪৩]

ثُمَّ جَعَلَهٗ حُطَامًا

অবশেষে তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন। [যুমার : ২১]

মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, একত্রিত করেন; অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে–

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

বজ্রধ্বনি তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। ফেরেশতাগণও করে তাঁর ভয়ে। [রা'দ : ১৩]

তারপর ফেরেশতা দল সেই মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়–

www.banglakitab.weebly.com

فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ

মেঘ দ্বারা তিনি যাকে খুশি আঘাত করেন। [নূর : ৪৩]

وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ

এবং যাকে ইচ্ছা তার থেকে একে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। [নূর : ৪৩]

আমরা লক্ষ করি, মাথার উপর দিয়ে মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। এক জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে। তার পাশের অঞ্চলই হচ্ছে বঞ্চিত। এখানে মেঘের কোন সামর্থ নেই। ফয়সালা আসমানে হয়। মেঘ চাইলেই নিজ শক্তিতে কোথাও বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে না।

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ

আল্লাহ যাকে খুশি বৃষ্টি সিঞ্চিত করেন, আবার যাকে খুশি বঞ্চিত করেন।

اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

আমি প্রচুর বারি বর্ষণ করি। [আবাছা : ২৫]

ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষণ করেন বৃষ্টি। তিনি যদি ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষণ না করে স্রোতধারার মতো বর্ষণ করতেন তাহলে জনপদ পানিতে ভেসে যেতো। মানুষ কেন মানুষের ঘরবাড়ি কোন কিছুই ঠিক থাকতো না। এতটা উপর থেকে যদি প্রবল বেগে পানি বর্ষিত হতো, তাহলে আমাদের এই ঘন জনপদের অবস্থা কী হতো? কাচা ঘর তো কাচা ঘর, পাকা ঘর পর্যন্ত মাটির সাথে মিশে যেতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফোঁটায় ফোঁটায়। কত সুন্দর ও সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন।

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا

www.banglakitab.weebly.com

অতঃপর আমি মাটিকে প্রকৃষ্ট রূপে বিদারিত করি।
[আবাছা : ২৬]

তারপর এই বিদারিত মাটি থেকে–

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّ عِنَبًا

এবং আমি তাতে উৎপন্ন করি শস্য এবং আঙুর। [আবাছা : ২৭-২৮]

আল্লাহ তাআলা প্রাণহীন একটি বীজকে জীবন দান করেন। সেই ক্ষুদ্র বীজ থেকে সৃষ্টি করেন বিশাল আপেল বৃক্ষ। সেই বৃক্ষ এক এক একর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দেখ, আল্লাহর কুদরত! তারপর এত বিশাল বৃক্ষে ছোট ছোট ফল সৃষ্টি করেন। অথচ ছোট ছোট তরমুজ লতায় কত বিশাল বিশাল তরমুজ। কত ক্ষুদ্র চিকন লতানো বৃক্ষ। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কত বিশাল তরমুজ! বিপরীতে কত বিশাল আপেল বৃক্ষ। তার বৌল কত ছোট ছোট। আর সেখান থেকে কত ছোট ছোট ফল সৃষ্টি হচ্ছে! এখানে বীজের কোন অবদান নেই। মাটির কোন দক্ষতা নেই। আখ মিষ্টি। মাকাল তিক্ত। লেবু টক। আম লাল ও সবুজ। এই যে রঙ রূপ ও স্বাদ–এর পেছনে মাটি কিংবা বীজের মেধা ও শক্তির কোন অবদান নেই। বরং এই সব কিছু হচ্ছে আসমানে অধিষ্ঠিত প্রভুর ফয়সালায়।

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ

পৃথিবীতেই রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড। [রা'দ : ৪]

সুতরাং আল্লাহর পৃথিবী ঘুরে দেখ, কত সুন্দর একের পর এক বাগান তিনি সাজিয়ে রেখেছেন। আর তা কালের পর কাল ধরে অব্যাহতভাবে চলছে।

তাওহীদের দাওয়াত

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

www.banglakitab.weebly.com

বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী। [নামল : ৬০]

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً

এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেন বৃষ্টি। [নামল : ৬০]

فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। [প্রাগুক্ত]

مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا

তার বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। [নামল : ৬০]

আল্লাহ তাআলাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই সবুজ শ্যামল উদ্যানের সৃষ্টিকর্তা তিনিই। অতঃপর আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করছেন–

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ আছে কি? [নামল : ৬০]

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ

তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়। [নামল : ৬০]

হ্যাঁ, তারপরও আমাকে ছেড়ে আমার হাতের তৈরি মাখলুকের কাছে ছুটে যায় মানুষ। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا

www.banglakitab.weebly.com

বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী।
[নামল : ৬১]

وَجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا

তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। [নামল : ৬১]

وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ

এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত। [নামল : ৬১]

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا

এবং দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়। [নামল : ৬১]

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? [নামল : ৬১]

সত্যিই আমাদের ভাববার বিষয়, এই পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন কে? কে নদী-নালা প্রবাহিত করেছে? এই মাটির উপর পাহাড় বসিয়ে দিয়েছে কে? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আছে কি?

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

তবুও তাদের অনেকেই জানে না। [নামল : ৬১]

আমাদের অনেকেই নাদান অবুঝ।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ

বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে। [নামল : ৬২]

সত্যিই তো, ব্যথিতজনের ব্যথা কে দূর করেন?

রাতের অন্ধকারে ফরিয়াদির কান্না কে শুনেন?

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

অসহায়ের যন্ত্রণা দূর করেন কে?

কে মানুষের বংশ পরম্পরা জারি রাখেন?

নিশ্চয়ই আল্লাহ।

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

তোমাদেরকে পৃথিবীতে তিনিই প্রতিনিধি করেন। [নামল : ৬২]

সুতরাং

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

আল্লাহর সাথে আর কোন মাবুদ আছে কি? [নামল : ৬২]

قَلِيْلًا مَّاتَذَكَّرُوْنَ

তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো। [নামল : ৬২]

সত্যিই মানুষ খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর একক শক্তি ও অনুগ্রহকে কত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। নিজেই প্রশ্ন করছেন, নিজেই জবাব দিচ্ছেন। নিজেই প্রশ্ন করছেন, নিজেই জবাব দিচ্ছেন।

ভেবে দেখার দাওয়াত

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا

জিজ্ঞেস কর, এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার? [মু'মিনুন : ৮৪]

এই পৃথিবীবাসীকে জিজ্ঞেস করুন, কে এই পৃথিবীর মালিক? তারা নিজেরাই উত্তর দিবে, এর মালিক আল্লাহ। তারপর আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন—

www.banglakitab.weebly.com

أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? [মু'মিনুন : ৮৫]

তবুও তোমরা লজ্জিত হবে না? তোমরা কি আল্লাহ তাআলাকে একটুও স্মরণ করবে না? এই পৃথিবী আল্লাহর।

আল্লাহর পৃথিবীতে তোমরা ব্যভিচার করছো!

আল্লাহর পৃথিবীতে তোমরা সুদী লেনদেন করছো!

আল্লাহর পৃথিবীতে তোমরা শরাব পান করছো!

আল্লাহর পৃথিবীতে তোমরা নাচ-গানের আসর বসাচ্ছো!

لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا

বলো, কার এই পৃথিবী? এই পৃথিবীতে যারা আছে কে তাদের মালিক?

আমার ঘরে কি আমার অনুমতি ছাড়া কেউ কিছু করতে পারবে? সম্ভব হলে করুক। নির্ঘাত করতে গেলে ঘরের মালিক মারপিট করে তাকে বের করে দেবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজেই প্রশ্ন তুলছেন– আল্লাহ তাআলা মানুষকে চিন্তা করার দাওয়াত দিচ্ছেন। ভেবে দেখ, যদি তোমাদের ঘর হয়, তোমাদের বাড়ি হয়– তাহলে সেখানে কি তোমাদের ইচ্ছার বাইরে কেউ কিছু করতে পারবে? করলে তোমরা তার সাথে কী আচরণ করবে? আর আমার সাথে তোমরা কি আচরণ করছো এবং আমার ঘরে বসে–

قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا

কার এই পৃথিবী? এখানকার অধিবাসীরা কার?

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ

তারা বলবে, আল্লাহর। [মু'মিনুন : ৮৫]

হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করা হলে সকলে এই জবাবই দিবে– এই পৃথিবী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ। সুতরাং–

www.banglakitab.weebly.com

أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

তবুও কি তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে না? তবুও কি তোমরা সামান্য লজ্জিত হবে না? আচ্ছা, তোমাদের লজ্জা হয় না কেন? আল্লাহ তাআলার প্রতি যদি সামান্যতম তোমাদের লজ্জাবোধ থাকতো তাহলে তাঁর পৃথিবীতে এত বিশাল বিশাল সুদী প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পারতে না।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ

তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত দয়াশীল। [আনআম : ১৩৩]

আল্লাহ নিজে বলছেন, আমি অভাব মুক্ত। আমি দয়াশীল। তারপর বলছেন–

لَوْيُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا

তাদের কৃতকর্মের কারণে যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে চান...। [কাহফ : ৫৮]

হ্যাঁ, আল্লাহ যদি পাকড়াও করতে চাইতেন তাহলে এই পৃথিবীতে কেউ রক্ষা পেতো না। তিনি বলছেন– আমি দয়ালু। আমার দয়াই আমাকে আটকে রাখে। নইলে তোমাদের অপরাধের কারণে আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করে বসতাম। আর যদি আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করতাম–

لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ

তবে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন।
[কাহফ : ৫৮]

আল্লাহ শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করলে সাথে সাথে খুলে যেতো আযাবের দরজা। আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক পাকড়াও করেন না। ছাড় দিয়ে রেখেছেন।

أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

www.banglakitab.weebly.com

তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? [মু'মিনুন : ৮৫]

তোমরা তোমাদের ঘরে বিনা অনুমতিতে কাউকে প্রবেশ করতে দাও না। অথচ আমার পৃথিবীতে তোমরা নাচ-গানের মাহফিল জমিয়ে বসো। তোমরা আমার পৃথিবীকে নির্লজ্জতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছো। তোমাদের কি সামান্যতম লজ্জাবোধ নেই?

এক ব্যক্তি তার ঘরে বসে কিছু করছে। হযরত উমর (রা.) তার ঘরে চলে গেলেন। হযরত উমর যখন তাকে চেপে ধরলেন, বললেন, এখানে কী করছো? সে বললো, আমিও অন্যায় করছিলাম, আর আপনিও অন্যায় করেছেন। বললেন, কীভাবে? বললো, আমার ঘরে আপনি অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করেছেন। হযরত উমর (রা.) সাথে সাথেই বের হয়ে আসলেন। আমীরুল মুমিনীন! তারপরও স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছো।

আল্লাহ তাআলা এ কথাই বলছেন, এ পৃথিবী আমার। লাহোর আমার, ইউরোপ আমার, আমেরিকা আমার, এশিয়া আমার, আফ্রিকা আমার, সমুদ্র আমার, বাতাস আমার, অন্তরীক্ষ আমার, গাছ-গাছালি আমার, পাহাড়-পর্বত আমার। এখানে যা কিছু আছে সব আমার। সব আমার। জিজ্ঞেস করা হলে মুখে মুখে সকলেই বলে– হ্যাঁ, সব কিছুই আল্লাহর।

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

তোমাদের কি লজ্জা হবে না? তোমরা কি আল্লাহকে স্মরণ করবে না?

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

জিজ্ঞেস করো, কে সাত আসমান এবং মহা আরশের অধিপতি। [মু'মিনুন : ৮৬]

সকলেই বলবে–

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ

তারা বলবে, আল্লাহ।

www.banglakitab.weebly.com

হ্যাঁ, সকলে মুখে মুখে এই জবাবই দেবে। সবাই বলবে, আল্লাহ।

أَفَلَا تَتَّقُونَ

তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? [মু'মিনুন : ৮৭]

তোমরা ফৌজকে ভয় করো।

তোমরা থানাকে ভয় করো।

তোমরা রাজা-বাদশাহকে ভয় করো।

তোমরা প্রশাসনকে ভয় করো।

তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?

মানুষের অসহায়ত্ব ও ভয়

তোমরা মানুষ। আল্লাহর পক্ষ থেকে সামান্য এখতিয়ার লাভ করেছো। অথচ এই সামান্য এখতিয়ার দিয়ে তোমরা কারও মৃত্যু ঠেকাতে পারছো না। তোমরা কারও হায়াতের মালিক নও। তোমরা কারও ইজ্জতের মালিক নও। তোমরা কারও অপমানের মালিক নও। তোমরা কারও ক্ষতি করতে পারো না। তোমরা কারও উপকার করতে পারো না। তোমরা নিজ ইচ্ছায় বাঁচতে পারো না। তোমরা নিজ ইচ্ছায় মরতে পারো না। তোমরা তো এতটাই অসহায়। মহান সেই শক্তির সামনে তোমরা তো তুচ্ছ ছাগলের চাইতেও দুর্বল। মুখে তো বলো–

আসমানের মালিক আল্লাহ।
পৃথিবীর মালিক আল্লাহ।
আরশে আযীমের মালিক আল্লাহ।
এই বিশ্ব জাহানের নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ।
আল্লাহ সকল বাদশাহর বাদশাহ।
তারপরও তোমরা তাঁকে ভয় করো না।
ভয় করো একজন সামান্য সিপাহীকে।
ভয় করো সামান্য থানাকে।

www.banglakitab.weebly.com

ভয় করো সামান্য জেনারেলকে।
ভয় করো অসহায় মানুষকে।

অথচ সকল বাদশাহর বাদশাহ যিনি তাঁকে মুখে স্বীকার করো, কিন্তু সামান্য ভয় করো না। মুখে তো চিৎকার করেই বলো, আল্লাহু আকবার। আল্লাহই বড়। সব কিছুর অধিপতি আল্লাহ। কিন্তু তাঁকে ভয় করো না। তাঁর সামনে কম্পিত হও না। মানুষের সামনে থরথর করে কাঁপো।

খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহর পরিণতি

ওয়াসিক বিল্লাহর চোখে চোখ রেখে কেউ কথা বলতে সাহস করতো না। তার চোখ থেকে আগুন ঝরতো। প্রভাবশালী পরাক্রমশালী এক প্রতাপশালী জালেম আব্বাসী খলীফা ছিলো ওয়াসিক বিল্লাহ। আল্লাহ তাকে ছাড় দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে জুলুম করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর থাবা বাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন সে সাথে সাথে চিৎকার করে উঠেছে—

يَا مَنْ لَا يَزَالُ مُلْكُهُ

اِرْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ

প্রভু! অনন্ত রাজত্বের অধিকারী!

এই অসহায় রাজ্যহারাকে দয়া করো।

যখন সে বেহুশ প্রায়, চাদর গায় দিয়ে পড়ে আছে। তার উজির মরে গেছে না বেঁচে আছে দেখার জন্যে মুখ থেকে চাদরটা সরিয়েছে। ওয়াসিক বিল্লাহকে এতটাই ভয় করতো তার কাছের লোকেরা পর্যন্ত। তার চোখের দিকে চোখ রাখার সাহস করতো না কেউ। অথচ তার মৃত্যুর সামান্য পর যখন কাফনের ভেতর নড়াচড়া দেখা গেলো, তখন কাফন খুলে সকলেই বিস্ময়ে অবাক! এক ইঁদুর তার চোখ দুটো খেয়ে ফেলেছে।

তোমরা তো সেই মানুষকে ভয় পাও, যাদের উপর আল্লাহ তাআলা চাইলে ইঁদুর চড়িয়ে দিতে পারেন। কবরে যাওয়ার আগেই যে চোখ থেকে আগুন

www.banglakitab.weebly.com

বর্ষিত হতো, সে চোখ ইঁদুরের খাদ্য হয়ে যেতে পারে। কবরের আযাব তো সামনে পড়ে আছে। কবর এখনও চেপে ধরেনি। যে মানুষ এতটা অসহায়, নিজের চোখকে সামান্য ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না, তোমরা সেই মানুষকে ভয় করো। আর আল্লাহ–

যিনি সাত আসমানের বাদশাহ।

যিনি সাত জমিনের বাদশাহ।

যিনি আরশের বাদশাহ।

যিনি লাওহে মাহফুজের বাদশাহ।

যিনি কলম ও কুরসীর লা-শরীক বাদশাহ।

তাঁর বাদশাহীকে মুখে স্বীকার করো, কিন্তু তাঁকে সামান্য ভয় করো না। তাঁর ভয়ে কেঁপে ওঠো না। তাঁর ভয়ে চকিত হও না। তোমাদের অন্তর মরে গেছে। তোমাদের অন্তর অন্তর নয়। পাথরের টুকরা। তোমরা ভেতরে পাথরের টুকরা বহন করে চলছো।

তোমরা কী অন্তর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো? তোমাদের অন্তর তো মৃত। আল্লাহু আকবার-এর ধ্বনি বারবার শোনার পরও যে অন্তরে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় না, সে তো মৃত অন্তর। সিজদায় গিয়েও যে অন্তরে আল্লাহর কথা মনে হয় না, সে অন্তর তো মৃত। রুকুতে গিয়েও যে অন্তরে আল্লাহ স্মরিত হয় না, সে তো মৃত অন্তর। পাথরের টুকরো।

লক্ষ করুন, আমরা নামাযের শুরুতে যে তাকবীরে তাহরীমা বলি এর অর্থ কি? তাকবীরে তাহরীমা মানেই তো হলো– সব কিছু হারাম হয়ে গেছে। আমি সব কিছু হারাম করে দিয়েছি। আল্লাহু আকবার– বলতেই সব কিছু আমার জন্যে হারাম। আমি এখন কেবলই আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট। অথচ এই অবস্থাতেও অন্তরে আল্লাহ জাগ্রত হচ্ছে না। স্মরণ অন্তরের কাজ। মুখের কাজ স্মরণ নয়। মুখে তো আমরা মনের স্মরণকে প্রকাশ করি। ভালোবাসা হৃদয়ের কাজ। মুখের ভাষায় আমরা তা প্রকাশ করি। ব্যথা বেদনা অনুভব করি হৃদয়ে। মুখে তা প্রকাশ করি মাত্র। হায় হায়! সিজদায় গিয়েও যার অন্তরে আল্লাহ জাগ্রত হয় না, তার অন্তর তো মৃত।

www.banglakitab.weebly.com

বুকে ব্যথা হতেই কার্ডিওলজিস্টের কাছে ছুটে যায়। অস্থির হয়ে পড়ে। বুকে ব্যথা হচ্ছে। মরে যাবো। অথচ এই যে হার্ট, আমার হৃদয় মরে পড়ে আছে এ নিয়ে কারও কোন চিন্তা নেই, মাথা ব্যথা নেই।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহর ভাষায় শুনুন! যিনি এই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক, তিনি বলছেন–

أَفَلَا تَتَّقُونَ

তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না! [মু'মিনুন : ৮৭]

সকল বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিপতি তো কেবলই আল্লাহ। আবুল হাসান আয্‌যাহির (রহ.) আহমাদ ইবনে তুলুনকে একবার কিছু উপদেশ দিলেন। উপদেশ শুনে সে খুবই ক্ষুব্ধ হলো। ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে হাত পা বেঁধে ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে ছেড়ে দিলো। লোকজনকে ডেকে পাঠালো। বললো, বাদশাহর সাথে বেআদবী করার কি পরিণতি দেখে যাও। চারদিকে মানুষের ভীড়। সকলেই এক ভয়াবহ পরিণতি দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। ছেড়ে দেয়া হলো ক্ষুধার্ত বাঘ। বাঘ বেরিয়ে আসলো। নিরীক্ষা করলো। তারপর তার পায়ের দিকে বসে পা চাটতে লাগলো। বাঘ আদর করে নিজ সন্তানের পা যেভাবে চাটে ঠিক সেভাবে পা চাটতে লাগলো পরম মমতায় পরম ভালোবাসায়। এই দৃশ্য দেখে বাদশাহ নিজেও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। ভাবলো, আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি! সঙ্গে সঙ্গে বাঘটিকে বের করে আনা হলো। বের করে আনা হলো আবুল হাসান আয্‌যাহিরকেও। বিনয়ের সাথে আরয করলো, বাঘ আপনার পায়ের দিকে গিয়ে বসে পড়লো। বাঘ তখন চাইলে আপনাকে তো খেয়েও ফেলতে পারতো। বাঘ যখন আপনার পায়ের দিকে গিয়ে বসলো, তখন আপনি কী ভাবছিলেন?

আবুল হাসান আয্‌যাহির (রহ.) বললেন, বাঘ যখন আমার পা চাটছিল, আমি ভাবছিলাম, আচ্ছা! আমার পা কি পাক না নাপাক? আমি শুধু এতটুকুই ভাবছিলাম।

www.banglakitab.weebly.com

হ্যাঁ, কারও অন্তরে যখন আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার কাছে বনের বাঘ আর ছাগল একই মনে হয়। আমরা তো ছাগলকেও ভয় করি। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করি না। আমরা আমাদের মতোই মানুষকে ভয় করি। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করি না।

বুদ্ধিমান না বোকা

আল্লাহ প্রশ্ন করছেন–

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

জিজ্ঞেস করো, সকল কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই। [মু'মিনুন : ৮৮]

হ্যাঁ, আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব কার হাতে? তাঁর সাথে মোকাবেলা করার মতো কে আছে? তাঁর বিপরীতে আশ্রয় দেয়ার মতো কে আছে? আল্লাহ যদি কারও মাথার উপর থেকে অনুগ্রহের হাত সরিয়ে নেন, তাহলে ছায়া দেয়ার মতো কে আছে? কে আছে আশ্রয় দেয়ার মতো! সর্বত্র কেবলই আল্লাহ।

فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ

তবুও তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্ত হচ্ছো?

এত বিশাল শক্তিধর অধিপতি ও বাদশাহকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা যারা পেশাব পায়খানা ছাড়া বাঁচতে পারে না, তাদের সামনে গিয়ে মাথানত করছো। তোমাদেরকে কে যাদু করেছে? কোন বিবেকবান মানুষ তো এটা করতে পারে না। এটা তো একেবারে পাগলের কাণ্ড। পাগল আর যাদুগ্রস্ত ছাড়া কেউ শক্তিমানকে ছেড়ে অসহায়ের সামনে গিয়ে মাথানত করতে পারে না। আল্লাহকে ছেড়ে মাখলুকের কাছে গিয়ে খোসামুদ করতে পারে না।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... এটা কেবলই একটা মুখের দাবী নয়। এ তো এক নিগূঢ় সত্য। আজ আমাদের অন্তর এই সত্য থেকে শূন্য হয়ে পড়েছে। আমরা তাবলীগের নামে ঘুরে ঘুরে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর হাকীকতকেই শিখবার চেষ্টা করছি। আমরা এ কথাই বলি, ভাই! মরণের আগেই অন্তরে আল্লাহকে বসাও। আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে অন্তরকে আলোকিত করো। অন্তরে আল্লাহকে জায়গা দাও।

অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব সৃষ্টি করো।

অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব সৃষ্টি করো।

আল্লাহর মহত্ত্ব ও একত্ববাদ অন্তরে বসাও।

আল্লাহ লা-শরীক।

তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর কোন পরামর্শক নেই। তাঁর কোন উজির নেই। তাঁর কোন সহযোগী নেই। তাঁর কোন হেফাযতকারী নেই। তিনি খান না, পান করেন না। তিনি ঘুমান না। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত। ঘুম ক্লান্তি দুর্বলতা কিছুই তাঁকে পায় না।

لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ

তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। [বাকারা : ২৫৫]

لَا يَؤُدُهٗ حِفْظُهُمَا

এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। [বাকারা : ২৫৫]

مَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন। [মারইয়াম : ৬৪]

لَايَضِلُّ رَبِّىْ

আপনার প্রতিপালক ভুল করেন না। [ত্বহা : ৫২]

www.banglakitab.weebly.com

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ

আল্লাহ্ এমন নন যে, কোন কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। [ফাতির : ৪৪]

لَاتَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا

তুমি কখনও মনে করো না, আল্লাহ্ গাফেল। [ইবরাহীম : ৪২]

হ্যাঁ, তাঁকে ঘুম পায় না। ক্লান্তি পায় না। অবসন্নতা পায় না। তিনি ভুলেন না। গাফলত কিংবা অক্ষমতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। বিশ্ব জাহান তাঁর কুদরতী কজায়।

يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا

আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। [ফাতির : ৪২]

এই বিশ্ব জগত কেবল তাঁরই অনুগত। তিনি সমগ্র জাহানকে আদেশ করেছেন–

اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا

তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এসো। [হা-মীম সিজদা : ১১]

সাথে সাথে আসমান জমিন বিনয়ের সাথে বলে উঠেছে–

اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ

আমরা অনুগত হয়ে আসলাম। [প্রাগুক্ত : ১১]

সারা জাহান তাঁর শক্তির কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। আকাশ ও পৃথিবী তাঁর সামনে এসে ঝুঁকে পড়েছে। সুতরাং তোমরাও তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ো।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেই বলছেন, হে মানবমণ্ডলী! সমগ্র পৃথিবী মাথা

www.banglakitab.weebly.com

নত করে দিয়েছে। এই বিশ্ব জাহান আমার সামনে এসে সমর্পিত হয়েছে। তোমরাও আমার সামনে মাথানত করো, আমাকে মেনে নাও। আমরা এ কথাই বলি। নিজের ইচ্ছাধীন জীবন ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর সামনে মাথা নত করে নাও। মনের দাবী নয়, আল্লাহর দাবী পূরণ করতে চেষ্টা করো।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এই আকাশ ও পৃথিবীতে হুকুম চলে তো কেবলই তাঁর। তিনি যা চান, এখানে তাই হয়।

يَفْعَلُ اللّٰهُ مَاشَاءُ

আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। [ইবরাহীম : ২৭]

يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। [ফাতির : ৮]

مَنْ يَّشَآءُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথহারা করেন। [ফাতির : ৮]

وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ

যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন। [মায়িদা : ১৮]

এখানে কেবল তাঁর ইচ্ছাই পূরণ হয়। আমরা চাই, আমাদের ইচ্ছা পূরণ হোক। আমরা চাই, পয়সা কামাবো, ফূর্তি করবো, ভোগ-বিলাস করবো, গাড়ি কিনবো, বাড়ি বানাবো, নাচবো গাইবো। পৃথিবীর সব মানুষ এখন এই এক পথ ধরেছে। এটা কেবল আমাদের লাহোরের দাবী নয়। পৃথিবীর সকল মানুষ এখন এই পথের যাত্রী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন, অন্য পথের কথা। তাছাড়া মানুষ যে পথ ধরেছে এ পথ যেমন বিপজ্জনক, তেমনি অসম্পূর্ণও। পয়সার দ্বারা কি কেউ কখনও খুশি ঘরে তুলতে পেরেছে? গান-বাদ্য দিয়ে কি কেউ কখনও জীবনে স্বস্তি আনতে পেরেছে?

www.banglakitab.weebly.com

শরাবের ভেতর ডুব দিয়ে কি কেউ কখনও মনের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়েছে? প্রাচুর্যের উপর শুয়ে থেকে কি কেউ কখনও হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করেছে?

এ কোন গোপন তত্ত্ব নয়। দুনিয়ার সকল মানুষ এখন এই সত্যের সাথে সমানভাবে পরিচিত। অর্থ-বিত্ত উপায় উপকরণ কাউকে আনন্দ দিতে পারেনি, স্বস্তি দিতে পারেনি, মনে সুখ দিতে পারেনি। শরাব কখনও কাউকে মনের যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে পারেনি। আল্লাহ থেকে যে যতটা দূরে সে ততটা অসহায়। সে ততটাই বঞ্চিত।

আল্লাহ আমাদের এই পথের ব্যর্থতা প্রতিনিয়তই চোখের সামনে এনে দেখাচ্ছেন। আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন—

عَبْدِىْ اَنْتَ تُرِيْدُ وَاَنَا اُرِيْدُ

হে আমার বান্দা! তুমি চাও একটা, আর আমি চাই আরেকটা।

وَلَا يَكُوْنُ اِلَّا مَا اُرِيْدُ

যা আমি চাই হবে তো তাই।

আমার চাওয়ার বাইরে তোমার চাওয়া পূর্ণ হওয়ার নয়। অথচ তোমার রবের চাওয়া তোমার চাওয়ার বাইরেও পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তুমি ভেবে দেখো, তুমি তোমার চাওয়াকে পূর্ণ করার জন্যে কী করবে?

وَاِنْ سَلَّمْتَ لِىْ فِىْ مَا اُرِيْدُ كَفَيْتُكَ فِىْ مَا تُرِيْدُ

তুমি যদি আমার চাওয়াকে পূর্ণ করার জন্যে সমর্পিত হও, তাহলে তোমার চাওয়া পূর্ণ করার জন্যে আমিই যথেষ্ট হবো।

বান্দা! তুমি যদি আমার দাবী পূরণে সচেষ্ট হও, তুমি যদি আমার আদেশকে মাথা পেতে নাও, তাহলে তুমি যা চাইবে আমি তা পূরণ করবো। আর যদি তুমি তা করতে না পারো—

www.banglakitab.weebly.com

وَاِنْ لَّمْ تُسَلِّمْ لِىْ فِيْمَا اُرِيْدُ اَتْعَبْتُكَ فِىْ مَا تُرِيْدُ،
وَلَا يَكُوْنُ اِلَّا مَا اُرِيْدُ

তুমি যদি আমার ইচ্ছা পূরণে সমর্পিত না হও, তাহলে আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছা পূরণে ক্লান্ত করে দেবো। আর হবে তাই যা আমি চাইবো।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার দাবী পূরণের মধ্যেই আমাদের সফলতা। আমরা যদি আমাদের ইচ্ছাকে পূরণ করতে চাই, আমরা যদি আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চাই, তাহলে তার জন্যে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাকে বাস্ত বায়ন করতে হবে। নিজেদের ইচ্ছাকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী পথ চলতে হবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টিকর্তার অধিকার

সৃষ্টিকর্তার অধিকার রয়েছে। যিনি সামান্য ফোঁটা পানি থেকে এমন সুন্দর আকৃতি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কি কোন অধিকার নেই? তাঁর অধিকার হলো, তাঁকে মানতে হবে। যিনি চোখের মধ্যে ছাব্বিশ কোটি বাল্ব লাগিয়েছেন, তাঁর কি কোন দাবী নেই? তাঁর দাবী হলো, আমার এই চোখ দিয়ে কেবল হালাল দেখবে। হারামের দিকে তাকাতেও পারবে না। যিনি কানের মধ্যে দুই লাখ টেলিফোন লাগিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কি কোন দাবী নেই? তাঁর দাবী হলো, এই কান দিয়ে হারাম শুনতে পারবে না। শুনবে কেবল হালাল। এই কানকে গান-বাজনায় ব্যবহার করতে পারবে না। দুনিয়া এবং পরকাল যার কথাই শুনবে, হালাল কথা শুনবে। যিনি এই হাতকে সঞ্চালমান করেছেন, তাঁর কি কোন দাবী নেই? তাঁর দাবী হলো, এই হাতে কেবল ইনসাফ করবে, জুলুম করতে পারবে না। যিনি মানুষের মধ্যে যৌনশক্তি নিহিত রেখেছেন, তাঁর দাবী আছে। তাঁর দাবী হলো, এই শক্তি কেবল বৈধ পন্থায় ব্যবহার করবে, অবৈধ পথে ব্যবহার করতে পারবে না। যিনি মানুষের জিহ্বায় আস্বাদন শক্তি বিছিয়ে রেখেছেন, বলার শক্তি দিয়েছেন, কত বড় শক্তিশালী সেই প্রভু! বাতাসে সঞ্চালিত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে

www.banglakitab.weebly.com

শব্দ। আওয়াজ বাতাসের সঞ্চালন ছাড়া তো আর কিছুই নয়। অথচ এই বাতাসের সঞ্চালন থেকে সৃষ্ট ধ্বনি যখন কানে গিয়ে পড়ছে, তখন মানুষের মস্তিষ্কে তা অর্থময় হয়ে উঠছে। কত বিশাল শক্তি আল্লাহর!

এই পৃথিবীও সদা সঞ্চালমান। ফুটবল যেভাবে সঞ্চালমান, পৃথিবীও সঞ্চালমান। আল্লাহ তাআলা যদি কম্পমান ও সঞ্চালমান এই পৃথিবীকে স্থির করে দেন, তার গতিকে থামিয়ে দেন, তাহলে আমার আপনার সামনে দশ হাজার লাউড স্পিকার ব্যবহার করলেও কেউ কারও কথা শুনতে পাবো না। তখন এখানে কোন মওসুম থাকবে না। এমন শক্তিশালী আল্লাহ। সে আল্লাহর কি কোন দাবী থাকতে পারে না? যে আল্লাহ মানুষের জন্যে এত কিছু করেছেন!

আল্লাহ তাআলা জিহ্বা দিয়েছেন। আদেশ দিয়েছেন, এই জিহ্বাকে হারাম কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِىْ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللهِ

আমার উম্মত যখন পরস্পরে গালি-গালাজ করবে তখন তারা আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবে।

আমরা তো পড়ে গেছি এবং মরে গেছি। আমাদের সন্তানরা জন্মগ্রহণ করার পর পরই গালি দেয়া শিখে। বুড়োরা গালি দিচ্ছে। দেখে দেখে শিশুরাও গালি দিচ্ছে। গ্রামে গিয়ে দেখুন, মানুষ জানোয়ারকে পর্যন্ত গালি দেয়। আমাদের আচরণ পশুকে পর্যন্ত হার মানিয়েছে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের উপর যুক্তিসঙ্গত দাবী হলো, আমার এই জিহ্বাকে কেবল হক পথে ব্যবহার করবে। এই জিহ্বাকে গীবত ও চুগোলখুরীতে ব্যবহার করবে না। মিথ্যা বলবে না, আল্লাহ তাআলা যা চান কেবল তাই বলবে।

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

www.banglakitab.weebly.com

কান চোখ হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। [বনী ইসরাইল : ৩৬]

এমন এক দিন আসবে যখন তোমাকে তোমার এই কান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবো- এই কান দিয়ে কী শুনেছো? জিজ্ঞেস করা হবে, এই চোখ দিয়ে কী দেখেছো? জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার এই অন্তরে কী আবেগ ধরে রেখেছো?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আমরা যদি আল্লাহর দাবী পূরণ করতে পারি, তাহলেই সফলকাম। আল্লাহর দাবী পূরণ করতে গিয়ে বাড়ি পেলাম না হারালাম, বদনাম হলো না সুনাম হলো, ধনী হলাম না গরীব হলাম, কোনটাই দেখার মতো নয়। আমরা যদি আল্লাহ তাআলার চাওয়াকে পূরণ করতে পারি, তাহলেই আমরা সফলকাম।

পরিপূর্ণ মুসলমান হও

আল্লাহ তাআলা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর। [বাকারা : ২০৮]

হ্যাঁ, পরিপূর্ণরূপে ভেতরে চলে আসো। ঘর থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হতে হলে পরিপূর্ণরূপে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে হয়। এক পা বাইরে, এক পা ভেতরে- তাহলে ঘর তোমাকে গরম থেকেও বাঁচাতে পারবে না, ঠাণ্ডা থেকেও বাঁচাতে পারবে না। মাঝখানে ঝুলে আছো। আল্লাহ তাআলা আহ্বান করছেন- হে ঈমানদারগণ! পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগত হও। নিজের ইচ্ছা ও কামনাকে মাটির নিচে দাফন করে দাও। আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... আমাদের কাছে এই দাবীই তো করছে।

www.banglakitab.weebly.com

এটা কেবলই মুখের কথা নয়। এটা সমগ্র জীবনের দাবী। দাবী করেছেন আল্লাহ তাআলা। কিন্তু আমরা তো জানি না, আল্লাহকে কীভাবে মানবো? কীভাবে তাঁর অনুগত হবো। আমাদের কারও কাছে তো আর ওহী আসে না। এ জন্য আল্লাহ তাআলা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে যোগসূত্র হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্থাপন করেছেন। তাঁকে নমুনা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। বলেছেন, যদি আমাকে মানতে চাও, তাহলে এই নমুনা অনুসরণ করে চলো। তাঁর অনুকরণ করো। তিনি যা বলেন তা করো, যা করতে নিষেধ করেন তার কাছেও যেয়ো না।

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। [হাশর : ৭]

وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থেকো। [হাশর : ৭]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন– আজকের পর সুদ হারাম। আমি সর্বপ্রথম আমার চাচা আব্বাস (রা.)-এর সুদকে বিলুপ্ত করছি। এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত আব্বাস (রা.) বলেছেন– আমি আমার মূল পাওনাও ক্ষমা করে দিলাম। এর পুরস্কার আল্লাহ তাআলা কী দিয়েছেন? হযরত আব্বাস (রা.)-এর সন্তানদেরকে সোয়া পাঁচশ' বছরের রাজত্ব দান করেছেন। তাঁর দান বড়ই বিস্ময়কর।

আজ তাঁর উম্মত হয়েও আমরা বলছি, সুদ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে কী করে? আমি বলি, কোথাও গিয়ে বসে পড়ো। মুখে সামান্য বুট চিবিয়ে নাও, প্রয়োজনে পাথর বাঁধ। এটা মানবতার শত্রু। এ তো খোলামেলা যুদ্ধের ঘোষণা। শহরের সকল মোর্চায় প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি গ্রহণ করো। চারদিকে পরিখা খনন করো। তারপর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, আমি লড়াই করার জন্যে আসছি।

www.banglakitab.weebly.com

فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

তবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। [বাক্বারা : ২৭৯]

তুমি বলছো, সুদ ছাড়া চলবো কীভাবে? আর আল্লাহ বলছেন, আমি ও আমার রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে আসছি।

বলুন, যে উম্মতের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিপালক এবং তাদের রাসূল যুদ্ধে অবতীর্ণ, সে উম্মত কি কখনও সফল হতে পারে? তারা এটমিক শক্তি অর্জন করে কী করবে? এটমিক শক্তি দিয়ে কয়টি ঘরে সুখ এসেছে? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমাদের হাতিয়ার বানাবার দরকার নেই। কিন্তু আমরা এতটাই পাগল, আমরা এর মধ্যেই নিজেদের জীবনের মেরাজ মনে করছি। এটম দিয়ে তখনই কাজ হয় যখন আল্লাহ সঙ্গে থাকেন। আল্লাহ যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে পাথরও এটম হয়ে যায়।

হযরত দাউদ (আ.) তখন ছোট। জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেরিয়েছেন তালূত। হযরত দাউদ (আ.) ছোট হওয়া সত্ত্বেও আবদার করলেন, আমাকে সঙ্গে নিন। যখন তিনি যাচ্ছেন, পথে একটি পাথর পড়ে থাকতে দেখলেন। পাথরটি ডেকে বললো, আমাকে তুলে নাও দাউদ! আমার ভেতরে জালূতের মৃত্যু লেখা আছে। ক্ষুদ্র একটি পাথর। হযরত দাউদ (আ.) তুলে নিলেন। পকেটে রেখে দিলেন। যুদ্ধের ময়দানে জালূত বেরিয়ে এলো। লোহায় আচ্ছাদিত শরীর। কেবল সামান্য চোখ দুটো দেখা যায়। জালূত বীর বিক্রমে ঘোষণা করলো, সাহস থাকলে কেউ আমার সামনে এসো। ভয়ে সকলেই স্তব্ধ। হযরত দাউদ (আ.) তালূতকে বললেন, আমি যাচ্ছি। তালূত বললো, তুমি ছোট মানুষ। তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে! বললেন, আমাকে পাঠিয়ে দিন, আমি যাবো। জালূত দেখলো, তার দিকে এগিয়ে আসছে একজন ছেলে মানুষ! তাকে দেখে জালূত হাসতে লাগলো। ভাবতে লাগলো, ছেলেটা নিজেই নিজের মৃত্যু কেনার জন্যে আসছে। কাছে এসে হযরত দাউদ (আ.) খুব সহজ ভঙ্গিতে পাথরটি তার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। পাথর তার শরীরের লাগার সাথে সাথেই মাথা ভেদ করে মগজ বেরিয়ে গেলো। কী আশ্চর্য! সামান্য পাথর লেগেছে, আর মস্তক দীর্ণ হয়ে যাবে– এটা কোন যুক্তিগ্রাহ্য কথা নয়। কিন্তু হয়েছে তাই।

www.banglakitab.weebly.com

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। [আনফাল : ১৭]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনকে নিজেদের জীবন বানাও। তাঁর আচার-আচরণকে ভালোবাস।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এই পৃথিবীতে যদি কাউকে ভালোবাসতে হয়, তাহলে শুধু আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই ভালোবাস। ভালোবাসা সৃষ্টি হয় অনুসরণের মাধ্যমে। মানুষ যাকে ভালোবাসে, অন্তরে যার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লালন করে, মানুষ নিজেকে তার মতো করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। ছোট ছোট শিশুরা সকাল বেলা গলায় টাই এঁটে স্কুলে যাচ্ছে। হায় হায়! উম্মত তো মারা গেছে। ছোট নিষ্পাপ শিশুদের গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে স্কুলে পাঠাচ্ছে। যারা নিজেদের সন্তানদের অন্তর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাকে বের করে দিয়েছে, তাদের তো মরে যাওয়া উচিত। কাল হাশরের মাঠে এই সন্তান তার মা-বাবার বুক চেপে ধরবে। বলবে, হে আল্লাহ! এরাই তো আমাদেরকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

নবীর ভালোবাসা ঈমানের শর্ত

ভালোবাসা সৃষ্টি হয় আনুগত্য থেকে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ

আমি যে পয়গাম নিয়ে এসেছি সে পয়গামের অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ ঈমানদারই হতে পারবে না।

তিনি আরও বলেছেন–

www.banglakitab.weebly.com

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের কারও কাছে তার সন্তান মা-বাবা এবং সমগ্র মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঈমানদারই হবে না।

এর অর্থ এই নয়, কাফের হয়ে যাবে। বরং অর্থ হলো, আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে যে ঈমান দেখতে চেয়েছেন, সে ঈমান যদি আমরা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চাই তাহলে সন্তান মা-বাবা এবং সকলের চাইতে তাঁকে বেশি ভালোবাসতে হবে।

দুনিয়া নয়, পরকালের কথা ভাবো

পুরো সমাজকে এ কথা বুঝাতে হবে– আমরা কী করবো? সামনে অনেক বড় তুফান আসছে। আটা আর ডালের মূল্য চড়া দেখে চোখের পানি ফেলছো! সামনে কবরের ভয়ানক ক্ষুধা অপেক্ষা করছে। এখানে সামান্য কাপড়ের জন্য কাঁদছো। সেখানে তো মেয়েদেরকে বিবস্ত্র দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। ফেরেশতাগণ মাথার চুল ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। আহা! এ নিয়ে কারও কোন কান্না নেই। কেউই এ নিয়ে চিন্তিত নয়। বেদনার বিষয় তো সেটা, যা একবার আসলে আর কখনও বিদায় হবে না। দুনিয়ার দুঃখ তো কোন দুঃখই নয়। এখানকার রাত তো কোন না কোনভাবে পার হয়েই যাবে।

হাসিতে কাটুক আর কান্নায় কাটুক।

জেগে কাটুক আর ঘুমিয়ে কাটুক।

এখানকার রাত থেমে থাকে না।

এখানকার দিন কেটেই যায়।

সময়ের সাথে ফুরিয়ে যায় বেদনা।

www.banglakitab.weebly.com

সময়ের সাথে হারিয়ে যায় কষ্ট।

সামনে এমন একটা সময় অপেক্ষা করছে, যখন রাত দিন দাঁড়িয়ে যাবে। সময়ের ঘড়ি মৃত্যুবরণ করবে। একবার যদি দুঃখ আসে তাহলে তা আর বিদায় হবে না। সেখানকার সুখও চিরস্থায়ী। যদি কেউ সম্মান পায় তাহলে তা হারাবার ভয় নেই। অপমান যদি একবার চেপে বসে, তাহলে মুক্তির আর পথ থাকবে না। বেদনার বিষয় তো এগুলো। অথচ মানুষ আজ বেদনার এই চিরস্থায়ী দিকটিকে ভুলে বসে আছে। কে জাগাবে এই ঘুমিয়ে পড়া ইনসানিয়াতকে? এ কাজ খুবই জরুরি।

মানুষের প্রতি সবচে' বেশি অনুগ্রহ হলো নবীর। মানুষের জন্যে নবীর চাইতে বড় অনুগ্রহকারী আর কেউ নেই। নবী নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন। নবী নিজের সমস্ত সুখ কুরবানী দিয়ে মানুষকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করেন, সোজা বেহেশতের পথ দেখান। দুনিয়ার সমস্ত মানুষের প্রতি নবীর চাইতে বড় অনুগ্রহ আর কারও নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা নারী-পুরুষ সকলের মধ্যে জাগিয়ে তোলাই এখন মানুষের প্রতি সবচে' বড় অনুগ্রহ। মানুষের দৃষ্টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দেয়াই এখন সময়ের সবচে' বড় প্রয়োজন।

পর্দার নির্দেশ : সাহাবীগণের আনুগত্য

রাতের বেলা ওহী এসেছে–

قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ

তুমি তোমার স্ত্রীগণকে কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলো, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। [আহযাব : ৫৯]

পর্দার বিধান নেমে এসেছে রাতের বেলা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়ে দিয়েছেন সবাইকে আল্লাহর নির্দেশ। তাঁরা

www.banglakitab.weebly.com

সারা রাত জেগে নিজেদের জন্যে পর্দার আয়োজন করেছেন। তাঁরা যখন ফজর নামায পড়তে এসেছেন তখন তাঁদের সে পর্দাবৃত রূপ হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন–

كَأَنَّهُنَّ غُرَابٌ

মনে হচ্ছিল তাঁরা কতগুলো কাক।

কালো চাদরে আবৃত হয়ে মসজিদে এসেছেন। শরীর চাদরে আবৃত। এদিকে হুকুম এসেছে, আর ওদিকে পালিত হয়েছে। নির্দেশ এসেছে, সাথে সাথেই বরণ করে নিয়েছে। কারণ, তাঁদের অন্তরে নিজেদের ইচ্ছা ও স্বপ্নকে বিসর্জন দেয়ার প্রেরণা ছিল। আল্লাহ তাআলার নির্দেশকে নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদার উপর প্রাধান্য দেয়ার আবেগ ছিল। তাই যখনই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন ফরমান এসেছে তা মানতে তাদের সামান্য দেরি হয়নি।

এক নারীর স্বামী আল্লাহর রাস্তায় গিয়েছেন। বলে গেছেন, ঘরেই থাকবে। এ কথা বলে তিনি চলে গেছেন। পরে তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সাহাবিয়্যা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে ঘরেই থাকতে বলেছেন। এদিকে আমার বাবা অসুস্থ। জানতে এসেছি, আমি কি আমার বাবাকে দেখতে যেতে পারবো?

খুব স্বাভাবিক কথা, সাহাবী নিশ্চয়ই এ কথা বলে যাননি, তোমার বাবা অসুস্থ হলে তাকেও দেখতে যেতে পারবে না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁর কথার প্রতিটি হরফের মর্যাদা রেখেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, ধৈর্য ধর। ঘরেই থেকো।

ক্রমাগত বাবার অবস্থা খারাপের দিকে গড়াচ্ছিল। যখন মুমূর্ষু অবস্থা, তখন সাহাবিয়্যা পুনরায় এসে আরয করলেন, আমার বাবার অবস্থা মুমূর্ষু! আমি কি তাকে দেখতে যেতে পারবো?

ইরশাদ করলেন– তুমি তোমার স্বামীর ঘরেই অপেক্ষা করো।

বাবা ইন্তেকাল করলেন। এবার গিয়ে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

www.banglakitab.weebly.com

আমি কি আমার বাবার মুখ দেখতে যেতে পারবো?

ইরশাদ করলেন– তুমি ঘরেই বসে থেকো।

সাহাবিয়া আল্লাহর রাসূলের আদেশকে বোঝা মনে করেননি। তিক্ত মনে করে কষ্টের সাথে হজম করেননি। মধুময় মনে করেছেন। বাবার জানাযায় মৃত্যুর পর তার চেহারা দর্শনের জন্যেও উপস্থিত হননি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনেছেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা থেকে ফিরে এসে একজনকে বললেন, যাও! তাকে গিয়ে সুসংবাদ দাও, তোমার ধৈর্যের বিনিময়ে তোমার বাবাকে আল্লাহ তাআলা বেহেশত দান করেছেন।

তিনি তো সাহাবী। সব সাহাবীই জান্নাতী। কিন্তু এখানে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আল্লাহ তাআলা তোমার বাবাকে বেহেশত দিয়েছেন তোমার ধৈর্যের বিনিময়ে। সাহাবায়ে কেরাম এভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মানতে গিয়ে নিজেদের আবেগ ও কামনাকে বিসর্জন দিয়েছেন। আজ আমাদের মন মেজাজ বিকৃত হয়ে গেছে। আমরা মুসলমানও থাকতে চাই, আবার নিজেদের মন মতো চলতে চাই। আমরা চাই, আমাদের মনের একটি কামনাও যেন আহত না হয়। আবার আমরা যেন মুসলমানও থাকি। অথচ আল্লাহ তাআলা দাবী হলো, আমরা যেন কেবল আল্লাহর চাওয়াকে পূরণ করি। আল্লাহর চাওয়াকে পূর্ণ করতে গিয়ে নিজেদের চাওয়াকে বিসর্জন দিই। আর এভাবেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য পেতে পারে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন পৃথিবীতে সবচে' মহান এবং সবচে' শ্রেষ্ঠ জীবন। তাঁর জীবনে নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই রয়েছে উত্তম নমুনা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বলেছেন–

يَااَبَا سُفْيَانَ! جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

আবু সুফিয়ান! আমি তোমাদের কাছে দুনিয়া এবং পরকালের সম্মানের পয়গাম নিয়ে এসেছি।

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর আনুগত্যে উভয় জাহানের সম্মান ও মর্যাদা নিহিত। তাছাড়া পৃথিবীর সকলের হৃদয়েই তাঁর প্রতি ভালোবাসা ছিল উপচে পড়া। এই মানুষের প্রতি লক্ষ করুন। মানুষ এক আবেগপ্রবণ সৃষ্টি।

সে কোন দৃশ্য দেখে, সে দৃশ্যকে ভালোবাসে।

সে কোন দৃশ্য দেখে, সে দৃশ্যকে ঘৃণা করে।

সে কোন আকৃতি দেখে, সে আকৃতির কাছে চলে যায়।

সে কোন রূপ দেখে, সে রূপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মানুষকে পৃথিবীর দৃশ্য নানা রূপ নানা আকৃতি আকর্ষণ করে। মানুষও এক ধরনের প্রাণী। অন্যান্য প্রাণীদের সাথে তার একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রাণহীন জড় পদার্থের তো কোন অনুভূতি নেই, আবেগ নেই। তার মধ্যে কোন প্রাণ নেই। সে নড়াচড়া করতে পারে না। সে এক বোবা সৃষ্টি। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়কে দেখিয়ে বলছেন–

هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

> এই ওহুদ পাহাড় আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও তাকে ভালোবাসি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। সঙ্গে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত উসমান (রা.)। আনন্দে পাহাড় দুলতে শুরু করে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন– 'উস্‌কুন'– শান্ত হও। নড়াচড়া করো না।

সফলতার একমাত্র পথ

যাঁর স্পর্শ পেয়ে প্রাণহীন জড় পর্বত পর্যন্ত আনন্দে দুলে ওঠে তাঁর জীবন সৌন্দর্যকে আমরা আজ কিতাবে বন্দী করে রেখেছি। তাঁর জীবন আলো থেকে আমাদের ঘর শূন্য হয়ে পড়েছে। তাঁর জীবন সৌন্দর্য আমাদের

www.banglakitab.weebly.com

নারীদের মধ্যে নেই, আমাদের পুরুষদের মধ্যে নেই। আমাদের শিশুদের মধ্যে নেই, আমাদের বাজারে নেই, আমাদের মসজিদে নেই।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

এজন্য আজ কে চোখের পানি বিসর্জন দিবে? ঘরের মরার জন্যে যদি ঘরের মানুষ না কাঁদে, তাহলে কে কাঁদবে? নিজেদের দীনকে এভাবে তাড়িয়ে দিয়ে যদি এর জন্যে মুসলমানরা না কাঁদে, তাহলে কি ইহুদীরা এসে কাঁদবে? তারা তো গোড়া থেকেই ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে সদা সচেষ্ট।

আজ মূলত তাবলীগের নামে এই মেহনতই চলছে। আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহকে মানতে হবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। এ পথেই আমরা আমাদের মনযিল পেতে পারি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাদ দিয়ে আমরা যে পথই অনুসরণ করি না কেন, আমরা আমাদের মনযিল পর্যন্ত পৌছাতে পারবো না। তাঁকে উপেক্ষা করে কোন পথেই মনযিল পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর বাইরে যত পথ আছে সবই ধ্বংসের, সবই ব্যর্থতার। সফলতার একমাত্র পথ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হ্যাঁ, এই পৃথিবীর গ্রন্থাদি পড়ে এখন কিছুই পাওয়া যায় না। এখানকার কোন শাস্ত্রের শেষ পর্যন্ত পৌছার পরও পথে ঘুরে ঘুরে জুতা খরচ করা ছাড়া আর কোন কিছুই পাওয়া যায় না।

আমি তখন রাইভেন্ডে পড়তাম। আমার ছোট ভাই পড়তো মেডিকেল কলেজে। যখনই ঘরে ফিরতো আমাকে বলতো, আমি তোমার ভবিষ্যত নিয়ে খুবই চিন্তিত। আমি বলতাম, তুমি তোমার চিন্তা করো, আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমি তো মসজিদে ডাল রুটি খেয়েও কাটিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু তার এক কথা, আমি তোমার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত। অবশেষে সে যখন পাশ করলো এবং জুতার পর জুতা খরচ করেও কোন চাকরি পেলো না, তখন বলতে লাগলো, আমি আমার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত।

এখানে তো ডিগ্রী অর্জন করার পরও এর বিনিময়ে কিছু পাওয়া যায় না। এর বিপরীতে দেখুন, কেউ আল্লাহ তাআলার কিতাব পড়ার জন্যে ঘর

www.banglakitab.weebly.com

থেকে বেরিয়েছে। সবেমাত্র আলিফ বা পড়তে শুরু করেছে, সাথে সাথে তার মা-বাবার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। অথচ আলিফ উচ্চারণ করলে তো কিছুই হয় না। এটা আমাদের অন্ধ ধারণা।

মানসিক দাসত্ব

যে জাতি মানসিকভাবে দাসত্বের শিকার, তারা এটম বানিয়ে কী করবে? এটমের দ্বারা সম্মান পাওয়া যায় না। আমরা তো মানসিকভাবে গোলাম হয়ে পড়েছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন, তাঁর তরীকা এবং তাঁর আদর্শ যাকে আকর্ষণ করে না, তার জীবনাদর্শে যে সৌন্দর্য খুঁজে পায় না, সে কোথায় গিয়ে সম্মান পাবে? এ পৃথিবী তো আল্লাহর। আমাদের মাথার উপর আসমানের ছাদ। সে ছাদের মালিকও আল্লাহ। এই পৃথিবীর মাটি তো তাই করে, যা আল্লাহ বলেন। এই আকাশ ও বাতাস আল্লাহর হুকুমের অধীন। আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব তাঁর হাতে। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি যদি কারও বিরুদ্ধে ফয়সালা করেন, তাহলে সমগ্র সৃষ্টি মিলেও তা প্রতিহত করতে পারে না। তিনি যদি কারও পক্ষে ফয়সালা দেন, তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি অনু-পরমাণু তাঁর সামনে এসে মাথা নত করে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম করছিলেন। শুয়ে আছেন। দূর থেকে একটি গাছ ছুটে এলো। মাটি ভেদ করে দৌড়ে এসেছে গাছ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছায়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে গেছে আপন জায়গায়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। জেগে ওঠার পর হযরত আবু হুরাইরা (রা.) আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যখন ঘুমিয়ে এই গাছটি তখন আপনার দিকে ছুটে এসেছিল। আপনার ওপর সামান্য সময় ছায়া দিয়ে তারপর আবার ফিরে গেছে তার আপন জায়গায়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গাছটির মাঝে আমার দীদারের পিপাসা ছিল। সে আল্লাহ তাআলার কাছে আমার দীদার কামনা করে অনুমতি প্রার্থনা করেছে– হে আল্লাহ! আমি তোমার হাবীবের

www.banglakitab.weebly.com

দীদার চাই। আল্লাহ তাআলা তাকে অনুমতি দিয়েছেন। সে আমার কাছে এসে তৃষ্ণা নিবারণ করে আপন জায়গায় ফিরে গেছে।

যাঁর সান্নিধ্য লাভের তৃষ্ণায় বৃক্ষ পর্যন্ত কাতর ছিল, তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরে কোন আকুলতা নেই, আগ্রহ নেই। বলুন, আমরা মৃত নই, তাহলে কী? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– এ শুধু মুখে উচ্চারণ করার মতো একটি শ্লোগান নয়। এ তো পরিপূর্ণ একটি জীবন বিধান। এ জীবন বিধান আমাদেরকে শিখতে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার অনুকরণ করতে হবে। আর ঘরে বসে তো কোন কিছুই শেখা যায় না। শেখার নিয়ম আছে, শেখার পদ্ধতি আছে। শেখার জন্যে ঘর থেকে বের হতে হয়। শেখার জন্যে সাধনা করতে হয়। তাবলীগের নামে সেই মেহনতই চলছে। উদ্দেশ্য, যেন আমরা সকলেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনকে শিখতে পারি। মৃত্যুর আগেই যেন আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা হয়ে মরতে পারি। তাঁর কাছে যখন উপস্থিত হবো, তখন যেন আমরা বিতাড়িত না হই।

তাহাজ্জুদের প্রতিদান

এক বিখ্যাত মহিয়সী নারী ছিলেন শা'বানা (রহ.)। তিনি একবার স্বপ্নে দেখলেন, বেহেশত সাজানো হচ্ছে। দরজায় ফেরেশতা দাঁড়ানো। দরজায় দাঁড়ানো বেহেশতীও। জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কী হচ্ছে? কে আসছে? বলা হলো, একজন নারী আসছেন। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে সকল বেহেশতী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ করলেন, তার বোন শামউ'না বেহেশতে শুভ্র উষ্ট্রীর উপর বাতাসের গতিতে এগিয়ে আসছে এবং দরজার কাছে এসে নামছে। ফেরেশতারা সকলেই তাকে অভ্যর্থনা জানালো। শা'বানা জিজ্ঞেস করলো, বোন তুমি এই মর্যাদা কীভাবে পেলে? বললো, রাতের বেলা ঘুম থেকে ওঠে আল্লাহকে যে ডেকেছি, এটা তার বিনিময়।

যে সকল নারী আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে রাত কাটিয়েছেন, তাদের কোলেই তো জুনায়েদ বাগদাদীর মতো ফুল ফুটেছে। আর যারা রাত কাটিয়েছে গান-বাজনা করে, যুগে যুগে তাদের কোলেই জন্ম নিয়েছে পৃথিবীর সব বদমাশ।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তাআলার চাওয়াকে আমাদের চাওয়া বানাতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা অপছন্দ করেন তার প্রতি আমাদের অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতে হবে। এ শুধু নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করলেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে না। পৃথিবীর সকল মানুষকে এ পথে তুলে আনতে হবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নবী, তাঁর পর এ পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না– সুতরাং এই উম্মতকেই এখন মানুষের মাঝে দাওয়াতের বাণী নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে।

চলতি পথে এক ব্যক্তির উপর নজর পড়লো। তার শরীরের কাপড় ছেঁড়া। সাথে সাথে মনে হলো, এর জন্যে একটি কাপড় চাই। তার পায়ের দিকে নজর দিতেই দেখা গেলো তার পায়ে জুতা নেই। মাটি গরম। সাথে সাথে মনে হলো, তার এক জোড়া জুতা চাই। তার এই দুরবস্থা দেখে মনে বেদনার সৃষ্টি হলো। না, এখনই গিয়ে তার জন্যে এক জোড়া কাপড় আর এক জোড়া জুতা নিয়ে আসি। সাথে সাথেই তার পেছনের দিকে তাকাতেই নজরে পড়লো, একটি সাপ তার দিকে ছুটে আসছে। তখন আর কাপড় ও জুতার কথা মনে নেই। সাথে সাথে ছুটে গেছে সাপের দিকে। প্রথমে তাকে সাপের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। বেঁচে থাকলে রুটি পাবে, কাপড় পাবে, জুতা পাবে। মরে গেলে এই রুটি কাপড় ও জুতা দিয়ে কী হবে! পৃথিবীর যে কোন বিবেকবান মানুষই এ কথাই বলবে। আগে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর তাকে খাবার দেবো, কাপড় দেবো, জুতা দেবো।

আজ যদি আমরা আমাদের দেশের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো, মাশাআল্লাহ! হাতেগোনা অল্প কিছু মানুষ ছাড়া সকলেই জাহান্নামের দিকে ছুটে চলেছে। আজ তাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হলো তাওবা। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছু থেকে রক্ষা করা তাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন।

জাহান্নামের সাপ খুবই ভয়ানক। জাহান্নামের বিচ্ছু খুবই ভয়ানক। খচ্চরের মতো বিশাল হবে এক একটা বিচ্ছু। একবার কাউকে দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার যন্ত্রণা অব্যাহত থাকবে। অথচ এ বিচ্ছু অবিরাম দংশন

www.banglakitab.weebly.com

করতে থাকবে। মানুষ আজ সে জাহান্নামের দিকেই যাচ্ছে। তার দিকে ধেয়ে আসছে জাহান্নামের সাপ, জাহান্নামের বিচ্ছু। তাদেরকে এই সাপ ও বিচ্ছু থেকে রক্ষা করাই এখন সবচে' বড় প্রয়োজন।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন, তুমি যদি দেখ তোমার শত্রু আল্লাহর অবাধ্য হয়ে পড়েছে, তাহলে তোমাকে আর প্রতিশোধ নেবার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ নিজেই তোমার পক্ষ হয়ে তার প্রতিশোধ নিবেন।

যে ব্যক্তি পাপী হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে তার হাশর হবে খুবই ভয়াবহ। পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হয়ে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে
রক্ষা কর আগুন থেকে। [তাহরীম : ৬]

হ্যাঁ, নিজেদেরকে বাঁচাও, নিজেদের পরিবারকে বাঁচাও। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। ঠাণ্ডা গরম থেকে বাঁচাও। এটা তাদের অধিকার। ক্ষুধা তৃষ্ণা থেকেও বাঁচাও, বাঁচাও আল্লাহর আগুন থেকেও। সে আগুন খুবই ভয়ানক, দুর্বিষহ।

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। [তাহরীম : ৬]

এই আয়াত শোনার পর হযরত সালমান ফারসী (রা.) কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চলে যান। তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে দেখা সাক্ষাত হয়নি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সালমান কোথায় গিয়েছে? তাঁকে খুঁজে বের করো।

খোঁজা হলো। তাঁকে পাওয়া গেলো পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের উপর বসে কাঁদছেন আর হাতে মাটি নিয়ে তা নিচের দিকে ফেলছেন। আর বলছেন– হায় আগুন! পাথর ও মানুষ দিয়ে প্রজ্জ্বলিত হবে আগুন! হায় আল্লাহ! আমার কী হবে!

www.banglakitab.weebly.com

পেছন থেকে একজন হযরত সালমান (রা.)কে ডাকলেন। বললেন, আল্লাহর রাসূল আপনাকে ডেকেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সালমান! তোমার কী হয়েছে?

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আয়াত আমাকে অস্থির করে ফেলেছে।

বললেন, না না! তুমি এর অন্তর্ভুক্ত নও।

সালমান তো এমন ব্যক্তি বেহেশতও যার জন্যে আকুল।

হায় হায়! যাঁর জন্যে বেহেশত পর্যন্ত আকুল, তিনি তো ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ে চলে গেছেন। পাহাড়ে চলে গেছেন কাঁদতে কাঁদতে। আর যাদের কিছুই জানা নেই, পরিণতি বেহেশত হবে না দোযখ– তাদের চোখে কোন পানি নেই। তারা ডুবে আছে সুখনিদ্রায়।

এক সাহাবী তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন–

وَاَعِذْنِىْ مِنَ النَّارِ

হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।

সারা রাত কেঁদে যখন ফজর নামাযে এসে শরীক হয়েছেন, তখন তাঁকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

لَقَدْ اَبْكَيْتَ اَعْيُنَ مَلَاءٍ مِّنْ مَلَائِكَةٍ كَثِيْرًا

হে আল্লাহর বান্দা! আজ তুমি ফেরেশতাদের বিশাল জামাতকে চোখের পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছো।

তোমার কান্না ফেরেশতাদের কাঁদিয়েছে। তাদের মধ্যে মাতম ছড়িয়ে দিয়েছে।

আর আজ যাদের জীবনের কোথাও আল্লাহর দীন নেই, তাদের চোখে পানি নেই। তাদের অন্তর পাথরে পরিণত হয়েছে। এই অন্তরগুলোকে গলাতে হবে। আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিতে হবে।

هُوَ اجْتَبٰكُمْ

www.banglakitab.weebly.com

তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। [হজ্ব : ৭৮]

আল্লাহ তাআলা এ জন্যেই আমাদেরকে মনোনীত করেছেন।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। [আলে ইমরান : ১১০]

এটা এই উম্মতের মর্যাদা। আল্লাহ তাআলা নিজে এই উম্মতকে মানুষের কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা স্পেশালভাবে এই উম্মতকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের কাজ দিয়েছেন–

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরা সৎকাজে নির্দেশ দান করো, আর অসৎ কাজে নিষেধ কর। [আলে ইমরান : ১১০]

মুসলমানদের করুণ দশা

এখন মুসলমানদের অবস্থা হলো– খুব অল্প সংখ্যকই ধর্ম মেনে চলে। অবশিষ্ট সকলেই চলে নিজ নিজ খেয়াল খুশি মতো। তারা কাফের নয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই। শতকরা পঁচান্নব্বই জন নামায ছেড়ে দিয়েছে। লাখের মধ্যে একজন হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, যে আয় রোজগারের মধ্যে হালাল হারাম রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মূর্খতা এতটাই প্রবল, মা-বাবা জানেই না তাদের সন্তানকে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের বাজারগুলো ছেয়ে গেছে নারীদের আনাগোনায়। যারা ঘরে ছিল, পর্দানশীন ছিল তাদেরকে শয়তান তাড়িয়ে নিয়ে গেছে বাজারে। তারা এখন বাজারের শোভা।

আমাদের নারীরা এটাকেই নাম দিয়েছে স্বাধীনতা। কী চমৎকার স্বাধীনতা! এক সংসার থেকে বের হয়ে এয়ার হোস্টেস হয়ে সেবা দিচ্ছে শত শত পুরুষের। জানি না, এ কেমন স্বাধীনতা! স্বাধীনতা তো আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন। নিজের ঘরে বসে থাকো। স্বামী সন্তান দেখাশোনা করো।

www.banglakitab.weebly.com

কিন্তু স্বামী সংসার ছেড়ে দিয়ে অফিসে গিয়ে বসেছো চাকুরে হয়ে। এখন দশ জনের ফায়-ফরমাশ মানতে হয়।

আল্লাহ তাআলা রিযিকের অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছিলেন– 'আমি তোমাদের এমনভাবে রিযিক দেবো, তোমরা তা কল্পনাও করতে পারবে না।' কিন্তু আমাদের মেয়েরাই তাদের রিযিকের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আল্লাহ তাআলার কসম করে বলতে পারি, আমাদের মেয়েরা যদি তাদের ঘরে বসে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাআলা ঘরে বসিয়েই তাদেরকে রিযিক দেবেন। আল্লাহ তাআলা কারও আয়-উপার্জনের মুহতাজ নন।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন মূলত পরীক্ষা করার জন্যে। আল্লাহ দেখতে চান মানুষ উপার্জন করতে গিয়ে হালাল উপার্জন করে না হারাম। মানুষ উপার্জন করতে গিয়ে সত্য বলে না মিথ্যার আশ্রয় নেয়। রোজগার করতে গিয়ে তারা ঘুষ গ্রহণ করে, না নির্ধারিত বেতন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। মূলত উপার্জনের এই নির্দেশ শুধুই পরীক্ষার জন্যে। অন্যথায় মানুষকে খানাপিনা দেয়া, তার প্রয়োজনীয় সব কিছুর আয়োজন করা আল্লাহ তাআলার জন্যে মোটেও কষ্টকর কিছু নয়। তিনি চাইলেই কোন রকমের উপায় অবলম্বন ছাড়া সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

এটা একজন দু'জনের অবস্থা নয়। এই অবস্থা প্রায় সমগ্র মুসলমানের। এই যদি হয় মুসলমানদের অবস্থা তাহলে অমুসলমানদের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে কে যাবে? যদি কাউকে এই দীনের প্রতি আহ্বান করা হয়, তখন সকলেই বলে দেয়– একটু অবসর হই, তারপর যাবো। এদিকে পরিবারের মেয়েরা বলে ওঠে, আমরা আমাদের স্বামীদের বাইরে যেতে দেবো না। সন্তানদের বললে তারা বলে, এটা তো আমাদের খেলাধুলার সময়। এই খেলাধুলা রেখে আমরা কীভাবে বাইরে যাবো? আসল কথা হলো, আমরা যদি এটাকে নিজেদের দীনি কর্তব্য মনে না করি, তাহলে এই দায়িত্ব কে পালন করবে? এটা কোন নফল কাজ নয়। মনে চাইলে করলাম, মনে চাইলে না করলাম। বরং এটা এই উম্মতের মহান কর্তব্য। যদি সমগ্র উম্মত এই কাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন।

www.banglakitab.weebly.com

একদা মুসলমানগণ দেশ জয় করার জন্যে কিংবা সম্পদ লাভের নেশায় পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েনি। তারা ছড়িয়ে পড়েছিল, আল্লাহর দীনকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। নতুন করে সেই পুরনো কথাই আবার আমরা বলছি।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)কে তাঁর মা আল্লাহর দীনের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উনিশ বছর পর যখন ফিরে এসেছেন তখন রাত। দরজায় কড়া নাড়তেই মা বলেছেন, কে?

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেছেন, মা আমি সুফিয়ান।

সাথে সাথে মা জবাব দিয়েছেন, আমি তো তোমাকে আল্লাহর জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি। দান করার পর কোন জিনিস ফিরিয়ে নেয়া আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যাও বেটা, কেয়ামতের দিন দেখা হবে।

এই তো আমাদের অতীতকালের মায়েদের কাহিনী। একবারের ঘটনা। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বাদশাহ আবু জাফর মনসুরের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন। বাদশাহ তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেলো। ফরমান জারি করলো, আমি মক্কায় আসছি। শূলি প্রস্তুত কর। আমি যখন মক্কায় পৌঁছাবো, তখন আমার সামনে সুফিয়ানকে শূলিতে চড়ানো হবে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী তখন কাবার হাতিমে শুয়ে আছেন। মাথা হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহ.)-এর কোলে। কোত্থেকে ছুটে এসে হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা (রহ.) বললেন, সুফিয়ান! আবু জাফর চলে এসেছে। জীবন বাঁচাও। পালাও জলদি। সে তোমার বিরুদ্ধে শূলির নির্দেশ দিয়ে রেখেছে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বললেন, সত্যি! আবু জাফর মনসুর কি চলে এসেছে!

ইবনে ওয়াইনা বললেন, হ্যাঁ, সে নিজেই চলে এসেছে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ধীরপদে ওঠে মুলতাযিম-এর সামনে গেলেন। তারপর মুলতাযিম ধরে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি আবু জাফরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দাও, তাহলে তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব

www.banglakitab.weebly.com

ভেঙ্গে যাবে।

আবু জাফর মক্কা তো অনেক দূরের কথা, তায়েফেও পৌঁছতে পারেনি। তায়েফের আগেই মাটিতে পড়ে মারা গেছে। আজ এই জালেমের কবর কোথায় আছে, কেউ বলতে পারে না।

আমরা তো জীবনের সবক ভুলে গেছি। আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে শিখিয়েছেন কেবল উপার্জন। আমরা যখন বড় হয়েছি তখন ডানে বামে দেখেছি, দেখেছি সবাই উপার্জন করছে। তখন আমরাও বলতে শুরু করেছি– উপার্জন করতে হবে।

আমরা যখন ছোটবেলায় খেলাধুলা করেছি, সেখানেও গাড়ি নিয়ে খেলাধুলা করেছি। খেলাচ্ছলে ঘর বানিয়েছি। তারপর যখন স্কুলে গিয়েছি, সেখানে আমাদেরকে এই আয়-উপার্জনের কথাই শেখানো হয়েছে। সেখানে হয়েছে অনেক উপার্জন করতে হবে এবং বড় হতে হবে। বড় কাকে বলে? এই যার কাছে অনেক সম্পদ আছে, সমাজে সবাই যাকে চিনে, সমাজে যার প্রচুর মান-সম্মান। মূলত আমাদের এই সমাজ এক মজলুম সমাজ। এখানকার সন্তানরা অবিচারের শিকার হচ্ছে মা-বাবার হাতে, শিক্ষকের হাতে।

কেউ তাদেরকে বলছে না, এই পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য কি। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে দুনিয়াতে শান্তি পাওয়া যাবে– এ কথা কেউ কাউকে বলছে না। কেউ বলছে না, তুমি যদি আল্লাহকে পাও তাহলে আল্লাহই তোমার সব কিছুর সমাধান করে দেবেন। বরং সকলেই অস্থির। যদি আমার অনেকগুলো সন্তান হয় তাহলে তাদের খাওয়াবো কোথেকে? অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা অধিক সন্তান জন্ম দাও, কেয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবো। আর এখানে চলছে, জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে! নাউযুবিল্লাহ!

স্কুলের হেড মাস্টার জানেন, আমার স্কুলে দেড়শ' ছাত্র পড়তে পারবে। তাই দেড়শ' ছাত্র হবার সাথে সাথে হেড মাস্টার বলে দেন– আর সম্ভব নয়। একটি মিলের মালিক জানেন, আমার এই মিলে এক হাজার শ্রমিক

www.banglakitab.weebly.com

কাজ করতে পারবে। শ্রমিক সংখ্যা এক হাজার হতেই মিলের মালিক বলে দেন, আমার এখানে আর সুযোগ নেই। সুতরাং আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, এই লাহোরে কত মানুষ সৃষ্টি করবেন, পাকিস্তানে কত মানুষ সৃষ্টি করবেন। অনর্থক এই জন্ম নিয়ন্ত্রণবাদীরা এসে শহরের পর শহর উলট পালট করে দিয়েছে। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে তারা মানুষকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। রিযিকের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজেদের হাতে। মা-বাবা তো তকদীর নির্মাতা নয়। কপালে তকদীরে যা লেখা হয় তাই তো মা-বাবার মাধ্যম হয়ে এই পৃথিবীতে আসে।

হযরত আজরাঈল (আ.)-এর কষ্ট

একবার আল্লাহ তাআলা হযরত আজরাঈল (আ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কখনও কারও প্রতি কষ্ট জেগেছে? আজ পর্যন্ত আমার নির্দেশে কত মানুষের জীবন তুমি কবজ করেছো। কখনও কি কারও প্রতি তোমার দয়া জাগেনি?

হযরত আজরাঈল (আ.) বললেন– হ্যাঁ, দুইবার আমার অন্তরে দয়া জেগেছে।

বললেন, কার প্রতি?

বললেন, একবার সমুদ্রে একটি জাহাজ ভেঙ্গে গেলো। সেখানে এক গর্ভবতী নারী ছিল। সে একটি কাঠের উপর চড়ে বসলো। সে ঐ কাঠের উপর যখন তার সন্তান প্রসব করলো, তখন কাঠটি ঢেউয়ের আঘাতে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি আমাকে আদেশ করলে, এই নারীর জান বের করে নাও। তখন এই শিশুটির কথা ভেবে আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল। আমার মনে বড় করুণা জেগেছিল– এই শিশুটির কী হবে?

আল্লাহ তাআলা বললেন, দ্বিতীয়বার?

বললেন, শাদ্দাদ সাড়ে তিনশ' বছরব্যাপী তার বেহেশত তৈরি করলো। যখন তার বেহেশত সমাপ্ত হলো, তখন সে দেখার উদ্দেশ্যে বেহেশতের সামনে উপস্থিত হলো। এক পা বাইরে, এক পা ভেতরে। আর ঠিক তখনই তুমি আমাকে আদেশ করলে, এর জান বের করে নাও। আমি

www.banglakitab.weebly.com

তাকে তার তৈরি বেহেশতের দরজায় শুইয়ে দিলাম। তখন আমার মনে করুণা জেগেছিল– আহা! দুর্ভাগা যদি তার বেহেশতটা অন্তত একবার দেখতে পেতো!

আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি জান এই শাদ্দাদ কে? এই সেই শিশু, যার মাকে তুমি উত্তাল সমুদ্রের মাঝে একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর জান কবজ করেছিলে।

মা-বাবার কর্তব্য

মা-বাবার কর্তব্য সন্তানের তকদীর নির্ধারণ করা নয়। সন্তানের তকদীর যদি মা-বাবার হাতে হতো, তাহলে তারা সন্তানের জন্যে বেহেশত তৈরি করতো। মা-বাবার কর্তব্য হলো, সন্তানকে উত্তমরূপে গড়ে তোলা। রিযিক আল্লাহর হাতে। আল্লাহই রিযিক দেবেন। এই স্থল ও জল জগত নয়। এই উদ্ভিদ ও খাদ্যশস্য নয়। পানি কিংবা বাতাস নয়। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র নয়। মানুষের প্রতিপালক কেবলই আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যাকে সৃষ্টি করেন, পৃথিবীতে আসার আগেই তার রিযিক লিখে দেন। মায়ের স্তনে দুধ আগে আসে, সন্তান আসে পড়ে। আল্লাহ তাআলা যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক তাঁর সম্পর্কে কি এ কথা ভাবা যায়– তিনি কাউকে সৃষ্টি করবেন, আর তাকে রিযিক দেবেন না? যারা এমনটি ভাবে, তারা আল্লাহ তাআলাকে বুঝেনি। বুঝেনি আল্লাহর শক্তি। তারা আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডার সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও বিশালত্ব সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)কে বলেছিলেন–

يَا مُوْسٰى لَا تَخْشَ مِنَ الْفَقْرِ مَا دَامَ خَزَائِنِيْ مَلَأً
وَاِنَّ خَزَائِنِيْ لَا تَنْفَدُ اَبَدًا

মুসা! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভাণ্ডার আছে, তুমি দারিদ্র্যের ভয় করো না। আর আমার ভাণ্ডার কোনদিন শেষ হবে না।

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের কাজ হলো, আল্লাহ তাআলার এই ভাণ্ডারের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। এই পৃথিবীতে আমাদের প্রথম পরিচয় হলো, আমরা মুসলমান। তারপর আমাদের অন্যান্য পরিচয়। আমরা প্রথমে মুসলমান, তারপর বাবা মা স্ত্রী পুত্র ভাই চাচা ব্যবসায়ী চিকিৎসক জমিদার ইঞ্জিনিয়ার বাদশাহ প্রধানমন্ত্রী– এসবই পরের পরিচয়। আমাদের জন্মের পরই আমাদের কানে আযান দেয়া হয়। জানিয়ে দেয়া হয়, তুমি মুহাম্মাদী। তোমার প্রথম পরিচয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই পরিচয়ের অধীনে থেকে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে ছড়িয়ে দেয়াই আমাদের কাজ।

এটা তাবলীগ জামাতের কাজ নয়। বরং এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, তোমরা নামাযের জন্যে ঘর থেকে বের হও। হজের জন্যে ঘর থেকে বের হও। নিজের উপার্জিত সম্পদ থেকে যাকাত দাও। এগুলো যেমন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, তেমনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো– তোমাদের নবী সর্বশেষ নবী। এই নবীর পয়গাম মানুষের কাছে পৌছে দেয়া তোমাদের কর্তব্য। আমরা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অধীনেই এই দায়িত্ব পেয়েছি। আমাদের আগেকার উম্মতের এই দায়িত্ব ছিল না। পূর্ববর্তী উম্মতগণ দিনে দুইবার নামায পড়তেন। আর আমরা পেয়েছি, দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সুতরাং এখানে যেমন এ কথা বলার অবকাশ নেই, তারা দুই ওয়াক্ত পড়েছে, আমরা পাঁচ ওয়াক্ত কেনো পড়বো? আল্লাহর নির্দেশ, সুতরাং মানতেই হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার নির্দেশ হলো– আল্লাহর দীনকে উঁচু করার জন্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো।

جَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ

জেহাদ করো আল্লাহর পথে, যেভাবে জেহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। [হজ : ৭৮]

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا

অভিযানে বের হও, হাল্কা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায়। [তাওবা : ৪১]

www.banglakitab.weebly.com

এভাবে যখনই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে, তখনই সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়েছেন। পরিণতিতে তারা যেদিকেই গেছেন পরিবেশ বদলে গেছে। কবীলার পর কবীলা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। পুরো ইউরোপের আকাশ প্রকম্পিত হয়েছে আযানের ধ্বনিতে। মসজিদ নির্মিত হয়েছে, মাদরাসা নির্মিত হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৮২ সালে ক্রিস্টানের একটি মাদরাসায় দেড় হাজার ছাত্র কুরআনে কারীমের হেফয করছিল। তখন আমাদের পুরো পাকিস্তানেও হেফযখানায় দেড় হাজার ছাত্র ছিল না। অথচ সেখানে একটিমাত্র মাদরাসায় কুরআনে কারীম হেফয করছিল দেড় হাজার ছাত্র। অথচ তার বিশ বছর পূর্বেকার ইতিহাস হলো– সেখানে জানাযা পড়াবার মতো কোন মুসলমান ছিল না। খৃষ্টান পাদ্রীরা মুসলমানদের লাশ দাফন করতো। যারা এই দীনের জন্যে ঘরবাড়ি ছেড়েছে তারা কিছু ফেরতও পেয়েছে।

এরা পাগল নয়। মাথায় বোঝা নিয়ে দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর মাঝে মধ্যে এসে আপনাদেরকে চাপ দিচ্ছে, বের হও। এটা এই তাবলীগ জামাতের আহ্বান নয়। এটা তো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ– কুরআন পড়ার সুযোগ হয়েছে, হাদীস পড়ার সুযোগ হয়েছে। সুতরাং যদি এ পথ ছাড়ার কোন সুযোগ থাকতো, তাহলে সে সুযোগ সর্বপ্রথম নিজের জন্যে গ্রহণ করতাম। ভাই, আমার কী ঠেকা পড়েছে, অন্যের দুয়ারে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার! নিজের জন্যে কোন সুযোগ বের করতে পারিনি। এজন্য অন্যদেরকেও বলছি। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহর দীনের জন্যে বেরিয়ে পড়।

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে নির্বাচন করেছেন, সারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে। আমরা যদি আল্লাহর দীনের আওয়াজ ছড়িয়ে না দিই, তাহলে মানুষের কানে পৌঁছাবে শয়তানের আওয়াজ। তখন শয়তানের উলঙ্গ নাচ আপনাকে আমাকে দেখতে হবে। তার নির্লজ্জ আয়োজন ঘরে বসে আমাদের সন্তানদের উপভোগ করতে হবে। আমাদের সন্তানদের পান করতে হবে শয়তানের বিষ-সংস্কৃতি। সেখানে আপনার আমার টু শব্দটি বলার সুযোগ থাকবে না। আমরা যদি আমাদের

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

সন্তানদের আল্লাহর পথে না ডাকি, তাহলে তাদের জন্যে এই পরিণতি অবধারিত। আজ আমাদের কন্যাদের সামনে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর উপমা নেই। তাদের সামনে মডেল হিসেবে রয়েছে ব্যভিচারিণীদের জীবনাচার। আমাদের যুবকদের সামনে যদি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আদর্শ না থাকে, তাহলে তারা তো পাপী জালেম ও বদমাশদের পেছনেই ঘুরবে। এই সত্য অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আজ তিক্ত হলেও এই সত্য সকল মা-বাবাকেই স্বীকার করতে হবে। যে সন্তানের জন্যে রাতভর কেঁদেছে অস্থির হয়ে, নিদ্রহীন রাত কাটিয়েছে; যে সন্তানের পায়খানা প্রস্রাব পরিষ্কার করেছে– গায়ে সামান্য শক্তি হতেই সে সন্তান চোখ বড় বড় করে তাকায়। সন্তানের রাগান্বিত চোখ দেখে মায়েদের মরে যাবার দশা। প্রশ্ন হলো, এই নাফরমান সন্তানের জন্যে আমরা কেনো আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করবো? এটা বড়ই ব্যর্থ বাণিজ্য। আমরা আমাদের সন্তানদের কল্যাণ চাই। আমরা চাই, যেনো আমরাও বেহেশতে যেতে পারি, বেহেশতে যেতে পারে আমাদের সন্তানরাও। শুধু আমাদের দেশ নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যেনো তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে যায়। এটা তাবলীগ জামাতের কাজ নয়। এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।

قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

ওঠ, আর সতর্ক কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। [মুদ্দাস্‌সির : ২–৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই কাজের জন্যে কবুল করুন। আমীন॥

[বায়ানাতে জামীল : খণ্ড ১ : ৪০০–৪৪৩ পৃ.]

স মা প্ত

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

মাকতাবাতুল আখতার
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা ও বিপণন কেন্দ্র]
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০□ মোবাইল : ০১৭১৮৫২৭১০২

www.banglakitab.weebly.com